Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

2/159

NB-30

Presented by Shri ...

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা

সপ্তম খণ্ড

অষ্টাদশ অধ্যায়

(প্রায় ষাটখানা গীতার টীকা ইত্যাদি হইতে ও উপনিষদ, মহাভারত ও বহু গ্রন্থাদি হইতে লওয়া উদ্ধৃতি সহ বিশদ ব্যাখ্যা)

শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়

(এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক)।

(Ex-Professor. Selection Grade,

Provincial Educational Service)

গ্রন্থকার দ্বারা প্রকাশিত।

বি ৬।১৫, পীতাম্বরপুরা, বারাণসী—১

১৯৬৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

2/159

শ্রীমদ্ভগবদ্‌ গীতা

সপ্তম খণ্ড

অষ্টাদশ অধ্যায়

(প্রায় ষাটখানা গীতার টীকা ইত্যাদি হইতে ও উপনিষদ,
মহাভারত ও বহু গ্রন্থাদি হইতে লওয়া
উদ্ধৃতি সহ বিশদ ব্যাখ্যা)

শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়
(এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক)।
(Ex-Professor. Selection Grade,
Provincial Educational Service)

গ্রন্থকার দ্বারা প্রকাশিত।
বি ৬।১৫, পীতাম্বরপুরা, বারাণসী—১
১৯৬৮

মূল্য—
সাধারণের পক্ষে— ১২
পুরাতন গ্রাহকদিগের পক্ষে— ৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক
শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়
বি ৬।১৫, পীতাম্বর পুরা
বারাণসী-১

পুস্তকের প্রথম ১১২ পৃষ্ঠা ও কভার এখানকার ইণ্ডিয়ান
প্রেসে, ও বাকীটা মাধব প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবেদন

১। Lead, kindly Light, amid the encircling gloom
Lead Thou me on—Newman

২। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

৩। যো কুছ্ হয়, সো তুমহি হয়।

আমার মঙ্গলময় ইষ্টদেবতার ও করুণাময়ী গীতা মায়ের আশীর্ব্বাদে, কোনও ক্রমে, এই সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত করাইতে সমর্থ হইয়াছি; বার বার তাঁহাদের প্রণাম করি।

সপ্তম খণ্ডে আলোচিত গীতার এই অষ্টাদশ অধ্যায়, অতি দীর্ঘ এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ; শেষাংশ, গীতার সার কথা, এবং 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' চরম উপদেশ।

শারীরিক ও মানসিক অনেক যন্ত্রণা ভুগিতে হইয়াছে, এবং এখনও ভুগিয়া চলিয়াছি, তাহা আর বলিয়া কি হইবে? ইহার উপর, প্রেসের অতি মন্থর গতিতে কার্য্য নিষ্পাদন, এবং তাহার উপর পূর্ব্বাপেক্ষা অতি বিবর্দ্ধিত ভাবে দাম নেওয়া আমাকে বসাইয়া দিয়াছে। Packerএর দক্ষিণা ও মাসুলও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার উপর অর্থাভাব, উহা আমাকে বিভ্রান্ত করিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই নিবেদনে, আমার প্রথম কাজ কৃতজ্ঞতার সহিত ঋণ স্বীকার করা। (১) পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ডের নিবেদনে, দানবীর শ্রীবর্জোরিয়াজী (মারফৎ শ্রী এস্ প্রসাদজী) আমাকে চির-ঋণী করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এই খণ্ড মুদ্রণে, সেই দান আমার সহায়ক হইয়াছে। যাহাতে সকলে তাঁহার মঙ্গলকামনা করেন, সেই জন্য এই খণ্ডের মূল্য, খরচের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া অনেক কম রাখা হইল। শ্রী শ্রীপ্রকাশজী (Ex-Governor, Assam, Madras, Maharastra and Bombay), এই দান পাওয়াইয়া দিয়াছেন; তিনি সর্ব্বদাই আমাকে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। (২) দাতা শ্রীজয়পুরিয়াজী আমাকে ৩০০৲ টাকা দান করিয়াছেন; ইহা শ্রীসম্পূর্ণানন্দজী (Ex-Governor, রাজস্থান) আমায় পাওয়াইয়া দিয়াছেন। (৩) পশ্চিমবঙ্গ সরকার হইতে প্রাপ্ত টাকার খরচের হিসাব, Chartered Accountant দ্বারা audit করাইয়া পাঠাইতে হয়। এই auditing, এখানকার প্রসিদ্ধ Chartered Accountant, Messrs Chatterjee and Chatterjee কোন পারিশ্রমিক না লইয়া করিয়া দিয়াছেন; মোটা খরচ এইরূপ auditingএ লাগে, তাহা বাঁচাইয়া দিয়াছেন। (৪) অযাচক সংস্থার অখণ্ড মণ্ডলেশ্বর শ্রী শ্রীস্বামী স্বরূপানন্দজীর নিকট আমি অনবরতঃই দয়া পাই; আমার Library-র নানা রকমের পুস্তক হইতে কয়েকখানি, আমার প্রার্থনায় কিনিয়া লইয়াছেন, এবং আমার গীতার পঞ্চম ও ষষ্ঠ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খণ্ডের দেড়পৃষ্ঠা ব্যাপী বিজ্ঞাপন, তাঁহার প্রতিধ্বনি পত্রিকায়, কিছু না লইয়াই দিয়াছেন।

Bibliography ও ইদানীং প্রাপ্ত প্রশংসাপত্র সমূহ ছাপাইলাম না; বিস্তর টাকা খরচ হয়। Bibliography দ্বিতীয় খণ্ডে পাইবেন।

সকল খণ্ডেই বলা হইয়াছে, এবং এখানে আরও একবার বলিয়া লওয়া যাউক, আম্যদের গীতা একাধিক শ্রেণীর পাঠক দিগের উপর লক্ষ্য রাখিয়া রচিত হইয়াছে। যথা, যাঁহাদের গীতা ভাল করিয়া পড়িবার সময় বা শিক্ষা নাই, মাত্র প্রতি অধ্যায়ে কি বলা হইয়াছে জানিতে চাহেন, প্রতি অধ্যায়ের 'বিবৃতি' পরিচ্ছেদ পাঠে, ও অধ্যায়ের কোন্ কোন্ শ্লোক ভক্তিমূলক, ইত্যাদির তালিকা পাঠে, ইহা তাঁহাদের জানা হইবে। যাঁহারা আরও একটু ভিতরে যাইতে চাহেন, তাঁহারা অধ্যায়ের ভূমিকা, শ্লোকগুলির ভূমিকা, কঠিন শব্দ সমূহের অর্থ এবং সরল ভাষায় দেওয়া অনুবাদ, ও আমাদের মৌলিক ব্যাখ্যা সকল যেন পড়েন; বহু নূতন কথা পাইবেন। কিছু না পারেন, আমাদের অনুবাদগুলি যেন পড়েন। যাঁহারা আরও ব্যাপক আলোচনা ও গবেষণা চাহেন, তাঁহারা গীতার উপর লেখা ষাটখানা টীকা ও পুস্তকাদি হইতে, ও কথামৃত ও স্বামী শ্রীবিবেকানন্দজীর পুস্তকাদি হইতে গৃহীত উদ্ধৃতি সমূহ, ও উপনিষদ্, মহাভারত ইত্যাদির reference

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমূহ যেন দেখেন। আবার বলিয়া লই, আমাদের এই পুস্তক গুলিতে সকল মতবাদের উদ্ধৃতি দেওয়া হইযাছে। ভারতবর্ষে বা বাহিরে, কোথাও এরূপ পুস্তক বাহির হয় নাই, এবং বহু-কাল অবধি বাহির হইবে না। গীতার অন্যান্য টীকার সহিত এই পুস্তকগুলি যেন মিলাইয়া দেখা হয়।

দক্ষিণ চক্ষুতে দুইবার অস্ত্রোপচার গত বর্ষে হইয়াছে; বামচক্ষুতে সাত আট দিনের ভিতর অস্ত্রোপচার করাইতে ডাক্তার আদেশ দিয়াছেন। চক্ষের অপটুতা ও শরীরের বার্দ্ধক্য ও রোগক্লিষ্ট অবস্থার জন্য মূদ্রা অশুদ্ধি অনেক রহিয়াছে, দয়ালু পাঠক গণ যেন ক্ষমা করেন।

দুই প্রেসে মুদ্রিত হওয়ায় দুই রকম Paging হইয়াছে।

বার অধ্যায় মুদ্রিত হইল; দুই অধ্যায় অর্দ্ধেক মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে; ছোট ছোট আরও চার অধ্যায় রহিয়াছে। আমার আর অর্থ নাই; কাতর ভাবে মোটা দান ভিক্ষা করিতেছি।

কৃপাপ্রার্থী শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
2/159
CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Presented by Shashwat Shukla

অষ্টাদশ অধ্যায়

মোক্ষযোগ বা মোক্ষ সন্ন্যাস যোগ

ভূমিকা

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা সম্বন্ধীয়, এবং শুধু ইহাদের নহে, সকল কর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপারে অফলাকাঙ্ক্ষিতাই সাত্ত্বিকতা ও প্রাপনীয়, ইহা শুনিতে শুনিতে অর্জ্জুনের মনে প্রশ্ন জাগিল যে এই অফলাকাঙ্ক্ষতাকে "ত্যাগ" বলা হইবে কি "সন্ন্যাস" বলা হইবে, কারণ এই দুইটি শব্দের শাব্দিক অর্থ এক হওয়ায় বড়ই গোল বাধে ; সাধারণতঃ অফলাকাঙ্ক্ষিতাকে ত্যাগ বলা হয়, আবার "অনাশ্রিত কর্ম্মফলকে" (৬।১) সন্ন্যাস বলা হইয়াছে, আবার কর্ম্মত্যাগকে ত্যাগ না বলিয়া সাধারণতঃ কর্ম্ম-সন্ন্যাস বলা হয় ; শুধু 'ত্যাগ' বলিলে বুঝা যায় না যে সেখানে কর্ম্মফল ত্যাগ, কি কর্ম্মত্যাগ বলা হইল ; আবার শুধু সন্ন্যাস বলিলে বুঝা যায় না সেখানে কর্ম্মফল ত্যাগ কি কর্ম্ম ত্যাগ বলা হইল। কোন্ রকম ক্রিয়াকে সন্ন্যাস ও কোন্ রকম ক্রিয়াকে ত্যাগ বলা উচিত। সন্ন্যাস (সংন্যাস), এই শব্দ লইয়া অর্জ্জুন যে গোলমালে পড়িয়াছিলেন তাহার কারণ, একই অর্থে কখন সন্ন্যাস, কখন ত্যাগ শব্দ ব্যবহৃত হইতেছিল, শুধু তাহাই নহে, সন্ন্যাস শব্দ কয়েক অর্থ পাইয়াছিল, যথা সাংখ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানে থাকা, আবার জ্ঞান কর্ম্ম সমুচ্চয় হয় না বলিয়া, এবং কর্ম্ম করিলে কর্ম্মবন্ধনে পড়িতে হয় বলিয়া কর্ম্মত্যাগ করা ; আবার অম্‌নি অম্‌নি কর্ম্মত্যাগ করা, পরের মাথায় খাওয়া বা ভিক্ষা মাগা ; চতুর্থ আশ্রম লওয়া ; ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি হওয়া ; সর্ব্ব সঙ্কল্প ত্যাগ করা ; মাত্র কাম্য কর্ম্ম ত্যাগ করা (১৮।২) ; ভগবানে কর্ম্ম নিবেদন করিতে করিতে কর্ম্ম করা (৩।৩০) ইত্যাদি। (৩।৪,৩০; ৫।২,৩,১৩, ৬।১,২; ৯.২৮; ১২।৬; ১৮।২,৭,৩০,৪৯,৫৭)। সবগুলিতেই ত্যাগের ভাব এবং সন্ন্যাসের ভাবও আছে। যাহাই হউক, অর্জ্জুন এখন এখানে জানিতে চাহিলেন ত্যাগটাই বা কি, এবং সন্ন্যাসটাই বা কি? ভগবান ইহার উত্তরে ফলত্যাগকে ত্যাগ, এবং মাত্র কাম্য কর্ম্মের ত্যাগকে সন্ন্যাস বলা উচিত হয় জানাইলেন। এই প্রসঙ্গে, অর্জ্জুনের মনের ভাব বুঝিয়া ভগবান বলিলেন যে যদিও কর্ম্ম-বন্ধন যাহাতে না ঘটে, তাহার জন্য কর্ম্ম ত্যাগ করিতে অনেকেই বলেন বটে, তবু যজ্ঞ, দান ও তপস্যা, পবিত্রতা আনে বলিয়া, ইহাদের মোটেই ত্যাগ করা উচিত হয় না ; ঐ গুলি বন্ধন আনিবে কি আনিবে না, এ বিষয়ে মাথা না ঘামাইয়া, আসক্তি ত্যাগে এবং ফলত্যাগে যখন বন্ধন পরিহার করা যায়, যজ্ঞ দান ও তপস্যা সেই ভাবে করিলে সব দিক রক্ষা করা পাইবে ; পবিত্রতা ও চিত্তশুদ্ধি পাওয়া ঘটিবে এবং কর্ম্মবন্ধন হইবে না। ৪।২৩,১২।২৮ ও অনেক শ্লোক এই বিষয়ে আছে।

তাহার পর, সপ্তদশ অধ্যায়ের ধারাবাহিকতা অনুসরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রিয়া, ভগবান, ত্যাগ, জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, বুদ্ধি, ধৃতি, সুখ, ইত্যাদির ত্রিবিধ ভেদের বর্ণনা করিলেন। এই প্রসঙ্গে ১৮ ১৭ একটি মহত্ব পূর্ণ শ্লোক। তাহার পর কর্ম্মের বিশ্লেষণ। সমস্ত গীতা শাস্ত্রের চুম্বক ভাবে, কর্ম্ম.জ্ঞ'ন, ভক্তি সম্বন্ধীয় অনেক মূল্যবান কথা উপসংহারে বলিবার মত করিয়া বলিলেন। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের স্বধর্ম্ম কি, চুম্বকে বলিয়া, আবার সেই ৩।৩৫ শ্লোক বিঘোষিত করিলেন, "শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পর ধর্ম্মাৎ স্বধিষ্ঠিতম্"। নিষ্কাম ভাবে স্বধর্ম্ম পালন, ইহাতেই সিদ্ধি; ইহাই ভগবানের পূজা; ভগবানে কর্ম্ম নিবেদন করিতে থাকিয়া কর্ম্ম করিতে থাকিলে, উহাই লইয়া যায় "অকর্ম্ম" ভাবে কর্ম্ম করার অভ্যাসে (নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধিতে); এবং (নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধির যাহা অন্য অর্থ) জ্ঞান প্রাপ্তির যোগ্যতায়। এই অবস্থায়, ১৮।৫১,৫২, ৫৩ শ্লোকে কথিত আচরণে থাকিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, যাহা জ্ঞানস্থ পরানিষ্ঠা। ইহা লইয়া যায় পরা ভক্তিতে, যাহা ভগবানকে তত্বতঃ জ্ঞাত করায়। তাহার পর, "ততো মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্"। তাহার পর আনিলেন "সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংনস্যের" কথা (১২।৬), জানাইলেন ইহা শাশ্বত পদমব্যয়ম আনিয়া দেয়, জানাইলেন মচ্চিত্ত হইলে 'সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎতরিষ্যসি, জানাইলেন সংস্কারজাত স্বভাবের বিরুদ্ধে হঠকারিতা চলে না, "ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্‌দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি, ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া," জানাইলেন এই ভ্রমিত অবস্থা হইতে মুক্তি পাইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলে সেই ঈশ্বরের "শরণং গচ্ছ, তবেই পরশান্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্তি ঘটিবে, জানাইলেন 'মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী, মাং নমস্কুরু' এই শ্লোকে তাঁহাকে পাইবার ব্যবস্থা, সকল স্তরের সাধকের রহিয়াছে, এবং মাত্র সরল কয়েকটি কথায়, নিম্ন হইতে উচ্চে উঠিবার সমস্ত পথের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে; আর, বিঘোষিত করিলেন সংসারযুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত জীবের পরিত্রাণের সেই উপায়, যখন নানা বিরোধশীল কর্ত্তব্যে, নানা শাস্ত্রের নানা ব্যবস্থায় সে বিভ্রান্ত, শ্রদ্ধার সহিত পুরুষকার চালাইয়া সে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় পড়িয়াছে—সেই উপায়—শরণাগতি—সেই উপায়, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, অহং ত্বা সর্ব্ব-পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ। ইহাই উপসংহার; চমৎকার ভাবে গীতা শেষ হইল। অর্জ্জুনের অজ্ঞান সংমোহ বিনষ্ট হইল কিনা জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি ভক্তিভরে উত্তর দিলেন "নষ্ট মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎপ্রসাদান্‌ময়াচ্যুত, স্থিতোঽস্মি গত সন্দেহঃ, করিষ্যে বচনং তব। সঞ্জয়, ব্যাস প্রসাদে ধৃতরাষ্ট্রকে এই পুণ্য কথা শুনাইবার পর, ইহার স্মৃতি ও বিশ্বরূপ দর্শনের স্মৃতিতে পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চিত হইয়া, ধৃতরাষ্ট্রকে সাবধানতার ইঙ্গিত দিয়া বলিলেন "যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো, যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ, তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতি মম।

এ অধ্যায়ের নাম মোক্ষ যোগ বা মোক্ষ সন্ন্যাস যোগ। আমাদের মনে হয় একাধিক কারণে এইরূপ নাম হইয়াছে। প্রথমেই ত্যাগ আলোচিত হইয়াছে, ত্যাগ কর্ম্মবন্ধন অনুৎপাদক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোক্ষ প্রাপক; জন্ম মরণ হইতে ছাড়া পাওয়াকে, তাহা ভগবানে বিলীনতা প্রাপ্তির দ্বারাই হউক বা পরমধাম প্রাপ্তিতেই হউক, উহাকে মোক্ষ বলা হয়। ত্যাগ অর্থে অবশ্যই কর্ম্মত্যাগ নহে, কারণ তাহা বন্ধন আনে। মোক্ষ, সন্ন্যাস নহে। সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগকে কোন নাম দিয়া আখ্যায়িত না করিয়া, মাত্র কাম্য কর্ম্মত্যাগকে গীতা সন্ন্যাস বলিয়াছে। গীতায় চতুর্থ আশ্রমের কথা আনিবার কোন অবকাশ হয় নাই। কর্ম্মত্যাগকে গীতা কোন মান্য দেয় নাই (মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি) (২।৪৭) অনাশ্রিত কর্ম্মফল হওয়াই গীতার মতে প্রকৃত সন্ন্যাস, অফলাকাঙ্ক্ষিতার কথা এ অধ্যায়ে প্রতি ব্যাপারের ত্রিভেদ বর্ণনায়, গোড়া হইতে চলিয়াছে বলিয়া, উহা, আমাদের মনে হয়, সন্ন্যাস শব্দ এ অধ্যায়ের নামে আসিবার একটি কারণ। তাহার পর, স্বধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে করিলে, ঈশ্বরের পূজা করা হয়, এবং সিদ্ধি বা মোক্ষে লইয়া যায়, ইহা এ অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে বলিয়া, মোক্ষ শব্দ এ অধ্যয়ের নামে আসিবার ইহাও একটি কারণ। তাহার পর, 'সন্ন্যাসেন' অর্থাৎ কর্ম্মফল ত্যাগ করিতে কর্ম্ম করিতে করিতে থাকিলে, পরমা নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি প্রাপ্তি ঘটে, এবং কয়েকটি বিশেষ মনোভাবের সহিত উহাতে থাকিলে ব্রহ্মভাবত্ব প্রাপ্তি ঘটে, এবং তাহা হইতে পরাভক্তি লাভ হয়, এবং তাহার ফলে ভগবানকে তত্ত্বতঃ জানিতে সমর্থ বিশতে তদনন্তরম্ হয়, যে বিশতে শব্দে মোক্ষের সকল অর্থই আসে ; ইহাও একটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণ, অধ্যায়ে মোক্ষশব্দ আসিবার, বলা যাইতে পারে। তাহার পর ভগবানে কর্ম্ম অর্পণ করিতে করিতে কর্ম্ম করিতে থাকা, ইহার ফল শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ পাওয়া, যাহাও মোক্ষ; এবং অধ্যায়ের নামে মোক্ষ শব্দ আনিয়াছে। তাহার পর মায়া দ্বারা ভ্রামিত হওয়া হইতে রক্ষা পাওয়া উহারই অন্য নাম মোক্ষ; আবার সেই রক্ষা পাওয়ার জন্য ভগবান যে শরণাগতির ব্যবস্থা দিলেন, এবং বলিলেন উহাতে পরাশান্তি এবং শাশ্বত স্থান প্রাপ্তিও ঘটিবে ; ইহাও মোক্ষ। তারপরে 'মন্মনা' শ্লোকে 'মামেবৈষ্যসি' কথাতেও সেই মোক্ষ আসিয়াছে। তারপরে যে চমৎকার শ্লোকে গীতার উপসংহার হইয়াছে, সেই "সর্ব্বধর্ম্মান্" শ্লোকে 'অহংত্বা সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি' অংশে 'মোক্ষয়িষ্যামি' কথাতো স্পষ্টভাবেই রহিয়াছে ; আর সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ইহাই তো সন্ন্যাস। গীতা আরম্ভ হইয়াছিল অর্জ্জুনের মোহ, স্মৃতিহীনতা, অস্থৈর্য্য, ও সন্দেহের আকুলি বিকুলি অবস্থায়, বিষাদ যোগে, 'যুদ্ধ করিব না এই বাণী লইয়া, আর শেষ হইল নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা স্থিতোঽস্মি গত সন্দেহ অবস্থায়, করিষ্যে বচনং তব বাণী লইয়া অর্থাৎ মোক্ষ বা মোক্ষসন্ন্যাস যোগে অর্থাৎ হৃদয় দৌর্ব্বল্য মুক্ত ও ফলসন্ন্যাসে নিবেদিত বীরের অবস্থায়। মোহ-মুক্তই তো মোক্ষ। অধ্যায়ের নাম সুসঙ্গতই হইয়াছে।

শঙ্কর। এই অধ্যায়ে সমস্ত গীতা শাস্ত্রের বিষয়ের উপসংহার করিয়া, সকল বেদার্থ বলিতে হইবে, এই জন্য এই অধ্যায়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরম্ভ করা হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে বিষয় বলা হইয়াছে, এই অধ্যায়ে তাহা অবগত হওয়া যায়।

আনন্দগিরি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিক্ষিপ্তভাবে যেখানে যেখানে যাহা বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে, তাহা যাহাতে সহজে বুঝা যাইতে পারে, সেইজন্য উপসংহারে সংক্ষেপে সেইগুলি বলিবার জন্য এই অধ্যায়ের অবতারণা।

রামানুজ। এক্ষণে মোক্ষসাধনরূপ নির্দ্দিষ্ট ত্যাগের ও সন্ন্যাসের একত্ব, ত্যাগের স্বরূপ, সকল কার্য্যে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বানুসন্ধান, সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের কার্য্যবর্ণনা—স্ব স্ব বর্ণোচিত কর্ম্মসকলে কি প্রকারে পরমপুরুষ প্রাপ্তি সিদ্ধ হয় তাহা এবং গীতা শাস্ত্রের সারভূত বিষয় ভক্তিযোগ, এই অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

মাধ্ব। সংক্ষেপ করিয়া এই অধ্যায়ে পূর্ব্বোক্ত সমুদায় সাধনের উপসংহার করিয়াছেন।

শ্রীধর। পরমার্থ নির্ণায়ক এই অষ্টাদশ অধ্যায়ে সন্ন্যাস ও ত্যাগ এ দুয়ের বিভাগ পূর্ব্বক।

বলদেব। শ্রীকৃষ্ণ অষ্টাদশ অধ্যায়ে সমুদায় গীতার অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক, ভক্তি ও শরণাগতির অতি গোপনীয়ত্ব উহাতে বলিয়াছেন।

নীলকণ্ঠ। এই অষ্টাদশাধ্যায়ী গীতাতে প্রথমাধ্যায়ে উৎপাদ্‌ঘাতিত, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সুত্রিত ও শেষ অধ্যায় সমূহে ব্যুৎপাদিত বিষয় সমূহের সমগ্র ভাবে উপসংহারের জন্য, এই অধ্যায় আরম্ভ করা হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বনাথ। সন্ন্যাস জ্ঞান ও কর্ম্মাদির ত্রিবিধত্ব, মুক্তি নির্ণয় ও গুহ্যসারতম ভক্তি, অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই সকল উক্ত হইয়াছে।

তিলক। মোক্ষ সন্ন্যাস যোগ শব্দে সন্ন্যাস শব্দের অর্থ কাম্য কর্ম্মের সন্ন্যাস, যাহা অধ্যায়ের আরম্ভে বলা হইয়াছে। চতুর্থ অ শ্রম রূপ সন্ন্যাস এখানে বিবক্ষিত নহে।

সূচী

১—৬ সন্ন্যাস ও তাহার তত্ত্ব। যাগযজ্ঞ তপস্যা শুদ্ধিকর বলিয়া অত্যাজ্য, তবুও অন্যান্য কর্ম্মের মত এগুলিকেও অফলাকাঙ্ক্ষিত ভাবে করা উচিত, নিঃসঙ্গ ও ফল কামনা ত্যাগই ত্যাগ।

৭—১২ কর্ম্মত্যাগের তিন ভেদ। ফলাশা ছাড়িয়া কর্ম্ম করাই সাত্ত্বিক ত্যাগ, কারণ, দেহধারী কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে ছাড়িতে পারে না। অত্যাগীকে ইষ্টানিষ্ট ও মিশ্র কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়, "সন্ন্যাসীর ভোগ নাই।"

১৩—১৭ কর্ম্মের পাঁচটি কারণ হয়, মাত্রই কর্ত্তা কারণ নহে। আত্মাকে বা মাত্র নিজেকেই কর্ত্তা যিনি বলেন তিনি দুর্ম্মতি। কর্ত্তৃত্বাভিমান বিরহিত পুরুষ যদি কাহাকে বধও করেন, তাহার হত্যার পাপ লাগিবে না।

১৮—২৮ কর্ম্ম চোদনা (কর্ম্ম প্রবর্ত্তন) ও কর্ম্ম সংগ্রহ। ইহাদের ভিতর উক্ত জ্ঞানের তিন ভেদ, কর্ম্মের তিন ভেদ।

১৯—৩০ বুদ্ধির তিন ভেদ, ও ধৃতির তিন ভেদ। এই সব হইতে কথিত হইল যে প্রকৃতিজ সব কিছুতে ত্রিভেদ বর্ত্তমান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪১—৪৮ গুণভেদে যে চাতুর্ব্বণ্যের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাদের স্বভাবজ কর্ম্মের চুম্বক উল্লেখ। কর্ত্তৃত্বাভিমান রহিত ভাবে স্বধর্ম্ম পালন করাই ঈশ্বরের পূজা, উহাতেই সিদ্ধি আনে ; থাকিলই বা স্বধর্ম্মে ত্রুটি তবুও পরধর্ম্মভয়াবহ। অগ্নির ধূমের মত সকল ধর্ম্মেই ত্রুটি আছে।

৪৯—৫৫ কর্ম্মফল ত্যাগে কর্ম্ম করিতে থাকিলে নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধি আনে. ইহার সহিত কয়েকটি বিশেষ বিশেষ মনোভাবে থাকিয়া ব্রহ্মভূত হওয়া যায়, ইহা, নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা, ইহা তাহা আনে ও তাহা ভগবানকে জানায় ও তাঁহাতে প্রবিষ্ট করায়।

৫৬—৬৩ ভগবানকে নিবেদন করিয়া কর্ম্ম করিবে, বুদ্ধিযোগে মচ্চিত্ত হইলে, সর্ব্বদুর্গাণি পরিষ্যসি। অহঙ্কারে যদি ইহা না কর, বিনষ্ট হইবে, কারণ প্রকৃতি ধর্ম্মের সম্মুখে অহঙ্কারের জোর চলে না। এই প্রকৃতি বা মায়ার দ্বারা ভগবান আমাদের ভ্রামিত করাইতেছেন, সেই জন্য, সেই প্রকৃতির অধিস্বামীর সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হওয়া প্রয়োজন। ইহা বুঝ, বুঝিয়া যাহা চাও তাই কর।

৬৪। তার পরে সাধকদের জন্য গুহ্যতম উপদেশ দিলেন "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু" ; উপসংহারে শরণাগতির চূড়ান্ত উপদেশ দিলেন 'সর্ব্বধর্ম্মান্' শ্লোকে। তার পরে গীতোক্ত উপদেশের অধিকারী ইত্যাদির কথা বলিয়া, অর্জ্জুনের অজ্ঞান সম্মোহ বিনষ্ট হইল কিনা জিজ্ঞাসায় অর্জ্জুনের ভক্তি উদ্বেলিত স্বীকারোক্তি পাইয়া, গীতা শেষ করিলেন। সঞ্জয় ব্যাস-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসাদে দিব্য কর্ণ ও দিব্য চক্ষু লাভে গীতার কথোপকথন ও বিশ্বরূপের বিবৃতি ধৃতরাষ্ট্রকে দিতেছিলেন, তিনি রাজ্যলোলুপ অন্ধরাজকে সাবধান করিয়া বলিলেন যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ. হে রাজা জানিয়া রাখিও, সেই খানে শ্রী, বিজয়, ভূতি ও নীতি সর্ব্বদা বিরাজমান থাকে।

বিবৃতি

প্রতি শ্লোকের অনুবাদ গুলি পর পর পড়িয়া যাইলে "বিবৃতি" পড়া হইবে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

মোক্ষ যোগ

যদিচ এ অধ্যায়ের নাম মোক্ষ যোগ, কিন্তু ইহা আরম্ভ হইয়াছে প্রকৃতির ত্রিগুণে উৎপন্ন ত্যাগ আদি কয়েকটি বিষয়ের ত্রিভেদ লইয়া; এই অধ্যায়ের প্রথমাংশ, এই ভাবে, পূর্ব্বাধ্যায়ে বিস্তৃত। পূর্ব্বাধ্যায়ে যজ্ঞ দান ও তপস্যার ত্রিভেদ লইয়া, যে ভেদ কর্ম্মফল ত্যাগমূলক তাহাকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে, এবং তাহাকে সাত্ত্বিকী ত্যাগ বলা হইয়াছে। স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন উঠে, কর্ম্ম করিব এবং কর্ম্মফল ত্যাগ করিব তাহা ভাল, না, কর্ম্ম করিবই না (অমনিই হউক বা জ্ঞানচর্চ্চায় সময় দিব বলিয়াই হউক) তাহা ভাল, অর্থাৎ কর্ম্মসন্ন্যাসের পথ লইব তাহা ভাল। তাহা ছাড়া অর্জ্জুনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে হইয়াছিল সন্ন্যাস ও ত্যাগ, এ দুইটি কথার ভিতর একটু গোলমাল আছে; যমজ ভাইয়ের মত, কোনটি কি, এ লইয়া অনেক সময় বিভ্রাট হয়। সন্ন্যাস ও ত্যাগ দুইয়েরই অর্থ "ছাড়িয়া দেওয়া"; অনেক সময়ে এক অর্থে, কখন এ শব্দ কখন ও শব্দ, আবার অনেক সময়ে বিভিন্ন অর্থে একই শব্দ ব্যবহৃত হইতেছিল, যথা অনেকে ভাবিতেন সন্ন্যাস অর্থে কর্ম্মত্যাগ করিয়া চতুর্থ আশ্রম গ্রহণ করা, আবার অনেকে ভাবিতেন সন্ন্যাস অর্থে বাহিরে ত্যাগ; এবং ত্যাগ অর্থে মানসিক ত্যাগ। সেই জন্য অর্জ্জুন জানিয়া লইতে চাহিলেন যে যখন কর্ম্মত্যাগও "ছাড়িয়া দেওয়া" এবং কর্ম্মফল ত্যাগও "ছাড়িয়া দেওয়া"—কেহ কর্ম্মত্যাগকে ত্যাগ, আবার কেহ তাহাকে সন্ন্যাস বলিয়াছেন, আবার কেহ কর্ম্মফলত্যাগকে ত্যাগ, আবার কেহ তাহাকে সন্ন্যাস বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে কর্ম্মফল ত্যাগীদের সন্ন্যাসী বলিয়াছেন ; যখন এইরূপ পরিস্থিতি, এবং জিনিষটা দানা বাঁধে নাই, তখন কোন্‌টার জন্য ত্যাগ, এবং কোন্‌টার জন্য সন্ন্যাস কথা ব্যবহৃত হওয়া উচিত ?—

অর্জ্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ॥ ১ ॥

পদচ্ছেদ। সংন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বম ইচ্ছামি বেদিতুম্৹ ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশি-নিসূদন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্বয়। মহাবাহো হৃষীকেশ, কেশিনিসূদন, সংন্যাসস্য চ ত্যাগস্য তত্ত্বম্ পৃথক্ বেদিতুম্ ইচ্ছামি।

অনুবাদ। অর্জ্জুন বলিলেন, মহাবাহো হৃষীকেশ, কেশিনি-সূদন, সন্ন্যাসের তত্ত্ব ও ত্যাগের তত্ত্ব, (আমি) পৃথকরূপে জানিতে ইচ্ছা করি।

(মনে হয়, গীতায় ত্যাগ শব্দে যে উচ্চভাব দেওয়া হইয়াছে, তাহা গীতার নিজস্ব (শ্রীকৃষ্ণ আনীত অতি উচ্চ ভাব)। পরমহংস দেব বলিতেন, তাগী তাগী বলিলে গীতা গীতা বলা হয়।

মধুসূদন। শ্রদ্ধার ত্রৈবিধ্য নিবন্ধন, এবং আহার যজ্ঞ ও দান ইহাদের ত্রিবিধত্ব হেতু, কর্ম্মিগণের যে ত্রিবিধতা হয়, পূর্ব্ব অধ্যায়ে তাহা বলা হইয়াছে, যাহাতে ইহাদের মধ্যে সাত্ত্বিক গুলির গ্রহণ ও রাজস্ ও তামস্ গুলির পরিবর্জন করিতে পারা যায়। আর এক্ষণে অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলা হইবে যে সন্ন্যাস ত্রিবিধ বলিয়া সন্ন্যাসীরাও ত্রিবিধ। তন্মধ্যে তত্ত্ব জ্ঞানের পর যে ফলভূত সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস হয়, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হওয়ায় স্বভাবতঃই সকল কর্ম্ম যে, স্বতঃই সেই জ্ঞানী ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে তাহাই ফলভূত সন্ন্যাস—সন্ন্যাসের সফলাবস্থা। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গুণাতীত স্বরূপে তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে সেই ফলভূত সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস তাহার আর সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদ হইতে পারে না। অ-গুণাতীত যে সন্ন্যাস তাহাকেই গুণগত সংখ্যা অনুসারে ভাগ করা চলে, কেন না তাহা গুণগত গুণ-ত্রয়ের অধীনে রহিয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বে সেই তত্ত্বজ্ঞানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাভের যে সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগরূপ সন্ন্যাস, তত্ত্ববোধের ইচ্ছায় বেদান্ত বাক্য বিচার করিবার নিমিত্ত অবলম্বিত হয়, তাহাও গুণের অধীন নহে, তাহা ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন ইত্যাদি সন্দর্ভে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অতএব গুণগত সংখ্যানুসারে তাহারও বিভাগ করা চলে না। কিন্তু অনুৎপন্ন তত্ত্ববোধ ও অনুৎপন্ন তত্ত্ববুভুৎস (যাহাদের তত্ত্ববোধে ইচ্ছা উৎপন্ন হয় নাই তাদৃশ) ব্যক্তিগণের যে সন্ন্যাস যাহাকে 'স সন্ন্যাসী চ যোগীচ' ইত্যাদি সন্দর্ভে গৌণ সন্ন্যাস বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহারই ত্রৈবিধ্য হইতে পারে, অর্থাৎ কর্ম্মাধিকৃত পুরুষের নিষ্কাম কর্ম্মরূপ যে সর্ব্বকর্ম্ম ফলত্যাগ তাহাই গৌণ সন্ন্যাস, আর তাহা ত্রিগুণের অধীন, কাজেই গুণগত ত্রৈবিধ্য অনুসারে, তাহারই তিন রকম বিভাগ হইতে পারে, এই জন্য ইহারই বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক হইয়া, অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন।…যাহারা অবিদ্বান্ অথচ যাহাদের মধ্যে বিবিদিষার উদয় হয় নাই, সেই সমস্ত কর্ম্মাধিকারী পুরুষগণ যে কোন কর্ম্ম গ্রহণ করে অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এবং কতক কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তাহাদের সেই যে কর্ম্ম পরিত্যাগ তাহাও সন্ন্যাস শব্দের দ্বারা অভিহিত হয়, কারণ সন্ন্যাসের সহিত ইহারও ত্যাগাংশরূপ গুণের যোগ বা সম্বন্ধ রহিয়াছে, অর্থাৎ সন্ন্যাসেও কর্ম্মত্যাগ আছে, আর কাম্যকর্ম্ম ত্যাগে ও ত্যাগ রহিয়াছে। এই প্রকার গুণগত সাদৃশ্য বশতঃ এই কাম্যকর্ম্ম ত্যাগকে সন্ন্যাস বলা হয়। অবিদ্বান কর্ম্মাধিকারী ব্যক্তিগণ অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য, এতাদৃশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে সন্ন্যাস অর্থাৎ কাম্যকর্ম্ম ত্যাগ করেন, আসল সন্ন্যাসের সহিত ইহার যৎ কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকার জন্যই ইহাকে সন্ন্যাস বলা হয়।""সন্ন্যাস ও ত্যাগ, ঘটপটের ন্যায় বিভিন্ন জাতীয় বা ব্রাহ্মণ ও পরিব্রাজকের ন্যায় একজাতীয় ?

রামানুজ। শ্রুতিতে আছে "ন কর্ম্মণা, ন প্রজয়াধনেন ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানস্থ" (মহানারা ৮।১৪) আর আছে "বেদান্ত বিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থাঃ যোগাস্ততয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বা"" (মু উ ৩।২।১)।" তাহা হইলে ত্যাগ ও সন্ন্যাসের পৃথক অর্থ কি এক অর্থ ?

Gandhi Desai :—The reference here is to the doctrine which must have been precedent at the time and which we find defined in the Manu Smriti.

রামদয়াল। ত্যাগ=ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম। সন্ন্যাস=কাম্য কর্ম্ম ত্যাগ। 'ত্যাগে' ফলত্যাগের সহিত কিঞ্চিৎ কর্ম্ম গ্রহণ আছে, সন্ন্যাসে সম্যক ন্যাস, গ্রহণ কিছু নাই। সুখ দুঃখই কর্ম্মের "ফল"। ত্যাগে সুখ দুঃখ সহ রাগদ্বেষ ত্যাগ ; সন্ন্যাসে অজ্ঞান ত্যাগ। ফলাকাঙ্ক্ষার ভিতর "ভগবান, তুমি প্রসন্ন হও" এই আকাঙ্ক্ষা রাখা চলে, কারণ সম্পূর্ণ ফল ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা সম্ভব নহে। এ আকাঙ্ক্ষা রাখিলে, নিষিদ্ধ কর্ম্ম করা কেহ করিতে সক্ষম হইবে না। তোমার প্রসন্নতায় হৃদয় ভরিয়া গেলে মানুষের একটা শান্ত অবস্থা আইসে ; তখন মানুষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মরতি প্রভৃতি অবস্থা কি, তাহা ধারণা করিতে সমর্থ হয়। তখন কর্ম্ম হয় না, তখন নৈষ্কর্ম্ম্য রাজ্যে বা জ্ঞান রাজ্যে প্রবেশ করে। ইহাই সন্ন্যাস বা অনাত্মাকে সম্যকরূপে ত্যাগের সময় ; রাগ দ্বেষ যতদিন ততদিন অজ্ঞান, পরমতত্ত্বে স্থিতিই হইতেছে সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি। ইহাই মুক্তি···আত্মজ্ঞান, কর্ম্ম থাকিতে থাকিতে কিছুতেই হইবে না। আত্মজ্ঞান অর্থে আত্মভাবে স্থিতি। ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি। জ্ঞানের প্রথম সোপান ফল সন্ন্যাস আর শেষ সোপান কর্ম্ম সন্ন্যাস। শ্রীভগবানের প্রীতি কামনায় কর্ম্মকরাতে নিষ্কাম কর্ম্ম করা হয়।

অরবিন্দ। পরবর্ত্তী চিন্তাধারায় এই দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিসকে কেবলই গোলমাল করা হইয়াছে।···কি ত্যাগ ? রাজসিক বাসনার ও অহংএর ত্যাগ, সংসার ত্যাগ নহে।

সচ্চিদানন্দ। সপ্তম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোক সূচিত যোগারুরুক্ষুর ত্যাগ ও সিদ্ধ যোগারূঢ়ের শম অর্থ্যাৎ সন্ন্যাস, এই বিষয়ের বিজ্ঞান অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলিয়া ভগবান উপসংহার করিলেন।

কৃষ্ণানন্দ। কাম্য কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ ও তৎসহ কাম্য ও কর্ম্মেরও পরিবর্জন=সন্ন্যাস। এবং অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম্ম সমূহের ও কাম্য কর্ম্ম সমূহের ফল কামনা মাত্র বর্জ্জন=ত্যাগ।

সন্তদাস। বেদবিহিত কাম্য কর্ম্মের যে পরিত্যাগ, তাহাকেই সন্ন্যাস বলা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Telang :—সংন্যাস, ত্যাগ = Renunciation, and abandonment.

তিলক। অর্জ্জুনের যেন জিজ্ঞাসা এই—চতুর্থ আশ্রমরূপ সন্ন্যাস লইয়া কোনও সময়ে সত্ত্য সত্য সমগ্র কর্ম্ম ত্যাগ করিবার অর্থ এই কর্ম্মযোগমার্গে আছে কি না, আর যদি না থাকে তো সন্ন্যাস ও ত্যাগ শব্দের অর্থ কি ?···ইহা নহে যে উভয়ের ধাত্বর্থ অর্জ্জুন জানিতেন না। কিন্তু কথা এই যে ভগবান কর্ম্ম ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা কোথাও দেন নাই। এবং চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে (৪।৩১; ৫।১৬ ও ৬।৯) বা অন্যত্র যে কোন স্থানে সন্ন্যাসের বর্ণনা আছে, সেখানে তিনি ইহাই বলিয়াছেন যে কেবল ফলাশা ত্যাগ করিয়া, সকল কর্ম্মের সন্ন্যাস কর অর্থাৎ সকল কর্ম্ম পরমেশ্বরে সমর্পণ কর (৩।৩১; ১২।৯)। উপনিষদে কর্ম্মত্যাগ-প্রধান সন্ন্যাস ধর্ম্মের এই বর্ণনা পাওয়া যায় 'ন কর্ম্মণা, ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেনামৃতত্ব মানশুঃ' (কৈ ১।২, নারা ১২।৩)। সকল কর্ম্ম স্বরূপতঃ ন্যাস করিয়াই অনেকে মোক্ষ পাইয়াছেন, অথবা 'বেদান্ত বিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাৎ যতয়ঃ শুদ্ধ সত্ত্বা (মু ৯।২।১) কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস যোগের দ্বারা শুদ্ধ যতি কি প্রজয়া করিষ্যায়ঃ (বৃ উ ৪।১২)। অতএব অর্জ্জুন বুঝিলেন যে ভগবান স্মৃতি গ্রন্থে প্রতিপাদিত চার আশ্রমের মধ্যে স্মৃতি গ্রন্থে প্রতিপাদিত কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস আশ্রমের জন্য 'ত্যাগ' ও 'সন্ন্যাস' শব্দের উপযোগ করিতেছেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না, কিন্তু তিনি অন্য কোন অর্থে ঐ শব্দগুলির উপযোগ করিতেছেন। স্পষ্টীকরণের জন্য প্রশ্ন করিলেন।

শঙ্কর। পূর্ব্বেকার অধ্যায় গুলিতে সন্ন্যাস ও ত্যাগ এই দুই শব্দ, স্পষ্টার্থ হয় নাই।⋯তত্ত্ব = যথার্থ স্বরূপ।

শ্রীধর। ১।২৮ শ্লোকে কর্ম্ম সন্ন্যাস ও ৪।২০ ও ১২।১১ শ্লোকে ফলমাত্র ত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান; বিরুদ্ধ উপদেশ। অর্জ্জুন সমন্বয়ার্থে প্রশ্ন করিলেন।

ভক্তিপ্রদীপ। সন্ন্যাস = নিষ্কাম কর্ম্মযোগ। ত্যাগ = Non-attachment for fruitive action.

গোয়েন্‌কা। অর্জ্জুনের প্রশ্ন দুই ভাবের—সন্ন্যাস (জ্ঞান যোগের) স্বরূপ কি? তাহাতে কি কি ভাব কর্ম্ম সহায়ক, কি কি বাধক। উপাসনা সহিত সাংখ্য যোগের ও কেবল সাংখ্য যোগের সাধন কি করিয়া করা হয়? সেইরূপ ত্যাগ ফলাসক্তি ত্যাগরূপ কর্ম্মযোগ, তাহারই বা স্বরূপ কি? কেবল কর্ম্মযোগের সাধন কি? ভক্তি মিশ্রিত কর্ম্মযোগ ও ভক্তি প্রধান কর্ম্মযোগ কি রকম; দুই সাধনের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ চাই। এ অধ্যায়ের ১৩।১৭ জ্ঞানযোগের স্বরূপ ইত্যাদি।

Radhakrishnan :—The Gita insists not on renunciation of action, but an action with renunciation of desire...the Gita urges that the liberated soul can remain in service even after, liberation; and is opposed to the veiw which holds that as

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

all action spring from ignorance, when wisdom arises, action ceases.

ভূপেন্দ্রনাথ। ঋষি প্রণীত শাস্ত্রে দ্বিজাতির জন্য, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে, যথাক্রম চতুরাশ্রম বিহিত হইয়াছে :—(১) ব্রহ্মচর্য্য, (২) গার্হস্থ্য, (৩) বানপ্রস্থ, (৪) সন্ন্যাস। প্রত্যেক পরবর্ত্তী আশ্রমের যোগ্যতা লাভ করিতে হয়, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী আশ্রম হইতে।...উন্নত শ্রেণীর অধিকার লাভ কতিপয় বর্ষের মধ্যে কুলায় না, বহু জন্ম লাগিয়া যাইতে পারে।...এই সংস্কারানুযায়ী জীব আগামী জন্মের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। তাহারই ফলে চারি প্রকার হয়, (১) মুক্ত, (২) মুমুক্ষু, (৩) সংসারী, পাষণ্ড শেষ তিন শ্রেণীর অভ্যুদয়ের জন্য, কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণের মুমুক্ষু, ক্ষত্রিয়েরা মুমুক্ষু ও সংসারী, বৈশ্যেরা সংসারী ও নীচ বৃত্তি যুক্ত এবং ক্রুর পাষণ্ডেরাই শূদ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।...সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীরাও কর্ম্মানুযায়ী ক্রমোন্নতি লাভ করিতে পারিবেন, শাস্ত্রে তাহার ব্যবস্থা আছে।...এখন যেমন অধিকার থাক বা থাক, ইচ্ছা হইলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায়, পূর্ব্বকালে এই রূপ ছিল না,...অবশ্য শ্রুতিতে এরূপ আছে যে যখনই বৈরাগ্য হইবে তখনই প্রবজ্যাশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবে, কিন্তু এরূপ প্রবজ্যার গ্রহণকারীদের সংখ্যা খুব অল্পই হইত।... বৌদ্ধ বিপ্লাবনের পর বেদবিধি সুরক্ষিত রাখিতে, আচার্য্য শঙ্কর...সন্ন্যাসী সমাজের আয়তন নানা ভাবে বাড়াইলেন।... শ্রুতি বলেন, জ্ঞান হইলেই কৈবল্য লাভ হয়, কিন্তু এই জ্ঞান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহজলব্ধ নহে, পুঁথি পড়িয়া জ্ঞানী হওয়া যায় না, সাধনা চাই (কি কি প্রকারের সাধনা হয়, তাহার কিছু বিবৃতি আছে।... যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহাদের দুই ভাগ করা হইয়াছে (১) বিবিদিষা সন্ন্যাস (২) বিদ্বৎ সন্ন্যাস।...যাঁহাদের প্রাণ অল্লায়াসেই সুষুম্নায় প্রবেশ লাভ করে, তাঁহারা শীঘ্রই ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইতে পারেন। এইরূপ সাধকেন্দ্রদের জন্য যে সন্ন্যাস তাহাই স্বাভাবিক সন্ন্যাস, তাহাকেই বিদ্বৎ সন্ন্যাস বলা হয়। এ সন্ন্যাসের জন্য কোন বিধিবিধান নাই।...যাঁহারা সেরূপ নহেন, তাঁহাদের শম দমাদি ও অনাসক্তি ভাব পাকা করিতে নানা ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই সন্ন্যাসীদের বিবদিষা সন্ন্যাসী বলে, ইহারা প্রকৃত পক্ষে শিক্ষানবিশী।...সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তিই প্রকৃত সন্ন্যাসী, কিন্তু পরে সন্ন্যাসীর বেশ গ্রহণটাই যেন বড় হইয়া পড়িয়াছিল, যথা 'দণ্ড কমণ্ডলুং রক্তবস্ত্র মাত্রঞ্চ ধারয়েৎ' ইত্যাদি....সমবুদ্ধি ভাবাপন্ন হইয়া কেহ যদি সদগৃহস্থ বা ব্রহ্মচারী ও হন, তবে তিনি বেশধারী সন্ন্যাসী না হইলেও, তিনিই সন্ন্যাসী। গীতায় ভগবান নিজেই বলিয়াছেন "জ্ঞেয়ঃ স নিত্য সন্ন্যাসী ইত্যাদি (৫।৩); আরও বলিয়াছেন, ৬।১ শ্লোকে।... দ্বৈপায়ন, শুকদেব কেহই গৃহত্যাগী ছিলেন না।....সন্ন্যাসী বলিলেই একটা বিশিষ্ট সম্প্রদায়কে বুঝাইয়া থাকে, সেইজন্য, যাঁহারা গৃহত্যাগী নহেন অথচ জ্ঞান বৈরাগ্যযুক্ত ভক্ত সাধক, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া সম অর্থবোধক "ত্যাগী শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন।...সন্ন্যাস ও ত্যাগ" যে পৃথক উদ্দেশ্যবোধক তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি এই অধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকে, স্পষ্ট ভাবে উভয়ের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। "ত্যাগী শব্দটি প্রচীন হইলেও, ভগবান গীতায় আবার নূতন করিয়া লোকসমাজে উহার প্রচার করিলেন।...ভগবান উদ্ধবকে, কর্ম্মফলে বিরক্ত তাহাদেরই জন্য জ্ঞানযোগ বলিয়াছেন (ভাগবৎ)।...

জগদীশ্বরানন্দ। বিদ্বৎ সন্ন্যাসের সাত্বিকাদি ত্রৈবিধ্য হইতে পারে না।...যে সকল ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান জন্মে নাই, এবং তত্ত্ব জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষাও জন্মে নাই,...ইহাদের কর্ম্মসন্ন্যাসের সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদ সম্ভব।...অর্জুন এই ভেদের বিশেষত্ব জানিতে চাহিয়াছিলেন।

শ্রীভগবানুউবাচ—

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সংন্যাসং কবয়ো বিদুঃ
সর্ব্বকর্ম্ম ফল ত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ।২।

পদচ্ছেদ। কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসম্ সংন্যাসম্ কবয় বিদুঃ, সর্ব্বকর্ম্ম-ফল-ত্যাগং প্রাহুঃ ত্যাগম্ বিচক্ষণাঃ

অন্বয়। কাম্যনাম্ কর্ম্মণাম্ ন্যাসম্ সংন্যাসম্ বিদুঃ, বিচক্ষণা সর্ব্বকর্ম্ম-ফলত্যাগম্ ত্যাগম্ প্রাহুঃ

কঠিন শব্দ। কাম্য কর্ম্ম যথা স্ত্রীপুত্র ধনাদি প্রিয় বস্তুর প্রাপ্তির জন্য বা মৃত্যুর পর স্বর্গলোক প্রাপ্তির জন্য, বা পরজন্মে সম্রাটাদি হইবার জন্য বা সঙ্কটাদির নিবৃত্তির জন্য যাগযজ্ঞ উপাসনাদি; কাম্য, এই অর্থ হইতেই ইহার অর্থ স্পষ্ট। ন্যাস = ত্যাগ। বিদুঃ = জানেন। প্রাহুঃ = বলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুবাদ। কাম্য কর্ম্ম সমূহের ত্যাগকে (পণ্ডিতগণ) সন্ন্যাস বলিয়া জানেন; বিচক্ষণ অর্থাৎ অভিজ্ঞ লোকেরা সর্ব্ব-কর্ম্ম ফলত্যাগকে ত্যাগ বলেন। (ইহা হইতে আমরা মোটা বুদ্ধিতে এই পাই যে প্রকৃত সন্ন্যাস সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ নহে, ইহা মাত্র কাম্য কর্ম্মের অর্থাৎ তৃষ্ণা-উৎপন্ন কর্ম্মের ত্যাগ। গীতায় সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ মান্য নহে। সহজাত কর্ম্ম, উহার ত্যাগ করা নহে, উহার পালনে থাকিতে হইবে, গীতায় ইহাই কেন্দ্রীয় কথা।

এখানে নিত্য নৈমিত্তিক ও প্রায়শ্চিত্ত, এই অন্য ত্রিবিধ কর্ম্ম, তাহাদের কোন কথা আসিল না; তাহাদের আসিবার কোন প্রয়োজনও নাই। কারণ, ইহারা এরূপ যে না করিলে পাপ হয় (যথা সন্ধ্যা বন্দনাদি), কাজেই তাহাদের ত্যাগ হয় না; আবার করিলে কোন পুণ্য হয় না, কারণ কর্ম্মফল বলিয়াই কিছু হয় না, যাহার ত্যাগ হইবে। নিষিদ্ধ কর্ম্ম, কর্ম্মের চতুর্থ প্রকার, তাহা তো একেবারেই ত্যাজ্য, করিলে ঘোর পাপ। কর্ম্মফল পুণ্যের হইলে, তাহাকে ত্যাগ করিলাম বলিলে ত্যাগ হয়; কিন্তু পাপের হইলে, তাহাকে ত্যাগ করিলাম বলিলে 'কম্বলি নহি ছোড়তা'।

আমরা পূর্ব্বে সংন্যাসীর খুব ভাল সংজ্ঞা পাইয়াছিলাম, তাহা এই—"জ্ঞেয়ঃ য নিত্য সংন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষয়তি, নির্দ্বন্দ্বঃ ইত্যাদি (৫।৩) ও "অনাশ্রিত; কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ, সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ণ চাক্রিয়ঃ, যং সংন্যাসমিতি প্রাহু যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব, ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগী ভবতি কশ্চন (৬ ১,২); ইহাতে পাই, কৰ্ম্ম ত্যাগ নহে, যে কর্ম্মের সঙ্কল্প পর্য্যন্ত ত্যাগ করে। যে ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষয়তি, সেই সংন্যাসী। ইহা সেই গুণাতীতের কথা। ইহার সহিত সমন্বয় রাখিতে, আমরা হয়তো বলিতে পারি, 'কাম্যাণাং কর্ম্মাণাম ন্যাসং ইহার অর্থ কর্ম্মণাম্ কাম্যাণাম্ (কামনা বা সঙ্কল্প) ন্যাসং, মাত্র তাহাই সন্ন্যাস। অকর্ম্ম ভাবে কর্ম্ম করা, কর্ম্ম ত্যাগ না হইলেও ত্যাগ, মানসিক ত্যাগ। আর স্মৃতি রোমন্থন করিতে করিতে কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়া সন্ন্যাস, বোধ হয় আরও অপকৃষ্ট।

তিলক বলেন সন্ন্যাস মার্গী টীকাকার গণ এই শ্লোকের বড়ই টানাবুনা করিয়াছেন. তাঁহারা বলেন কাম্যের ভিতর নিত্য নৈমিত্তিক এই দুই কর্ম্মও আছে।...ভগবানের অভিপ্রায় কর্ম্ম ছাড়িয়া দেওয়া চাই, তাঁহারা বলেন। তিলক বলেন প্রথম চরণে নিত্যনৈমিত্তিকাদির কথা আসে না। কর্ম্ম দুই শ্রেণীতে পড়ে, কাম্য অর্থাৎ ফলাশায় কৃত কর্ম্ম, এবং নিষ্কাম যাহা মনু স্মৃতি অনুসারে প্রবৃত্ত কর্ম্ম ও নিবৃত্ত কর্ম্ম বলিয়া প্রথিত। কাম্য কর্ম্ম, শাস্ত্রে যে ফল বলা হইয়াছে, সেই ফল প্রাপ্তির আশায় করিলে কাম্য নামেই অভিহিত হইতে থাকে, এবং ফলের ইচ্ছা না রাখিয়া তাহা কেবল কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে করিলে নিষ্কাম আখ্যা পায়; ইহাদের, মনুর মতে প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত নাম। কর্ম্মযোগী সমস্ত কাম্য কর্ম্ম করিয়া, ফলত্যাগ নহে, একেবারে পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ কাম্য কর্ম্মের সন্ন্যাস করে, এবং নিষ্কাম কর্ম্ম ফলাশা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্যাগ করিয়া করে। অতএব দাঁড়াইল সন্ন্যাসের অর্থ কাম্য কর্ম্ম সর্ব্বথা ত্যাগ করা এবং ত্যাগের ভাব এই যে 'যে কর্ম্ম করিতে হইবে তাহার ফলাশা রাখিবে না। কর্ম্মযোগী গেরুয়া পরেন না, কর্ম্মত্যাগ করে না, তথাপি সে সন্ন্যাসের প্রকৃত তত্ত্ব পালন করে।

ব্যোমব্রহ্ম। কাম্য কর্ম্মের ত্যাগ রূপ যোগানুষ্ঠান = সন্ন্যাস। সর্ব্ববিষয়ে উদাসীনতা রূপ নৈষ্কর্ম্য = ত্যাগ।

Aravinda :—The Gita insists repeatedly on the difference between the inward and the outword renunciation ত্যাগ and সন্ন্যাস. The former means a mental and spiritual renunciation and entire abandonment of all attached clinging to the fruits of our works, to the action itself or to its personal initiation or rajasic impulse. The latter namely সন্ন্যাস is valueless without the former, hardly possible even to attain without it and unnecessary when their is the inward freedom. Indeed ত্যাগ itself is the real and sufficient সন্ন্যাস....Action, all action has indeed to be given up in the end, not physically by abstention, but spiritually to the Master of our beings, by whose power alone can any action

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

be accomplished. The real ত্যাগ is action with a renuncation of desire and that too is the real সন্ন্যাস। কাম্য কর্ম্ম সকলকে যে ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা নহে পরন্তু যে কামনার জন্য উহারা কাম্য কর্ম্ম হয়, সেইটিকেই আমাদের মধ্য হইতে দূর করিতে হইবে। ত্যাগ = অভ্যন্তরীন্ ত্যাগ ; সন্ন্যাস = বাহ্য ত্যাগ।

শঙ্কর। কাম্য কর্ম্মের স্বরূপতঃ ত্যাগ করা, বা সকল কর্ম্মে ফল ত্যাগ করা, সন্ন্যাসও ত্যাগ দুয়েরই অর্থ একমাত্র ত্যাগ। ঘড়া ও বস্ত্রের মত ভিন্নার্থক নহে। প্রশ্ন উঠিবে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের ফলই হয় না, তাহার আবার ফলত্যাগ কি? কিন্তু না, তাহাদেরও ফল হয়; ভগবান নিজেই বলেছেন, কর্ম্মের ভাল মন্দ ও মিশ্রফল অসন্ন্যাসীর হয়, সন্ন্যাসীর নহে।

শ্রীধর। সন্ন্যাস = ফলের সহিত সমস্ত কর্ম্মের পূর্ণ রূপে সমর্পণ। ত্যাগ কাম্য ও নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের ফলমাত্র ত্যাগ।...নিত্য কর্ম্মাদিতেও ফল বেদে শ্রবণ করা যায়।—শ্রুতিতে উক্ত সমস্ত কর্ম্মকে সংসারে বন্ধন জনক রূপে বুঝিয়া তাহাদের ত্যাগ পূর্ব্বক আত্মজ্ঞানেচ্ছার নিমিত্ত সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠানই যুক্তি-যুক্ত। নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিচার দ্বারা দেহাদিতে আত্মাভিমান নিবৃত্ত হইলে যে অন্তর্মুখ প্রবৃত্তি, তাহাই বিবিদিষা বা আত্মজ্ঞানেচ্ছা; তৎকাল পর্য্যন্ত সত্ত্ব শুদ্ধির নিমিত্ত জ্ঞানের অবিরোধী উপযুক্ত প্রয়োজনীয় কর্ম্ম করিতে করিতে তাহার ফলের ত্যাগই 'কর্ম্ম ত্যাগ' স্বরূপতঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুষ্ঠানের ত্যাগকে কর্ম্মত্যাগ বলা যায় না। শ্রুতি 'কুর্ব্বন্নেহ' কর্ম্মানি ইত্যাদি (ঈ উ ১)। অতঃপর আপনা হইতেই সর্ব্বকর্ম্মের নিবৃত্তি হইবে ; (নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিতে উল্লিখিত আছে কর্ম্মসকল বর্ষাকালের পর মেঘের ন্যায়বুদ্ধির বুদ্ধির শুদ্ধি দ্বারা অন্তর্মুখতা সম্পাদন সহকারে কৃতার্থ হইয়া ত্যক্ত ভাব প্রাপ্ত হয়।" ভগবানও বলিয়াছেন 'যিনি আত্মরতি' ইত্যাদি (৩।১৭)। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন "যোগী কর্ম্মত্যাগ করিবেন না, কর্ম্মই তাহাকে ত্যাগ করিবে।" অথবা, জ্ঞানে নিষ্ঠার ব্যাঘাত জনক বিচারেও কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত। শ্রীমদ্‌ভাগবতেও কথিত আছে "যে কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মফলের ভোগে বিরক্তি না হয়, অথবা আমার কথা শ্রবণের শ্রদ্ধা না জন্মে, ততকাল পর্য্যন্তই কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করা উচিত (ভা ১১।২০।৯)। "জ্ঞাননিষ্ঠ, বিষয়ে অনাসক্ত বা নিরপেক্ষ মদীয় ভক্তগণ ত্রিদণ্ডাদি আশ্রম-চিহ্ন ও আশ্রমোচিত ধর্ম্মাদির প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিয়া বিধি ও নিষেধের অতীত হইয়া বিচরণ করিবেন" (ভা ১১।১৮।২৮)।...অজ্ঞান জনের পক্ষে ফলত্যাগ মাত্রই "ত্যাগ" শব্দের অর্থ, কর্ম্ম ত্যাগ নহে।....নিত্য কর্ম্মাদি করণে ফল নাই তাহা নহে, ফলশ্রুতি ছন্দোগ্যে কথিত ; সেই ফল ত্যাগ।

রামানুজ। দুয়েরই এক অর্থ। ১৮,৪,৭,১২-এক অন্যের পর্য্যায় রূপে রহিয়াছে।

ভক্তিপ্রদীপ—Renunciation at obligatory and occasional duties = সন্ন্যাস, ত্যাগ = giving up of the results of all fruitive actions.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধুসূদন। কাম্য কর্ম্ম যে সমস্ত কর্ম্মফল কামনা সহকারে বিধি বোধিত হইয়াছে বলিয়া যেগুলি অন্তঃকরণ শুদ্ধির অনুপ- যুক্ত, যথা ইষ্টি, পশু সোম প্রভৃতি কর্ম্ম পরিত্যজ্য নহে, কিন্তু তাহার যে বিশেষ বিশেষ ফল পুরুষকে প্ররোচিত করিবার জন্য উল্লিখিত আছে, তাহারই পরিত্যাগ করা উচিত এই প্রসঙ্গে মধুসূদন কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপী দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন।

জ্ঞানেশ্বরী। কামনার সহিত কাম্যকর্ম্মের ত্যাগ বা ন্যাসকে সংন্যাস বলা হয়, নিত্য নৈমিত্তিক, এক ভাবে কর্ম্ম নহে বলিয়া, ফলত্যাগ পূর্ব্বক এ গুলিকে করা উচিত।

গোয়েন্‌কা। স্ত্রী, পুত্র ধন স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য, ও রোগ সঙ্কটাদি অপ্রিয় বস্তুর নিবৃত্তির জন্য, যজ্ঞ দান তপ উপাসনাদি যে শুভ কর্ম্মের শাস্ত্রে বিধান করা হইয়াছে অর্থাৎ যে কর্ম্মের বিধানে ইহা বলা হইয়াছে যে অমুক ফলের ইচ্ছা করতো এই কর্ম্ম করিবে, কিন্তু ইচ্ছা না হইলে, না করিবে; কোন হানি হইবে না—এরূপ সব শুভ কর্ম্ম কাম্য কর্ম্ম। এরূপ কর্ম্মের স্ব-স্বরূপ ত্যাগই সন্ন্যাস। সন্ন্যাসী কাম্য কর্ম্ম করিবেই না, কেবল নি ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবে। সর্ব্ব কর্ম্ম=ঈশ্বর ভক্তি দেবতা পূজন গুরুজনের সেবা, যজ্ঞ দান তপঃ, বর্ণাশ্রমের সকল কর্ম্ম ইত্যাদি।

Radhakrishnan :—The Gita urges that the liberated soul can remain in service even after libereation and is opposed to the view which

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

holds that as all action springs from ignorance, when wisdom arises action ceases.

Gandhi-Deasi. It is not desire that vitiate the act, but selfish desire.

ভূপেন্দ্রনাথ। কাম্য কর্ম্ম ত্যাগ করাকেই সন্ন্যাস বলে এবং সমস্ত ফলের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করাকে ত্যাগ বলে। ইহাই নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি বা ইচ্ছারহিত অবস্থা।...ক্রিয়ার পর অবস্থা বা শান্তি পাইবার আশায় যাঁহারা বর্ত্তমান সঙ্কল্প বা ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া খুব মন দিয়া ক্রিয়া করেন, তাঁহারাই "সন্ন্যাসী"।...মন বাহ্যবস্তুতে প্রলুব্ধ হইয়া ইতস্ততঃ যেন বিক্ষিপ্ত না হয়। যাহার অন্য কোন বাহ্য কর্ম্মাদিতে আসক্তি নাই, কিন্তু এই পরমানন্দ ধামে প্রবেশ লাভের জন্য ব্যাকুলতা আছে, তিনিই সন্ন্যাসী। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমস্ত বাহ্য চেষ্টা নিবৃত্ত হইয়া যায়। উহাই পরম পদ—তখন আর কিছুরই সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না। ইহাই সন্ন্যাসের দ্বারা অত্যুৎকৃষ্ট সত্বশুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া—"নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনী—বিগচ্ছতি ; (ইহার বিবরণ ১৮।৫১।৫৫)। এই অবস্থায় পরিপক্ব হইলে তবে ত্যাগী হওয়া যায়, তখন বাহ্য সন্ন্যাস ব্যতীত ও পরমহংস অবস্থায় প্রবেশ করিতে পারেন।...মন কূটস্থে আটকাইয়া থাকিলে সাধকের অনিচ্ছার ইচ্ছায় সব কাজই চলিতে পারে।...সব কর্ম করিয়াও "নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ।...মহাপুরুষদের লক্ষ্য করিয়াই ভগবান বলিয়াছেন "জ্ঞেয়ঃ স নিত্য সন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগদীশ্বরানন্দ। জাবাল, নারদ, সন্ন্যাস, অবধূত, ইত্যাদি উপনিষদে, সন্ন্যাস আলোচিত।...সন্ন্যাস বিবিধ—বৈদিক তান্ত্রিক, বৈষ্ণব, উদাসী ইত্যাদি শ্রুতি অনুযায়ী, সন্ন্যাসী চারি প্রকার ও সন্ন্যাস ছয় প্রকার; চার যথা বৈরাগ্য সন্ন্যাসী, জ্ঞান সন্ন্যাসী, বৈরাগ্য সন্ন্যাসী, জ্ঞানকর্ম সন্ন্যাসী (এই গুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে); কর্ম সন্ন্যাসী অর্থে বাণপ্রস্থের পরের আশ্রম। বৈদিক সন্ন্যাস ষড়বিধ—কুটীচক, বহূদক, হংস, পরমহংস, তুরীয়াতীত, অবধূত।...বৈদিক সন্ন্যাসে নারীরও অধিকার আছে। (যথা সুলভা)।...দ্বিবিধ বৈদিক সন্ন্যাস—জন্মাপাদক কাম্য কর্মত্যাগ রূপ সন্ন্যাস ও প্রেষ মন্ত্র উচ্চারণান্তে দণ্ড ধারণাদি আশ্রম গ্রহণ রূপ সন্ন্যাসী...নিষ্কাম কর্মযোগে, সাক্ষাৎভাবে আত্মজ্ঞান লাভ হয় না, চিত্ত শুদ্ধি হয়, জ্ঞানোদয়ের জন্য যাহা প্রয়োজন।... ত্যাগী কামনা ত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরার্থে কর্ম করেন; বৈদিক সন্ন্যাসী কাম্য কর্মই ত্যাগ করেন।

(৩) ত্যাগ শব্দের প্রয়োগ কর্ম্মফল ত্যাগে হওয়া উচিত, তবে ত্যাগের সাধারণে প্রচলিত কর্ম্ম ত্যাগ অর্থ লইয়া, একটু আলোচনা করা যাউক। প্রথমে বড় কর্ম্ম যজ্ঞ, দান, তপস্যা, লওয়া যাউক।

ত্যাজ্যং দোষ বদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ
যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্ম ন ত্যজ্যমিতি চাপরে ॥৩

পদচ্ছেদ। ত্যাজ্যম্ দোষবৎ ইতি একে কর্ম্ম প্রাহুঃ মনীষিণঃ, যজ্ঞ-দান-তপঃ-কর্ম্ম ন ত্যাজ্যম্ ইতি চ অপরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্বয়। একে মনীষিণঃ ইতি প্রাহুঃ কর্ম্ম দোষবৎ ত্যাজ্যম্ চ অপরে ইতি যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্ম ন-ত্যাজ্যম্।

কঠিন শব্দ। একে = কয়েকজন। ইতি = এইরূপ। প্রাহুঃ = বলেন। দোষবৎ = দোষযুক্ত (অর্থাৎ বন্ধনের কারণ)। অপরে = অন্যেরা।

অনুবাদ। কয়েকজন পণ্ডিত এইরূপ বলেন যে কর্ম্ম দোষযুক্ত (অর্থাৎ কর্ম্ম মাত্রেই বন্ধন আনে, তাহা লৌহ শৃঙ্খলেই হউক বা স্বর্ণ শৃঙ্খলেই হউক) সেইজন্য ত্যাগ করা উচিৎ; (ইঁহারা সাংখ্যবাদী, যাঁহারা নিজেদের জ্ঞানী বলেন)। অন্যেরা এইরূপ বলেন যে (অন্য সকল কর্ম্ম ত্যাগ হইলেও) যজ্ঞ দান ও তপস্যা ত্যাজ্য নহে, (ইঁহারা মীমাংসক) (যজ্ঞ দান তপস্যা চিত্ত শুদ্ধিকারক, চিত্ত শুদ্ধি না হইলে জ্ঞান হয় না; যদি ইহাদেরও ত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে তো কিছুই করিবার থাকিয়া যায় না। বোধ হয় এই জন্যই মীমাংসকেরা ব্যবস্থা দিয়াছেন যে ইহারা বন্ধন আনিবে না। দুই মতবাদে বহুকালাবধি বিতণ্ডা ছিল; শ্রীকৃষ্ণ এই বিতণ্ডার সমাধান করিয়া দিলেন, কর্ম্মবন্ধন এড়াইবার একটি চমৎকার উপায় বাহির করিয়া, তাহা কর্ম্মফল ত্যাগ করা, কর্ত্তৃত্বাভিমান না রাখা। তিনি ব্যবস্থা দিলেন, যজ্ঞ দান তপস্যা ইহাদের করাই উচিত, কারণ ইহারা চিত্তশুদ্ধি কারক, (কি ভাবে তাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে); তবে কর্ম্মবন্ধন এড়াইবার জন্য, কর্ত্তৃত্বাভিমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া ইহাদের করা উচিত, এ কথা একটু পরেই আমরা পাইব।

সচ্চিদানন্দ। যজ্ঞ দান তপঃ চিত্তশুদ্ধির জন্য আবশ্যক হইলে করিবে, কিন্তু চিত্তশুদ্ধি পূর্ণ মাত্রায় হইলে কর্ম্ম-সন্ন্যাসই কর্ত্তব্য। পাবনাণি শব্দের ঐ তাৎপর্য্য।

শঙ্কর। এ সব বিকল্প কর্ম্মাধিকারীদের জন্য, ভোগ বিরক্ত জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীগণের জন্য নহে। সন্ন্যাসীদের অর্থাৎ সাংখ্যনিষ্ঠদের কর্ম্মত্যাগ। কাম্যফল ত্যাগরূপ সন্ন্যাস সাত্ত্বিকতা গুণযুক্ত হওয়ায়, গৌণরূপে ইহা সন্ন্যাস। ইহা কিন্তু সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগরূপ মুখ্য সন্ন্যাস নহে। সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন।

তিলক। যজ্ঞ দান তপঃ ত্যাগ করা উচিত নহে; ফলত্যাগ করিয়া অর্থাৎ নিস্কাম কর্ম্মের সমানই লোক সংগ্রহার্থ করা চাই। কর্ম্ম বন্ধ করিলে জগৎ চক্র বন্ধ হইয়া সৃষ্টি বিধ্বস্ত হইবে। ফলাশা ছাড়িয়া লোক সংগ্রহার্থ পাবন অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি কারক বলিয়া পরমেশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করিবে।

শ্রীধর। মতভেদ দেখাইতেছেন, যথা সাংখ্যবাদী বলেন "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানী" আবার যাজ্ঞিকেরা বলেন "অগ্নীষোমীয়ং পশু মালভেতে"। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে যজ্ঞে পশুবধ করা প্রয়োজন। এইজন্য কেহ বলেন, কর্ম্মমাত্রেই বন্ধনের হেতু সেইজন্য ত্যাজ্য অন্য বলেন যজ্ঞ দান তপঃ ত্যাজ্য নহে।

রামানুজ। কপিল মতবাদীরা বা ঐরূপ মতের সকলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলেন, যে রাগদ্বেষাদির মত বন্ধনকারী হওয়ায়, মুমুক্ষু পুরুষের যজ্ঞাদি সকল কর্ম্ম ত্যাজ্য, ইত্যাদি।

মধুসূদন। যাঁহাদের আত্মতত্ত্ববোধ বা আত্মতত্ত্ব বুভুৎসা উদিত হইয়াছে। তাঁহারা তো অবশ্যই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন ; যাঁহারা তাদৃশ নহেন কিন্তু কেবল মাত্র কর্ম্মেরই অধিকারী, তাঁহাদেরও কর্ম্ম পরিত্যাগ করাই উচিত, কারণ কর্ম্মমাত্রই বন্ধের নিমিত্ত হইয়া থাকে, ইহাই হইল একটি পক্ষ। দ্বিতীয় পক্ষ এইরূপ, যে সমস্ত ব্যক্তি কর্ম্মেরই অধিকারী অথচ বিবিদিষারও ইচ্ছা করে, তাহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধি পূর্ব্বক বিবিদিষ লাভ করিতে হইবে, তজ্জন্য যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যম্।

ভূপেন্দ্রনাথ। ক্রিয়ার পরাবস্থায় আর প্রাণক্রিয়া হইতে পারে না, সেইজন্য তাঁহাদের মত অবস্থা প্রাপ্ত যোগীর পক্ষে, কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে।...যজ্ঞ দান তপস্যা ত্যাজ্য নহে, এ উপদেশ তাঁহাদের পক্ষেই বুঝিতে হইবে, যাঁহাদের প্রাণ আজ্ঞাচক্রে বা তদূর্দ্ধে স্থির থাকে না।

ত্যাগের সাধারণ অর্থ লইয়া, অর্থাৎ কর্মফল ত্যাগ এবং কর্মত্যাগ, যে অর্থ যেখানে প্রযুজ্য, তাহা প্রয়োগ করিয়া ভগবান বলিয়া চলিলেন—

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম
ত্যাগো হি পুরুষ ব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদচ্ছেদ। নিশ্চয়ম্ শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরত-সত্তম ত্যাগঃ হি পুরুষ-ব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ।

অন্বয়। ভরতসত্তম, তত্র ত্যাগে মে নিশ্চয়ম শৃণু, পুরু ব্যাঘ্র ত্যাগঃ ত্রিবিধ হি সম্প্রকীর্ত্তিতঃ

কঠিন শব্দ। সম্প্রকীর্ত্তিতঃ=কথিত হইয়াছে। নিশ্চয় =সিদ্ধান্ত।

অনুবাদ। হে ভরতশ্রেষ্ঠ, সেই ত্যাগ (এখানে কর্মত্যাগ বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর। হে পুরুষ ব্যাঘ্র (পুরু শ্রেষ্ঠ), ত্যাগও ত্রিবিধ বলিয়া কথিত লইয়াছে, (প্রকৃতির ত্রিগু সব কিছুতেই ত্রিভেদ বর্ত্তমান)।

মধুসূদন। ফলাভিসন্ধি পুর্ব্বক যে কর্মত্যাগ তাহার বিষ শোন। কর্মাধিকারী ব্যক্তিই যাহার কর্ত্তা, এবং সন্ন্যাস ও ত্যা এই শব্দদ্বয়ের দ্বারা যাহা যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে ফলাভিসন্ধি পূর্ব্বক সেই কর্ম ত্যাগ ত্রিবিধ বৈশিষ্টতা রূপ ত্যাগ তাহা বিশেষণের অভাব, এবং বিশেষ্য ও বিশেষণে উভয়ের অভাব নিবন্ধন ত্রিবিধ ; যথা (১) কর্মানুষ্ঠান কি ফলাভিসন্ধি রূপ বিশেষণের ত্যাগ, (২) ফলাভিলাষ আছে কিন্তু কর্ম কৃষ্ট হইতেছে না, (৩) ফলাভিসন্ধি ও কর্ম উভয়ের ত্যাগ। প্রথমটি সাত্ত্বিক, তাহাই অদেয় বা গ্রহণীয়। দ্বিতীয় দেয়, এবং ইহাও দ্বিবিধ, (ক) কর্ম করিলে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, এইরূপ ভাবিয়া যে ত্যাগ, তাহা রাজস ও (খ) কর্ত্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্য্যে অকর্ত্তব্যতা বোধরূপ যে বিপরীত জ্ঞানে যে কর্মত্যাগ, তাহা তামস। তৃতীয় প্রকার নৈর্গুণ্য রূপ যে ত্যাগ, অর্থাৎ ফলাভিসন্ধি ও কর্ম উভয়েরই যে ত্যাগ, যাহাকে গুণাতীত বলা হয়, কর্মাধিকারী ব্যক্তি তাহার কর্ত্তা নহে, কর্মানধিকারী সন্ন্যাসী ব্যক্তি তাহার কর্ত্তা; তাহা অর্জ্জুনের প্রশ্নের বিষয় নহে। নৈর্গুণ্যরূপী ত্যাগও সাধন ও ফলভেদে দ্বিবিধ, তন্মধ্যে ফলাভিসন্ধিত্যাগরূপ সাত্ত্বিক ত্যাগ পূর্ব্বক কর্মানুষ্ঠান করিতে থাকিলে তাদৃশ ত্যাগ নিবন্ধন যাহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় এবং বিবিদিষা অর্থাৎ আত্মজিজ্ঞাসার উদয় হয় তাহার ফলে সে আত্মজ্ঞানের সাধনরূপ বেদান্ত বাক্য শ্রবণাদিতে প্রবৃত্ত হয়।...নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানের ফলে বিবিদিষা উৎপন্ন হওয়ায় তাহার পক্ষে আর কর্মকলাপ অনুষ্ঠেয় নহে। ইহা হইল একপ্রকার সন্ন্যাস। ইহা আত্মজ্ঞানোদয়ের সাধন স্বরূপ, ইহাকে বিবিদিষা সন্ন্যাস বলা হয়। অগ্রে ভগবান "নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিং পরমাম্" ইত্যাদি সন্দর্ভে এই সন্ন্যাসের কথা বলিবেন। আর দ্বিতীয় প্রকার যে সন্ন্যাস—জন্মান্তরার্জ্জিত সাধনাভ্যাসের পরিপক্কতা নিবন্ধন ইহ জন্মের প্রথমেই অর্থাৎ জন্মাবধিই যাঁহার আত্মবোধ জন্মে, তাদৃশ কৃতকৃত্য ব্যক্তির নিকটে স্বতঃই কর্মফলাভিসন্ধি এবং কর্ম সমস্তই পরিত্যক্ত হইয়া যায়। ইহাই ফলভূত সন্ন্যাস, বিদ্বৎ সন্ন্যাস। এই বিদ্বৎ সন্ন্যাস পূর্ব্বে "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" ইত্যাদি শ্লোকে ও স্থিত প্রজ্ঞের লক্ষণাদি নিরূপণ প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে।

3

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণানন্দ। ফলোদয় পরিত্যাগ করিয়া কর্মের অনুষ্ঠান করা, প্রথম ত্যাগ। ফল কামনা সত্ত্বে যে কর্মত্যাগ, তাহা দ্বিতীয় ত্যাগ। ফলোদয় ত্যাগ ও তৎসহ কর্মানুষ্ঠান ত্যাগ, তৃতীয়। প্রথম ত্যাগ সাত্ত্বিক, অবশ্য কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় ত্যাগ, রাজস ও তামস ভেদে দুই প্রকার, এজন্য অকর্ত্তব্য। কর্ম ক্লেশসাধ্য বলিয়া ত্যাগ, রাজস। এবং ভ্রান্তি পূর্ব্বক কর্মত্যাগ তামস। গুণাতীত ত্যাগ দ্বিবিধ—সাধন রূপ ত্যাগ ও ফলরূপ ত্যাগ। কর্মানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি ও তাহার পর আত্মজ্ঞান; যে কর্ম ত্যাগ হয়, তাহা সাধন রূপ ত্যাগ, ইহা বিবিদিষা ত্যাগ বলা হয়। আর জন্ম জন্মান্তরীয় সাধনা সিদ্ধির প্রভাবে প্রথম হইতেই মনুষ্যের যে ফল কামনার ও কর্মানুষ্ঠানে অনাসক্তি জন্মে তাহার নাম ফলরূপ ত্যাগ, বিদ্বৎ সন্ন্যাস।

রামানুজ। বৈদিক কর্মের তিন প্রকার ত্যাগ হয়—ফল বিষয়ক, কর্ম বিষয়ক; ময়ি সর্ব্বাণি ইত্যাদি (৩।৩০) কর্মোৎপন্ন স্বর্গাদি আমার পাওয়া হউক, এই ভাবনার নাম ফল ত্যাগ। 'আমার ফলের সাধন হওয়ায় কর্মটা আমার' এইরূপ যে কর্ম, তাহার মমতা পরিত্যাগ, উহা কর্ম বিষয়ক ত্যাগ। সর্ব্বেশ্বর পরমেশ্বরকে কর্ত্তা বুঝিয়া নিজের কর্তৃত্ব ভাব ত্যাগ, ইহা কর্তৃত্ব বিষয়ক ত্যাগ।

শঙ্কর। ত্যাগ ও সন্ন্যাস একার্থক, সেই জন্য 'ত্যাগ' কথা লইয়া উত্তর দিতেছি। আর জ্ঞান রহিত কর্ম্মাধিকারী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্যাগ-সন্ন্যাস শব্দের বাচ্যার্থ তামস আদি ভেদের জন্য" তিন প্রকারের হয় ; পরমার্থ জ্ঞানীর নহে।

শ্রীধর। ত্যাগ, দুর্ব্বোধ্য বিষয়। তত্ত্বজ্ঞানীগণ তামসাদি ভেদে তিন প্রকারের বলিয়াছেন। এই প্রকারত্রয় 'নিত্য কর্ম্মের ত্যাগ" ইত্যাদি পরের শ্লোকগুলিতে বলিবেন।

ভূপেন্দ্রনাথ। ত্যাগটি সুবিজ্ঞাত বিষয় নহে, সুতরাং তদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। ইহা তিন প্রকার, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। প্রথমতঃ জ্ঞান লাভ করিলে সাধকের যে ত্যাগ স্বভাবতঃই হইয়া থাকে, তাহাই শ্রেষ্ঠ ত্যাগ , ইহার জন্য মনের উপর কোন জোর জবরদস্তি করিতে হয় না। দ্বিতীয় প্রকারের ত্যাগ, স্বাভাবিক নহে, অর্জ্জিত ত্যাগ অর্থাৎ স্মরণ মননাদি ও বিচার প্রভাবে পরিশ্রমে উৎপন্ন হয়। (সাত্ত্বিক ত্যাগে অভ্যস্ত না হইলে কেহ জ্ঞানের শিখরে উঠিতে পারেন না। তৃতীয় প্রকারের ত্যাগ, সকাম বা রাজসিক ; যথা ধ্রুবের গৃহত্যাগ, রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য। চতুর্থ তামসিক ত্যাগ, বৈরাগ্য বশতঃ নহে, কর্ম্ম ক্লেশ সাধ্য বলিয়া—যেমন, উপার্জ্জনে অক্ষম হইয়া, বা গৃহে ভর্ৎসিত হইয়া ইত্যাদি।

মতিলাল। কাম্য কর্ম ত্যাগ অর্থে—কর্ম্মের ফলত্যাগ, আসক্তি ত্যাগ ও কর্ত্তৃত্ব ত্যাগ : এই অর্থে ত্যাগ ও সন্ন্যাস, একার্থ বাচক হয়।

(৫) যজ্ঞ দান তপস্যা সম্বন্ধে আমার নিশ্চিত অভিমত এই—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞদান তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব চ
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম । ৫

পদচ্ছেদ। যজ্ঞ দান-তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজম্, কার্য্যম্ এব তৎ, যজ্ঞঃ দানম্ তপঃ চ এব পাবনানি মনীষিণাম্।

অন্বয়। যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজম্, তৎ এব কার্য্যম্ যজ্ঞঃ দানম্ চ তপঃ এব মণীষিণাম্ পাবনানি।

কঠিন শব্দ। কার্য্যম্=করণীয়। পাবনানি=শুদ্ধিকর।

অনুবাদ। যজ্ঞদান ও তপস্যারূপ কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নহে, তাহা করণীয়। যজ্ঞ দান ও তপস্যাই মনীষিগণের অর্থাৎ মননশীলগণের (চিত্ত) শুদ্ধিকর। গীতা, কর্ম্মত্যাগীদের মত, বা শঙ্করাদি জ্ঞান-কর্ম্ম-সমুচ্চয় বিরোধীদের মত, যজ্ঞ দানাদি কর্ম্ম ছাড়িতে বলে না। বৃহদারণ্যক আদি শ্রুতিতে কর্ম্মত্যাগ করিতে বলে নাই (বৃ ৪'৪।২২)। শঙ্কর, অবশ্য, দেহরক্ষার জন্য যাহা প্রয়োজন এরকম কর্ম্ম ছাড়িতে বলেন না।

শঙ্কর। যজ্ঞ দান তপঃ বুদ্ধিমানের অর্থাৎ ফলকামনা-রহিত পুরুষের পবিত্রকারী।

মধুসূদন। ফলাভিসন্ধি ত্যাগরূপ উপাধির শুদ্ধতার দ্বারাই উপহিত যে কর্ম্ম, তাহাও শুদ্ধ হয়। অতএব যে সমস্ত কর্ম্মাধিকারী ব্যক্তি অন্তঃকরণের শুদ্ধতা ইচ্ছা করেন, যজ্ঞ দান তপস্যা ইত্যাদি যে সকল ফলাভিসন্ধি রহিত কর্ম্ম রহিয়াছে সেগুলি তাহাদের ত্যাজ্য নহে।

রামানুজ। জীবন পর্যন্ত উপাসনাকারী মুমুক্ষু পুরুষের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য কর্ম্ম, উপাসনার সিদ্ধি-বিরোধী যত আমাদের ভিতর অবস্থিত প্রাচীন কর্ম্ম (অর্থাৎ কর্ম্মফল) সব নাশ করিয়া দেন। মনন = উপাসনা।

নীলকণ্ঠ। যজ্ঞ দান গৃহস্থের ধর্ম্ম, তপঃ বানপ্রস্থীর ধর্ম্ম। শেষস্থিত কর্ম্ম এই শব্দের দ্বারা ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম জানিতে হইবে।

Gandhi Desai :—It is not desire that vitiates the act, but selfish desire.

Gandhi Desai :–Bhide shastri translates thus sacrifice, charity austerity performed by the wise are purifying (for the world), and adds in a note that the wise—the men of self realisation are already purified, they have no purification to achieve, their's is the dluty of purifying the world, so even after obtaining জ্ঞান, thaey must perform sacrifice; charity and austerity for the guidance of the world.

কৃষ্ণানন্দ। কর্ম্মাধিকারী পুরুষ নিষ্কাম হইলেও কর্ম্মত্যাগ করিবে না।

রামদয়াল। ফল কামনা রহিত হইয়া যজ্ঞ দান তপঃ করিতে করিতে, তবে চিত্ত শুদ্ধি হয়।

আমাদের মনে হয়, যজ্ঞ দান ও তপের এক ভিতরের অর্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে। যজ্ঞ পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, যজ্ঞ কর্ম্ম-সমুদ্ভব (৩।২৪), অর্থাৎ কর্ম্মই যজ্ঞ যাহা বেদোক্ত। আর "মদর্পণং দানই" ভক্তি, "তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং"। তপঃ= মন সমাহিত করা=ধ্যানযোগ বা জ্ঞানযোগ। যজ্ঞ=স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া, দশজনে মিলিয়া কাজ করা। তপঃ=একাকী সাধনা।

ভূপেন্দ্রনাথ। চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রিয়া করা উচিত। যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান এ তিনটি ধর্ম্মের স্কন্ধ (ছান্দোগ্য)।

মতিলাল। কেহ কেহ বলেন, যজ্ঞ, দান, গৃহীর জন্য; তপস্যা বানপ্রস্থীর। কিন্তু ইহা ঠিক নহে।

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥৬

পদচ্ছেদ। এতানি অপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গম্ ত্যক্ত্বা ফলানি চ, কর্ত্তব্যানি ইতি মে পার্থ নিশ্চিতম্ মতম্ উত্তমম্।

অন্বয়। পার্থ, এতানি তু অপি কর্ম্মাণি সঙ্গং চ ফলানি ত্যক্ত্বা কর্ত্তব্যানি ইতি মে নিশ্চিতম্ উত্তমম্ মতম্।

অনুবাদ। পার্থ, কিন্তু এই সকল কর্ম্মও আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগ করিয়া করা উচিত, ইহাই আমার স্থির উত্তম অভিমত।

বস্তুতঃ দোষ কর্ম্মে নাই, ফলাশাতে আছে; অতএব লোক সংগ্রহার্থ বা স্বধর্ম্ম অনুসারে যেমন অন্যান্য নিষ্কাম ক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা যায়, সেইরূপ যজ্ঞ দান আদি কর্ম্ম ফলাশা ও আসক্তি ছাড়িয়া করা চাই। তাহা না হইলে, হয়তো ইহারা চিত্তশুদ্ধি আনিতে পারে, কিন্তু কর্ম্ম বন্ধনও আনে।

শঙ্কর। নিত্য কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় হয়, করিলে যে একেবারেই ফল আনে না তাহা নহে। তাহা হইলে যজ্ঞ দান তপস্যাকে নিত্যকর্ম্মই ভাব, কাম্যকর্ম্মই ভাব এগুলিও ফলোৎপাদক। সেইজন্য এগুলিকেও ফল কামনা ত্যাগ করিয়া করা উচিত।

মধুসূদন। যখন অন্তঃকরণ-শোধন সামর্থ্য আছে, তখন ফলাভিসন্ধি পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইলেও তো শোধক হইতে পারে। তাহার উত্তর, শুদ্ধি দিতে পারে, কিন্তু তাহা কামিত ফলের উপযোগিনী হয়, জ্ঞানের উপযোগিনী হয় না। সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ=আমি এইরূপ করিতেছি ইত্যাদি প্রকার যে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ এবং অভিসন্ধীয়মান যে ফল তাহাও পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র অন্তঃকরণ শুদ্ধির নিমিত্ত সেইগুলির অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

রামানুজ। আমার আরাধনারূপ যজ্ঞাদি, কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ জনিত অনুরাগ, কর্ম্মে-মমতা ও ফল ত্যাগ করিয়া ইত্যাদি।

বিদ্যানন্দ। নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মকেও (যথা যজ্ঞ দান তপঃ) কর্ত্তৃত্বাভিমান, আসক্তি ও ফলাকাঙ্খা বর্জ্জিত ভাবে অবশ্য করিবে। ইহা ভগবানে প্রেম বৃদ্ধি কারক ও বন্ধন বিঘাতক। ...যৎযৎ কর্ম্ম করোমি, তৎতদখিলং শম্ভো তদারাধনম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Rsdhakrishnan :—Sankara's observation that this does not refer to the devotees of wisdom who renounce all, is not borne out by the text, C. p. বৃঃ উঃ 88।87.

ভূপেন্দ্রনাথ। ক্রিয়াতে আসক্তি ভাল, কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা হেতু ক্রিয়াতে আসক্তিতে চিত্তশুদ্ধ হয় না, মনঃ স্থির হয় না।

(৭) যজ্ঞাদি করাও যেমন তিন রকমের হয়, ত্যাগ করাও সেইরূপ তিন রকমের হওয়া উচিত; তামসিক ও রাজসিক ত্যাগ হয়, সাত্ত্বিক ত্যাগের কোন অর্থ হয় না; সাত্ত্বিক ত্যাগের অর্থ "কর্ম্ম ত্যাগ করা" কোন প্রকারেই নহে; কর্ম্মফল ত্যাগ বুঝিতে হইবে।

নিয়তস্য তু সংন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৭ ॥

পদচ্ছেদ। নিয়তস্য তু সংন্যাসঃ কর্ম্মণঃ ন উপপদ্যতে, মোহাৎ তস্য পরিত্যাগঃ তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

অন্বয়। তু নিয়তস্য কর্ম্মণঃ সংন্যাসঃ উপপদ্যতে, মোহাৎ তস্য পরিত্যাগঃ তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

কঠিন শব্দ। নিয়তস্য কর্ম্মণঃ = স্বধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের বা ভগবৎ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের, 'নিমিত্ত মাত্রম্ ভব সব্যসাচিন্'। কেহ ইহার অর্থ নিত্যকর্ম্ম করিয়াছেন। সংন্যাস = ত্যাগ। উপপদ্যতে = যুক্তিযুক্ত নহে। নিয়ত শব্দের অনেক গুলি অর্থ—সর্ব্বক্ষণ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংযত, পরিমিত ইত্যাদি (১।৪৪; ৩।৮; ৪।৩০; ৬।১৫; ৭।২০ ৮।২, ১৮।৯, ১৯, ২৩) এখানে নিয়ত = নিয়ন্ত্রিত অর্থ, সঙ্গত।

অনুবাদ। কিন্তু স্বধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের ত্যাগ যুক্তিযুক্ত নহে। মোহ বশতঃ (ভ্রান্ত ধারণায় বা ইচ্ছাকৃত) ইহার ত্যাগ তামসিক ত্যাগ বলিয়া কথিত হয়। (মহা ১২।২-৯)

নিত্যকর্ম্ম যথা সন্ধ্যা বন্দনাদি, গৃহস্থের করিলে পুণ্য হয় না, না করিলে পাপ হয়। সন্ন্যাসীদের করিবার প্রয়োজন নাই। 'নিয়ত' শব্দ আমরা পূর্ব্বেও পাইয়াছি এবং আবার পাইব, স্বধর্ম্ম-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের অর্থে। (পরমহংসদেব বলিতেন, ক্ষত শুকাইয়া গেলে, আপনিই মামড়ি খসিয়া যায়, ইত্যাদি; ত্যাগের সময় হইলে কর্ম্ম ত্যাগ আপনিই হইয়া যায়)।

রামানুজ। শাস্ত্রবিহিত নিত্য নৈমিত্তিক মহাযজ্ঞাদি কর্ম্মের সন্ন্যাস (ত্যাগ) হইতে পারে না। কর্ম্ম বিনা জীবন নির্ব্বাহ হয় না ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান আহার শুদ্ধির, যথা যজ্ঞশেষ অন্নভক্ষণের, অধীন। মহাযজ্ঞ (নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম) মরণ কাল পর্য্যন্ত করিবে।

রামদয়াল। নিয়ত কর্ম্ম = নিত্য কর্ম্ম, উহাতে বন্ধন হয় না। ঈশ্বর প্রীতিতে লক্ষ্য রাখিয়া অভ্যাস করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হয়, তাহার দ্বারা রজঃ ও তমঃ অর্থাৎ ভ্রম ও লয় দূর হয়। তখন চিত্ত একাগ্র হইবার উপযুক্ত হয়। একাগ্র ভাবের অন্য নাম ধ্যান। একাগ্র হইলে বস্তুর স্বরূপ বোধ হইবে। সর্ব্ব-বস্তুর স্বরূপই ব্রহ্ম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অরবিন্দ। এই তিনটি কর্ম্মকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করি
বলা যায় যে নিয়ত কর্ম্মই করিতে হইবে। শাস্ত্র অর্থাৎ যথ
যথ জ্ঞান, যথাযথ কর্ম্ম, যথাযথ জীবন প্রণালীর বিদ্যা ও প্রয়ো
নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম, অথবা মূল প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রি
কর্ম্ম, স্বভাব নিয়তং কর্ম্ম, অথবা শেষতঃ ও শ্রেষ্ঠতঃ হইতে
আমাদের মধ্যে ও উর্দ্ধে যে ভগবান রহিয়াছেন, তাঁহারই ইচ্ছা
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম। শেষোক্তটিই হইতেছে মুক্তস্থ কর্ম্ম।

তিলক। নিয়ত=যাহা স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে
শ্রীধর। নিয়ত=নিত্যকর্ম্ম। ব্যোমব্রহ্ম=বিহিত। কৃষ্ণানন্দ=
বেদবিহিত নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে হিংসা হয় না।

শঙ্কর। বিহিত নিত্য কর্ম্মের ত্যাগ হয় না, কারণ অজ্ঞা
জন্য উহা চিত্তশুদ্ধি কারক নিয়ত=অবশ্য কর্ত্তব্য। মো
ইহার ত্যাগ, তামস।

মধুসূদন। নিয়ত=যে সকল কর্ম্ম নিয়ত অর্থাৎ নি
এবং যে গুলি চিত্ত শুদ্ধির হেতুভূত বলিয়া অদোষ, সে গু
সন্ন্যাস (ত্যাগ) মুমুক্ষু ও অন্তঃকরণ শুদ্ধি-কামীর পক্ষে স
হয় না। (ইহার পরে, যজ্ঞে হিংসা সম্বন্ধে বিস্তা
আলোচনা)

শ্রীধর। কাম্যকর্ম্ম বন্ধন কারক বলিয়া সম্যকরূপে ত্যা
উপযুক্ত; নিত্যকর্ম্মগুলির নহে, কারণ ঐগুলি পুরুষের সত্ত্ব
করিয়া মোক্ষের হেতু হইয়া থাকে। উপকারকতা স
তাহাদের ত্যাগ করা মোহ হইতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্যানন্দ। নিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম সকাম ভাবে করা ও ফল ত্যাগ করা, ইহার কোনও অর্থ হয় না।

ভূপেন্দ্রনাথ। নিত্য কর্ম্ম ত্যাগে পাপ প্রবৃত্তি বৃদ্ধি লাভ করে।...ধারণা ধ্যান সমাধি ব্যতীত এই দেহাভিমান নষ্ট হইবার নহে।...

জগদীশ্বরানন্দ। নিত্য কর্ম্মের ত্যাগ, যুক্তিযুক্ত নহে। সে ত্যাগ তামসিক।

৮। দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশ ভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥

পদচ্ছেদ। দুঃখম্ ইতি এব যৎ কর্ম্ম কায়-ক্লেশ-ভয়াৎ ত্যজেৎ, সঃ কৃত্বা রাজসম্ ত্যাগম্ ন এব ত্যাগ-ফলম্ লভেৎ।

অন্বয়। যৎ কর্ম্ম এব দুঃখম্ ইতি কায়ক্লেশ ভয়াৎ ত্যজেৎ, সঃ রাজসম্ ত্যাগম্ কৃত্বা এব ত্যাগফলং ন লভেৎ।

কঠিন শব্দ। দুঃখম্ ইতি=দুঃখকর, অর্থাৎ করিতে কষ্ট সহিতে হইবে, সেইজন্য।

অনুবাদ। যে, কর্ম্ম করিতে কষ্ট সহিতে হইবে, সেই কারণে, দৈহিক কষ্টের ভয়ে, কর্ম্ম ত্যাগ করে, তাহার সেই ত্যাগ রাজস ত্যাগ, সে, ত্যাগের ফললাভ করে না। (কর্ম্মবন্ধনে পড়িতে চাহি না, ইহা বলিতে থাকিয়া বাহিরে যে কর্ম্মত্যাগ করে, কিন্তু আসল কথা, কর্ম্মটা আয়াসপ্রদ, সেইজন্য ঐরূপ কর্ম্মত্যাগ যাহার করা হয়, সে তো এক রকম ভণ্ড, তাহার কর্ম্মত্যাগ, নিয়ন্ত্রিত কর্ম্মত্যাগ করায় বরং পাপই আনে, কর্ম্ম-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধনই আনে। ইহা নামে ত্যাগ। তবে অশ্রদ্ধায় বা ভ্রান্ত ধারণায় ত্যাগ নহে বলিয়া, ইহাকে তামস না বলিয়া রাজস বলা হইল)।

কর্ম্মত্যাগ, হয় রাজস বা তামস হইবে; "সাত্ত্বিক কর্ম্মত্যাগের" কোন অর্থ হয় না, আবার রাজস ও তামস কর্ম্মফল ত্যাগের কোন অর্থ হয় না। কষ্টের সহিত ফল ত্যাগ, ইহা ফলত্যাগই নহে।

মধুসূদন। "কর্ম্মানুষ্ঠান করা কেবল দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নহে, অর্থাৎ দৈহিক ক্লেশের ভয়ে কর্ম্মত্যাগ"...এইরূপ কর্ম্মত্যাগ, কর্ত্তব্যে অকর্ত্তব্যতা বোধরূপ ভ্রম নাই বলিয়া ইহাকে বিপর্য্যয়াত্মক বা তমোমূলক বলা চলে না। দুঃখই রজঃ।

রামানুজ। কষ্টকর বলিয়া মহাযজ্ঞাদি আশ্রমোচিত কর্ম ছাড়িয়া দেয়, জ্ঞানের অভ্যাসে যায়—ত্যাগের যাহা বাস্তবিক ফল যথা জ্ঞানের উৎপত্তি তাহা পায় না।...কর্ম্ম নিজের ফলে মনে প্রসন্নতা আনে না, ভগবৎ প্রসাদে তাহা আনে।

শ্রীধর। রাজস্ ত্যাগের অনুষ্ঠানে সেই পুরুষ, জ্ঞানে নিষ্ঠারূপ ত্যাগের ফল পায় না।

রামদয়াল। কর্ম্ম = নিত্যকর্ম্ম। বিত্যানন্দ—নিত্যকর্ম্ম।

ভূপেন্দ্রনাথ। যে কর্ম্ম, দুঃখ বোধে ত্যাগ করা হয়, তাহা রাজস ত্যাগ। যথা শীতের ভয়ে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে না পারায় নিত্য কর্ম্মাদি না করা। তাঁহারা অছিলা করিয়া বলেন 'এখন আর ও সব কোশা ঠক্‌ঠক্ করিবার প্রয়োজন অনুভব করি না। কেহ কেহ চতুর ব্যক্তি বলিয়া থাকেন "ব্রহ্মাকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃত্তির নিশ্চলতা সম্পাদনই প্রকৃত প্রাণায়াম, আর যাহারা অজ্ঞ, তাহাদের এই নাক টেপাই প্রাণায়াম" ।...

(১) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, "সাত্ত্বিক কর্ম্মত্যাগ", এ কথার কোন অর্থ হয় না। ইহার অর্থ কর্ম্মফল ত্যাগ লইতে হইবে। সাত্ত্বিক কর্ম্ম ত্যাগ, ইহার এক শাব্দিক অর্থ সাত্ত্বিক কর্ম্মকে ত্যাগ করা ; এ অর্থ অবশ্যই কেহ লইবে না, কারণ তামসিক ত্যাগের অর্থ তামসিক কর্ম্মত্যাগ নহে।

কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন
সঙ্গংত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ। ৯

পদচ্ছেদ। কার্য্যম্ ইতি এব যৎকর্ম্ম নিয়তম্ ক্রিয়তে অর্জ্জুন, সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলম্ চ এব সঃ ত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ মতঃ।

অন্বয়। অর্জ্জুন, কার্য্যম্ ইতি এব যৎ নিয়তম্ কর্ম্ম সঙ্গম্ চ ফলম্ ত্যক্ত্বা ক্রিয়তে, সঃ এব সাত্ত্বিকঃ ত্যাগঃ মতঃ।

অনুবাদ। অর্জ্জুন, ইহা করা কর্ত্তব্য, এই বুঝিয়া নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ স্বধর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম, আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগ করিয়া করা হইলে, সেই ত্যাগকে (আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগকে) সাত্ত্বিকী ত্যাগ বলে। (কর্ম্মত্যাগ নহে, কর্ম্মের ফল ত্যাগ) (কর্ম্মফল-ত্যাগ কর্ম্ম ষট্‌কের, এমন কি ভক্তি ষট্‌কের কেন্দ্রীয় কথা। (গীতা ৬।২)

ইহা দৃষ্ট হইবে যদিচ ত্যাগ শব্দ কর্ম্মফল ত্যাগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত, (এবং সন্ন্যাস শব্দ কর্ম্ম ত্যাগের ক্ষেত্রে) ভগবান এইরূপ অভিমত দিয়াছিলেন, তবু পূর্ব্বের কয়েকটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্লোকে ত্যাগ শব্দ কর্ম্মত্যাগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। এইবার, এই শ্লোকে ত্যাগ শব্দ ঠিক মত ব্যবহৃত হইল।

ভুপেন্দ্রনাথ। ফলাভিসন্ধান অবস্থাতেই প্রকৃত সাত্ত্বিক ত্যাগ হয়। নচেৎ মনে করিয়া ত্যাগ করিতে হইলেই একটু ফলের গন্ধ তাহাতে থাকিবেই।

মধুসূদন। নিয়ত কর্ম্মের (মধুসূদন নিয়ত অর্থে নিত্য কর্ম্ম লইয়াছেন) যখন কোন ফলই নাই, তখন ফলং ত্যক্ত্বা এই প্রকার উক্তি অসঙ্গত। ইহার উত্তর, ভগবানের এই বাক্য হইতে ইহাই প্রতীত হয় যে নিত্য কর্ম্মেরও ফল আছে। আপস্তম্ব বলিয়াছেন, আমগাছ ফলের জন্য রোপিত হইলেও যেমন ছায়া ও মুকুলের সুগন্ধও পাওয়া যায়, তেমনি স্বধর্ম্ম আচরিত হইতে থাকিলেও পুরুষার্থ বা ফলও আনুষঙ্গিক ভাবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ উৎপন্ন হইতে থাকে। তাহা ছাড়া প্রত্যবায় পরিহারই তাহার ফল।

Radha Krishnan—নিয়ত = prescribed duty.

রামানুজ। সাত্ত্বিকের ভাব পাই—১৪।১৭ ও ১৮।৩০ শ্লোকে।

অরবিন্দ। ত্যাগের সাত্ত্বিকী নীতি হইতেছে, কর্ম্ম হইতে সরিয়া থাকা নহে, পরন্তু...কর্ম্মের পিছনে যে অহং থাকে তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া।

বিত্তানন্দ। অনন্তবত্তু মে চিত্তম্ যন্মে নাস্তিহি কিঞ্চন, মিথিলায়াং প্রদগ্ধায়াম্ নমে দহ্যতি কিঞ্চন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিলক। ৩।১৯ শ্লোকে নিয়ত শব্দের স্থলে কার্য্য আসিয়াছে। এ অধ্যায়ের ৯ শ্লোকে কার্য্য ও নিয়ত দুই শব্দই আসিয়াছে। দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে যে স্বধর্ম্ম অনুসারে প্রাপ্ত কোন কর্ম্মই না ছাড়িয়া, তাহাকেই কর্ত্তব্য বুঝিয়া করিতে থাকা চাই। ইহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ।

শঙ্কর। ফল ত্যাগ স্তুতিবাচক। ত্যাগ কথাটা তো আছে, প্রকরণ বিরুদ্ধ হয় নাই।

Ernest Smiles—Life is of little value unless concentrated by duty.

St. Augustine—In doing what we ought, we deserve no praise, because it is our duty.

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে
ত্যাগী সত্ত্ব সমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্ন সংশয়ঃ। ১০

পদচ্ছেদ। ন দ্বেষ্টি অ-কুশলম্ কর্ম্ম কুশলে ন অনুষজ্জতে ত্যাগী সত্ত্ব-সমাবিষ্টঃ মেধাবী ছিন্ন-সংশয়ঃ।

অন্বয়। অকুশলম্ কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি, কুশলে ন অনুষজ্জতে, সত্ত্ব-সমাবিষ্টঃ ছিন্ন সংশয়ঃ মেধাবী ত্যাগী।

কঠিন শব্দ। অকুশলম্ = অকল্যাণকর, দুঃখকর। দ্বেষ্টি = দ্বেষ করেন না। কুশলে = সুখকর, কল্যাণকর কর্ম্মে। অনুষজ্জতে = আসক্তি বোধ করেন না। সত্ত্বসমাবিষ্ট = সত্ত্বগুণ সম্পন্ন বা ব্রহ্মভাবে সমাহিত। মেধাবী = জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান। ছিন্নসংশয় = সংশয়শূন্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুবাদ। দুঃখকর বা অকল্যাণকর কর্ম্মে দ্বেষ করেন না, এবং সুখকর কর্ম্মে আসক্ত হন না, এইরূপ সত্ত্বগুণ সম্পন্ন (বা ব্রহ্মভাবে সমাহিত) পুরুষ সংশয় রহিত, জ্ঞানবান ও ত্যাগী। (২।৫৬; ১৪।২২)।

তাহাদের আসক্তি অনাসক্তি নাই; কর্ত্তব্য কর্ম্ম কষ্টকর হইলেও কর্ত্তব্য বলিয়া তাহা তাঁহারা করেন (২।৩৫; ১৮।৮৭)। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে আসক্তি অনাসক্তির উর্দ্ধে রাখিতে চাহেন; ইহাই স্থিতপ্রজ্ঞা, ইহাই গুণাতীত অবস্থা। কর্তৃত্বাভিমান ও আসক্তি বর্জ্জিতভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে, মন সত্ত্ব গুণান্বিত হইতে থাকে, রাজসিক ও তামসিক ভাব (আসক্তি ও দ্বেষ) উহা হইতে চলিয়া যাইতে থাকে; ইহা চিত্তশুদ্ধি; বুদ্ধি, সংশয়-বিহীন হয়।

শঙ্কর। অকুশল অর্থাৎ কাম্য কর্ম্মে উহা পুনর্জ্জন্ম দেওয়ায় জানিয়াও, দ্বেষ করেন না। কুশল = শুভ, নিত্যকর্ম্মে, তাহা মোক্ষ আনিয়া দেয়, তবুও তাহাতে কোন আসক্তভাব রাখেন না; সর্ব্ব বিষয়ে সাত্ত্বিক ভাবের উদাসীনতা। মেধাবী = আত্মজ্ঞান সম্পন্ন মেধাবী হওয়ায় ছিন্ন সংশয়। ত্যাগী = কর্ম্মে আসক্তি ত্যাগী ও ফলত্যাগী। সত্ত্বসমাবিষ্ট = সাত্ত্বিক ভাব যুক্ত। ইহারাই সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংনস্য করে। ইহারাই নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্।

মধুসূদন। ফলিতার্থ এই যে ঈশ্বরার্পণ পূর্ব্বক নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান করায় চিত্তগত পাপরূপ মনের অপকর্ষণ এবং জ্ঞানোৎপত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগ্যতারূপ পুণ্য গুণের আধান হয়, এইরূপ যখন তাঁহার অন্তঃকরণ সংস্কৃত হয়, তখন তিনি মেধাবী বা স্থিতপ্রজ্ঞ হন। কাম্য বা নিষিদ্ধরূপ অশোভন কর্ম্মকে প্রতিকূল বলিয়া মনে করেন না এবং নিত্যবিহিত-কর্ম্মেও প্রীতি প্রকাশ করেন না, যেহেতু কর্ত্তৃত্বাভিমান রহিত হওয়ায় তিনি কৃতকৃত্য হইয়া গিয়াছেন।

রামানুজ। কোন কিছুতে রাগদ্বেষ থাকবে না।

শ্রীধর। সাত্ত্বিক ত্যাগী শীতকালে দুঃখজনক প্রাত স্নানাদি কর্ম্মকে দ্বেষ করেন না, আবার গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্ন স্নানাদি সুখকর কর্ম্মেও প্রীতি করেন না। মেধাবী = স্থিরবুদ্ধি।

ভক্তিপ্রদীপ। Does not derideat unpleasant actions, nor is he attached to pleasant ones.

বিদ্যানন্দ। এখানে নিয়ন্ত্রিত কর্ম্মের কথা হইতেছে বুঝিতে হইবে।

রামদয়াল নিত্যকর্ম্মে সত্ত্বগুণের উদয়, মন আনন্দে পূর্ণ। রজঃ ও তমোময় বিক্ষেপ ও লয় থাকে না।···নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত রাগদ্বেষ বর্জ্জিত হইলে, ইহাকে একাগ্র করিতে হয়, সাধন চতুষ্টয় দ্বারা।···ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানের নাম মেধা। মেধা উপস্থিত হইলেই অবিদ্যার কার্য্য অর্থাৎ সংশয় ও বিপর্য্যয় থাকে না। সংশয় দ্বারা মনে হয়, এই কি ব্রহ্ম? আর বিপর্য্যয় দ্বারা মনে হয়, না ইহা ব্রহ্ম হইতে পারে না। আকাশেও তো ব্রহ্মের গুণ দেখা যায়, তাহা বলিয়া আকাশ কি ব্রহ্ম? সংশয় বিপর্য্যয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহিত হইলে একটি ধ্যানের অবস্থা আসে, তখন অল্পে অ... চিত্ত চিৎস্বরূপ হইয়া যায়; উহার নাম নিত্যনন্দ প্রাপ্তি। যাহা... মনে করে মুক্ত হইয়া গেলে চলন রহিত একটা কিছু অবস্থা... তাহাদের নিতান্ত ভ্রম।

সচ্চিদানন্দ। ত্যাগ তত্ত্ব; কয়েকটি শ্লোক লওয়া হইয়াছে... নিয়ত = স্বভাব নিয়ত। মোহাৎ = আত্মজ্ঞান বিনা। ইহাতে... আত্মজ্ঞান হইলে কর্ম্ম সন্ন্যাসের কর্ত্তব্যতা, সূচিত করিলেন... দুঃখমিত্যেব অর্থাৎ ফলেচ্ছা নাই বলিয়া নহে। ত্যাগফল অর্থ... চিত্তশুদ্ধি দ্বারা কর্ম্মবন্ধ প্রহান পূর্ব্বক কর্ম্ম সন্ন্যাসের অধিকার... কার্য্যমিত্যেব অর্থাৎ কর্ম্মাধিকার আছে বলিয়া। ইহার দ্বা... কর্ম্মাধিকারের অভাবে কর্ম্ম সন্ন্যাসই কর্ত্তব্য, ইহা সূচিত হইল... 'ন দ্বেষ্টি' ইত্যাদি পূর্ব্বার্দ্ধের অর্থ সঙ্গত্যাগ। ত্যাগী = ফ... ত্যাগী। সত্ত্বসমাবিষ্ট = সাত্ত্বিক কর্ত্তা। মেধাবী = সাংখ্যবু... যুক্ত। ছিন্ন সংশয় = ব্যবসায়াত্মক যোগবুদ্ধি যুক্ত। পরে... শ্লোকের দেহভৃৎ পদের ভাব এই যে দেহাভিমান গলিত হইলে... কর্ম্মসন্ন্যাস অধিকৃত হয়। কর্ম্মফল ত্যাগীকেই কর্ম্মত্যাগী বলে... ইহার ভাব এই যে ফল ত্যাগ গৌণ, কর্ম্মত্যাগই প্রধান... অশেষতঃ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে দেহ যাত্রা প্রসিদ্ধ্যর্থ ক... অবশিষ্ট থাকে।

ভুপেন্দ্রনাথ। প্রাণ কর্ম্মই "স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম", তা... "সহজকর্ম্ম" ও "স্বভাববদ্ধ কর্ম্ম" (যথা শ্বাস গ্রহণ)। তাঁহ... কোন বিশেষ কর্ম্মের প্রতি প্রীতি বা দ্বেষ হয় না।···মন দি...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিকক্ষণ ক্রিয়া করিলে, শ্বাস সুষুম্নাবায়ী হইয়া থাকে, তাহার ফলে সত্ত্বগুণ তাঁহাকে অধিক পরিমাণে ব্যাপ্ত করে, সুতরাং বুদ্ধি স্থির হয়, অর্থাৎ মেধাবী হন।···ইহাঁদের চিত্তে কর্ম্মের কোন দাগ পড়ে না, ইহারই নাম ভগবদর্পিত চিত্ত।

(১১) দেহ থাকিতে কেহ কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না, নিজের যাহা সুবিধা সেইরকম কর্ম্মত্যাগ করিব, ইহাকে কর্ম্মত্যাগ বলে না। কর্ম্মফল ত্যাগ তাহা বরং সম্ভব। ত্যাগী বলিয়া সে-ই কথিত হয় যে কর্ম্মফল ত্যাগ করে।

৯। ন হি দেহ ভৃতা শক্যঃ ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্য শেষতঃ!
যস্তু কর্ম্মফল ত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ ১১॥

পদচ্ছেদ। ন হি দেহ ভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণি অশেষতঃ, যঃ তু কর্ম-ফল-ত্যাগী সঃ ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে।

অন্বয়। হি দেহ ভৃতা অশেষতঃ কর্ম্মাণি ত্যক্তুম্ ন শক্যম্, যঃ কর্ম্মফল ত্যাগী সঃ তু ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে।

কঠিন শব্দ। হি = কারণ। দেহভৃতাঃ = দেহধারী ব্যক্তি-গণ কর্ত্তৃক। অশেষতঃ = সম্পূর্ণরূপে, নিঃশেষরূপে। সঃ তু = সেই-ই।

অনুবাদ। কারণ দেহধারী ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক সকল কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা সম্ভব নহে, যে কর্ম্মফল ত্যাগী, সেই-ই ত্যাগী, কথিত হয়।

মধুসূদন। অতএব এই প্রকারে ইহাই বলা হইল যে আত্মজ্ঞানবান ব্যক্তিরই সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ সম্ভব হয়, কারণ কার্য্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবৃত্ত হইবার হেতু যে রাগ ও দ্বেষ তাহা তাঁহার নাই। এক্ষ
অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে যে কর্ম্ম ত্যাগ করা অসম্ভব, তাহার কার
বলিতেছেন।…দেহভৃৎ = যাহার কর্ম্মাধিকারের হেতু স্বর
দেহাভিমান অব ধিত (অক্ষুণ্ণ) রহিয়াছে।

শঙ্কর। যে, দেহাভিমান রাখে এরূপ অজ্ঞানীর দ্বা
কর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা সম্ভব নহে, সেই জন্য যে তত্ত্বজ্ঞা
রহিত অধিকারী, নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকিয়া যে
কর্ম্মের ফল ত্যাগী হয় অর্থাৎ ফলের বাসনা মাত্রও ছাড়িয়া দে
সে কর্ম্ম করিতে থাকা সত্ত্বেও, স্তুতির জন্য ত্যাগী বলিয়া অভিহি
হইয়াছে। সিদ্ধ হইল যে, দেহাভিমান রহিত পরমার্থ জ্ঞানী
দ্বারাই নিঃশেষভাবে কর্ম্ম সন্ন্যাস সম্ভব।

রামানুজ। শরীরধারীর সকল কর্ম্মত্যাগ অসম্ভ
ভোজনাদি ও তৎসম্বন্ধিত কর্ম্ম করিতেই হইবে। মহাযজ্ঞ (নি
নৈমিত্তিক কর্ম্ম) করিতেই হইবে। সেই জন্য, যে ঐ মহাযজ্ঞা
কর্ম্মফল ত্যাগী, সেই ত্যাগী। ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ত্বে মানশু
(মহানার ৮।১৪)। ফলত্যাগী কথাটা উপলক্ষণ, ইহাতে ফ
ফল কর্তৃত্ব ও সঙ্গ ত্যাগ, কারণ প্রকরণের আরম্ভ হইতেই ব
হইয়াছে, ত্যাগ তিন প্রকারের হয়।

শ্রীধর। কথিতই হইয়াছে 'নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি' ইত্যা
(৩।৫), অতএব যে পুরুষ, কর্ম্মগুলি সম্পাদন করিয়া
কর্ম্মফল ত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই মুখ্যত্যাগী।

রামদয়াল। যেহেতু দেহাত্মবাদী কখনও সর্ব্বতোভা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্ত কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না, সেই জন্য যিনি অজ্ঞ কর্ম্মাধিকারী, তিনি নিত্য কর্ম্মাদির ফলাভিসন্ধি ত্যাগ করিলেই, ত্যাগী বলিয়া কথিত হন। ত্যাগে রাগদ্বেষ ত্যাগ, কিন্তু সন্ন্যাসে, কর্ম্মমূল যে অজ্ঞান তাহা পর্য্যন্ত ত্যাগ। আমি সন্ন্যাসের কথা বার বার বলিয়াছি, ৫।১২, ৬।১, ৩।২৮। আমি দাস এই অভিমান রাখিলেও অহং অভিমান কখন ত্যাগ হয় না। যাহার দ্বেষ যায় নাই, তাহার কর্ম্মে মাত্র, অধিকার। অজ্ঞানীর সাধনা ফলত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা।

সন্তদাস। 'গুণৈঃ যে ন বিচাল্যতে', এই বাক্যের অর্থ ইহা নহে যে গুণ সকল গুণাতীত জ্ঞানী পুরুষের সম্বন্ধে নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। ত্রিগুণাতীত পুরুষ গুণ কার্য্যকে স্বীয় কার্য্যরূপে গ্রহণ করেন না। তিনি এই সকল গুণ কার্য্যের অতীত হইয়া, স্বয়ং অকর্ত্তা রূপে অবস্থিত করেন।""দেহধারী পুরুষ সর্ব্বতোভাবে কর্ম্মত্যাগে অসমর্থ, যিনি কর্ম্মফল ত্যাগ করেন তিনিই ত্যাগী।

ভুপেন্দ্রনাথ। ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া কর্ম্ম করিব মনে করিলেই যে তাহা করিতে সক্ষম হইবে তাহা নহে।···কামনা ত্যাগের জন্য সাধনা করিতে হইবে।

(১২) যজ্ঞাদি কর্ম্ম করা, এবং ইহাদের না-করার কথার পর কথা আসিল, কর্ম্মসকল যখন নানা প্রকারের হয়, ফলও তাহাদের ত্রিবিধ হইবে; তাহারা কিরূপ :—

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সংন্যাসিনাং কচিৎ। ১২,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদচ্ছেদ। অনিষ্টং ইষ্টম্ মিশ্রম্ চ ত্রিবিধম্ কর্ম্মণঃ ফলম্ ভবতি অ ত্যাগিনাম্ প্রেত্য ন তু সংন্যাসিনাম্ ক্বচিৎ।

অন্বয়। অত্যাগিনাম্ কর্ম্মণঃ ইষ্টম্ অনিষ্টম্ চ মিশ্র ত্রিবিধম্ ফলম্ প্রেত্য ভবতি, তু সংন্যাসিনাম্ ক্বচিৎ ন।

কঠিন শব্দ। অত্যাগিনাম্=কর্ম্মফল ত্যাগ যাহারা ক না তাহাদের। ইষ্টম্=সুখকর। প্রেত্য=মরিবার পর। সংন্য সিনাম্=এখানে ইহার তিন্ন অর্থ আসে (১) যাহারা কর্ম্মত্যাগ (২) যাহারা চতুর্থ আশ্রমের সন্ন্যাসী (৩) যাঁহারা কর্ম্মফ ত্যাগী, সঙ্কল্পত্যাগী (৫।৩, ৬।১) (গীতাপ্রেমী, রামায় (৪।২১।২)।

অনুবাদ। যাহারা কর্ম্মফল ত্যাগ করে না, সকাম কর্ম্মী মৃত্যুর পর তাহাদের কর্ম্মফল (কর্ম্মানুসারে) তিন রকমে হয় অর্থাৎ তিন রকম আকার গ্রহণ করে, সুখকর, অসুখক ও সুখদুঃখ-মিশ্রিত। কিন্তু সংন্যাসিদিগের কিছুই হয় না অর্থাৎ (১) সংন্যাসীর অর্থ যদি কর্ম্মফলত্যাগী লওয়া যায় তাহা হইলে ফলই যখন ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তখন ভা আর মন্দ কি? উৎপন্ন কর্ম্মফলই ভোগ আনে যেখানে কর্ম্মফলের উদ্ভবই হইল না, সেখানে কো ভোগই তাহাদের ভুগিতে হয় না। (২) সন্ন্যাসী অর্থ যদি কর্ম্মত্যাগী লওয়া হয়, তাহা হইলে কর্ম্মই যখন কর হইল না, তখন কি হইতে কর্ম্মফল উৎপন্ন হইবে? কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহধারী ব্যক্তিগণের দ্বারা সকল কর্ম্ম ত্যাগ করা অসম্ভব, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ; তাহা ছাড়া, কর্ম্মত্যাগ করিয়াছি বলিলেই কর্ম্মত্যাগ হয় না ; ভণ্ডামি করিলে, পরের মাথায় খাওয়া পরা চালাইলে, ভীষণ পাপ হয় ; তারপর, এইরূপ কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী হইতে হইলে, কাম্য কর্ম্মই ত্যাগ করিতে হয়, 'নিত্যকর্ম্ম' ত্যাগে বোধহয় ইহাদের অধিকার নাই। যাহা ত্যাগ করিবার অধিকার নাই, তাহা ত্যাগ করিলে পাপীই হইতে হয় (৩) দণ্ড-কমণ্ডলুধারী সংন্যাসী বা চতুর্থাশ্রমের সংন্যাসী, ইহাদের ব্রহ্ম-চিন্তন, ঈশ্বরচিন্তন ছাড়া কোন কর্ম্ম নাই বটে, (একেবারে নাই তাহা নহে, সর্ব্বজন হিতে রত হইতে হইবে, ১২।৪)। কিন্তু এখানেও মনে রাখিতে হইবে ভণ্ডামি যেন না করা হয়।

মৃত্যুর পরে পাওয়া কর্ম্মফল—ইহার কয়েকরকমের অর্থ হইতে পারে, যথা (১) স্বর্গ, নরক, মিশ্র স্বর্গনরক (২) মৃত্যুর পরে নূতন জন্মে (ক) দেব যোনি, হীন যোনি, মনুষ্যযোনি (খ) সুখ, দুঃখ, মিশ্র-সুখ-দুঃখ ফল।

বিদ্যানন্দ। পূর্ব্বজন্মার্জিতা বিদ্যা, পূর্ব্বজন্মার্জিতং ধনং, পূর্ব্বজন্মার্জিতং পুণ্যং, অগ্রে ধাবতি ধাবতি।

মধুসূদন। যে ব্যক্তি দেহভৃৎ পরমাত্ম জ্ঞান শূন্য, অথচ কর্ম্মী, তিনি কর্ম্মফলের অভিসন্ধি ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া গৌণ সন্ন্যাসী। আর যিনি পরমাত্মজ্ঞানবান দেহাভিমান রহিত বলিয়া সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগী তিনি মুখ্য সন্ন্যাসী। ইহাদের মধ্যে ফললাভে তারতম্য আছে, যাহা লাভ করিতে না পারায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একজনকে গৌণ সন্ন্যাসী বলা হইতেছে এবং যাহা লাভ করা অপরকে মুখ্য সন্ন্যাসী বলা হয়। কর্ম্মফল ত্যাগিত্ব উভয়েরই মধ্যে তুল্য ভাবে বিদ্যমান। পার্থক্য করিতে অ কি বৈশিষ্ট্য আছে, অর্জ্জুন যেন তাহা জানিতে চাহিলেন।... ভগবান এই শ্লোকে তাহা বলিলেন, উহাদের একটি বিশে কথা, সন্ন্যাসীদের মরণের পর আর জন্ম হয় না। (গৌণা ও মুখ্যার্থের উপর মধুসূদন কিছু আলোচনা করিয়াছেন)।

শঙ্কর। অনিষ্ট=নরক ও পশুপক্ষী আদি যোনি। ইষ্ট= দেবযোনি।...যে পদার্থ বাহ্য কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া আদি অনে কারকের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে, যাহা বাজীকরের মায়ার সমা অবিদ্যাজনিত মহামোহকারক, আর জীবাত্মার আশ্রিতের মা প্রতীয়মান হয়, ও যাহা অসার হওয়ার জন্য তৎকালেই না হইয়া যায়, তাহার নাম ফল।...এই তিন প্রকারের ফল অত্যাগীর, অর্থাৎ পরমার্থ সন্ন্যাস যাহারা করে নাই; এইরূ কর্ম্মনিষ্ঠ অজ্ঞানীরা মরণের পরে পায়। কেবল জ্ঞাননিষ্ঠা স্থিত পরমহংস পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরা কখনই পায় না আত্মজ্ঞানই সম্পূর্ণ কর্ম্মের অশেষতঃ ত্যাগী হতে পারে।

রামানুজ। অনিষ্টাদি তিন প্রকারের কর্ম্মফল, অত্যাগীদে (অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমান, মমতা ও ফলত্যাগ যাহারা করে ন তাহাদের) পরে প্রাপ্তি ঘটে। (প্রেত্য=কর্ম্মানুষ্ঠানের পরে সন্ন্যাসীরা কখনও মোক্ষ বিরোধী ফল পায় না ; কর্ম্মের শেষে প্রয়োগ "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দানেন তপসানাশকেন (বৃ উ ৪ ৪।২২)।—কর্ম্মে কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ, ইহাই ত্যাগ, ইহাই সন্ন্যাস।

শ্রীধর। ইষ্ট অনিষ্টাদি ফল সকাম কর্ম্মীদিগের পরজন্মে ঘটিয়া থাকে, কারণ তাহাদের তিন প্রকার কর্ম্মের সম্ভাবনা। সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীগণের তাহা কদাপি সম্ভব নহে। এখানে 'সন্ন্যাসী' শব্দ দ্বারা ফল ত্যাগের সাম্যে কর্ম্মফল ত্যাগীকেই গ্রহণ করিতে হইবে, যেহেতু 'অনাশ্রিত ইত্যাদি' (৬।১) বাক্যে কর্ম্মফল ত্যাগীতে সন্ন্যাসী শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। সেই সাত্ত্বিক পুরুষগণের পাপ না জন্মায় ঈশ্বরে অর্পণ দ্বারা পুণ্যফলেরও ত্যাগ হওয়ায়, তিন প্রকার কর্ম্মফলই হয় না।

রামদয়াল। ৬।১ শ্লোকে কর্ম্মফল ত্যাগীকে একাধারে সন্ন্যাসী ও যোগী বলা হয়েছে।...সত্বশুদ্ধি লাভজন্য কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া যাহারা নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাহারা গৌণ সন্ন্যাসী। তিনি যাহা করাইতেছেন, তাঁহার ইচ্ছা আমার মধ্যে কাজ করুক, এগুলি সাধকের ভাব সন্দেহ নাই, কিন্তু এরূপ সাধক জ্ঞানী নহেন, বিচারবানও নহেন।... যোগীরা শ্বেত কৃষ্ণাদি কর্ম্মের অধীন নহেন, যোগদর্শন ৫।৭।

তিলক। সমস্ত কর্ম্মের সন্ন্যাস, গীতার কখনও অভিপ্রেত নহে। ফলাশা ত্যাগী পুরুষই গীতা অনুসারে ত্যাগী অর্থাৎ নিত্যসন্ন্যাসী।

বিদ্যানন্দ। ত্রিভিবর্ষৈস্ত্রিভির্মাসৈস্ত্রিভিঃ পক্ষৈস্ত্রিভির্দিনৈ, অত্যুৎকটৈঃ পুরুষপাপৈরিহৈব ফল মন্নতে। (তিন বৎসর, বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনমাস বা তিন পক্ষ বা তিনদিনে, পুরুষ অত্যুৎকৃষ্ট পাপের ফ
পায়)।

ভূপেন্দ্রনাথ। কর্ম্ম তিন প্রকার, ইষ্ট অনিষ্ট ও মিশ্র
যাঁহারা ত্যাগী নহেন, তাঁহাদের ঐ সকল কর্ম্মের ফল মৃত্যু
পরে বা জন্মান্তরে ভোগ করিতে হয়...ইহাদের ফল যথাক্র
দেবলোকে তির্যক যোনিতে ও মনুষ্যলোকে জন্ম হয়।...কর্ম্মফ
ভোগে ভীত হইয়া যাঁহারা সংসারগতি হইতে মুক্তিলাভ করি
চাহেন, তাঁহাদের ত্যাগ অভ্যাস করিতে হয়।...যে উপা
অবলম্বিত হয়, শাস্ত্র তাহাকে বিবিদিষা সন্ন্যাস বলে। ইহা
প্রধান সাধন বিচার, আত্মজ্ঞানের জন্য।...মনকে ফিরাই
ব্রহ্মস্বরূপের ধারণা করাইবার চেষ্টা করিতে হয়। তাহা
উপায় শ্রবণ ও মনন।...সন্ন্যাসাশ্রমে কোন কর্ত্তব্য নাই বলিয়া
বিরক্ত পুরুষ এই আশ্রম গ্রহণ করিয়া শ্রবণ মনন দ্বারা বৈরা
ভাবকে পুষ্ট করিতে থাকেন। কিন্তু তখনও তাঁহার ম
সংসারের প্রতি বিদ্বেষ ও মোক্ষের প্রতি আগ্রহ থাকে। এ
গ্রহণ ও ত্যাগেচ্ছা যতদিন মনোমধ্যে বিরাজ করে, ততদি
তিনি সন্ন্যাসী হইলেও তাঁহাকে ত্যাগী বলা যাইবে না।..
যাঁহাদের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হইয়াছে, অরণ্যেই থাকুন
গৃহেই থাকুন, তাঁহারাই ত্যাগী।

Telang—Sridhar is probably right in takin
it to mean one who has command of Abando
ment. Sankara and Madhusudana, however tak

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

the word in its ordinary sense of ascetic. What follows explains, says Sridhara, why the fruit does not accrue to renouncers.

মতিলাল। কর্ম্মত্যাগ যখন ত্যাগ নহে, এবং দেহ থাকিলেই যখন কর্ম্ম অনিবার্য্য, তখন তাহার ফলও অনিবার্য্য হইবে। এই ফল তিন প্রকারের ইত্যাদি।...দেহভৃতের কর্ম্মত্যাগ সম্ভবপর নহে। কিন্তু আমরা আশ্চর্য্য হইয়া দেখি, আচার্য্যগণ কর্ম্মকে বন্ধনস্বরূপ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।...সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে, এই শ্লোকার্দ্ধ কর্ম্মান্ত প্রতিপাদকরূপে বহুক্ষেত্রে গৃহীত হইয়াছে। গীতার কর্ম্মবাদকে গলা টিপিয়া হত্যা করা হইয়াছে; কিন্তু তাহা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। সর্ব্বনিয়ন্তা আজিও সৃষ্টিরত।

মহানামব্রত। সন্ন্যাসী কর্ম্ম করেন, কিন্তু ফলভোগ করেন না, না ইহলোক, না পরলোক। কর্ম্মের যত ফল, ইষ্ট অনিষ্ট, সকলই ভোগ করিতে হয় অত্যাগীদের।

ত্যাগাদি সম্বন্ধীয় কথার পর, বিশ্লেষনাত্মক ভাবে কর্ম্ম জিনিষটার আলোচনা আরম্ভ করিলেন। প্রথম কথাভাবে আসিল এই কথা যে, যে কোন কর্ম্মই করা যাউক না কেন, তাহা সম্বন্ধিত থাকে পাঁচটি জিনিষের সহিত, যথা (১) উপযুক্ত মনোভাব সম্পন্ন উপযুক্ত কর্ত্তা, অকপট চেষ্টা, দৈবের অনুকূলতা, ইত্যাদি। দর্শনের সিদ্ধান্তই এই যে কর্ম্মকরণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য পাঁচটি জিনিষের দরকার হয়, সেই পাঁচটির বিষয় এইবার বলা হইবে।

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্। ১৩

পদচ্ছেদ। পঞ্চ এতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে সাংখ্যেকৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্ব কর্ম্মণাম।

অন্বয়। মহাবাহো, সর্ব্বকর্ম্মাণাম্ সিদ্ধয়ে এতানি পঞ্চ কারণানি সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি মে নিবোধ।

কঠিন শব্দ। কৃতান্তে অর্থাৎ কৃত = মীমাংসিত, বিচারি যাহা কিছু দাঁড় করান হইয়াছে, এই অর্থে কৃতান্ত = যাহা কি দাঁড় করান গিয়াছে তাহার মীমাংসা ভাবে শেষ সমাধান, বা বাদানুবাদের অন্তে যাহা স্থিরীকৃত হয়, বা সিদ্ধান্ত শেষ হ কৃতান্তের অর্থ যম এই ভাবেই হইয়াছে, কারণ সব কিছুর শে সমাধান বা নিষ্পত্তি তিনি আনেন। কেহ কেহ কৃতান্তের অ কর্ম্মকাণ্ড বলেন, কেহ কেহ সাংখ্য, কৃতান্তের অর্থ বেদান্তের কপিল সাংখ্যের ও কর্ম্মকাণ্ডের শেষ কথা বলিয়াছেন প্রোক্তানি = কথিত হইয়াছে। নিবোধ = ভাল করিয়া জানি লও। কারণানি = দরকার হেতু। সাংখ্যে, কৃতান্তে ইহা আরও একটি অর্থ আমরা দিতে চাই "in theory and i practice" অর্থাৎ কর্ম্ম বিষয়ক যুক্তি অনুযায়ী এবং নানা ক করণের শেষে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এ অর্থটি বেশ খাটে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুবাদ। হে মহাবাহো, সকল কর্ম্মের সম্পাদনের জন্য এই পাঁচটি দরকার বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় শাস্ত্রের বা সাংখ্য নামক দর্শন শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে (জ্ঞানকাণ্ডে ও কর্ম্মকাণ্ডে) কথিত হইয়াছে; এইগুলি আমা হইতে ভাল করিয়া জানিয়া লও।

শঙ্কর। কারণ=কর্ম্মের সাধন। যে শাস্ত্রে জানিবার যোগ্য পদার্থের সংখ্যা করা হইয়াছে তাহার নাম সাংখ্য অর্থাৎ বেদান্ত; কৃতান্ত তাহার বিশেষণ। কৃত=কর্ম্ম; কৃতান্ত= কর্ম্মের অন্ত। 'যাবানর্থ উদপানে' বা সর্ব্বকর্ম্মাখিলং ইত্যাদি শ্লোকে পাই, আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে, সমস্ত কর্ম্মের নিবৃত্তি হয়।

মধুসূদন। অজ্ঞ ব্যক্তির কর্ম্মত্যাগ করিবার অসম্ভবতারই বা হেতু কি। উত্তর, কর্ম্মের হেতুস্বরূপ অধিষ্ঠানাদি পাঁচটি যেগুলির উপর যে তাদাত্ম্যাভিমান তাহাই তাহার কর্ম্মত্যাগ অসম্ভবতার 'হেতু। সাংখ্যে কৃতান্তে=জীব, ব্রহ্ম ও তাহাদের ঐক্য এবং সেই ঐক্য বোধের উপযোগী শ্রবণাদি পদার্থ সকল যাহাতে সংখ্যাত হইয়াছে তাহার নাম সাংখ্য এই—প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে সাংখ্য=বেদান্ত শাস্ত্র। ইহাতে হয়তো শঙ্কা হইতে পারে যে বেদান্ত শাস্ত্র কেবলমাত্র আত্মবস্তু প্রতিপাদক; তাহার মধ্যে কর্ম্মের কারণস্বরূপ লোক প্রসিদ্ধ পাঁচটি অনাত্মভূত অবস্তু প্রতিপাদন করিবার কারণ কি? উত্তর স্বরূপে 'কৃতান্তে' এই পদটিকে শাস্ত্রের বিশেষণ রূপে দেওয়া হইয়াছে। যে শাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি পূর্ব্বক সেই কৃত অর্থাৎ কর্ম্মের অন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ পরিসমাপ্তি কথিত হইয়াছে তাহা কৃতান্ত...আত্মত
নির্ণয় মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও অনাত্মার বর্ণন অবর্জ্জনীয় হইয়া
পড়ে॥...

তিলক। সাংখ্যে কৃতান্তে=সাংখ্যের সিদ্ধান্তে। এই
শ্লোক নারায়ণীয় ধর্ম্মে (মহাভা, ৩৪৭,৮৭) অক্ষরশঃ আসিয়াছে;
সেখানে ইহার পূর্ব্বে কপিল সাংখ্যের তত্ত্ব উল্লেখ আছে, সেই
জন্য সাংখ্যে অর্থে কপিল সাংখ্য।

গিরীন্দ্র। বেদান্তে বা সাংখ্যে কোথাও কর্ম্মের পথও কারণ
নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, সাংখ্যে কৃতান্তে অর্থাৎ
জ্ঞানিগণের সিদ্ধান্তে, এই অর্থ সমীচীন।...হয়তো বা কৃষ্ণের
সময়ে সাংখ্য কৃতান্ত ও গুণ সংখ্যান্ নামক দুই পৃথক শাস্ত্র বর্ত্তমান
ছিল।

কৃষ্ণানন্দ। সাংখ্য কৃতান্ত=বেদান্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে।

রামানুজ। সাংখ্য=বুদ্ধি। সাংখ্য সিদ্ধান্তে অর্থাৎ
যথার্থ তত্ত্ব যাহার বিষয় সেইরূপ বৈদিক বুদ্ধির দ্বারা বিচার
পূর্ব্বক কৃত নির্ণয়ে সব কর্ম্মের সিদ্ধির জন্য, কর্ম্মের হওয়ায় যে
পাঁচ কারণ হয়, ইত্যাদি।...শরীর, ইন্দ্রিয় প্রাণ ও জীবাত্মা
যাহার উপকরণ সেই জীবাত্মাই সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তা 'য আত্মনি
তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরো' ইত্যাদি (শঃ পঃ ১৪.৫।৩০) 'অন্তঃ প্রবিষ্টঃ
শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা' (তৈ আ ৩।১১।৩)

শ্রীধর। আত্মার কর্ত্তৃত্বে অভিনিবেশকে দূর করিবার জন্য
এইগুলি জানা প্রয়োজন।...কৃত কর্ম্মের অন্ত অর্থাৎ সমাপ্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহাতে আছে, তাহা কৃতান্ত অর্থাৎ বেদান্ত সিদ্ধান্ত; অথবা যাহাতে অন্ত অর্থাৎ নির্ণয়, কৃত অর্থাৎ সম্পাদিত হয়।

ভক্তিপ্রদীপ। সাংখ্যেকৃতান্তে = Vedanta system regarding Karma.

গোয়েন্‌কা। কৃতান্ত = যে শাস্ত্রে কর্ম্ম সমাপ্ত করিবার উপায় বলা হইয়াছে: সাংখ্য কৃতান্ত, সেই শাস্ত্র যাহাতে জ্ঞানযোগ ভাল করিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে, আর সেই অনুযায়ী সমস্ত কর্ম্ম প্রকৃতি দ্বারা কৃত হয় ও আত্মা সর্ব্বথা অকর্ত্তা, এই জ্ঞানে, কর্ম্মের অভাব করিবার রীতি বলা হইয়াছে।

বোমব্রহ্ম। সাংখ্য = তত্ত্ব প্রকাশক শাস্ত্র। কৃতান্তে = কর্ম্মান্তে চরমজ্ঞান প্রতিপাদক শাস্ত্র।

Radhakrishnan—কৃতান্ত is interpreted on the end of the কৃত age that is, as taught in the original সাংখ্য।

জ্ঞানেশ্বরী। সাংখ্য কৃতান্তে = বেদরাজের রাজধানীতে সাংখ্য ও বেদান্তের মন্দিরে নিরূপণ রূপী ডঙ্কা দ্বারা বিঘোষিত হইয়াছে।

Hill—কৃত + অন্ত, Sankhya dogma. এখনকার কোন সাংখ্য পুস্তকে নাই, তবে বোধ হয় কোন পুস্তকে ছিল যে পুস্তক আর পাওয়া যায় না। Rudulph Ottoর ও ইহাই মত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Denssen—According to the doctrinal vie[w]
based on reflection.

Modi—সাংখ্য = war. কৃতান্ত = destruction. Re
fulfilment of actions when a destruction is mad
pertaining to war.

সন্তদাস। তত্ত্বজ্ঞাপক সাংখ্যশাস্ত্র ও শেষ সিদ্ধান্ত নির্ণায়
বেদান্ত শাস্ত্র।

ভূপেন্দ্রনাথ। আত্মজ্ঞানের যাহা যাহা আবরক, তৎসম্ব
জ্ঞান আবশ্যক। সেই জ্ঞান লাভ যে শাস্ত্র দ্বারা হয়, তাহা
সাংখ্যশাস্ত্র বলে। এই জন্য সাংখ্যকে কৃতান্ত বলা হয়।...ই
পিঙ্গলায় যতক্ষণ শ্বাস বহিতে থাকে ততক্ষণই অবিদ্যা।...যে
সতর্ক থাকিলে চোর চুরি করিতে পারে না, তদ্রূপ মিথ্যাজ্ঞানে
কারণ গুলিকে জানিলে আর মিথ্যাজ্ঞান জন্য মুগ্ধ হইতে হয় না
ওঁকার ক্রিয়ার সাহায্যে হৃদয়গ্রন্থি ভেদ না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ
তৎ কে ও সৎকে লক্ষ্যই করিতে পারে না।

Telang—সাংখ্যে কৃতান্তে ; Sankara and Madhu
sudana say, this means Vedanta sastra
Sridhara suggests also the alternative সাংখ্যশাস্ত্র।

বলদেব। কৃতান্ত = কৃতনির্ণয়ে।

মতিলাল। জ্ঞানোদয়ে কর্ম্মশূন্যতা যদি হয়, তাহা হইলে
এই দুইটি শ্লোক জ্ঞানীর জন্য নহে। কিন্তু জ্ঞানীরও শরীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চকরণ যদি থাকে, তবে তাহার কর্ম্মও থাকিবে।...আমরা উদাত্ত কণ্ঠে বলিব—দিব্য কর্ম্মবাদ গীতার লক্ষ্য।

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণং চ পৃথগ্‌বিধম্
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্। ১৪

পদচ্ছেদ। অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণম্ চ পৃথগ্‌বিধম্, বিবিধাঃ চ পৃথক্ চেষ্টাঃ দৈবম্ চ এব অত্র পঞ্চমম্।

অন্বয়। অত্র অধিষ্ঠানম্ চ কর্ত্তা চ পৃথগ্‌বিধং করণম্ চ বিবিধাঃ পৃথক্ চেষ্টাঃ তথা এব পঞ্চমম্ দৈবম্।

কঠিন শব্দ। অত্র=এই বিষয়ে। অধিষ্ঠানম্=স্থান ও কাল, যাহাতে কর্ম্ম করা যায়। পৃথগ্‌বিধং করণম্=পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয়, যন্ত্র, কৌশল ইত্যাদি মানসিক করণ, বুদ্ধি ধৃতি এসবও আসে। চেষ্টা=পুরুষকার, ধৈর্য্যচ্যুত না হইয়া বার বার উদ্যম নিয়োজিত করা। দৈব=প্রারব্ধ, অদৃষ্ট।

অনুবাদ। এই বিষয়ে, স্থান ও কাল, উপযোগী কর্ত্তা, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি (বা ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি কৌশল ইত্যাদি), বিবিধ উদ্যম্ (পুরুষকার) ও পঞ্চম, অদৃষ্ট। (গীতা ৫।১১)

যে কোন কার্য্য লওয়া হউক না কেন, তাহার জন্য যেরূপ প্রয়োজন সেরূপ স্থান চাই; যেখানে স্থান উপযুক্ত নহে সেখানে কার্য্য চলিবে কি করিয়া? সেই ভাবে, উপযুক্ত কালেরও প্রয়োজন, যে কাজ বর্ষায় চলিবেনা, তাহা বর্ষায় করিতে গেলে পণ্ড হইয়া যাইবে, উপযুক্ত যন্ত্রপাতি বা বুদ্ধি বা কার্য্যক্ষম ইন্দ্রিয়ের দরকার, যাহার দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়াছে, তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা সূক্ষ্ম সূচি কার্য্য করা সম্ভব হয় কি? কার্য্যক্ষম কর্ত্তার প্রয়োজন, যে কার্য্যে বলবান লোকের প্রয়োজন, সে কার্ বালকের দ্বারা কৃত হইতে পারে কি? কার্য্য সিদ্ধির জন্য ধৈর্য্যচ্যু না হইয়া বার বার চেষ্টা চালান তো দরকারই; কিন্তু শু চেষ্টায় কিছু হয় না, প্রারব্ধ বলিয়াও কিছু জিনিষ আছে।

টীকাকারেরা উপরের কথা গুলির নানা বিভিন্ন অ দিয়াছেন আমাদের মোটাবুদ্ধিতে আমরা যে অর্থ পাইল তাহা দিলাম। মহাজনেরা যেন ক্ষমা করেন।

মধুসূদন। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ এবং চেতনা ইহাদে অভিব্যক্তির যাহা আশ্রয়, অধিষ্ঠান অর্থাৎ শরীর। কর্ত্তা অনাত্মা ভৌতিক অধিষ্ঠান রূপ শরীর যেমন স্বপ্নদৃষ্ট গৃহরথাদি ন্যায় মায়া কল্পিত, সেইরূপ 'অহং করোমি' ইত্যাদি রূপ অভিমা বান জ্ঞান-শক্তি প্রধান অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের কার্য্যস্বরূ অহঙ্কার অন্তঃকরণ বুদ্ধিবিজ্ঞান শব্দ বাচ্য যে কর্ত্তা সেও তদাত্ম ধ্যাস পূর্ব্বক আত্মার উপর কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্মের অধ্যারোপের হেতু এবং সেই কর্ত্তাও অনাত্মা, ভৌতিক ও মায়া কল্পিত, ইহ 'তথা' শব্দের অর্থ।...অনাত্মা কর্ত্তাকে আত্মা বলিয়া গ্র করা লৌকায়তিকগণের অনাত্মা দেহকে আত্মা বলিয়া গ্র করার মত ভ্রম ছাড়া আর কিছুই নহে। করণ=পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি। বিবিধা=নানাপ্রকার, প অথবা দশ প্রকার বলিয়া প্রসিদ্ধ। চেষ্টা=ক্রিয়া। পঞ্চীকৃত প মহাভূতের কার্য্যস্বরূপ ক্রিয়াশক্তি প্রধান ক্রিয়ারূপ প্রাণ অপা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যান সমান উদান নামক চেষ্টা সকল ; উহাদের মধ্যে ক্রিয়া-শক্তির প্রাধান্য থাকায় উহাদের বায়বীয় বলিয়া ব্যপদেশ করা হয়। নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামক বায়ুগুলিও ঐ প্রাণাপানাদি নামক ক্রিয়ারূপ চেষ্টারই অন্তর্গত।...কাহারও মতে প্রাণ অন্তঃকরণ হইতে ভিন্ন ; কাহারও মতে ক্রিয়াশক্তির প্রাধান্য অনুসারে তাহাকে প্রাণ, আর জ্ঞানশক্তির প্রাধান্য অনুসারে তাহাকে অন্তঃকরণ বলে। (সুষুপ্তিকালে কি হয় মধুসূদন আলোচনা করিয়াছেন)। দৈব=অনুগ্রাহক দেবতা সমুহ। (দিক, বায়ু, অর্ক (আদিত্য), প্রচেতা (বরুণ), অশ্বিনীকুমার, বহ্নি ইন্দ্র উপেন্দ্র, মিত্র (যম), প্রজাপতি চন্দ্র বৃহস্পতি ও রুদ্র, ইঁহারা যথাক্রমে কাণ ত্বক, চক্ষু, রসনা, নাক, বাগিন্দ্রিয়, হাত, পা, পায়ু, উপস্থ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের দেবতা ; সদ্যোজাত, বামদেব অঘোর, তৎপুরুষ ও ঈশান, ইহারা ক্রিয়াশক্তিরূপ পঞ্চপ্রাণ, প্রাণ আপান উদান ও ব্যানের দেবতা)।

শঙ্কর। অধিষ্ঠান=ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ জ্ঞান আদির আশ্রয় শরীর। কর্ত্তা=উপাধিস্বরূপ ভোক্তা জীব। চেষ্টা =শ্বাস প্রশ্বাসাদি বায়ুসম্বন্ধী ক্রিয়সমূহ। দৈব=চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়ের অনুগ্রাহক সূর্য্যাদি।

রামানুজ। অধিষ্ঠান=যাহা জীবাত্মা দ্বারা অধিষ্ঠিত, শরীর। কর্ত্তা=জীবাত্মা ; ইহার জ্ঞাতৃত্ব ও কর্ত্তৃত্ব এই শ্লোকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সিদ্ধ হইল। করণ=মন ও ইন্দ্রিয়াদি। চেষ্টা=পঞ্চ প্রাণ-বায়ু। দেব=অন্তর্যামী পরমত্মা, যিনি কর্ম্মনিষ্পত্তির প্রধান কারণ, (সর্ব্বস্য চাহং ইত্যাদি, ১০।১৫, তথা ১৮।৬১); জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব পরমাত্মার অধীন, ব্র সূ ২।৩।৪১ ; ২।৩।৩২; অর্থাৎ পরমাত্মার শক্তি জীবাত্মা পায়।

শ্রীধর। অধিষ্ঠান=শরীর। কর্ত্তা=চিৎ ও অচিৎ-এর গ্রন্থি অহঙ্কার। চেষ্টা=প্রাণ আপানাদির কার্য্য। দৈব= চক্ষুরাদির অনুগ্রাহক আদিত্যাদি।

ভক্তিপ্রদীপ। কর্ত্তা=Subjective agent. চেষ্টা= activities. দৈব=indwelling regulator of all actions.

ব্যোমব্রহ্ম। অধিষ্ঠান=দেশ ও অবস্থা। করণ= ইন্দ্রিয় ও কার্য্যোপযোগী দ্রব্য। চেষ্টা=অনুকূল চেষ্টা; ফসল উৎপাদন করিতে হইলে অধিষ্ঠান (জমিও আবহাওয়া) উপযুক্ত হওয়া চাই। কর্ত্তা (কৃষক) যোগ্য হওয়া চাই, করণ (সবল দেহ লাঙ্গল কোদাল প্রভৃতি) চাই; চেষ্টা (লাঙ্গল দেওয়া জল দেওয়া, নিড়ানো প্রভৃতি) চাই, এবং শেষে ফসলটি কোন দৈব কারণে, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শীলাবৃষ্টি বন্যা, কীটাদির উপদ্রব প্রভৃতির দ্বারা) নষ্ট না হয়, এ জন্য দৈব অনুকূল হওয়া চাই। অনেকে কেবল চেষ্টাকে বা কেবল দৈবকে সকল ব্যাপারের কারণ মনে করেন, তাঁহারা ভুল বুঝেন।

Radhakrishnan—অধিষ্ঠান=body. কর্ত্তা=according to শঙ্কর the phenomenal ego, the psychophy-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

sical self which mistakes the organism for the true self ; for Ramanuja, it is the individual self ; for মধ্ব it is the supreme Lord বিষ্ণু. According to সাংখ্য পুরুষ or self is a mere witness or nondoer ; Still its witnessing starts the activities of প্রকৃতি, and so the self is included among the determining causes. দৈব বা super personal fate is the general cosmic necessity, the resultant of all that has happened in the past, which rules unnoticcd. It works in the individual for its own incalculable puposes....Belief in দৈব should not be an excuse for quiescence....The pressure of nature, heridity and environment can be overcome by the will of man.

Gandhi Desai—The five factors as such, are nowhere to be found in any known work of সাংখ্য philosophy. Kieth mentions Ahirbudhnya Sanhita where the sankhya system is described as a Tantra with several divisions which include all the sankhyan principles and other conceptions, among which we find কর্ত্তা and দৈব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Hill goes to the length of making an attempt to make the five fold list correspond to the usual twentyfour fold Sankhyan division thus (1) adhishthana (field) is the unmanifest প্রকৃতি, (2) কর্ত্তা includes বুদ্ধি and অহংকার (3) করণs are the mind and the fire organs of perception. (4) চেষ্টাs are the fire organs of actions (5) meaning the realm of the five gross and five subtle elements presided over by their Gods.

কৃষ্ণানন্দ। ইচ্ছাদ্বেষ সুখ দুঃখ চেতনাদি ধর্ম্মের অভি ব্যক্তির আশ্রয় স্বরূপ পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীরের নাম অধিষ্ঠান। অন্তঃকরণ বুদ্ধি বিজ্ঞান আদি নামোপহিত ও আত্মার সহি তাদাত্ম্যাধ্যাস যুক্ত অহংকারের নাম কর্ত্তা। অপঞ্চীকৃত মহা ভূতোৎপন্ন শব্দাদি বিষয়োপলব্ধির সাধনরূপ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রি সকলের নাম করণ (দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, ও অহঙ্কা কর্ত্তাস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে)। চেতনার আভাস সর্ব্বত্রই তুল্য। ...কেহ কেহ দৈব শব্দে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম লইয়াছেন।

নীলকণ্ঠ। কর্ত্তা = বুদ্ধি বিশিষ্ট চিদাভাস। বলদেব, দৈব = সর্ব্বারাধ্য পরব্রহ্ম।

আশুদাস। কর্ত্তা = তাহাতে আমি ইচ্ছা করি এই জ্ঞা বা অহংকার থাকা চাই। চিৎ অচিৎ গ্রন্থি। ব্রহ্মের সং স্বভাবের দ্বারা স্বরূপ অন্তঃকরণে প্রতিভাসিত অহংকর্ত্তা ভাব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামদয়াল। অধিষ্ঠান=সমষ্টি ভাবে ইহা প্রকৃতি, ব্যষ্টি ভাবে পাঞ্চ ভৌতিক দেহ। প্রকৃতি বা দেহে আমি করি এই অভিমান যিনি করেন, তিনি কর্ত্তা।

অরবিন্দ। অধিষ্ঠান=দেহ প্রাণ ও মনের কাঠাম, এইটিই হইতেছে প্রকৃতিস্থ আত্মার আধার বা অবস্থান ভূমি।

গোয়েন্‌কা। অধিষ্ঠান=মুখ্যতঃ করণ ও ক্রিয়ার আধার শরীর, ও গৌণতঃ যজ্ঞাদি কর্ম্মে ও তদ্বিষয়ক ক্রিয়ার আধার ভূমি। কর্ত্তা=প্রকৃতিস্থ পুরুষ, ভোক্তা (১৩।২১)। চেষ্টা= অঙ্গ সঞ্চালন, শ্বাস প্রশ্বাস। দৈব=শুভাশুভ কর্ম্মের সংস্কার, প্রারব্ধ।

Krishna Prem—কর্ত্তা=the false Self which is produced by the union of the Light with the psychophysical vehicle. দৈব=the forces acumulated by the কর্ম্ম of one's past life.

তিলক। অধিষ্ঠান=স্থান।

Deussen—অধিষ্ঠান=site, situation and condition ; **Otto**=basis. **Bhandarkar**, resting place.

Modi—চেষ্টা=various kinds of action e.g. in shooting an arrow.

বিদ্যানন্দ। (১) যে স্থান বা যে আধারে কার্য্য হয়, (২) কর্ত্তা (৩) যে যে ভিন্ন করণের (সাধনের) দ্বারা কার্য্য হয় (৪) কার্য্য সিদ্ধির জন্য যে অনেক ব্যাপারের আশ্রয় হইতে হয়, (৫)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেশকাল পাত্র শক্তি আদির অনুকূল পরিস্থিতি বা দৈব। অহং এখানে অধিষ্ঠান শরীর; বদ্ধ চৈতন্যের অংশ জীবের অহংভাবগ্র কর্ত্তা; জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ইহারা করণ; চেষ্টা=হ দশবিধ বায়ুর (প্রাণাপানাদির) ব্যাপার; ভালমন্দ প্রারব্ধে অনুসার শুভাশুভ অদৃষ্ট, যাহার সঞ্চালক দেবতা = দৈব।"মি চার কারণ উপস্থিত হইলে জীবাত্মা দ্বারা, অহংভাব-বশ চে আরম্ভ হয়।…আত্মা সাক্ষীরূপ উদাসীন ভাবে চেষ্টার অভি করিয়া, পৃথক স্থিত থাকে।…সুখদুঃখাদি ভোগ করিবার স্থা ভোগায়তন অধিষ্ঠান দেহ। জাগ্রদাদি তিন অবস্থার আধার।" মরণের পর সূক্ষ্ম ও কারণ দেহে অহঙ্কারাদি থাকে।

ভুপেন্দ্রনাথ। কর্ম করিবার মনের সঙ্কল্প (১) ইন্দ্রিয় দ্বা পরিচালিত হইয়া কার্য্য উৎপাদন করে। ইন্দ্রিয়-যন্ত্র পরিচালি করে (২) প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু। ইন্দ্রিয়াদির ধারক একটি আধা বা অধিষ্ঠান প্রয়োজন, উহা দেহ; আধারকে আশ্রয় করি কর্ম্মচেষ্টার অভিব্যক্তি হয়। কর্ম্ম যাহার উদ্দেশ্যে সম্পাদি হয়, তিনিই (৫) কর্ত্তা, তিনিই চিদাভাস বা জীব। ইনি আত্মার সহিত তাদাত্ম্য বা অধ্যাসযুক্ত হইয়া, চিৎলক্ষণান্বিত হ অর্থাৎ তিনি চিৎ নহেন, অথচ চিতের সহিত তাদাত্ম্যবশতঃ চিতের মত প্রতীত হন, অথবা নিজেকে চেতন বলিয়া মনে করেন।…ইহাকেই দর্শনশাস্ত্রে "অহঙ্কার" বলে। ইনিই সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তা। (৫) দৈব = ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলদাতা ঈশ্বর, ব ধর্ম্মাধর্ম্ম স্বরূপ সংস্কার। অহঙ্কার এই সংস্কারের অনুরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া থাকে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারের দ্বারাই অবিদ্যারূপ গ্রন্থি বা অজ্ঞান। এই অবিদ্যাগ্রন্থি চিৎএর সহিত সংযুক্ত হইয়াই 'আমি আমি' করে। এই অহঙ্কার না থাকিলে কোন কার্য্যই হয় না, এই জন্য ইহাকে কর্ত্তা বলা হয়। কর্ত্তা, চিৎজড়ের মিলিত গ্রন্থি বা অহঙ্কার।...দৈবও একটি কারণ, তিনি প্রকৃতিতে উপহিত চৈতন্য বা তাদাত্ম্যভাবেযুক্ত মহামহেশ্বরী মহাপ্রাণ, বা সর্ব্বান্তর্য্যামী ঈশ্বর। জগৎ যদি অজ্ঞান কল্পিত হয়, তবে এই অজ্ঞান কাহার, এই প্রশ্ন আসে। কিন্তু শ্রুতিতে আছে— ব্রহ্মের সঙ্কল্পই 'একোঽহং বহুস্যাম্, এই বিশ্ব প্রকাশের মূল কারণ। ব্রহ্মের এই সঙ্কল্পরূপ কারণ না থাকিলে আদৌ সৃষ্টি হইতে পারিত না। সুতরাং জীবের প্রথম অদৃষ্ট লিখিত হইয়াছে ব্রহ্মের সঙ্কল্প দ্বারা। ঈশ্বরের এই অনাদি আদি সঙ্কল্পই মহা নিয়তি বা দৈব।...সুতরাং আমরা যে সকল স্বকর্ম্ম করি তাহার কর্ত্তা কে, নিরূপণ করিতে হইলে দেখা যায়, (১) দেহ বা অধিষ্ঠান (২) ইন্দ্রিয়াদি করণ (৩) প্রাণাপানাদির চেষ্টা (৪) কর্ত্তা বা অহঙ্কার, (৫) দৈব, মহা নিয়তির প্রেরণা।...ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হইলেও, ব্রহ্ম কখনও জগৎরূপে পরিণত হন না। এ ভ্রম জীবাশ্রিত জীবত্বও যেমন কল্পিত, তদাশ্রিত ভ্রমও সেইরূপ।

Telang—অধিষ্ঠান = Substratum = the body, in which desire aversion etc, are manifested ; agent = one, who egoistically thinks himself the doer

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

of actions ; organs = senses of perception, acti... etc. ; movements of the vital breaths in ... body ; deities = the deities which preside on the ego and the other senses. (See ঐ উ, ... সূচক, Max Mullers Helbert Lectures).

১৫। শরীর-বাঙ্-মনোভি র্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥ ১৫॥

পদচ্ছেদ। শরীর-বাঙ্-মনোভিঃ যৎ কর্ম্ম প্রারভতে ন... ন্যায্যম্ বা বিপরীতম্ বা, পঞ্চ এতে তস্য হেতবঃ।

অন্বয়। নরঃ শরীর-বাঙ্-মনোভিঃ ন্যায্যম্ বা বিপরী... বা, যৎ কর্ম প্রারভতে তস্য এতে পঞ্চ হেতবঃ।

কঠিন শব্দ। শরীর-বাঙ্-মনোভিঃ = শরীর বাক্য ও ম... দ্বারা। ন্যায্যম্ = শাস্ত্রীয়। আরভতে = আরম্ভ করে। হেতু... কারণ; সংঘটনকারী।

অনুবাদ। শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা, মনুষ্য যাহা... শাস্ত্রীয় বা অশাস্ত্রীয় কর্ম্ম আরম্ভ করে, এই পাঁচটি তাহার ক... বা সংঘটনকারী হয়।

উপরে দেখান হইয়াছে এই পাঁচটি যদি ঠিক ভাবের... তবেই কাজ সুসিদ্ধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম তিন প্রকারের (শ... বাক্য ও মনের) হয়, তাহাও বলা হইল।

মধুসূদন। নিমেষ আদি কর্ম্ম, শাস্ত্রে বিহিত না হই...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সগুলি বিহিতেরই সমান; আবার কতকগুলি কর্ম্ম সাক্ষাৎ ভাবে প্রতিষিদ্ধ না হইলেও প্রতিষিদ্ধেরই সমান।

শঙ্কর। এখানে যে তিন ভাগ করা হইয়াছে তাহা পূর্ব্ব শ্লোকের বিরুদ্ধে যায় না।

ভূপেন্দ্রনাথ। কর্ম্মের এই পাঁচটিই যখন হেতু, তখন জীবের মোক্ষ সম্ভাবনা কোথায়? জীব চিদংশ তাহার কর্ম্ম নাই; প্রকৃতিই কর্ম্ম করে, জীব প্রকৃতির কর্ম্মে অভিমান করিয়া সুখ দুঃখাদিতে জড়িত হয়।…জীবকে কর্ত্তা না বলিয়া অহংকারকে কর্ত্তা বলা হয় কেন? অহঙ্কার যদিও প্রাকৃত বস্তু, কিন্তু ব্রহ্মের চৈতন্যে সে চেতনবৎ প্রতীত হইয়া থাকে।…. জলে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের ন্যায়, মায়াতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব। সেই মায়া বা অজ্ঞান নাশ হইলে জীব ভাবও নষ্ট হইয়া যায়। যদি বলা যায়, অজ্ঞান নাশ হইলেও জীবভাব নষ্ট হয় না, তবে মুক্তি সিদ্ধ হইবে কিরূপে? অজ্ঞান পূণ্য জীবভাব নিত্য বলিয়া স্বীকার করিলে, পূর্ণজ্ঞান সম্পন্ন জীবকেও ঈশ্বরের ন্যায় সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে বহু জীবের যখন মুক্তির কথা শুনা যায়, তখন ঈশ্বরও বহু হইবেন না কেন? কিন্তু তাহা সত্য নহে। অজ্ঞান জন্যই জীবভাব কল্পিত হয়, অজ্ঞান নষ্ট হইলে তৎসহ জীবভাবও নষ্ট হইয়া যায়।…ব্রহ্মের অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়া শক্তি দ্বারাই এই বিশ্বলীলা পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। এই মায়া শক্তি দুস্তরা, কিন্তু তবুও,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবের যখন মুক্তি হয়, তখন বুঝিতে হইবে, ইহা নিত্যা নহে
ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিলে জীবের সংসার বন্ধন মোচন
মায়াকে আশ্রয় করিলে তবে ব্রহ্মের ঈশ্বর ভাব হয় অর্থাৎ
তাঁহাকে ঈশ্বর বলা যায়।...যোগীরা শিবশক্তির একত্র স
করিয়া এই মায়া বন্ধন হইতে উত্তীর্ণ হন। জড় ও চে
মিলন স্থান, বিশ্ব ও জীব।

১৬। তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃত বুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ ॥ ১৬ ॥

পদচ্ছেদ। তত্র এবম্ সতি কর্ত্তারম্ আত্মনম্ কেবলম্ তু
পশ্যতি অকৃৎ-বুদ্ধিত্বাৎ ন সঃ পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ।

অন্বয়। তু এবম্ সতি যঃ অকৃত বুদ্ধিত্বাৎ তত্র কে
আত্মানম্ কর্ত্তারম্ পশ্যতি সঃ ন পশ্যতি।

কঠিন শব্দ। এবম্ সতি = (এই বিষয়ে) (অর্থাৎ ক
পঞ্চ কারণ) এইরূপ হইলেও। তু = কিন্তু। তত্র =
বিষয়ে। কেবলম্ = একমাত্র। অকৃত বুদ্ধিত্বাৎ = অস
বুদ্ধি বশতঃ, অনভিজ্ঞ বা বেঠিক বুদ্ধি বশতঃ = মূর্খতায়।

অনুবাদ। বিষয়ে (অর্থাৎ কর্ম্মের পঞ্চ কারণ) এই
হইলেও, যে কিন্তু একমাত্র নিজেকেই কর্ত্তারূপে বেঠিক বু
দর্শন করে, সেই দুর্ব্বুদ্ধি (ঠিক ভাবে) দেখে না।

কেহ কেহ কেবলের অর্থ "অসঙ্গ", কেহ "শুদ্ধ" করি
ছেন। কেহ ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন জীবাত্মার যে কর্তৃত্ব
পরমাত্মার অধীন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বোমব্রহ্ম। তত্র সতি=তাহা সত্ত্বেও।

রামানুজ। এইরূপে জীবাত্মার কর্তৃত্ব বস্তুতঃ পরমাত্মার অনুমতি সাপেক্ষ, এরূপ স্থলে কেবল আত্মাকেই যে ব্যক্তি কর্ত্তা দেখে ইত্যাদি।

শঙ্কর। আত্মা=কৈবল্য ধর্ম্মী আত্মা।…পাঁচ করণের সঙ্গে আত্মাকে যে জড়াইয়া এক মানে, বা আত্মাই কর্ত্তা ইহা যে মানে, দেবতা হইলেও, তাহার বুদ্ধি কুৎসিৎ বুদ্ধি।… অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ (বৃ ৪।৩।১৫-১৬)।

মধুসূদন। তত্র=পূর্ব্বে কথিত সমস্ত কর্ম্মে। আত্মা=পরমার্থতঃ যিনি সমস্ত জড় প্রপঞ্চের ভাসক, যিনি সত্তাস্ফুর্ত্তিরূপ, যিনি স্বপ্রকাশ পরমানন্দ স্বরূপ। কেবলম্=নিরুপাধিক অসঙ্গ উদাসীন অকর্ত্তা।

শ্রীধর। অকৃত বুদ্ধি=শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশের অভ্যাস না করায় যাহার বুদ্ধি সংস্কার লাভ করে নাই।

ভূপেন্দ্রনাথ। দুর্ম্মতিরাই আত্মাকে কর্ত্তা বলে। আত্মা না থাকিলে ঐ পঞ্চের কর্ম্ম করিবার সাধন কোথায়? কিন্তু আত্মা কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা।…আত্মা নিঃসঙ্গ, মুক্ত।…আত্মা ব্যতীত অন্য কিছু বস্তু নাই, আত্ম-দৃষ্টির অভাব হেতুই জড় পদার্থের উপলব্ধি হয়।…নানা বস্তুর দর্শনকালেও সেই এক অসংখ্য ভাবে বুদ্ধির গোচর হন।…ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় মুখে বলিলেও এ ভ্রমনষ্ট হইয়া যায় না, "বহু" এক হইয়া যায় না। ক্রিয়ার পরাবস্থা পাইতে হইবে।… ব্রহ্ম এক, সেখানে দ্বিতীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তু নাই, তবে এ জগৎ দর্শন হয় কাহার ? দ্বিতীয় বস্তু ক কোথা হইতে ? ইহা অন্যকোন পৃথক্ সত্তা নহে, এক সত্তার মধ্যেই এই বিচিত্র শক্তি রহিয়াছে।...একো বহুস্যাম্।...যাহা এক ছিল তাহাই আবার বহুরূপ ধারণ কা

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ।। ১৭

পদচ্ছেদ। যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ হত্বা, অপি সঃ ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে।

অন্বয়। যস্য অহংকৃতঃ ভাবঃ ন, যস্য বুদ্ধিঃ ন লিপ্য স ইমান্ লোকান্ হত্বা অপি ন হন্তি ন নিবধ্যতে।

কঠিন শব্দ। যস্য অহঙ্কৃতঃ ভাবঃ ন = যাহার অহ অর্থাৎ "মাত্র আমিই কর্ত্তা" এই ভাব নাই। ন নিবধ্যতে আবদ্ধ হয় না।

অনুবাদ যাহার "মাত্র আমিই কর্ত্তা" এইভাব (কারণ, উক্ত হইয়াছে, কর্ম্মের পাঁচ কর্ত্তা), যাহার কর্ম্মে আসক্ত হয় না, সে জগতের এই সকল প্রাণীকে করিলেও বধ করে না, এবং কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হয় (২।১৯-২১ ; ৫।১০) কর্ত্তব্যবোধে যদি কাহাকেও বধ কা হয়, কেহ যদি কর্ত্তৃত্বাভিমান রহিত ও ফলকামনা ও আসক্তি ভাবে তাহা করে, তাহা হইলে কর্ম্মবন্ধনে সে পড়িবে ভগবান যেন অর্জ্জুনকে বলিলেন, অর্জ্জুন তুমি গুরুজন পাপের ভয় করিতেছ, কোন পাপ তোমার হইবে না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্তৃত্বাভিমান রহিত এবং অসক্তি শূন্য ভাবে তাহা কর। (অর্জ্জুন ভাবিয়াছিলেন যে তিনি কার্য্যগতিকে হন্তা হইয়া পড়িয়াছেন, সেই বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া দিতে বোধ হয় এই শ্লোক) এইরূপ শ্লোক বশিষ্ঠ গীতায় আছে।

Gandhi Desai—The sloka though seemingly baffling, is not really so. Gita, often presents things as ideals.

তিলক। দোষ, বুদ্ধিতে থাকে কর্ম্মে নহে। এ শ্লোকের এ অর্থ নহে যে ফলাশা না রাখিলে সেচ্ছামত কুকর্ম্ম করিতে পারে।

নীলকণ্ঠ। এই শ্লোক, স্তুতিরূপ। শঙ্কর। সত্যই জ্ঞানী হত্যা করেন না, ইহা জ্ঞানীর স্তুতি।....'মারিয়াও মারে না'। লৌকিক ও পারমার্থিক দুই দৃষ্টিতেই বলা চলে।...অধিষ্ঠানাদি হেতুর বিকার আত্মার তো হইতে পারে না।...ন জায়তে ইত্যাদি, নায়ং হন্তি ইত্যাদি, বেদা বিনাশিনাং ইত্যাদি এই সম্বন্ধে আরও অনেক শ্লোক পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে।

মধুসূদন। ভাব=প্রত্যয়। বিবেক জ্ঞান প্রভাবে যাঁহার 'আমি কর্ত্তা' প্রত্যয় বাধিত হইয়াছে।...অসঙ্গোঽয়ং পুরুষঃ সাক্ষীচেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ; অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ; অজো নিত্য শাশ্বতোঽয়ং ইত্যাদি ; প্রকৃতে ক্রিয়মাণানি ইত্যাদি ; শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে। লিপ্যতে —আমি ইহা করিয়াছি এবং ফল আমি ভোগ করি ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্তৃত্ববাসনাযুক্ত ঐ প্রকার যে অনুসন্ধান, তাহাই লেপ। অহঙ্কার অভাব ও বুদ্ধির লেপাভাবের প্রশংসা করিবার হত্বা অপি ন হন্তিও ন নিবদ্ধতে।...জীবন্মুক্ত কর্ম্ম কেন করে তাহার দুই উত্তর, এক প্রারব্ধ ও দ্বিতীয় কর্ম্মগুলি তাহার দৃষ্টিতে মিথ্যা, অজ্ঞ লোকের অজ্ঞান কল্পিত।

রামানুজ। লেপ এই কর্ম্মে আমার কর্তৃত্ব নাই, সেই ইহার ফলের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই। যুদ্ধে কর্তৃত্বাভিমান না থাকে, লেপও থাকিবে না, অর্থাত যুদ্ধের কর্ম্মের ফলও সে ভুগিবে না।

শ্রীধর। আত্মদর্শী পুরুষ, লৌকিক দৃষ্টিতে হত্যা করিয়া বিশুদ্ধ নিজ দৃষ্টিতে হত্যা করেন না, এবং ফলের সহিত বদ্ধ প্রাপ্তও হন না। ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মানি ইত্যাদি (৫।১০)।

ভক্তিপ্রদীপ। জ্ঞানী not bound by his actions.

বিদ্যানন্দ। যুদ্ধে সৈনিকের হত্যা দোষ হয় না; সেনাপতির আজ্ঞায় করে।

Radhakrishna—The free man does his work as the instrument of the Universal Spirit and for the maintenance of the cosmic order. He performs even terrific deeds without any selfish aim or desire, but because it is the ordained. What matters is not the work but

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

the spirit in which it is done.....This passage does not mean that we can commit crimes with impunity. He who lives in the large spiritual consciousness will not feel any need to do any wrong.....

ভূপেন্দ্রনাথ। জগদ্‌বিকাশের নিবৃত্তিরূপ অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুষুপ্তি সঙ্কল্প শূন্য বিকার শূন্য মঙ্গলময়, দ্বিতীয়ের অভিনিবেশ শূন্য, (শান্তং শিবং অদ্বৈতং) জাগ্রদাদি পাদত্রয় হইতে ভিন্ন, তিনিই আত্মা। ক্রিয়ার পর অবস্থায় ক্রিয়াও থাকে না, কর্ত্তাও থাকে না...বুদ্ধি আত্মাকারা হইয়া যায়, সুতরাং ইন্দ্রিয়াদির কর্ম্মে বুদ্ধি লিপ্ত হয় না।....যাহার অহঙ্কার নাই, তাহার কর্তৃত্ব ভাবও থাকে না। সুতরাং সে অবস্থায় কর্ম্ম করিলে কর্ম্মজনিত সুখদুঃখরূপ ফলে আবদ্ধ হইতে হয় না।....মাতালের মত দেহাভিমান শূন্য হয়।...আত্মজ্ঞ পুরুষের 'আমি কর্ত্তা' বা 'আমি কর্ত্তা নহি' কোন ভাবই থাকে না।....দেহাদি কর্ত্তৃক হনন কার্য্যের তিনি হন্তা হন না।....যদি ঈশ্বরই সব করান, তবে আমরা ফলভোগ করি কেন?....ইহার উত্তর বুঝিতে গেলে আমি কে জানিতে হইবে।...একোঽহং বহু স্যাম্; সেই তিনিই বহু জীব হইয়া তাহার সঙ্কল্পের ফল ভোগ করিতেছেন, তিনিই জীব হইয়া ভুগিতেছেন....(এই আলোচনা পূর্ব্বে বহু স্থানে আছে, এখানে কয়েকপৃষ্ঠা ব্যাপী হইয়াছে)। ইড়া পিঙ্গলার অতীত হইতে হইবে; ইহাই অমাবস্যা; অমাবস্যাতে মহাকালীর পূজা প্রশস্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১৮) ভগবান, কর্ম্মসম্বন্ধে আরও বিশ্লেষণ চালাইতে বলিলেন—

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্ম চোদনা,
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ। ১৮

পদচ্ছেদ। জ্ঞানম্ জ্ঞেয়ম্ পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্ম-চোদ করণম্ কর্ম্ম কর্ত্তা ইতি ত্রিবিধঃ কর্ম্ম-সংগ্রহঃ।

অন্বয়। পরিজ্ঞাতা, জ্ঞানম্, জ্ঞেয়ম্ ত্রিবিধা কর্ম্মচোদন কর্ত্তা করণম্ কর্ম্ম ইতি ত্রিবিধঃ কর্ম্ম সংগ্রহঃ।

কঠিন শব্দ। কর্ম্মচোদনা=কর্ম্মের দিকে লইয়া যাও বিধায়ক। জ্ঞানকর্ম্মটা বাস্তবিক কি, তাহার জানা; বি প্রকাশ (মাধব)। জ্ঞেয়=কি করিতে হইবে তাহাকে জা পরিজ্ঞাতা=যে এই দুইটি লইয়া বিচার করিয়া কর্ম্ম যাহা সিদ্ধ হয়, তাহা বুঝিয়া ফেলিতে সক্ষম। কর্ম্মসংগ্রহ কর্ম্মগঠনকারী, কর্ম্মের অধিষ্ঠান।

অনুবাদ। 'কর্ম্মটা বাস্তবিক কি' ইহা জানা তাহা জ্ঞান বলে; ইহা করিতে কি করিতে হইবে তাহা জ্ঞেয় ন উক্ত হয় এবং যে এই দুইটি লইয়া বিচার করিয়া ক যাহাতে সিদ্ধ হয়, তাহা বুঝিয়া ফেলিতে সক্ষম হয়, তাহ পরিজ্ঞাতা বলা হয়;—এই তিনের যোগ হইলে তাহা কর্ দিকে লইয়া যাওয়ার বিধায়ক হয়। কোন একটি যদি না থা কর্ম্মের দিকে চলা ঘটিবে না। আর কর্ম্মের নির্ব্বাহের ব্যাপ থাকে অর্থাৎ কর্ম্ম সংগ্রহ ব্যাপারে থাকে, কর্ম্ম, কর্ত্তা ও যন্ত্রপা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ যাহা গঠিত হয় তাহা কর্ম্মকে লইয়া হয়, কর্ত্তার দ্বারা হয় ও হাত ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদির সাহায্যে হয়। মাঠে লোক ডাকা হইল কাজ করিতে; জানে না তাহারা কি কাজ করিতে হইবে। তাহাদের কাজের নামটা জানাইতে হইবে, যথা পুকুর কাটা। "জ্ঞান" এই জানা। যদি বলিয়াও দেওয়া হয় যে পুকুর কাটিতে হইবে, তাহা হইলেই কি পুকুর কাটা হইয়া যাইবে, যদি এই সম্বন্ধে "জ্ঞেয়" যাহা, তাহা বলিয়া না দেওয়া হয় (যথা, পুকুর কত লম্বা, কত চওড়া হইবে কত গভীর হইবে কোদাল চাই, শাবল চাই, জমীটা কঙ্করাকীর্ণ, অমুক সময়ের ভিতর কাজটা শেষ হওয়া চাই ইত্যাদি)। ইহাতেই কি কাজ হইবে? চাই একজন অভিজ্ঞ লোক যে, যাহা কিছু আরও জ্ঞেও, নিজেই সব ঠিক করিয়া বিজ্ঞ ভাবে কাজ আরম্ভ ও চালাইতে সক্ষম হয়। এই তিনের (কাজটা কি তাহার "জ্ঞান," কি কি দরকার সেই কাজের জন্য, তাহার জ্ঞান ("জ্ঞেয়") ও যে অভিজ্ঞ তাহার অভিজ্ঞতা এই তিনের যে সংযোগ, মাত্র তাহাই কর্ম্মের দিকে লইয়া যাইবার বিধায়ক হয়। (গীতা ১৩।২০)

কর্ম্ম প্রতিষ্ঠা হয় কর্ম্ম কর্ত্তা ও করণের (যন্ত্রপাতি; বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের, ইত্যাদির) উপর। কর্ম্মসিদ্ধিরূপ সৌধ নির্ম্মাণের ইহারা ভিত্তি ও উপাদান। বড় কর্ম্মের জন্য, সেইরূপ কর্ত্তা ও করণের আবশ্যক। কাজে নামিবার পূর্ব্বে, দেখিয়া লইতে হইবে, সব উপযোগী হইয়াছে কি না।

কর্ম্ম বলিলেই কর্ম্ম হয় না, প্রস্তুতির জন্য "কর্ম্মচোদনা"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাই ও কর্ম্মসৌধ গড়িয়া তুলিবার জন্য "কর্ম্মসংগ্রহ" চাই। কর্ম্মচোদনা ও কর্ম্মসংগ্রহ পারিভাষিক শব্দ ও অর্থ উপরে দেওয়া হইল, (আমাদের ব্যাখ্য, সুধী জনেরা যেন ক্ষমা করেন) টীকা সমূহের ব্যাখ্যা আনা হয় নাই।

শঙ্কর। জ্ঞান, সাধারণ অর্থ, যাহা দ্বারা কোন পদার্থ জানা যায়। জ্ঞেয় সাধারণ অর্থ, যাহা জানা যাইতে পারে। পরিজ্ঞাতা = উপাধিযুক্ত অবিদ্যা কল্পিত ভোক্তা। এই তিনের সমুদয়, ইহাই সাধারণ ভাবে সমস্ত কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তিন প্রকারের কর্ম্ম চোদনা, এই তিন সম্মিলিত হইলে, তবে ত্যাগ গ্রহণ আদি কর্ম্ম হয়। করণ অর্থাৎ শ্রোত্রাদি। কর্ম্ম = যাহা ক্রিয়াদ্বারা সম্পাদিত হয়। কর্ত্তা = শ্রোত্রাদিকে নিজ নিজ ব্যাপারে নিযুক্তকারী জ্ঞান। যাহা দ্বারা কিছু সংগৃহীত হয়, তাহার নাম সংগ্রহ। এই তিন কারকেই কর্ম্ম সংগ্রহ হয়।

রামানুজ। কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিষয়ক জানকারীর নাম জ্ঞান, কর্ত্তব্য কর্ম্মই জ্ঞেয়, আর পরিজ্ঞাতা, যে জ্ঞানে। শাস্ত্রের বিধি বাক্য সমূহকে চোদনা বলে। জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মের বিধি জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার সহিত যুক্ত। ইহার ভিতর যাহা জ্ঞেয়রূপ কর্ম্ম, উহা করণ কর্ম্ম ও কর্ত্তা এই তিন প্রকারে সংগৃহীত। যজ্ঞাদির নাম কর্ম্ম।

শ্রীধর। জ্ঞান = ইহাই অভিলষিত প্রাপ্তির উপায়, এইরূপ বোধ। জ্ঞেয় = অভীষ্ট লাভের জন্য বিহিত কর্ম্ম।—ভট্ট বলিয়াছেন, চোদনা, উপদেশ ও বিধি শব্দগুলি একার্থ বাচক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

...উক্তপ্রকার ত্রিগুণময় জ্ঞানাদি তিনটিকে অবলম্বন করিয়া কর্ম্মের বিধান প্রবৃত্ত হয়। সেই হেতু বেদসকল ত্রিগুণবিষয়ক (২।৪৫)। করণ=ক্রিয়া সাধনের শ্রেষ্ঠ উপাদান. কর্ম্ম= কর্ত্তার সর্ব্বোত্তম অভিলষিত বিষয়। কর্ত্তা=ক্রিয়ার সম্পাদক। ...এই তিনটি কারক কর্ম্ম সংগ্রহ অর্থাৎ ক্রিয়ার আশ্রয়। সম্প্রদান অপাদান ও অধিকরণ, এই কারকত্রয়—পরম্পরা —সম্বন্ধে কেবল ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক, সাক্ষাৎ ভাবে ক্রিয়ার আশ্রয় নহে।

ভক্তিপ্রদীপ। কর্ম্মচোদনা=Stimulate action. কর্ম্মসংগ্রহ=basic support of action

বলদেব। ইহা দ্বারা জানা যায়, এই ব্যুৎপত্তিতে জ্ঞানই করণ ; করণ=করণ-কারক। জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ত্তব্য, জ্ঞেয়। জ্ঞানই কর্ম্মকারক। কর্ত্তা কর্ত্তাকারক। চোদনা ও সংগ্রহ দুই শব্দের একই অর্থ।

তিলক। কর্ম্মচোদনা=কর্ম্ম করিবার প্রাথমিক প্রেরণা। ঘড়া প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে, কুমার (জ্ঞাতা) নিজের মনে স্থির করে যে অমুক বিষয় (জ্ঞেয়) করিতে হইবে, এবং তাহা অমুক রীতিতে (জ্ঞান) করিতে হইবে। এই সব মনের কাজ, কর্ম্মচোদনা। তারপর মনের নিশ্চয় হইয়া গেলে, ঐ কুমার (কর্ত্তা), মাটি, চাক ইত্যাদি সাধন (করণ) প্রত্যক্ষ ঘড়া (কর্ম্ম) তৈরী করে। ইহাই কর্ম্ম সংগ্রহ, বাহ্যক্রিয়া।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামদয়াল। যদ্দ্বারা বস্তুর যাথার্থ্য নিরূপিত হয় তাহা জ্ঞান। ইহা ব্রহ্মজ্ঞান নহে, ব্যবহারিক জ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানে যাহা জ্ঞান তাহাই কর্ত্তা, তাহাই জ্ঞেয়, কিন্তু ব্যবহারিক জ্ঞানে কর্ম্ম কর্ত্তা পৃথক। গুণভেদে জ্ঞানাদির ভেদ আছে। দৃ —জ্ঞেয়বস্তুর উপলব্ধি জ্ঞানাদির হয়ে থাকে। এই জ্ঞা আবার প্রত্যক্ষাদি প্রমাণমূলক। জ্ঞেয় পদার্থ অপেক্ষা জ্ঞান পদা বিস্তৃত। জ্ঞেয় পদার্থ জ্ঞানের অন্তর্গত মাত্র। মনে কর সম্মুখে লতাটি জ্ঞেয় বস্তু; ইহা তোমার অন্তরে আসিতেছে না ইহার জ্ঞানটি তোমার অন্তরে আসিতেছে। জ্ঞানস্বরূপ তুমি তোমার মধ্যে লতা জ্ঞানটি আছে, এজন্য জ্ঞেয়বস্তু জ্ঞানে অন্তর্গত।...ঘটের সাধারণ প্রকাশ হয় কূটস্থ চৈতন্য দ্বারা, কি ঘটকে যিনি ঘটরূপে জানেন তিনি কূটস্থ চৈতন্য নহেন, আভা চৈতন্য, বুদ্ধি প্রতিফলিত চৈতন্য। জ্ঞানটি চৈতন্যময়। চৈতন্যম জ্ঞানে, দিক ভূমি আকাশাদি জ্ঞেয় বস্তু প্রকাশ পায়। দিক ভূমি আকাশাদির প্রকাশ হয় কূটস্থ চৈতন্য দ্বারা; কিন্তু উহাদে জ্ঞান হয় যদ্দ্বারা, তিনি বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত চৈতন্য।.. প্রকাশটি অর্থাৎ চৈতন্যময় জ্ঞানটি, দিক, ভূমি আকাশাদি প্রকাশ্য বস্তুহী হইলে যাহা হয়, তাহাই আত্মপ্রকাশ বা আত্মজ্ঞান, ইহা ব্রহ্মজ্ঞান। জ্ঞাতাকে বা দ্রষ্টাকে দৃশ্য হইতে ভেদ জানাই জ্ঞানে কার্য্য। জ্ঞানের দ্বারা দ্রষ্টা দৃষ্ট হইতে পৃথক ভাবে থাকিলে প্রথমে দৃশ্যবস্তু বা জ্ঞেয়বস্তু দূর হইয়া যাইবে, শেষে দৃশ্য দর্শনে অভাবহইলে, দ্রষ্টাও অদ্রষ্টাভাবে স্থিতিলাভ করিবেন। ইহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৈবল্য। চিত্তের দ্রষ্টাভাবে যদি থাকিতে পার, তবে চিত্তবন্ধন কল্পনা দূর হইয়া যাইবে এবং শেষে দ্রষ্টার অদ্রষ্টা ভাবে কৈবল্য স্থিতিলাভ করিবেন, আত্মা অকর্ত্তা ইহা জানিলেই মুক্তি হয়। দিকভূমি ইত্যাদি জ্ঞেয় যাহা, তাহা জ্ঞানেরই উপাধি। ক্রিয়া কর্ত্তার উপাধি।......জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা ইহারা ত্রিপুটি? ইহার কোন একটির অভাব হইলে কর্ম্মের আরম্ভ হইতে পারে না। (রামদয়াল, অনেক কথার আলোচনা আনিয়াছেন)।

মধুসূদন। চল্লিশপৃষ্ঠা ব্যাপী সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন, যাহা ন্যায়, বেদান্ত ও বিশেষ করিয়া মীমাংসা দর্শনের পরিভাষায় পরিপূর্ণ। সম্পাদকগণ ইহার 'ভাবপ্রকাশ' এই ভাবে দিয়াছেন —আত্মাকে অকর্ত্তা তাহা দেখান হইল। কর্ম্মের দুইটি বিভাগ আছে, একটি কর্ম্মের প্রেরণা অংশ, অর্থাৎ যাহা হইতে কর্ম্মের প্রবৃত্তি জন্মে, অপরটি কর্ম্মের ক্রিয়া অংশ, অর্থাৎ যাহা দ্বারা কর্ম্মটি সম্পন্ন হয়। এই শ্লোকটিতে ঐ দুই অংশের ভাগ করিয়া দেখান হইতেছে যে ইহার কোন অংশেই আত্মা দ্বারা কিছুই কৃত হয় না। প্রেরণা অংশে আছে জ্ঞান অর্থাৎ জানা রূপ ক্রিয়া, জ্ঞেয় অর্থাৎ যাহার দ্বারা ইষ্ট সাধন হইতে পারে তাহার ঐ জানারূপ ক্রিয়ার কর্ম্মরূপে বোধ এবং পরিজ্ঞাতা অর্থাৎ জানারূপ ক্রিয়ার আশ্রয়রূপ কর্ত্তা। কোনটিই আত্মা নহে, ইত্যাদি।

অরবিন্দ। কর্ম্মটিই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নহে। যে যে জ্ঞান লইয়া আমরা কর্ম্ম করি, তাহাই আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া একটা বিপুল পার্থ্যক্য আনিয়া দেয়। তিনটি জিনিস লইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মের মানসিক প্রবর্ত্তনা গঠিত, সেইগুলি হইতেছে আমাদের সঙ্কল্পের মধ্যে যে জ্ঞান, জ্ঞানের বিষয় ও জ্ঞাতা; আর জ্ঞানের মধ্যে সকল সময়েই আইসে গুণত্রয়ের ক্রিয়া। এই গুণত্রয়ের ক্রিয়ার জন্যই আমাদের দৃষ্টিতে জ্ঞাতা জিনিসের পার্থক্য হয় এবং জ্ঞাতা যে ভাব লইয়া কর্ম্ম করে তাহার পার্থক্য হয়। কর্ম্মকে ধারণ করিয়া আছে, দেহ মন ও অসংস্কৃত প্রাণ। ইহাই হইতেছে তামসিক কর্ম্মের প্রধান করণ বা শক্তি। মুক্ত পুরুষের কর্ম্ম হইতেছে একটা মহত্তর অব্যয়।

গিরীন্দ্র। শঙ্কর ব্যাখ্যা উপাদেয় মনে হয় না, তবে কর্ম্মকে ভোক্তার দিক দিয়া বিচার করিলে সন্তোষজনক। যথা অন্নগ্রহণ কর্ম্মে শরীরই ভোজনরূপ কর্ম্মের অধিষ্ঠান, ভোক্তারূপী বুভুক্ষু বদ্ধজীব কর্ত্তা ও ভোক্তার চক্ষু হস্ত মনাদি করণ, অন্নগ্রহণের জন্য শারীরিক ক্রিয়াদি চেষ্টা। আদিত্যাদি সাহায্যে চক্ষু দর্শন করে ইহারা দৈব। (গিরীন্দ্র ছক কাটিয়া এই শ্লোকের বাক্যগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন)

...কর্ম্মের সহিত কর্ত্তার দুই প্রকার সম্বন্ধ : এক, বিষয়বস্তু বা অধিষ্ঠানের পরিজ্ঞাতারূপে, এবং দ্বিতীয় কর্ম্মসম্পাদকরূপে। অন্নসন্নিধানে বুভুক্ষু জীবের অন্নের প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিলে, অন্ন ভোজন কর্ম্মে প্রেরণা আসে। অন্নরূপ অধিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবে কেহ ভোজনাদি জন্য চর্ব্বণাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। কর্ত্তার যখন এই জ্ঞান হয়, তখন তাহাকে পরিজ্ঞাতা বলা হয়। পরিজ্ঞাতার যাহা বিষয় তাহাই অধিষ্ঠান। পরিজ্ঞাতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিষ্ঠান অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয়বস্তু, এবং সেই জ্ঞেয় বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এই তিনের সংযোগে কর্ত্তার মনে কর্ম্মপ্রেরণা জাগে ও তৎফলে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। কর্ম্মানুষ্ঠান কালে যে বিশেষ শারীরিক মানসিক ও বাচনিক ক্রিয়া দেখা যায়, তাহাকে চেষ্টা বলে। কর্ম্মচেষ্টাও কর্ম্ম। শঙ্কর ১৮ শ্লোকে এক অর্থ ও ২১ শ্লোকে অন্য অর্থ (ক্রিয়া অর্থ) লইয়াছেন। মনোভাবের উপর কর্ম্মের সাত্ত্বিকাদি ভাব, এইজন্য কর্ম্ম অনাসক্ত ভাবে আচরণীয়।...

জ্ঞানেশ্বরী। জ্ঞেয় জ্ঞান ও পরিজ্ঞাতা, ত্রিপুটি। যে ইন্দ্রিয় সমূহে ব্যাপার করে, যে জীবকে সুখ বা দুঃখের লাভ করাইতে দেয়, জ্ঞান ঘোর নিদ্রায় যাহাতে বিলীন হইয়া যায়, তাহাকে জ্ঞাতা বলা হয়। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র মাঝে যে থাকে ও জ্ঞেয়র বাহিরে যে যায় না তাহা জ্ঞান। শব্দাদি পাঁচ প্রকার লক্ষণ জ্ঞেয়র। জ্ঞেয় হয় এক, কিন্তু পাঁচ ইন্দ্রিয় দিয়া তাহার জ্ঞান হয় বলিয়া, তাঁহার পাঁচ লক্ষণ ; জ্ঞান যেমন যেমন জ্ঞাতার সম্মুখে জ্ঞেয়কে প্রকাশ করে, জ্ঞাতা তাহাকে স্বীকার বা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয় ; তারপর জ্ঞাতা কর্ত্তা হইয়া বসে, জ্ঞানকে করণ করে ও জ্ঞেয়কে কর্ম্ম করে।

আশুদাল। পুত্রের রোদন বোধ = জ্ঞান। রোদন = জ্ঞেয়।

গোয়েঙ্কা। জ্ঞাতা ও কর্ত্তা এক হওয়ায়, জ্ঞাতাকে ভিন্ন লওয়া হয় নাই। করণের ভেদ বুদ্ধি ও ধৃতি, এবং জ্ঞেয়ের ভেদ সুখ, আগে লইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিত্তানন্দ। কর্ম্মসিদ্ধির জন্য হেতু পাঁচ; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে প্রেরণা উঠে। তাহার তিন অংশ—জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা। বস্তুর স্বরূপ নিশ্চয়কারী জ্ঞাতা ; সেই নিশ্চয়ের পরে যে বুদ্ধি তৈরী হয়, তাহার নাম জ্ঞান ; আর যে বস্তুর নির্ণয় করা হয় তাহা জ্ঞেয়।···এই প্রকারে কর্ম্ম প্রবৃত্তি হবার পর যখন কর্ম্ম করা যায়, তখন যে যে সামগ্রীর দ্বারা কর্ম্ম হয় তাহা করণ; কাজ যে করায় সে কর্ত্তা ; যে ব্যাপার করা যায় তাহা কর্ম্ম; কর্ম্মের সংগ্রহ অর্থাৎ তৈয়ার হওয়া।···কর্ত্তা, শুদ্ধ কূটস্থ আত্মা হতে অনেক দূরে, আভাষ মাত্রঃ অন্তঃকরণ, উপাধি।

Radhakrishnan :—কর্ম্মচোদনা refers to the mental planning and কর্ম্মসংগ্রহ to the actual execution of the action.

ভূপেন্দ্রনাথ। (১) প্রথমে যাহাকে জানিব তৎসম্বন্ধে জ্ঞান বা ধারণা, তাহাকে জানিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি ; যাহা জানিবার বস্তু তিনি স্থির প্রাণ বা ব্রহ্মা, (৩) আর যিনি জানিবেন—তিনিই চঞ্চল আত্মা, বিষয় বিমূঢ় আত্মা বা জীব। ইনিই প্রকৃত 'অহং' বা 'আমির সহিত তাদাত্ম্যযুক্ত। তাহার পর ক্রিয়ার আশ্রয় (১) যিনি ক্রিয়া করিবেন, (২) যে সকল ইন্দ্রিয় মন প্রাণাদি যন্ত্রদ্বারা ক্রিয়া করিতে হইবে ; (৩) ক্রিয়া—যদ্দ্বারা কূটস্থ ব্রহ্মে যাওয়া যায় ; আসল কর্ত্তা এই কূটস্থ ব্রহ্ম।···মনে কর যোগতত্ত্ব জানিতে চাই ও যোগাভ্যাস করিতে চাই। তাহা হইলে, 'প্রথমে 'যোগ' বিষয়টি কি আমাকে জানিতে হইবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগ কত প্রকার ও কোন পদ্ধতিটি আমার অবলম্বনীয়, এসব জানিতে হইবে, এতৎ সম্বন্ধে সাধুরা কি বলেন, শাস্ত্র কি বলেন, তাহার ধারণা থাকা আবশ্যক, নচেৎ যোগের নামে অন্যকিছু অভ্যাসও করিতে পারি। যোগ সম্বন্ধীয় আবশ্যকতা বুঝাই হইল "জ্ঞান"। যোগপন্থা বা যোগক্রিয়াটি জ্ঞেয় বস্তু; সাধন মার্গ, ক্রিয়া ফলাদি 'জ্ঞেয়' বস্তু। জ্ঞেয় বস্তু সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান আছে, তিনিই তাহার পরিজ্ঞাতা। ক্রিয়ার পরিজ্ঞাতা ব্যতীত কে আমাকে ক্রিয়ার উপদেশ দিবে? আবার আমি যখন উপদেশ পাইলাম, তখন আমিই জ্ঞাতা হইলাম। এই জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতাই কর্ম্মের চোদনা—ইহা হইতেই ক্রিয়া করিবার জন্য প্রেরণা আসে। তাহার পর কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ—ইহারা কর্ম্মের আশ্রয়; এই তিনটি বস্তুতেই সকল কর্ম্ম একত্রিত হয়।

Telang :—Knowledge, i.e that something is a means to what is desired, Object of knowledge (object is the means), the knower (he who has knowledge)—when these exist in action. The instrument = senses etc, the action the agent, thus, in brief, is action.

মতিলাল। জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞানশক্তি। কর্ম্ম কেন করিতে হইবে, সেই বিষয়ে যে বোধ তাহাই কর্ম্মের মূল প্রেরণা। কর্ম্ম সঙ্কল্প—তার সাধ্য সাধন জ্ঞেয় বস্তু। জ্ঞানের বিষয়ী কর্ম্মের যিনি অধিকর্ত্তা, তিনিই তৎ-পরিজ্ঞাতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১৯) এই যে উপরে বলা হইল, ইহাদের ভিতর জ্ঞান ক
ও কর্ত্তা ইহারা এরূপ যে ত্রিবিধ ভাবের ইহারা হয়। পূ
শ্লোকে দেওয়া জ্ঞানের দৃষ্টান্তে ইহা মোটামুটি ভাবে বোধগ
হইবে। মাঠে লোক ডাকা হইল, তাহা, ভাল কাজ পুকু
কাটাইবার জন্যও হইতে পারে, বা মন্দ কাজ, অন্যগ্রাম লু
করাইবার জন্যও হইতে পারে।

এই শ্লোকে এবং পরের তিনটি শ্লোকে জ্ঞান শব্দ নির্বিশে
অর্থে অর্থাৎ যাহা জানা তাহাই জ্ঞান, সে অর্থে নহে, সবিশে
অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। জ্ঞান যেন বিভাজিত হইয়া
পারমার্থিক ভাবে, পারমার্থিক ভাব পাই ১৮।২০ শ্লোকে
অপারমার্থিক জ্ঞানেরও যেন দুই ভাগ করা হইয়াছে, রাজস্ এ
তামস্। যে জ্ঞানেতে বোধ আসে 'আমি ও তুমি' তোমা
ভাল হউক, তোমার জন্য আমি পুকুর কাটাইয়া দিতেছি, তোমা
সহিত সহযোগিতা চাই, ইত্যাদি তাহা রাজস জ্ঞান (১৮।২১
আর যে জ্ঞানতে বোধ আসে "আমি সর্ব্বস্ব" "আমি ও আমার
যথা ঐ গ্রাম লুট করিয়া ধনরত্ন আনিব, বা যে জ্ঞানের তলা
কোন যুক্তি নাই বা তুচ্ছ যুক্তি আছে, তাহা তামস ১৮।২২।

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণ ভেদতঃ
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি। ১৯

পদচ্ছেদ। জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধা এব গুণ-ভেদতঃ,
প্রোচ্যতে গুণ-সংখ্যানে যথাবৎ শৃণু তানি অপি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্বয়। জ্ঞানম্ চ কর্ম্ম চ কর্ত্তা এব গুণ ভেদতঃ গুণসংখ্যানে ত্রিধা প্রোচ্যতে, তানি অপি যথাবৎ শৃণু।

কঠিন শব্দ। গুণ ভেদতঃ=সত্ত্বাদি গুণ ভেদে। গুণ-সংখ্যানে=সাংখ্যশাস্ত্রে যাহাতে ত্রিগুণ সম্বন্ধীয় আলোচনা আছে; গুণের সংখ্যার আলোচনায়। 'কাপিল সাংখ্য' (মধুসূদন)। পূর্ব্ব শ্লোকের পরিজ্ঞাতা কর্ত্তার ভিতর এবং জ্ঞেয় কর্ম্মের ভিতর পড়ে, সেই জন্য তাহাদের পৃথক আলোচনা করা হয় নাই)।

অনুবাদ। সাংখ্য শাস্ত্রে, বা যাহাতে ত্রিগুণ সম্বন্ধীয় আলোচনা আছে, তাহাতে, জ্ঞান কর্ম্ম ও কর্ত্তা (প্রত্যেকটি) সত্ত্বাদি গুণ ভেদে তিন প্রকারই উক্ত হইয়াছে। সেই সকলও যথাযথরূপে আমার নিকট শোন।

শঙ্কর। কর্ম্ম অর্থে ক্রিয়া, কারকরূপ পারিভাষিক কর্ম্ম নহে। কাপিল শাস্ত্র যদ্যপি পরমার্থ ব্রহ্মের একতা বিষয়ে, ভগবানের সিদ্ধান্ত হইতে বিরুদ্ধ, কিন্তু গুণের ভোক্তা (জীব) বিষয়ে ইহা প্রমাণই।

রামানুজ। গুণ সংখ্যানে=গুণকার্য্য গণনে।

Radhakrishnan :—গুণসংখ্যান = science of modes.

বিদ্যানন্দ। আত্মা গুণের অতীত বস্তু; উহার সহিত ক্রিয়া কারক বা ফলের সম্বন্ধ নাই।

ভূপেন্দ্রনাথ। গুণাতীত আত্মার ক্রিয়া নাই; এ কর্ত্তা গুণাতীত নহেন, ত্রিগুণ যুত।···বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত চৈতন্য বা আভাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চৈতন্যই সমস্ত বস্তুর জ্ঞাতা।……"মা তুমিই তো প্রত্যেক জী হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা"—সাধক শরণাগত ভাবে ডা মাকে।

Telang :—Knowledge and action and age are described in the enumeration of qualitie (Kapila-system) to be of 3 classes onl according to the difference of qualities.

(২০) পূর্ব্বে জ্ঞানের সাধারণ অর্থ 'জানা' লইয়া আলোচ হইয়াছিল, এইবার ব্যাপক অর্থে, অপারমার্থিক ও পারমা দুই লইয়া। সাত্ত্বিক—পারমার্থিক।

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্। ২০।

পদচ্ছেদ। সর্ব্ব-ভূতেষু যেন একম্ ভাবম্ অব্যয়ম্ ঈক্ষ অবিভক্তম্ বিভক্তেষু তৎ জ্ঞানম্ বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্।

অন্বয়। যেন বিভক্তেষু একম্ অব্যয়ম্ ভাবম্ অবিভ ঈক্ষতে, তৎ জ্ঞানম্ সাত্ত্বিকম্ বিদ্ধি।

কঠিন শব্দ। বিভক্তেষু সর্ব্বভূতেষু = ভিন্ন ভিন্ন রূ অবস্থিত ভূত সমূহে একম্ অব্যয়ম্ ভাবম্ = নিরবচ্ছিন্ন সমভা স্থিত এক অব্যয় স্বরূপকে।

অনুবাদ। যে জ্ঞান দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থিত ভূ সমূহে, নিরবচ্ছিন্ন সমভাবে স্থিত এক অব্যয় স্বরূপকে (

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS.

মাত্মাকে) দেখা যায়, সেই জ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিবে।

সকল জীবে সেই একই পরমাত্মা রহিয়াছেন, এই জানাই পারমার্থিক জ্ঞান ইহাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এই জ্ঞান মনে বসিলে, আর "আমি আমার" থাকে না। ১৩।২; ৯।১৫; ৪।২৪, ৩৫, ৪২, ৫।৭, ১৯; ৬।২৯-৩২; ৭।১৯; সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মঃ বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি; নেহ নানাস্তি কিঞ্চন; ১৮।২৩, ২৬।

মধুসূদন। সর্ব্বভূত = অব্যাকৃত, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট এই নামে প্রসিদ্ধ বীজ অর্থাৎ কাবণ সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপ সমষ্টি ও (প্রাজ্ঞ তৈজস ও বিশ্বনামক) ব্যষ্টিস্বরূপ সব ভূত অদ্বৈতাত্ম দর্শনরূপ যে জ্ঞান তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান।

শঙ্কর। অব্যক্ত হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সকল ভূতে এক আত্ম বস্তু, যাহা নিজ ধর্ম্ম হতে কখনও ক্ষয় হয় না ইত্যাদি। যে জ্ঞানের দ্বারা এই আত্মতত্ত্ব, ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যেক শরীরে এক ভাবে আকাশের মত স্থিত দেখে, ইত্যাদি।

রামানুজ। ব্রাহ্মণাদি সকল শরীরে, জ্ঞানাকার আত্মাকে যোগীরা যে জ্ঞানের দ্বারা বিভাগ রহিত, ও নাশবান ঐ সকল শরীরে নাশরহিত দেখে, ইত্যাদি।

শ্রীধর। একমাত্র নির্ব্বিকার ভাবে অবস্থিত, পরমাত্মতত্ত্বকে যে জ্ঞান দ্বারা প্রত্যক্ষ করে ইত্যাদি।

রামদয়াল। কটক কুণ্ডলে একই কাঞ্চন দৃষ্টি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তিপ্রদীপ। One united eternal principle i realised. (অপারমার্থিক ভাষায় বলা যাইতে পারে, এই প্রথ শ্রেণীর জ্ঞান, বিজ্ঞানের 'Theory'র মত, যাহা করা হয় নান ভিন্ন ভিন্ন 'Laws-এর' সমন্বয় সাধনে আর Laws গুলি যে দ্বিতীয় শ্রেণীর জ্ঞান। আর disconnected stray facts যেন তৃতীয় শ্রেণীর জ্ঞান, ইহা আমাদের ব্যাখ্যা)।

সন্তদাস। বিভিন্নরূপে স্থিত ভূত সমূহের মধ্যে অবিভক্ত এক অব্যয় ভাব যে জ্ঞানের দ্বারা দৃষ্ট হয় ইত্যাদি।

Modi. This kind of জ্ঞান can have no place in the later সাংখ্য of ঈশ্বরকৃৎ....

ভূপেন্দ্রনাথ। দেশকাল বস্তু দ্বারায় বিভিন্ন ভূত সকলের মধ্যে পরিচ্ছিন্ন যে সত্তা দৃষ্ট হন, তিনি এক অখণ্ড নির্বিকার, এইরূপ যে জ্ঞান দ্বারা এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা সত্তা আলোচি হয়, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান। অদ্বিতীয় তত্ত্ব বস্তুকে যে জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান।...ইন্দ্রিয় শক্তি গুলিকে একমুখী করিতে হইবে। মনের লয় বিক্ষেপ ভাবকে বিদূরিত করিতে হইবে; ভিন্ন ভিন্ন দেহে প্রবিভক্ত ভাবে দৃষ্ট হইলেও, আত্মাকে এক ও নিরন্তর আকাশের ন্যায় বোধ হয়

Telang :—Know that knowledge to be good, by which a man sees one entity, inexhaustible and not different in all things apparently different from one another.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃথক্ ত্বেন তু যজ্ জ্ঞানং নানা ভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্ জ্ঞানম্ বিদ্ধি রাজসম্। ২১

পদচ্ছেদ। পৃথক্ ত্বেন তু যৎ জ্ঞানম্ নানা-ভাবান্ পৃথগ্-বিধান্। বেত্তি সর্ব্বেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধিরাজসং।

অন্বয়। তু যৎ জ্ঞানম্ সর্ব্বেষু ভূতেষু পৃথগ্‌বিধান্ নানা-ভাবান্ পৃথক্‌ত্বেন বেত্তি তৎজ্ঞানম্ রাজসম্ বিদ্ধি।

কঠিন শব্দ। পৃথগ্‌বিধান=পরস্পর বিলক্ষণ। পৃথক্-ত্বেন বেত্তি=পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিদিত হয়।

অনুবাদ। কিন্তু যে জ্ঞান, সর্ব্বভূতে পরস্পর বিলক্ষণ নানাবিধ ভাব পৃথক্ পৃথক্ রূপে জানায় (অর্থাৎ সর্ব্বভূতে একটা কিছু "এক" রহিয়াছে তাহা জানায় না) সেই জ্ঞানকে রাজস বলিয়া জানিও।

এই জ্ঞান দেখে যে, যাহা কিছু পরিদৃষ্ট হইতেছে, এই বহুর ভিতর কোনও একতা নাই। সাত্ত্বিক জ্ঞান বহুকে এক দেখায় রাজসিক জ্ঞান একক্ে বহু দেখায় ইহাকেই "অজ্ঞান" বলা যাইতে পারে। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি, (কঠ ২।১।১১)।

মধুসূদন। ভেদে অবস্থিত দেহাদি সমস্ত ভূত বর্গ মধ্যে, প্রতি দেহে অন্য প্রকার, আত্মা হইতে পৃথক স্বরূপ সুখ দুঃখিত্ব প্রভৃতি রূপে পরস্পরের বিপরীত স্বভাব যে জ্ঞান জানে অর্থাৎ যে জ্ঞানের দ্বারা অবগত হয়, তাহা রাজস। জ্ঞানরূপ অন্তঃকরণ বৃত্তির সহিত অহঙ্কার রূপ কর্ত্তার অভেদ বিবক্ষা করিয়া, 'যে

7

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানের দ্বারা অবগত হয়" ইহার পরিবর্ত্তে "যে জ্ঞান অবগত হয়" বলা হইয়াছে।...কুতার্কিকগণের স্বীকৃত আত্মা সকলের পরস্পর ভেদ, ঈশ্বর হইতে আত্মা সকলের ভেদ, সেই ঈশ্বর হইতে ও আত্মাসকল হইতে অচেতন বর্গের পরস্পর ভেদ এই যে অনৌপাধিক (উপাধি শূন্য, সত্য) পাঁচ প্রকার ভেদ, ইহা রাজস জ্ঞান।...দ্বৈতবাদিগণ আত্মাকে বিভু নিত্য কিন্তু পরস্পর ভিন্ন দেখে।

শঙ্কর। যে জ্ঞান সকল ভূতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন ভাবকে আত্মা হতে পৃথক দেখে অর্থাৎ প্রত্যেক শরীরে পৃথক্ পৃথক্, নিজের হইতে ভিন্ন আত্মা দেখে ইত্যাদি।

Radhakrishnan :—Sees multiplicity of beings in different creatures by reason of their separations.

রামানুজ। সব প্রাণীদিগের মধ্যে ছোট বড় আকার অনুসারে আত্মারূপ ভাবকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দেখে ও কর্ম্মাধিকারের সময়, ফলাদির সঙ্গে সম্বন্ধিত দেখে, ইত্যাদি।

রামদয়াল। মধুসূদনের মত।

শ্রীধর। সকল ভূতের দেহগুলিতে বাস্তবিকই অনেক ক্ষেত্রজ্ঞকে সুখী দুঃখী ইত্যাদি রূপে বিভিন্ন বলিয়া যে জ্ঞান দ্বারা লোকে বুঝিয়া থাকে ইত্যাদি।

ভক্তিপ্রদীপ। Sees divergent principles in all different beings.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানেশ্বরী। যে জ্ঞান আত্মজ্ঞানের মন্দিরের বাহিরে গিয়া, নিজের দেহের বর্ত্তুলের ভিতর জীবকে জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার খেলা দেখায়, তাহা রাজস।

Telang :—Based on distinctions (see কঠ) between different entities) which sees in all things various entities of different kinds.

বিগ্যানন্দ। যে জ্ঞানের দ্বারা, মানুষ, সকল ভূতে, বিভিন্ন প্রকারের নানা ভাবকে পৃথক জানে; সেই জ্ঞান রাজস জ্ঞান।.... মনুষ্য পশু আদির আত্মা, শরীরের স্বভাব ও তাহার নির্ম্মাণের ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অনেক অনেক পৃথক বুঝায়, ইহা রাজস জ্ঞান।...সাত্ত্বিক জ্ঞানে উন্নতি, রাজসে স্থিতি, তামসে অবনতি।...বিজ্ঞান রাজস জ্ঞান, সকল জিনিসের ভিতর ভেদ বাহির করে।

ভূপেন্দ্রনাথ। এ শ্লোকে বলা হইতেছে যে পূর্ব্ব শ্লোকেও একান্ত বোধ নাই বটে, নানা বস্তুকে নানা ভাবে দেখা, তৎ তৎ বস্তুতে আসক্তি ও কখন কখন বিরক্তিও প্রকাশ করে বটে, কিন্তু তাহা যে একেরই বহুরূপ এইরূপ জ্ঞান সাত্ত্বিক জ্ঞান।

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্‌কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পং চ তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ২২

পদচ্ছেদ। যৎ তু কৃৎস্নবৎ একস্মিন্ কার্য্যে সক্তম্ অহৈতুকম্, অতত্ত্ব অর্থবৎ অল্পম্ চ তৎ তামসম্ উদাহৃতম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্বয়। তু যৎ একস্মিন্ কার্যো কৃৎস্নবৎ সক্তম্ চ অহৈতুকম্ অতত্ত্বার্থবৎ অল্পম্ তৎ তামসম্ উদাহৃতম্।

কঠিন শব্দ। তু=কিন্তু আর। একস্মিন্ কার্য্যে=মাত্র কোনও একটা বিষয়ে; ইহাকে অনেকেই শরীর বলিয়াছেন। কৃৎস্নবৎ সক্তম্=তাহাই সব, আর কোন কিছু, কিছু নয় এই ভাবিয়া তাহাতে আসক্ত থাকে; অহৈতুকম্=কারণ হীন যুক্তি বিরুদ্ধ। অতত্ত্বার্থবৎ=যাহা জ্ঞানের তাৎপর্য্যের বিরুদ্ধ, অশাস্ত্রীয়। অল্পম্=তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর; পরিণামে কিছুই নহে। একস্মিন্ কার্য্যে কৃৎস্নবৎ সক্তম্ ইহাতে কয়েক রকমের অর্থ আসে, যথা (১) কোন মানুষকে ভগবান বলিয়া তাহাকে লইয়া থাকা, (২) 'আমি ও আমার' ব্যাপারে ডুবিয়া থাকা। (৩) নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দকে পরম পুরুষার্থ ভাবা।

অনুবাদ। যে জ্ঞান কোন এক জিনিস লইয়া তাহাই যেন সব, এই ভাবে তাহাতে আসক্ত করায়; যাহার তলায় কোন যুক্তি নাই, যাহা অশাস্ত্রীয়, যাহা তুচ্ছ, পরিমাণে কিছুই নহে, সেই জ্ঞানকে তামস জ্ঞান বলে। (আধ্যাত্ম রামায়ণ ২।৪।৩৩, গীতাপ্রেমী)

ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম ভাবে ভাবা বা সর্ব্বজীবে একই পরমাত্মা বিরাজমান ইহা ভাবা সাত্ত্বিক জ্ঞান; দ্যুতিমান্ তেত্রিশ কোটি দেবতারাই জ্ঞেয় ও পূজ্য, বা মানুষে মানুষে ভিন্ন ভিন্ন পরমাত্মা রহিয়াছে ইহা রাজসিক জ্ঞান; আরও নীচে মানুষের মধ্যে একে ওকে তাকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করা বা কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপারমার্থিক বিষয়ের চর্চ্চায় মগ্ন থাকা ইহা তামসিক জ্ঞান।

তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান, কারণ তাহা অপারমার্থিক জ্ঞান, যেমন জাগতিক নানা জ্ঞান বা পূর্ব্ব দৃষ্টান্ত, "পুকুর কাটতে হবে" এইরূপ জ্ঞান বা মনের লক্ষ্য, বা দেহ, পুত্রকলত্রাদি কিসে সুখে থাকিবে তাহা ভাবা। গীতা গোড়াতেই এই জ্ঞানের কথা বলিয়াছে, ২।১১,১৩,১৪ ; সাত্ত্বিক জ্ঞান ২।১৫-৩০, রাজস সাত্ত্বিক ২।৩১-৩৭।

ইহা হয়তো বলা যাইতে পারে, যে উচ্চ পারমার্থিক জ্ঞান সাত্ত্বিক জ্ঞান, অপারমার্থিক শাস্ত্রাদির জ্ঞান, যথা physics, chemistry ইত্যাদির জ্ঞান রাজসিক জ্ঞান, আর স্বার্থ সমন্বিত ভোগাত্মক বিষয় জ্ঞান তামসিক জ্ঞান।

শঙ্কর। যে জ্ঞান, কোন এক কার্য্যে, শরীরে বা শরীরের বাহিরে প্রতিমাদিতে "ইহাই সর্ব্ববস্তু বিষয়ক সম্পূর্ণ জ্ঞান", এই ভাবে আসক্ত হয়, অর্থাৎ ধারণা করে, এই আত্মা (বা ঈশ্বর) মাত্র এই টুকুই, আর ইহার পর আর উহার কিছু নাই, (যেমন দিগম্বর জৈনেরা মানে যে আত্মার আকার শরীর সদৃশ আর থাকে শরীরেই) আর কাঠ পাথরের প্রতিমাই ঈশ্বর, আর যে জ্ঞান যুক্তিরহিত ও তাহার ভিতর কোন তত্ত্বার্থ নাই, আর সেই কারণে, বা মাত্র অল্প ফল দেয় বলিয়া অল্প, সেই জ্ঞান তামস ; অবিবেকী তামসী প্রাণীতেই ইহা দেখা যায়।

মধুসূদন। শঙ্করের মত। যে প্রস্তরে বা কাষ্ঠে দেব-বিগ্রহ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাই ঈশ্বর, এইরূপ ইহারা ভাবে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্ত্বার্থ বিশিষ্ঠ নহে, তত্ত্বার্থ তাহার আলম্বন নহে। অল্পম্= পরিচ্ছিন্ন, কারণ আত্মার বা ঈশ্বরের নিত্যত্ব ও বিভুত্ব অবগত হয় নাই...এইরূপ জ্ঞান তামস্।

রামানুজ। যে জ্ঞান, প্রেত ভূতাদির আরাধনা রূপ কোন এক তুচ্ছ ফল দাতা কর্ম্মে, পূর্ণ ফল দাতা কর্ম্মে যেরূপ আসক্তি হওয়া উচিত সেইরূপ আসক্ত হয়, যাহাতে আসক্ত হইবার কোন হেতু বা যুক্তি নাই, 'যাহা আত্মার পৃথকত্ব ভাষাদি যুক্ত, সেই জন্য তত্ত্বার্থ রহিত, মিথ্যা অর্থ দেয়, ও প্রেতাদির আরাধনার বিষয় হওয়াতে অত্যন্ত তুচ্ছ, তাহা তামস্।

শ্রীধর। এই পরিমানই আত্মা বা ঈশ্বর। পরমার্থ বিষয়ে অবলম্বণহীন, অতএব অল্প বিষয়ক ও অল্পফলপ্রদ বলিয়া তুচ্ছ, ইত্যাদি। মাধ্ব :—জীব ব্রহ্ম এক, ইহা তামসিক জ্ঞান।

ভক্তিপ্রদীপ। That knowledge is তামস্ which attracted to a particular external object as to the Perfect Eternal Being, and is irrational delusive nonreal and insignificant.

ব্যোমব্রহ্ম। যে জ্ঞান একটি কোন স্থূল তত্ত্বকে নিখিল তত্ত্ব মনে করিয়া উহাতে আসক্ত হয়, ইত্যাদি।

Radhakrishnan – But that which cling to one single effect, as if it were the whole, without concern for the cause without grasping the real, and narrow, etc.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানেশ্বরী। যে জ্ঞান এই ছোট আধারকেই আত্মা ভাবে, পাথরের মূর্ত্তিকেই ঈশ্বর ভাবে, ইত্যাদি।

রামদয়াল। যে জ্ঞান বহুর মধ্যে একটি বা বহুর কোন অংশ বিশেষকেই সম্পূর্ণ বলিয়া আবদ্ধ থাকিতে চায়, অর্থাৎ যে জ্ঞানে কোন একটি কার্য্যই সমগ্র—এইরূপ অভিনিবেশ হয় (অর্থাৎ কোন একটি দেহকেই মনে হয়, এই পূর্ণ, এই আমার সর্ব্বস্ব; কোন মূর্ত্তি বিশেষকে মনে হয়—এই ঈশ্বর, এতদ্ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই—সেই যুক্তিশূন্য, তথ্যশূন্য, প্রমাণ শূন্য, নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানকে তামস্ জ্ঞান বলে।

সন্তদাস। যাহাতে একই সামান্য কার্য্যে অতি ও বহু বলিয়া অভিনিবেশ হয়, যেন সংসারের সব কাজ উপস্থিত, ইত্যাদি।

বিদ্যানন্দ। যে জ্ঞান একই কার্য্যে (শরীরাদি)-তে, পূর্ণ ভাবে আসক্ত, এবং কারণ রহিত সারহীন ও তুচ্ছ, তাহা তামস; ইহা প্রকৃতির কার্য্যরূপ শরীরকেই নিজ স্বরূপ বোঝে, সেই বিনাশশীল শরীরে, তাহাই যেন সব, এই ভাবে আসক্ত হয়। এই জ্ঞানে যুক্তি বিবেক কিছুই নাই। ইহাই 'মিথ্যা-জ্ঞান', বিপরীত জ্ঞান' ইহা এইরূপ জ্ঞান যে আমার পেট ভরুক, অন্যে উপবাসী থাকুক, আমার জাতের বা আত্মীয়দের সুখ হউক ইত্যাদি।

ভূপেন্দ্রনাথ। দেহ-সর্ব্বস্ব অবিবেকী জীবের যে জ্ঞান—তাহাই তামসিক জ্ঞান। ইহাদের সব ধারণাই মন-মানা তাহাতে যুক্তিও নাই, বিচারের স্থান নাই, অথচ নিজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধারণার প্রতি অটুট বিশ্বাস। শঙ্কর দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, যেমন জৈন ও বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে জীব দেহ-পরিমাণ মাত্র, কিম্বা ঈশ্বর কাষ্ঠাদি পরিমাণ মাত্র।...তমোগুণের ধর্ম্ম, জ্ঞানকে আবরণই করিয়া থাকে।

তিলক। তিজের পুত্র কন্যা ও স্ত্রীকেই সংসার মনে করা, তামস জ্ঞান। একটু উঁচুতে নিজের গ্রামের বা দেশের লোককে নিজের মত ভাবিতে ও অন্যান্য দেশের লোককে বিভিন্ন ভাবিতে আরম্ভ করে; ইহা রাজস জ্ঞান। আরও উচ্চে উঠিলে, প্রাণী মাত্রে একই আত্মাকে জানা পূর্ণ সাত্ত্বিক জ্ঞান। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।...এই জগতে যাহা কিছু জ্ঞান লাভ করিবার আছে, তাহা ইহাই। জ্ঞানের ইহাই পরম সীমা।...১৩।৭-১১ এই প্রকার দেহস্থ ভাবের নামকে জ্ঞান বলা হইয়াছে।

Gandhi. Desai The three slokas deal with three kinds of knowledge or apprehension that respectively harmonise, differenciate and exclude or confuse. Thus, in philosophy, sattvika knowledge perceives the Unity of Self in diverse existences, the rajas emphasises the difference in them, and the tamas refuses to see anything beyond the material existence of objects. The idea may be extended to all subjects. In religion, for instance, a man of sattvika vision

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

will see one God and one Spiritual truth in all religions and will have thus the same regard for all; the man of rajas vision will emphasise differences and claim superiority for his own form of religion; and the man of tamas vision will claim an exclusive revelation for his religion, regard all others as false, declare those not belonging to his fold as doomed to damnation and will even wage a war to bring them to his fold. In brief, sattva will always find out points of contact or unity in seemingly different things, রাজস্ will emphasise differences, tamas will cloud and warp the vision.

Telang—And that is described as dark, which clings to one created thing only as everything, which is devoid of real principle and insignificant. Reason = argument in support. real Principle = Truth, view of things as they are; insignificant = incomprehensivness.

(২৩) এইবার কর্ম্মের তিন ভেদ লওয়া হইল।

নিয়তং সঙ্গ রহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্
অফল প্রেপ্সুনা কর্ম্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে। ২৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদচ্ছেদ। নিয়তম্ সঙ্গ-রহিতম্ অ-রাগ-দ্বেষতঃ কৃতম্ অ-ফল প্রেপ্সুনা কর্ম্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে।

অন্বয়। যৎ কর্ম্ম নিয়তম্ সঙ্গরহিতম্ অফল প্রেপ্সুনা অরাগ-দ্বেষতঃ কৃতম্, তৎ সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে।

কঠিন শব্দ। নিয়ত কর্ম্ম = স্বধর্ম্ম ; প্রকৃতির দ্বারা বা শাস্ত্র বিধির দ্বারা নির্দ্দেশিত কর্ম্ম (নিয়ত শব্দের এই অর্থ পূর্ব্বে লওয়া হইয়াছে) (কেহ কেহ "নিয়ম সহিত" অর্থ করিয়াছেন)। সঙ্গ রহিত = অনাসক্ত ভাবে। অফল প্রেপ্সুনা = ফলাভিলাষ রহিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক। অরাগ দ্বেষতঃ = অনুরাগ ও বিদ্বেষ বর্জ্জিত হইয়া।

অনুবাদ। শাস্ত্রবিধি দ্বারা নির্দ্দেশিত কর্ম্ম অর্থাৎ স্বধর্ম্ম (যথা ব্রাহ্মণের কাজ, পূজা, যজ্ঞাদি করা), অনাসক্ত ভাবে, ফলাভিলাষ রহিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক রাগদ্বেষ রহিত ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে, তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলা হয়। (ভাগবত ১১।২৫।২৩, গীতাপ্রেমী)।

সাত্ত্বিক কর্ম্ম (এই শ্লোক) ও সাত্ত্বিক ত্যাগ (নবম শ্লোক); সেখানে কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ, আর এখানে কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে কাজ করা। কর্ত্তৃত্বাভিমান না রাখা ও ফলাভিমান না রাখা, গীতা বার বার ইহার উপর জোর দিয়াছে, যথা ১৮।১৭ শ্লোকে। কে, কোন্ ভাবে, কোন্ উদ্দেশ্যে কাজ করিতেছে, তাহার উপর সাত্ত্বিকতা রাজসিকতা ও তামসিকতা নির্ভর করে।

মধুসূদন। নিয়তং = যাহার সমগ্র অঙ্গের উপসংহারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসমর্থ অর্থাৎ যাহারা সমগ্র অঙ্গের আয়োজন করিয়া উঠিতে পারে না, তাহাদের পক্ষেও, যাহার ফলের অবশ্যম্ভাবিতা রহিয়াছে, তাহা নিয়ত। সঙ্গরহিত ; সঙ্গ অর্থ আমিই মহা-যাজ্ঞিক ইত্যাদি প্রকার অভিমানরূপ রাজস্ গর্ব্ব। রাগদ্বেষ, রাগ যথা 'ইহা দ্বারা রাজসম্মান প্রভৃতি লাভ করিব'; দ্বেষ যথা ইহা দ্বারা শত্রু পরাজয় করিব, এইরূপ অভিপ্রায়। উপরের রাজস অহঙ্কার, সাত্ত্বিক অহংকার হইতে স্বতন্ত্র ; সাত্ত্বিক ব্যক্তিদেরও কিছু অহঙ্কার থাকে; অহঙ্কার বর্জ্জিত হইলেই কর্ম্মে অধিকার চলিয়া যায়।

শঙ্কর। নিয়ত = নিত্য। সঙ্গ = আসক্তি। যে কর্ত্তা কর্ম্মফল চাহে সে কর্ম্মফল-প্রেপ্সু।

রামানুজ। যে কর্ম্ম বর্ণাশ্রম অনুকূল, শাস্ত্রবিহিত ইত্যাদি।

শ্রীধর। নিয়ত = নিত্যরূপে শাস্ত্রবিহিত।·· রাগদ্বেষ শূন্য যথা পুত্রাদির প্রীতি হেতু বা শত্রুর প্রতি দ্বেষ হেতু নহে।

নিয়ত = নিয়ন্ত্রিত (গিরীন্দ্র) ; রামদয়াল, নিত্য। আমাদের অর্থ উপরে দিয়াছি।

তিলক। ফলাশা ত্যাগ অর্থে ইহা নহে যে কোন কিছু না মনে করিয়া কাজ করা।

ভক্তিপ্রদীপ। নিয়ত = eternal.

বিদ্যানন্দ। স্বধর্ম্মানুসার নিয়ন্ত্রিত।

Krishna Prem. The last statement (action should be sanctioned by the inner Ruler)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

is sufficient to show that in advocating renunciation of the fruits of action, the Gita is not sanctioning irresponsible acts. The Consequences of action upon others must always be looked to ; it is only the personal gains that are to be renounced. The man of Knowledge is not an idiot, nor dos he manifest his liberation by childish behaviour (going about laughing and crying), Personal thinking will have to come to an end in him, but in its place the cosmic Ideation manifests through him.

ভূপেন্দ্রনাথ। ভগবান এইবার ত্রিবিধ কর্ম্মের কথা বলিতেছেন। কর্ম্ম (১) প্রাণের চঞ্চল অবস্থায় যে ভাবে কৃত হয়; ইহা তখন হয় যখন শ্বাস ইড়া পিঙ্গলায় চলে। (২) প্রাণের কথঞ্চিৎ স্থিরতা হইলে ইহা ইড়া পিঙ্গলায় চলিয়াও সাম্য ভাবে যখন সুষুম্নায়ও চলে। (৩) প্রাণের পূর্ণ স্থিরতায় কর্ম্ম যে ভাবে কৃত হয়, যাহা এখানে বলা হইতেছে, ইহা হয়, প্রাণ যখন পূর্ণভাবে সুষুম্নামার্গে চলে; ইহাতেই সাত্ত্বিক কর্ম্ম হয়। সাধকেন্দ্র পুরুষদের ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোন কর্ম্মই থাকে না, এতদ্দারায় ধারণা ধ্যানের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া একেবারে ফলাকাঙ্ক্ষারহিত অবস্থায় তাঁহারা প্রবেশ করেন, এই অবস্থায় যোগ সমাধি হয়। "ক্রিয়ার দ্বারা সংসারে লাভবান হইব,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রিয়া তো করিতেছি তেমন দর্শন হইতেছে না" এ সব ভাব তাঁহাদের থাকে না, অর্থাৎ তাঁহারা অফলপ্রেপ্সু থাকেন।··· যোগ সমাধি অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন অবস্থাতেই সঙ্গরহিত হওয়া সম্ভব নহে। সঙ্গরহিত অবস্থায় যাহা করা হয়, তাহাতে অভিনিবেশ থাকে না, সুতরাং দ্বেষ ভাবও থাকে না।

যৎ তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহংকারেণ বা পুনঃ
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাসমুদাহৃতম্। ২৪।

পদচ্ছেদ। যৎ তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম স-অহঙ্কারেণ বা পুনঃ, ক্রিয়তে বহুল-আয়াসম্ তৎ রাজসম্ উদাহৃতম্।

অন্বয়। তু যৎ কর্ম্ম কামেপ্সুনা বা সাহংকারেণ পুনঃ বহু-লায়াসম্ ক্রিয়তে তৎ রাজসম্ উদাহৃতম্।

কঠিন শব্দ। তু=কিন্তু আবার। কামেপ্সুনা=ফলকামি ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক। বহুলায়াসম্=অত্যন্ত ক্লিষ্ট ভাবে, পরিশ্রম বোধ করিয়া। পুনঃ=এবং অথবা ফলের ক্ষণিকত্ব হেতু বার বার (অনুষ্ঠিত হয়)।

অনুবাদ; কিন্তু আবার ফলকামি ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক, অহ-ঙ্কারের সহিত ও অত্যন্ত ক্লিষ্ট ভাবে যে কর্ম্ম, ফলের ক্ষণিকত্ব হেতু বার বার অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজস্ কর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়।

ব্যোমব্রহ্ম। বহুলায়াসং=ভ্রম-উদ্বেগময়।

মধুসূদন। সাহঙ্কারেণ=পূর্ব্ব কথিত সঙ্গাত্মক গর্ব্বযুক্ত। পুনঃ=যাহা অনিয়ত, যেহেতু যতক্ষণ কামনা থাকিবে, ততক্ষণ কাম্য কর্ম্মে আবর্ত্তন করিতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্কর। সাত্ত্বিক কর্ম্মেরও কর্ত্তা আত্মতত্ত্ব জানে না ও
অহঙ্কার যুক্ত মনুষ্যই হয়। রাজস্ ও তামসের কথাই কি? প
শব্দ পাদ পুরণের জন্য।

রামানুজ। 'বা' শব্দ "চ"র অর্থে। 'এই কর্ম্ম অ
আয়াসযুক্ত, এবং মাত্র আমিই করিতে পারি' এইরূপ অভিমান
পুরুষ যে কর্ম্ম করে, তাহা রাজস।

শ্রীধর। 'আমার সমান আর কে শ্রোত্রিয়—বেদজ্ঞ ব্রা
আছে' এই প্রকার অতিগর্ব্বী পুরুষ কর্ত্তৃক যাহা কৃত হয়, তা
রাজস কর্ম্ম।

Radhakrishnan—The Consciousness of suffering....takes away from the value of the act.

ভূপেন্দ্রনাথ। যে কর্ম্ম করিতে অনেক ছুটাছুটি ও হৈ
ব্যাপার করিতে দেওয়া হয়, এবং সকলকেই বুঝিতে দেওয়া হ
যে এ বাড়ীতে একটা কর্ম্ম হইতেছে, তাহাই রাজস কর্ম
আসন পাতা, স্থান পরিষ্কার করা, দরজা বন্ধ করার ধুম, গলা
মালা, ফুলভরা থালা, চন্দনের ফোঁটা, উচ্চকণ্ঠে মন্ত্রোচ্চার
লোককে দেখাইয়া পদ্মাসন করিয়া শিব চক্ষু হইয়া বসিয়া থাকা
ইত্যাদি।

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনবেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যৎ তৎ তামস মুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদচ্ছেদ। অনুবন্ধম্ ক্ষয়ম্ হিংসাম্ অনবেক্ষ্য চ পৌরুষম্, মোহাৎ আরভ্যতে কর্ম্ম যৎ তৎ তামসম্ উচ্যতে।

অন্বয়। যৎ কর্ম্ম অনুবন্ধম্ ক্ষয়ম্ হিংসাম্ চ পৌরুষম্ অনবেক্ষ্য মোহাৎ আরভ্যতে তৎ তামসম্ উচ্যতে।

কঠিন শব্দ। অনুবন্ধম্=পরিণাম; ভাবীফল যথা শক্তি-ক্ষয়, ধনক্ষয় ইত্যাদি। ক্ষয়=হানি। পৌরুষম্ অনবেক্ষ্য=নিজ সামর্থ্য কিরূপ, ইহা বিচার না করিয়া। মোহাৎ=অবিবেক বশতঃ বা ভ্রান্ত মনে। অনবেক্ষ্য স্থলে অনপেক্ষ পাঠান্তর।

অনুবাদ। যে কর্ম্ম এরূপ যে তাহার পরিণাম হানি ও হিংসা, যাহা নিজ সামর্থ্য কিরূপ তাহা বিবেচনা না করিয়া, মোহাবিষ্ট বা ভ্রান্ত মনে, আরম্ভ করা হয়, তাহা তামস বলিয়া কথিত হয়।

রামানুজ। অনুবন্ধ কর্ম্মের পশ্চাৎ যদি দুঃখ উৎপন্ন হয়, এরূপ দুঃখজনক পরিণাম। মোহাৎ=পরম পুরুষই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা, ইহা না বুঝিয়া কর্ম্ম আরম্ভ করা।

শ্রীধর। অনুবন্ধ=ভবিষ্যতের শুভাশুভ।

ভুপেন্দ্রনাথ। তামাস কর্ম্মে বিচার থাকে না। পরের কাজে দোষ দেখে।...ছোট ছেলের ঘুম আসিলে যেমন সে আর স্থানাস্থান বিচার করিতে পারে না।...সেইরূপ তামসিকতা এমনতর কর্ম্ম করিতে উদ্যত হন, যাহাতে হয়তো তাঁহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।...নিজের সামর্থ্যের অতিরিক্ত কর্ম্ম করিতে গিয়া হয়তো যথা সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া ফেলেন।...তামসিক কর্ম্ম তখনই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় যখন মন নাভির নীচে থাকে, যেমন কামে উন্মত্ত ইত্যাদি মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতিও এই শ্রেণীর কর্ম্ম।...কর্ত্তা আশয় দেখিয়া কর্ম্মের বিচার করিতে হয়, বাহিরে সাত্ত্বিক ভা থাকিলেই যে তাহা সাত্ত্বিক হইবে তাহা নহে; অর্জ্জুনের যু বিমুখতা তাহা আপাত দৃষ্টিতে সাত্ত্বিক মনে হইলেও, তা তামসিক।

(২৬) এইবার কর্ত্তার ত্রিবিধ ভেদ লওয়া হইবে।

মুক্ত সঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহ সমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬॥

পদচ্ছেদ। মুক্ত-সঙ্গঃ অনহংবাদী ধৃতি-উৎসাহ-সমন্বিতঃ সিদ্ধি-অসিদ্ধ্যোঃ নির্বিকার কর্ত্তা সাত্ত্বিকঃ উচ্যতে।

অন্বয়। মুক্ত-সঙ্গঃ অনহংবাদী ধৃতি-উৎসাহ সমন্বিতঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ নির্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিকঃ উচ্যতে।

কঠিন শব্দ। মুক্ত-সঙ্গঃ=আসক্তি শূন্য। অনহংবাদী= কর্ত্তৃত্বাভিমান বর্জ্জিত ধৃতি-উৎসাহ সমন্বিতঃ=ধৈর্য্য ও উদ্যমযুক্ত।

অনুবাদ। আসক্তি শূন্য, কর্ত্তৃত্বাভিমান বর্জ্জিত, ধৈর্য্য ও উদ্যমযুক্ত, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার (অর্থাৎ সিদ্ধিতে হর্ষ শূন্য ও অসিদ্ধিতে বিষাদ শূন্য) এরূপ কর্ত্তাকে সাত্ত্বিক কর্ত্তা বলা হয়।

মধুসূদন। ধৃতি-উৎসাহ সমন্বিতঃ=ধৃতি অর্থাৎ বিঘ্নাদি উপস্থিত হইলেও যাহার বলে প্রারব্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করা হয় না, তাদৃশ অন্তঃকরণ বৃত্তি বিশেষ; ইহাকেই ধৈর্য্য বলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসাহ = "ইহা আমি করিবই" এই প্রকারের যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, যাহা ধৃতির হেতু স্বরূপ।

শঙ্কর। ধৃতি ও উৎসাহ = ধারণাশক্তি ও উদ্যম। যে কেবল শাস্ত্র প্রমাণেই কর্ম্মে প্রযুক্ত হয়, ফলেচ্ছা বা আসক্তি আদিতে নহে, তহাকে নির্বিকার বলা হয়।

রামানুজ। কর্ম্মের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে অনিবার্য্য দুঃখাদি উৎপন্ন হয়, তাহার সহ্য শক্তি = ধৃতি। চিত্তে সর্ব্বদা স্ফুর্ত্তির বর্ত্তমানতা = উৎসাহ। যুদ্ধাদির সিদ্ধি অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার।

শ্রীধর। প্রবৃত্ত কর্ম্মের সফলতায় বা নিষ্ফলতায় যিনি হর্ষ বা বিষাদ অনুভব করেন না।

অরবিন্দ। সজ্ঞান সঙ্কল্পসহ বুদ্ধি, ইহাই মানবীয় সম্পদ। ইহারা মানুষের মধ্যে যেরূপ ও যে পরিমাণে থাকে, তদনুযায়ী তাহার মধ্যে কাজ করে।...

গোয়েন্দকা। শাস্ত্রবিহিত স্বধর্ম্ম পালনরূপ কোন কর্ম্ম পালন করায় বড় হইতে বড় বিঘ্ন বাধা উপস্থিত হওয়াতেও বিচলিত না হওয়া = ধৃতি

ব্যোমব্রহ্ম। ধৃতি = সন্তোষ, ধৈর্য্য।

ভুপেন্দ্রনাথ। সাত্ত্বিক কর্ত্তা, তিনি ইচ্ছারহিত, যাহা কিছু হয়, তাহা ব্রহ্মের ইচ্ছাতেই হয় মনে এইরূপ ভাব থাকে। প্রত্যহ স্থির ভাবে ধৈর্য্য যুক্ত ও উৎসাহ যুক্ত হইয়া ক্রিয়া করেন।...চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও ক্ষণার্দ্ধের জন্যও চিত্তে বিষাদের দাগ পড়ে না।...ইহারই নাম মুক্তসঙ্গ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সু র্লুব্ধো হিংসাত্মকোহশুচিঃ।
হর্ষ শোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ।। ২৭ ।।

পদচ্ছেদ। রাগী, কর্ম্ম-ফল-প্রেপ্সুঃ লুব্ধঃ হিংসা-আত্মকঃ অশুচিঃ হর্ষ-শোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

অন্বয়। রাগী, কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ লুব্ধঃ হিংসাত্মকঃ অশুচিঃ হর্ষ শোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

কঠিন শব্দ। রাগী = বিষয়ানুরাগী, আসক্তিযুক্ত। কর্ম্মফল-প্রেপ্সু = কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী।

অনুবাদ। বিষয়ানুরাগী, কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী, লোভী, হিংসা-পরায়ণ, শৌচাচার বর্জ্জিত, হর্ষ-শোক যুক্ত (অর্থাৎ ইষ্ট প্রাপ্তিতে হর্ষ ও বিয়োগ বা অনিষ্ট প্রাপ্তিতে দুঃখ যুক্ত) কর্ত্তা, রাজস কর্ত্তা বলিয়া কথিত হয়।

শ্রীধর। রাগী = পুত্রাদিতে প্রণয়বান। অশুচি = শাস্ত্র-বিহিত পবিত্র কার্য্যের যিনি অনুষ্ঠান করেন না।

শঙ্কর। রাগী = আসক্তি যুক্ত। লোভী = যে অন্যের ধনে তৃষ্ণা রাখে এবং তীর্থাদিতে কিছু খরচ করে না।

রামানুজ। কর্ম্মের জন্য আবশ্যকা পবিত্রতা যাহার নাই।

ভুপেন্দ্রনাথ। রাজস কর্ত্তা, অত্যধিক বিষয়াদিতে প্রীতি, ফল লাভের আশা, গুরুর আশীর্ব্বাদে অর্থাগম হইবে, এই প্র-আকাঙ্ক্ষা; সামান্য লাভের জন্য পরের অনিষ্ট করে; অন্তঃ-শৌচ নাই, অর্থাৎ মনের স্থিরতা নাই; বাহিরেও ভোজনাদিতে অসংযম ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈস্কৃতিকোঽলসঃ
বিষাদী, দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে।২৮।

পদচ্ছেদ। অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠঃ নৈস্কৃতিকঃ অলসঃ বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামসঃ উচ্যতে।

অন্বয়। অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠ নৈস্কৃতিকঃ বিষাদী অলসঃ চ দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তা তামসঃ উচ্যতে।

কঠিন শব্দ। অযুক্ত=চঞ্চল, অসমাহিত। প্রাকৃতঃ =অসভ্য অমার্জ্জিত; শিক্ষা বিহীন। স্তব্ধঃ=যে, অহঙ্কারে কাহারও সহিত কথা কহে না, গোমড়া মুখো। নৈস্কৃতিক= পরবৃত্তি ছেদনকারী (পরের কাজ বা অর্থ যে কাড়াইয়া লয়, পরের জীবিকা যে নষ্ট করে)। দীর্ঘসূত্রী=মন্থর স্বভাব; যে কাজ স্বল্প সময়ে নিষ্পাদিত হইতে পারে, তাহাতে যে দীর্ঘ সময় লাগাইয়া দেয়।

অনুবাদ। চঞ্চল বা অসমাহিত, অসভ্য, গর্ব্বিত, বঞ্চক পরবৃত্তি খেদনকারী, বিষাদ বা অবসন্ন ভাব যুক্ত, অলস, উদ্যম-হীন মন্থর স্বভাব, এইরূপ কর্ত্তাকে তামস কর্ত্তা বলা হয়।

অযুক্ত=অমনোযোগী (শ্রীধর); শাস্ত্রীয় কর্ম্মে অযুক্ত (রামানুজ); চঞ্চল বুদ্ধি (তিলক); অনাবিষ্ট (সন্তদাস) অনুচিত কার্য্যকারী (বলদেব); অনবহিত (নীলকণ্ঠ); অসমাহিত চিত্ত (শঙ্কর)। প্রাকৃত=যাহা আপনার মনে আসে তাহাই করে (বিশ্বনাথ); বালকের সমান সংস্কারহীন বুদ্ধিযুক্ত; বর্ব্বর, অমার্জ্জিত (ব্যোমব্রহ্ম), বিচার শূন্য (শ্রীধর) মূর্খ (রামানুজ);

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবেকহীন ; বিচার শূন্য (শ্রীধর)। বিবেক হীন (সন্তদাস) গ্রাম্য (বিদ্যানন্দ)। স্তব্ধ=যে মাথা নীচু করে না (শঙ্কর) কর্ম্ম আরম্ভ না করার স্বভাব যুক্ত (রামানুজ), গর্ব্বস্ফী (তিলক); রূঢ় ভাবাপন্ন ; অবিনয়ী (শ্রীধর)। শঠ=শক্তি গোপনকারী (শ্রীধর); মারণ উচাটন কর্ম্মে রুচিযু (রামানুজ)। নৈস্কৃতিক=ঠগ্ (রামানুজ) ; নিজ অভিপ্রা প্রকাশ করিয়া যে পরের বৃত্তিচ্ছেদ করে (মধুসূদন)। বিষাদী =সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট স্বভাব হওয়ায় অনুশোচনশীল।

ভক্তিপ্রদীপ। অযুক্ত=one who is fond of improper action. স্তব্ধ=stuck up.

বিদ্যানন্দ। অযুক্ত=মনকে যে স্থির না করতে পারে বিষাদী=দুঃখী, অসন্তুষ্ট। স্তব্ধ=অতিবৃদ্ধ।

তিলক। অনেকে 'নৈকৃতিক' পাঠ করেন। 'নিকৃত' =শঠ ; কিন্তু 'শঠ' কথা পূর্ব্বে আসিয়াছে।

ভুপেন্দ্রনাথ। ক্রিয়া করিতে বলিলেও মন যাহাতে তাহা পড়িয়া থাকে। লোককে জানায় যে সে অনেক ক্রিয়া করে কোন মঙ্গল কাজ করে না, বলে উহাতে মন বিক্ষিপ্ত হয়, আমি কূটস্থে লক্ষ্য করিয়া বসিয়া থাকি। যখনই কথা বলে কেবলই ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া দুঃখের গীতই গাহিতে থাকে।

Telang—Without application (of attention to work), and of discernment ; headstrong crafty, malicious, lazy, melancholy, slow.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আভ্যন্তরীন্ ব্যাপার যেমন জ্ঞান লওয়া হইয়াছে, সঙ্গতি রাখিতে আরও তিনটি অভ্যন্তরীন্ ব্যাপার ধৃতি, বুদ্ধি ও সুখ (মানসিক ব্যাপার) লওয়া হইল। সকল ব্যাপারই ত্রিভেদ-যুক্ত। ইহারা উপলক্ষ্য। প্রথমে বুদ্ধি লওয়া হইয়াছে।

বুদ্ধের্ভেদম্ ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্‌ত্বেন ধনঞ্জয়। ॥২৯॥

পদচ্ছেদ। বুদ্ধেঃ ভেদম্ ধৃতেঃ চ এব গুণতঃ ত্রিবিধম্ শৃণু, প্রোচ্যমানম্ অশেষেণ পৃথক্‌ত্বেন ধনঞ্জয়।

অন্বয়। ধনঞ্জয়, বুদ্ধেঃ চ ধৃতে এব গুণতঃ ত্রিবিধম্ ভেদম্ অশেষেণ পৃথক্‌ত্বেন প্রোচ্যমানম্ শৃণু।

কঠিন শব্দ। ধৃতেঃ=ধারণা শক্তির; যে শক্তির দ্বারা জীবিত প্রাণীতে দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ইত্যাদি সব ঠিক মত সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে এবং নিজ নিজ কার্য্য করিয়া যাইতেছে। (১৩।৬) coordinating power ; বুদ্ধি=intelligence (the nature of the faculty of understnding)। ধৃতি=courage i.e firmness of that faculty (Telang) গুণতঃ=সত্ত্বাদি গুনের জন্য। অশেষেণ=বিস্তারিত ভাবে। পৃথক্-ত্বেন=পৃথকরূপে প্রোচ্যমান=বলা হইতেছে।

অনুবাদ। ধনঞ্জয়, বুদ্ধির ও ধৃতির (প্রত্যেকটির) ত্রিগুণ অনুসারে তিনপ্রকার প্রভেদ, বিস্তারিত ভাবে ও পৃথক্‌রূপে বলা হইতেছে, শ্রবণ কর। (আমাদের দেওয়া ব্যাখ্যাদি দ্রষ্টব্য)।

অরবিন্দ। ধৃতি=সঙ্কল্পের স্থৈর্য্য ; মানস প্রকৃতির সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিরবচ্ছিন্ন শক্তি যাহা কর্ম্মকে ধরিয়া রাখে ও তাহাকে সঙ্গ স্থিতি প্রদান করে।

মধুসূদন। বুদ্ধি=অধ্যবসায় (বিষয় নিশ্চয়) প্রভৃ বৃত্তিযুক্ত অন্তঃকরণ। ধৃতি=সেই বুদ্ধির ধৃতি নামক বৃত্তিবিশেষ ...অন্তঃকরণোপহিত যে চিদাভাস (চিৎ প্রতিবিম্ব) তাহা কর্ত্তা। আর উপহিত চিদাভাস হইতে নিকৃষ্ট করিলে যে উপাধিমাত্র থাকে, তাহাই এখানে কারণরূপে বিবক্ষিত হইয়াছে, কারণ সকলস্থলেই করনোপহিতই কর্ত্তা হইয়া থাকে। আর যদিও "কাম, সংকল্প, বিচিকিৎসা (সংশয়) শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হ্রী, (লজ্জা), ধী (বুদ্ধি) এবং ভী (ভয়), এই সমস্তই মনঃ অর্থাৎ অন্তকঃণরাত্মক" এই শ্রুতিতে যে সমস্ত বিষয় বলা হইয়াছে, সেই সব গুলিরই ত্রৈবিধ্য বলা হইয়াছে।....

রামানুজ। বিবেক পূর্ব্বক যাহা হইবে এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা জ্ঞান=বুদ্ধি। আরম্ভ করা ক্রিয়ার বিঘ্ন উপস্থিত হইলে, তাহার সহন করিবার শক্তির নাম ধৃতি।

আশুদাস। অন্তঃকরণের বহু ভূমির মধ্যে বুদ্ধি ও ধৃতি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি।

রামদয়াল। রামানুজের মত। গোয়েন্‌কা। ২০,২১ ও ২২ শ্লোকে যে জ্ঞানের তিন ভেদ বলা হয়েছে, তাহা বুদ্ধি উৎপন্ন জ্ঞান বা বুদ্ধির বৃত্তি বিশেষ, আর এই বুদ্ধি তাহার কারণ। ১৮ শ্লোকে 'জ্ঞান' কর্ম্ম-প্রেরণায় আসিয়াছে; তাহা বুদ্ধি করণ নামে কর্ম্ম-সংগ্রহে আসিয়াছে। ইহাই জ্ঞান ও বুদ্ধির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভেদ। ধৃতি ধারণ করিবার শক্তি বিশেষ; ইহা বুদ্ধিরই বৃত্তি। মানুষ এই শক্তির দ্বারা কোন ক্রিয়া বা ভাব দৃঢ় রূপে ধারণ করে।

বিভানন্দ। পরিজ্ঞাতা বা কর্ত্তা, তিন প্রকারের বলা হইল, বাকী রহিল জ্ঞেয় ও করণ। ইহারাও তিন প্রকারের। তাহা বলিবার আগেই, অর্জুন যেন জিজ্ঞাসা করিলেন "সাত্ত্বিক কর্ত্তায় আপনি ধৃতি ও উৎসাহের কথা বলিলেন, তাহা কি? ধ্রিয়তে অনয়া সা ধৃতি। মন্তুর দশ অনুশাসনে আছে ধৃতি, ক্ষমা, দান; অতএব ধৃতির বিষয় বলুন।···কর্ম্ম তিন প্রকার— যথা (১) দেখাইয়া যাহা করা হয়, যথা দান, তীর্থ করা (২) বলিয়া করা, যথা কীর্ত্তন উপদেশ, (৩) গুপ্তভাবে যাহা করা হয়, যথা ভক্তি ইত্যাদি।—ধৃতি বলিবার আগে, ধৃতি যে আধারে হয়, অর্থাৎ বুদ্ধি, তাহার বিষয় বলুন।...বুদ্ধি নিশ্চয়তা বাচক প্রায় অন্তঃকরণ রূপী। পূর্ব্বকথিত জ্ঞান, উহা বুদ্ধির বৃত্তি বিশেষ, বুদ্ধি তার কারণ। এই জ্ঞান পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মপ্রেরণার অন্ত-র্গত আসিয়াছে। আর, করণ রূপে, কর্ম্মসংগ্রহের অন্তর্গত বুদ্ধি আসিয়াছে। ধৃতি ধারণ করার শক্তি বিশেষের বাচক, ইহা বুদ্ধির বৃত্তি। আমাদের নানা বৃত্তি। ধৃতি, বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন জেনো। মনুষ্য যে কোন ক্রিয়ার ভাব, এই শক্তির দ্বারা ধারণ করে।...সাত্ত্বিক কর্ত্তার কথায় ধৃতি আসিয়াছে, কিন্তু তাহা বলিয়া ধৃতি সাত্ত্বিকই নহে।

ভূপেন্দ্রনাথ। জীব বা আত্মাকে আমরা বুঝি, বুদ্ধির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভিতর দিয়া।...আত্মার কর্ম্মবিহীন নিষ্ক্রিয় ভাব তো বুদ্ধি আত্ম না হইলে বুঝা যাইবে না, কিন্তু গুণের মধ্যেই যাঁহারা পড়িয় আছেন, তাঁহারা বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিবেন কি ভাবে? বুদ্ধি ব্যতীত শুভ বা অশুভ কোন কর্ম্মই হয় না।...মনে হইতে পারে কর্ত্তার কথা যখন বলা হইয়াছে তখন আর বুদ্ধি (জ্ঞেয় শক্তি) ধৃতি (ধৈর্য্য বা ধারণা শক্তি) সম্বন্ধে পৃথক্ করিয়া বলিবার প্রয়োজন কি? কিন্তু আত্মসত্তায় কর্ত্তৃত্ব ভোর্ক্তৃত্ব কিছুই নাই কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বের মধ্যে আত্মার কি ভাবে অবস্থান তাহা প্রণিধান যোগ্য। বুদ্ধির সাত্ত্বিকতা, বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত আত্মাতে কল্পিত হয়।....চৈতন্যময় জ্ঞানই আত্মা, এই আত্মা যাবতীয় বস্তুকে প্রকাশিত করে। জ্ঞানই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় রূপে প্রকাশিত হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩০। প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে,
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী।

পদচ্ছেদ। প্রবৃত্তিম্ চ নিবৃত্তিম্ চ কার্য্য-অকার্য্যে ভয়-অভয়ে বন্ধং মোক্ষম্ চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী।

অন্বয়। পার্থ, প্রবৃত্তিম্ চ নিবৃত্তিম্ চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে বন্ধম্ চ মোক্ষম্ যা বেত্তি সা বুদ্ধিঃ সাত্ত্বিকী।

কঠিন শব্দ। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি = প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্তি মার্গ, (নিবৃত্তি মার্গ সন্ন্যাসীদের ও প্রবৃত্তি মার্গ গৃহস্থদের, মহাভারতোক্ত সাত্বতঃ বা নারায়ণীয় ধর্ম্মে নির্দ্দেশিত হইয়াছে); এই দুইটি কথা পারিভাষিক। (প্রবৃত্তির অর্থ "যাহা মন চায় কর" নহে)। অথবা অর্থ ধর্ম্মে প্রবৃত্তি রাখা ও অধর্ম্মে নিবৃত্তি (জানামি ধর্ম্মম্ ন চ মে প্রবৃত্তি, জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তি। অথবা activity ও non-activity। কার্য্য-অকার্য্যে = কোন্‌টা কর্ত্তব্য, কোন্‌টা অকর্ত্তব্য। ভয়-অভয় = কোন্‌টায় ভয় আছে, কোন্‌টায় ভয় নাই। বন্ধম্ মোক্ষম্ = কিসে ধর্ম্মবন্ধন ও কিসে মুক্তি আনে।

অনুবাদ। প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্তি মার্গ বা ধর্ম্মে প্রবৃত্তি রাখা ও অধর্ম্মে নিবৃত্তি রাখা, কোন্‌টা কর্ত্তব্য ও কোন্‌টা অকর্ত্তব্য, কোন্‌টায় ভয় আছে ও কোন্‌টায় নাই। কিসে কর্ম্মবন্ধন ও কিসে মুক্তি আনে। ইহা যে বুদ্ধি জানে বা ঠিক করিতে পারে, সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিকী বুদ্ধি।

শঙ্কর। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি = কর্ম্মমার্গ ও সন্ন্যাস মার্গ, ইহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধন ও মোক্ষের হেতু। এই সব বলা হইতেছে, দেশকাল সাপেক্ষ যাহার দৃষ্ট, ও অদৃষ্ট ফল পূর্ব্ব কথিত জ্ঞান, বুদ্ধির বৃত্তি বিশেষ ; ধৃতি ও তাই।

মধুসূদন। কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গে গর্ভ বাসাদি দুঃখ।

তিলক। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি = যাহা করা উচিত নয় ও যাহা করা উচিত।

রামানুজ। এ দুই মার্গে, দেশকাল পাত্র সাপেক্ষ কোন্‌টা কর্ত্তব্য, কোন্‌টা অকর্ত্তব্য, যে বুঝে। শাস্ত্র বিরুদ্ধ আচরণই ভয়ের স্থান। লৌকিক উন্নতির সাধনরূপ ধর্ম্মের নাম প্রবৃত্তি আর মোক্ষের সাধনরূপী ধর্ম্মের নাম নিবৃত্তি। শাস্ত্র বিরুদ্ধ আচরণই ভয়ের।

গিরীন্দ্র। প্রবৃত্তি = কর্ম্মের প্রবৃত্তি। নিবৃত্তি = কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি।

শ্রীধর। যে বুদ্ধি, ধর্ম্মবিষয়ে প্রবৃত্তি ইত্যাদি, যে দেশে বা যে কালে যাহা কর্ত্তব্য, ইত্যাদি।

ভক্তি প্রদীপ। প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি = inclination, disinclination.

ভূপেন্দ্রনাথ। আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনে যথেষ্ট প্রবৃত্তি আছে। কিন্তু প্রবৃত্তির বশে পড়িয়া থাকিলে জন্মমরণ পাশ হইতে মুক্তিলাভ হয় না। বিষয়-বিনিবৃত্ত চিত্তই মোক্ষের কারণ। শাস্ত্রের বিহিত কার্য্যই করা প্রয়োজন। অনেক কর্ম্মে ভয় উৎপাদন করে, যথা চৌর্য্য ইত্যাদি, অনেক কর্ম্মে অভয় যথা ঈশ্বর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রণিধান ইত্যাদি।.........জ্ঞানরূপ বৃত্তি বুদ্ধিরই ধর্ম্ম। যে বুদ্ধির দ্বারা অনিষ্টজনক কার্য্য পরিত্যাজ্য, এবং ইষ্ট জনক কার্য্য গ্রাহ্য, এইরূপ প্রেরণা লাভ হয়। তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি.........

৩১। যথা ধর্ম্মমধর্ম্মং চ কার্য্যং চা কার্য্যমেব চ
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী। ৩১

পদচ্ছেদ। যথা ধর্ম্মং অধর্ম্মম্ চ কার্য্যং চ অকার্য্যং এবচ, অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী।

অন্বয়। পার্থ যথা ধর্ম্মং চ অধর্ম্মং চ কার্য্যম্ চ অকার্য্যম্ এব অযথাবৎ প্রজানাতি সা বুদ্ধি রাজসী।

কঠিন শব্দ। যথা = যে বুদ্ধির দ্বারা। অযথাবৎ = অ-ঠিক রূপে ভ্রমাদি পূর্ণরূপে।

অনুবাদ। পার্থ যে বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, করণীয় কি, অকরণীয় কি তাহা ঠিক ভাবে অর্থাৎ ভ্রমপ্রমাদ বিরহিত রূপে জানা যায় না, সেই বুদ্ধি রাজসী। (অর্জ্জুনের এইরূপ রাজসী বুদ্ধি ছিল। যাহা তাঁহার পক্ষে ধর্ম্ম, তাহাকে তিনি অধর্ম্ম কি, ধর্ম্ম, ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না।

ব্যোমব্রহ্ম। পাতঞ্জল দর্শনে যাহাকে অবিদ্যা বলে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে তামসী বুদ্ধি বলিয়াছেন। (পাতঞ্জলে, অনিত্যে নিত্য বোধ, অশুচিতে শুচিজ্ঞান ইত্যাদি, ইহাই অবিদ্যা)।

শ্রীধর। বুদ্ধি অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অন্তঃকরণ, কিন্তু জ্ঞান তাহার বৃত্তি বা ব্যাপার, ধৈর্য্য ও তাহার ব্যাপার। অথবা ধর্ম্মী অন্তঃকরণের ব্যাপার যে বুদ্ধি, তাহাই দৃঢ় প্রযত্ন চ। ইচ্ছা দ্বেষাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার বৃত্তিগুলির বহুত্ব থাকিলেও ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, ভয় ও অভয়ের উপায় রূপে প্রাধান্য হওয়ায় ইহাদিগের তিনটি প্রকার কথিত হইল। ইহাও অন্যগুলিও নির্দ্দেশ করিতেছে।

ভূপেন্দ্রনাথ। যে বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চিতভাবে ধর্ম্মাধর্ম্মের ও কার্য্যাকার্য্যের স্বরূপ বুঝিতে পারা যায় না, তাহাই রাজসী বুদ্ধি। স্বরূপ বুঝিতে পারে না বলিয়া সন্দেহ থাকিয়া যায়, ইহা সত্যই ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য। ....প্রাণ না থাকিলে কিছুই থাকে না, তাই প্রাণক্রিয়া বা প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণকে দীর্ঘ করিতে হয়।

৩২। অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী।

পদচ্ছেদ। অধর্ম্মম্ ধর্ম্ম ইতি যা মন্যতে তমসা আবৃতা, সর্ব্ব অর্থান্ বিপরীতান্ চ বুদ্ধি সা পার্থ তামসী।

অন্বয়। পার্থ, যা তমসা আবৃতা অধর্ম্মম্ ধর্ম্মক ইতি মন্যতে চ সর্ব্বার্থান্ বিপরীতান্ সা বুদ্ধিঃ তামসী।

কঠিন শব্দ। সর্ব্বথান্ বিপরীতান্ = সকল বিষয়ই বিপরীত ভাবে গ্রহণ করে। তমসা = অজ্ঞান দ্বারা, বা তমোগুণ দ্বারা।

অনুবাদ। পার্থ, যে অজ্ঞান আবৃত বুদ্ধি অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে ও সকল বিষয়ই বিপরীত ভাবে গ্রহণ করে, সেই বুদ্ধি তামসী।

মধুসদন। সকল অদৃষ্টার্থক বিষয়েই বিপর্য্যার্থ করিয়া থাকে, এবং দৃষ্ট প্রয়োজন জ্ঞেয় পদার্থ সকলকেও বিপরীত বলিয়াই মনে করে সেই বিপর্য্যয়রতা বুদ্ধি তামসী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূপেন্দ্রনাথ যে বুদ্ধি সমস্ত বিষয়কে বিপরীত ভাবে গ্রহণ করায় সেই বুদ্ধি তামসী বুদ্ধি, যথা ধর্ম্মকে অধর্ম্ম, অধর্ম্মকে ধর্ম্ম, অনিত্য দেহকে নিত্য মনে করিয়া তাহাকে আদর যত্ন করা, শাস্ত্র কথিত কর্ম্ম ও আচার সম্পর্কে অন্ধ সংস্কার বলিয়া উপহাস করা, ইত্যাদি। কলিযুগে এইরূপ তামসী বুদ্ধির প্রভাবই অধিক হইয়া থাকে।

৩৩। এইবার ধৃতি —

৩৩। ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয় ক্রিয়াঃ
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী। ৩৩

পদচ্ছেদ। ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণ-ইন্দ্রিয় ক্রিয়াঃ, যোগেন্য অব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী।

কঠিন শব্দ। ধৃতি, এই শব্দটি গীতায় অনেকবার আসিয়াছে, ১৩৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায়, উহা কোথায় কোথায় আসিয়াছে বলা হওয়ার সহিত উহার বিস্তৃত আলোচনাও করা হইয়াছে। সেই আলোচনায় বলা হইয়াছে যে যদিচ অনেক টীকাকার এখানে ১৩৬ শ্লোকে এবং সর্ব্বত্র এই শব্দের অর্থ ধৈর্য্যই লইয়াছেন এবং যদি চ অনেক স্থলে ইহার ঐ অর্থই হয়, কিন্তু ১৩৬ ও এখানে (১৮।৩, ৩৪ ও ৩৫ শ্লোকে)। আমাদের মোটা বুদ্ধিতে এ অর্থ লাগসই হয় না। সংহতিতে ধৃত হওয়া (ধৃতি বা) গণ্ডীতে পড়া, এ শব্দের এখানে লাগসই অর্থ। কেহ কেহ 'ধারণা' অর্থ লইয়াছেন; এ অর্থ চলিতে পারে, যদি উহার ভাব গণ্ডীতে পড়া হয়। আমাদের মানসিক বৃত্তি সমূহ (অর্থাৎ মোটা কথায় আমাদের মন) এক এক মনুষ্যে, এক এক বিশেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকারের সংহতিতে বা গণ্ডীতে পড়ার মত হয় ; কাহারও বৃত্তি সমূহ যোগ বা মোক্ষাভিমুখী হয়, কাহারও উহা ভোগাভিমুখ হয় এবং কাহারও উহা আচ্ছন্নভাব বা প্রমাদ পরিপূর্ণভাব প্রাপ্ত হয়। তাহারা কি রূপের হয় তাহা ৩৩, ৩৪ ও ৩৫ শ্লোকে সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অব্যভিচারিণ্যা = মোক্ষের দিকে যাইতে থাকিয়াও এক আধবার বিষয়ের দিকে যাওয়া, ইহা যেন না হয়। যোগেন = দৃঢ়ভাবে সমাহিত বা যুক্ত থাকিয়াও, কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞান ইত্যাদি কোন যোগ ধরিয়া, এ অর্থও আনা যায়। (৩৩ শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

অনুবাদ। কাহারও মানসিক বৃত্তি সমূহের সংহতি, ব্যতিক্রমহীনভাবে, অর্থাৎ সদা সর্ব্বদা, যোগাভিমুখী থাকে। যে সংহতি ঐরূপ যোগাভিমুখী ভাব দ্বারা মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমূহ সদা সর্ব্বদা ধৃত করিয়া অর্থাৎ গণ্ডীর ভিতর প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখে, তাহাকে সাত্ত্বিকী বলা হয়।

শঙ্কর। যে অব্যভিচারিণী ধৃতির দ্বারা, অর্থাৎ সদা সমাধি যুক্ত যে ধারণা দ্বারা, সমাধিযোগে মনপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমূহ ধারণ করা যায়, অর্থাৎ মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়দের চেষ্টা সমূহ যাহার দ্বারা শাস্ত্র বিরুদ্ধ প্রবৃত্তি হইতে রুদ্ধ করা যায় তাহা সাত্ত্বিকী।

মধুসূদন। যোগের দ্বারা অবিনাভূত অর্থাৎ নিয়ত সম্বন্ধ অর্থাৎ সমাধি প্রাপ্ত যে ধৃতির প্রভাবে অর্থাৎ প্রযত্ন বলে, মনের প্রাণের ও ইন্দ্রিয় সকলের ক্রিয়া অর্থাৎ চেষ্টা সকল ধারণা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা হয়; অর্থাৎ শাস্ত্র বহির্ভূত প্রবৃত্তি হইতে বিরুদ্ধ করা হয়। আর যে ধৃতি থাকিলে সমাধি আরম্ভই হইয়া থাকে, আর যে ধৃতির প্রভাবে মন প্রভৃতির ধার্য্যমান ক্রিয়া সকল শাস্ত্র অতিক্রম করিয়া বিষয়ান্তর গ্রহণ করে না, সেই ধৃতিই সাত্ত্বিকী।

রামানুজ। যে অব্যভিচারিণী (অচলা) ধৃতির দ্বারা মনুষ্য যোগ উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমূহ ধারণ করে তাহা সাত্ত্বিকী। মোক্ষের সাধনরূপ ভগবদুপাসনার নাম যোগ। ফলরূপ যোগের জন্য প্রবৃত্ত, তাহার সাধনরূপা মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমূহ সেই ধৃতির দ্বারা ধারণ করে, ইত্যাদি।

শ্রীধর। চিত্তের একাগ্রতারূপ যোগহেতু যে ধৈর্য্যশক্তি অব্যভিচারিণী, অর্থাৎ অপর কোন বিষয় ধারণ করে না, এবং যাহা দ্বারা মনের প্রাণের ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমূহ নিয়মিত হয়।

আশু দাস। মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ক্রিয়া সংযমিত হয়, উপযুক্ত বিষয়েই আবদ্ধ হয়।

রামদয়াল। যে অব্যভিচারিণী ধৃতি দিয়া মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সকল নিয়মিত হয় তাহা সাত্ত্বিকী।

তিলক। বুদ্ধি নিশ্চয় করে ধৃতি তাহা স্থির ভাবে ধরিয়া রাখে। ইহা শারীরিক ধৈর্য্য নহে; যে অব্যভিচারিণী, অর্থাৎ এদিক ওদিকে যাহা বিচলিত না হয়, এরূপ ধৃতির দ্বারা, মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সমূহের ব্যাপার (কর্ম্মফল ত্যাগরূপ) যোগের দ্বারা (পুরুষ) করে। যোগের অর্থ একাগ্রচিত্ত অপেক্ষা কর্ম্মফল ত্যাগ বা সমত্ব অর্থ ভাল হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোয়েনকা যে অব্যভিচারিণী ধারণা শক্তিতে মনুষ্য ধ্যান যোগের দ্বারা মনপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমূহকে ধারণ করে, তাহা সাত্ত্বিকী। এই ধৃতি পরমাত্মা প্রাপ্তিরূপ লক্ষ্য হতে বিচলিত হয় না।

গিরীশ্চন্দ্র। যে মানসিক বৃত্তির দ্বারা আমরা মন, শরীর চেষ্টা ও ইন্দ্রিয়গণকে কোন নির্দ্দিস্ট আদর্শ মতে চলিবার জন্য বিশেষ ভাবে সংহত করিয়া ধারণ করি, তাহার নাম ধৃতি। ধৃতির বলেই আমাদের জীবনের আদর্শ নিরূপিত হয়। যোগ অর্থে একাগ্রতা, সমত্ব বুদ্ধি ও নির্লিপ্ত হইয়া কর্ম্মের আচরণ কৌশল।

সন্তদাস। যোগাভ্যাসের দ্বারা সংযত হইয়া বিষয়ান্তরের ধারণা পরিত্যাগ করিয়া যে ধৃতি, মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নিরুদ্ধ করে, তাহা সাত্ত্বিকী।

কৃষ্ণানন্দ। যে অব্যভিচারিণী ধৃতি, যোগের দ্বারা, মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াশক্তিকে নিরোধ করে, তাহাই সাত্ত্বিকী ধৃতি। একাগ্রতাবশতঃ মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়কে শাস্ত্রনিষিদ্ধ মার্গে বিচরণ করিতে দেয় না, অর্থাৎ নিবৃত্তির অনুষ্ঠানে বৈধ বিষয়েই তাদের কর্ম্মনিষ্ঠা আবদ্ধ বা সমাহিত করিয়া রাখে।

ব্যোমব্রহ্ম। 'ধৃতি' বলিলে দীর্ঘকাল এক বিষয়ে লাগিয়া থাকিবার শক্তি, ধারণা শক্তি, অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য সব বুঝায়। যে ঐকান্তিকী ক্রিয়ায় দ্বারা, যোগী মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমূহ যোগাবস্থায় একমুখী ভাবে রাখে তাহা সাত্ত্বিকী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Radhakrishnan ধৃতি = steadiness of attention which makes us aware of much that ovr ordinary vision is not able to obseve. It power is proportional to our detachment from regrets over the past and anxieties for the future.

Gandhi, Desai. That will is সাত্ত্বিক which maintains an unbroken harmony between the activities of the mind, the vital energies and senses,

গান্ধিজী। ধৃতি অর্থে will করিয়াছেন। শঙ্কর। যোগের অর্থ সমাধি ও শ্রীধর একাগ্রচিত্ততা করিয়াছেন। রামানুজ, ধর্ম্মকাম ও অর্থ শব্দে উহার সাধনরূপা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমূহ লক্ষিত হইয়াছে, বলিয়াছেন, ফল শব্দে ধর্ম্ম কাম ও অর্থ বলিয়াছেন।

Modi. Control of the nature of allowing the mind breath and senses to function without the expectation of the results of their activity.

আশুদাস। যে সময়ের যে কাজ তাহা একমনে করিবার যে সামর্থ্য, তাহা সাত্ত্বিকী ধৈর্য্য।....যথা প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ। ভক্তি প্রদীপ। ধৃতি = fortitude. ধারয়তে = upholds. যোগেন = with steadfast concentration.

বিত্থানন্দ। যোগের দ্বারা একাগ্র করা যে ধৃতির দ্বারা মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে এক পরমাত্মাতে ধারণ করা যায় ইত্যাদি। যে শক্তির দ্বারা সমাধিশীল যোগীর শরীরে মন প্রাণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও ইন্দ্রিয়ের পরস্পর সহায়ক ও সম্বর্দ্ধক হয়, আর তাহাদে বাহিরের বিষয়ে প্রবৃত্তি সর্ব্বথা রুদ্ধ হইয়া যায় ইত্যাদি।

আনন্দগিরি। ধ্রিয়তে অনয়া ইতি ধৃতিঃ ইতি যোগবিশেষ যে যত্নবিশেষ দ্বারা মন প্রাণ এবং ইন্দ্রিয় সমূহের ক্রিয়া নিয়মি হয়।

ভূপেন্দ্রনাথ। এ ধারণা যোগ ধারণা হওয়া চাই, সমাধি সা ব্যতীত ইহ ....নিরাবলম্ব স্থিতি ক্রিয়ার পর অবস্থায় হয় ইহা দ্বারা যোগীরা মণিবন্ধের পর যে পদ তাহা লাভ করে ইহাই বিষ্ণুর পরমপদ। ইহারই নাম খেচরী সিদ্ধি

Telang. That courage is good courage which is answering [i,e. always co-existing with mental abstraction and supporting it] and by which one controls the operations of the mind, breath and senses through abstracion.

মহানামব্রত। ধৃতি কথাটি নূতন, অর্থ যে ধরিয়া রাখে কর্ত্তব্য কি, জানিলেই করা যায় না। প্রথমতঃ বুদ্ধি তাহাকে নিশ্চয়াত্মক করিয়া দেয়। তারপর, ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে কর্ম্ম চেষ্টার মধ্য দিয়া কাজে লাগায়। এই লাগিয়া থাকার নাম ধৃতি, বা নিষ্ঠা। ....কর্ম্ম চেষ্টা নিষ্ঠা একই পর্য্যায়ভুক্ত। ....যে ধৃতি শক্তি দ্বারা চিত্তের অবিচলিত অবস্থা থাকে, ও প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সমত্বদৃষ্টি দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত থাকে, সেই ধৃতি সাত্ত্বিকী ধৃতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৪। যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী।

পদচ্ছেদ। যয়া তু ধর্ম্ম-কাম-অর্থান্ ধৃত্যা ধারয়তে অর্জ্জুন, প্রসঙ্গেন, ফল-আকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী।

অন্বয়। তু পার্থ, ফলাকাঙ্ক্ষী প্রসঙ্গেন যয়া ধর্ম্মকামার্থান্ ধারয়তে, অর্জ্জুন, সা ধৃতি রাজসী।

কঠিন শব্দ। প্রসঙ্গেন = অতি আসক্তির সহিত।

অনুবাদ। যে মানসিক বৃত্তির সংহতির দ্বারা ভোগাভিমুখী থাকিয়া, অর্থাৎ যোগাভিমুখী নহে, ফলাকাঙ্ক্ষীরা ধর্ম্ম অর্থ ও কাম ইহাদের অতি আসক্তির সহিত ধরিয়া রাখে পার্থ সেই ধৃতিকে রাজসী বলা হয়। ইহাদের মন নানাদিকে চালিত হইতে থাকে—কখন স্বর্গাদি প্রাপক ধর্ম্মের দিকে, কখন অর্থ অর্থাৎ বৈষয়িক বস্তু সমূহ আহরণের দিকে, কখনও বা নানা কামনা, নানা সঙ্কল্প বিকল্পের দিকে।

কৃষ্ণানন্দ। কর্তৃত্বাদিতে অভিনিবেষ পূর্ব্বক ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যে বৃত্তির দ্বারা মনুষ্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ধারণ করিয়া থাকে তাহা রাজসী। রাজসী ধৃতি মনুষ্যকে মুক্তির জন্য ধর্ম্মাদিতে আরূঢ় না রাখিয়া স্বর্গাদি ফল লাভের জন্যই তত্তাবৎ সাধনের আনুকূল্য করে; যজ্ঞাদি কর্ম্মজনিত পুণ্যরূপ অদৃষ্টের নাম ধর্ম্ম, বিষয়জনিত সুখের নাম কাম, ধনাদি পদার্থের নাম অর্থ। রাজস বৃত্তিযুক্ত লোকেরা ফলাভিলাষী হইয়াই চতুবর্গ সাধনে প্রবৃত্ত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যোমব্রহ্ম। প্রসঙ্গেন = অত্যাসক্ত বশতঃ। ফলকামী ব্যক্তি যে ধৃতি বশতঃ ধর্ম্ম, কাম ও অর্থকে আসক্তিপূর্ণ চিত্তে আঁকড়িয়া থাকে, ছাড়িতে পারে না, তাহা রাজসী।

সন্তদাস। যে ধৃতির দ্বারা ধর্ম্ম, কাম ও অর্থের ধারণা করা যায় পরন্তু উহার প্রতি আসক্তির জন্য ফলকামনা পরিত্যাগ হয় না তাহা রাজসী।

শ্রীধর। যে ধৃতির দ্বারা ধর্ম্ম অর্থ ও কাম প্রধানরূপে ধৃত হয়, ত্যক্ত হয় না, এবং তৎপ্রসঙ্গে ফলের আকাঙ্ক্ষাও হয় ইত্যাদি।

রামদয়াল। আমি কর্ত্তা এই অভিমানে ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যে ধৃতি দ্বারা লোকে ধর্ম্ম, কাম, অর্থ চিন্তা করে, তাহা রাজসী।

গোয়েনকা। যে ধারণাশক্তির দ্বারা ফলাকাঙ্ক্ষীরা অত্যন্ত আসক্তির সঙ্গে ধর্ম্ম অর্থ ও কামকে ধারণা করে তাহা রাজসী।

শঙ্কর। যে ধৃতির দ্বারা মনুষ্য ধর্ম্ম, কাম, অর্থ ইহাদিগকে অবশ্য কর্ত্তব্যরূপ মনে নিশ্চয় করে।

মধুসূদন। প্রসঙ্গেন = কর্ত্তৃতাদি অভিনিবেশ বশতঃ। ধারয়তে = নিত্য কর্ত্তব্যরূপ অবধারণ করে, মোক্ষ ধারণা করিতে পারে না।

রামানুজ। ধর্ম্ম, কাম ও অর্থ শব্দে উহাদের সাধনরূপ মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমূহ লক্ষিত হইয়াছে।

আশুদাস। ধর্ম্ম অর্থ, কামকে পুনুষার্থ বলিয়া গ্রহণ .... যথা আধুনিক পাশ্চাত্য নীতি বিদ্‌গণ ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তিপ্রদীপ। ধর্ম্মকামাথনি = ritualistic performances, desires and riches.

বিদ্যানন্দ। ধর্ম্মের, কাম্য কর্ম্ম করা ও ধনের উপার্জ্জন করা ও কাম বৃত্তির বিধায়ক করা ইত্যাদি।

ভূপেন্দ্রনাথ। ধর্ম্ম অর্থ কাম লইয়াই যাহারা মগ্ন, মোক্ষ চিন্তা মনে স্থান পায় না ফলাকাঙ্ক্ষাই যাহাদিগকে কর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত করে, তাহাদের ধৃতিই রাজসিক ধৃতি। ....

Telang. Piety lust and wealth and throuth attachment due to the action forattaining them, in the belief that that one is the doer.

৩৫। যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ.
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ, সা পার্থ তামসী।

পদচ্ছেদ। যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদম্ মদম্ এব চ, ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধাঃ ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী।

অন্বয়। পার্থ, দুর্মেধা-যয়া স্বপ্নম্ ভয়ম্ শোক চ বিষাদম্ মদম্ এব ন বিমুঞ্চতি, সা ধৃতিঃ তামসা।

কঠিনশব্দ। দুর্মেধাঃ = দুর্ব্বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি। ন বিমুঞ্চতি = ছাড়ে না। বিষাদ = অবসাদ। মদ = মত্ততা, অহঙ্কার।

অনুবাদ। আর হে পার্থ, মেধাহীন ব্যক্তিরা যে মানসিক বৃত্তির সংহতির প্রভাবে স্বপ্ন অর্থাৎ নিদ্রা, ভয়, শোক, দুঃখাত্মক অবসাদ, মত্ততা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, সেই সংহতিকে তামসী বলা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণানন্দ। দুর্বুদ্ধি ব্যক্তিরা যে মানসিক বৃত্তির সংহতির প্রভাবে স্বপ্ন অর্থাৎ নিদ্র, ভয়, শোক দুঃখাত্মক অবসাদ, মত্ততা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, সেই সংহতিকে তামসী বলা হয়।

ব্যোমব্রহ্ম। মদ = ভোগ মত্ততা শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, ধৃতি সকলেরই আছে—প্রভেদ এই যে সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা যোগ বিষয়ে অধ্যবসায়ী। রাজসিক ব্যক্তিরা ভোগ বিষয়ে অধ্যবসায়ী। তামসিক ব্যক্তিরা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া দুঃখজনক কার্যে অধ্যবসায়ী। রাজসিক ও তামসিক বিষয়ে অধ্যবসায়, বলের পরিচায়ক নহে—দুর্ব্বলতার চিহ্ন।

মধুসূদন। মদম্ = অশাস্ত্রীয় বিষয়ে সেবার উন্মুখতা। দুর্মেধা = বিবেচনায় অসমর্থ। সেই যে ধৃতি।

শঙ্কর। বিষয় সেবনকেই নিজের জন্য বৃহৎ পুরুষার্থ মানিয়া উন্মত্তের মত মদকেই কর্ত্তব্যরূপে ইত্যাদি।

রামানুজ। স্বপ্ন ও মদাদির উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসমূহ ছাড়ে না, ইত্যাদি।

শ্রীধর। দুর্মেধা = অজ্ঞতাপূর্ণ স্মৃতি শক্তি যাহার। এখানে স্বপ্ন শব্দের অর্থ নিদ্রা।

ভূপেন্দ্রনাথ। ধৃতির অর্থ ধারণা। বিগত সুখ দুঃখের যে স্মৃতি বা ধারণা আমাদের চিত্তে লাগিয়া থাকে, তাহাই সময়ে সময়ে মনোমধ্যে উদিত হয়, এবং হইয়া আবার শোক দুঃখ মোহ উৎপন্ন করে—ইহাই তামসী ধৃতি। বিষয় ব্যাপার দুঃখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জনক জানিয়াও, ইহারই জন্য আমরা বিষয় চিন্তা হইতে বিনিবৃত্ত হইতে পারি না। নিদ্রা একটি তামসিক বৃত্তি, (মনের একটি বৃত্তি, যোগ দর্শন). তামসী ধৃতি দ্বারা ধরিয়া রাখি। সাত্ত্বিক প্রকারের নিদ্রায় দেব দর্শন হয় রাজসিক নিদ্রায় যা তা স্বপ্ন দেখা হয়, তামসিক নিদ্রায় ক্লান্তি দূর হয় না।........আলস্য, নিদ্রা ভয় তামসের ধর্ম্ম; তামোগুণ থাকিতে যোগী বা আত্মজ্ঞ হওয়া সম্ভব নহে।....চেষ্টা করিলে লোক জিতনিন্দ্র হইতে পারে।

[৩৬] মাথার কাজ বুদ্ধি, ও দেহ সংঘাতকে ধরিয়া রাখার কাজ ধৃতি, ইহাদের ত্রিভেদ বলার পরে এই সুখ বা মনের কাজ, তাহার ত্রিভেদ বর্ণনা করিবেন। স্পষ্টই এইগুলি উপ-লক্ষণ। (১৩।৬ এই শ্লোকের ধৃতি ও সুখ)

৩৬। সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ,
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি। ৩৬।

পদচ্ছেদ। সুখম তু ইদানীং ত্রিবিধম্ শৃণু মে ভরতর্ষভ,
অভ্যাসাৎ রমতে যত্র দুঃখান্তম্ চ নিগচ্ছতি।

অন্বয় ইদানীং সুখম্ তু ত্রিবিধম্ মে শৃণু ভরতর্ষভ, যত্র অভ্যাসাৎ রমতে চ দুঃখান্তম্ নিগচ্ছতি।

কঠিন শব্দ। অভ্যাসাৎ রমতে = অভ্যাসকে অর্থাৎ লাগিয়া থাকা ভাবে থাকিতে থাকিতে, রমতে অর্থাৎ আনন্দে বিহার করিতে থাকে।. দুখান্তম্ = দুঃখের অবসান। নিগচ্ছতি = প্রাপ্ত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপরের শ্লোকের সহিত, নিম্নের [৩৭] শ্লোকযুক্ত করা বাঞ্ছনীয় :—

৩৭। যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামে হমৃতোপমম্,
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধি প্রসাদমম্। ৩৭

পদচ্ছেদ। যৎ তৎ অগ্রে বিষম্ ইব পরিণামে অমৃত উপমম্, তৎসুখম্ সাত্ত্বিকং প্রোক্তম্ আত্ম-বুদ্ধিপ্রসাদ ।

অন্বয়। তৎ অগ্রে বিষম্ ইব পরিণামে অমৃতোপমম্, আ- যৎ আত্মবুদ্ধি প্রসাদমম্।

কঠিন শব্দ। আত্মবুদ্ধি প্রসাদমম্=যে সুখ অধ্যাত্মবুদ্ধিতে থাকার কৃপায় অর্থাৎ পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধির কৃপায় উৎপন্ন হয়। যে বুদ্ধি 'আমার স্বরূপ কি' ইত্যাদি আলোচনায় থাকে, সেই আলোচনার প্রসাদে বা আনন্দে যে সুখ উৎপন্ন হয়। (২।৬৫)

অনুবাদ। হে ভরতশ্রেষ্ঠ, এইবার ত্রিবিধ সুখের বিষয় আমার নিকট শ্রবণ কর। যাহাতে অভ্যাসে থাকিতে থাকিতে (প্রথমটা ভাল লাগে না বলিয়া অভ্যাস চাই) মানুষ আনন্দ পায় ও তাহাতে বিহার করিতে সক্ষম হয়, যাহাতে দুঃখের অবসান হয়, যাহা আরম্ভে বিষের মত (অর্থাৎ অসুখজনক প্রতীত হয়, ঠিক স্বাদ পাইতে তাহাতে কিছুদিন পড়িয়া থাকিতে হয়), কিন্তু পরিণামে অমৃত তুল্য, যাহা জাত হয় সেই অধ্যাত্ম বুদ্ধির কৃপায়, যাহা আলোচনা করে আমার স্বরূপ কি' ইত্যাদি (বা যাহা জাত হয় পরমাত্মা বিষয়ক আলোচনার আনন্দে) সেই সুখ, সাত্ত্বিকী সুখ বলিয়া কথিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান কর্ম্মতত্ত্বের সর্বাঙ্গ পূর্ণ বিবৃতি দিতেছেন, যথাক্রমে যথা, কর্ম্মের প্রবর্ত্তক জ্ঞান কর্ম্মের আশ্রয় ত্রিবিধ কর্ত্তা, কর্ম্মের সাধন, ত্রিবিধ বুদ্ধি, ধৃতি, ইত্যাদি। এইবার কর্ম্মের ফল ত্রিবিধ সুখাদির কথা আরম্ভ করিলেন।

মধুসূদন। যত্র = যে সমাধি সুখে। আত্মবুদ্ধি প্রসাদজম্ = আত্মবুদ্ধির যে প্রসাদ, অর্থাৎ নিদ্রা, আলস্য প্রভৃতির অভাব হেতু যে স্বচ্ছ ভাবে অবস্থান তাহা আত্মবুদ্ধি। ইহা হইতে যাহা জাত, তাহা আত্মবুদ্ধি প্রসাদজম্ উহা রাজসের ন্যায় বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ জন্য নহে। ....সমাধি সুখ, তাহা অগ্রে, অর্থাৎ জ্ঞান বৈরাগ্য ধ্যান সমাধির আরম্ভে অত্যন্ত আয়াস সাধ্য বলিয়া বিষের ন্যায় দ্বেষ-বিশেষজনক হয়; জ্ঞান বৈরাগ্য প্রভৃতির পরিপাক দশায় যাহা অমৃতোপম হয় অর্থাৎ অতিশয় প্রীতির আস্পদ হইয়া থাকে।

রামানুজ। প্রথমে বিষ সদৃশ অর্থাৎ যোগের আরম্ভ সময়ে বহু প্রয়াসে সেই সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এইজন্য, এবং প্রকৃতি সংসর্গ রহিত আত্মার স্বরূপ কি তাহা অবগত না থাকার জন্য, এইজন্য বিষের মত। পরিণামে অর্থাৎ অভ্যাসের বলে আত্মার স্বরূপ যখন অবগত হওয়া যায়, সেই পরিপক্ক অবস্থায়।........ আত্মা যাহার বিষয় হয় সেই বুদ্ধির নাম আত্মবুদ্ধি; তাহার অন্য সব বৃত্তি সব নিবৃত্তি হওয়াই "প্রসাদ"।

শঙ্কর। জ্ঞান, বৈরাগ্য, ধ্যান ও সমাধির আরম্ভকালে অত্যন্ত শ্রমসাধ্য হওয়ার জন্য, ইত্যাদি।........নিজ বুদ্ধির নাম আত্মবুদ্ধি;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহার জলের মত নির্ম্মল হইয়া যাওয়া আত্মবুদ্ধি প্রসা[illegible]
উহাতে উৎপন্ন সুখ = আত্মবুদ্ধি প্রসাদজম্ সুখ, অথবা আ[illegible]
বিষয়ক বা আত্মা অবলম্বনকারী বুদ্ধির নাম আত্মবুদ্ধি; উহ[illegible]
প্রসাদের অধিকতায় উৎপন্ন সুখ।

শ্রীধর। যে সুখে, অভ্যাস অর্থাৎ অতি পরিচয় প্রযু[illegible]
আসক্তি হয়, কিন্তু বিষয় সুখের ন্যায় হঠাৎ আসক্তি ঘটে[illegible]
ইত্যাদি। আত্মবুদ্ধি প্রসাদজম্ = আত্ম সম্বন্ধি জ্ঞান দ্বারা র[illegible]
ও তমোগুণদ্বয়ের মলিনতা পরিত্যক্ত হইয়া যে স্বচ্ছভাবে অবস্থা[illegible]
হয়, তাহা হইতে জাত যে সুখ তাহা সাত্ত্বিক।

তিলক। আত্মবুদ্ধি = আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধি, 'নিজের বুদ্ধিও' হইতে
পারে।

গোয়েনকা। যে সুখ প্রশান্তমনা যোগী পায় (৬।২৭), সে[illegible]
উত্তম সুখের বাচক যত্র। বিনা সাধনে এ সুখের অনুভব হয়
না (৫।২১, ২৪; ৬।২৮) পরমাত্ম বিষয়ক বুদ্ধির প্রসাদে যে সুখ
হয়, সেই সুখ।

ব্যোমব্রহ্ম। যোগী অভ্যাসবশতঃ যে সুখে বিহার করিয়া
স্ফুর্ত্তিযুক্ত হয়। আত্মবুদ্ধি প্রসাদজম্ = ব্রহ্মবোধ জনিত প্রসা[illegible]
মনের প্রসন্নতা হতে উৎপন্ন।

কৃষ্ণানন্দ। সাত্ত্বিক সুখে আত্মবিষয়িনী বুদ্ধির প্রসন্নতা
জন্মে। ইহা জ্ঞান ও বৈরাগ্য, ধ্যান ও সমাধির দ্বারা সাধিত হয়।
জ্ঞানাদির সাধন ক্লেশকর, কারণ উহা মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির
বিরুদ্ধ। তবে পরিণামে আনন্দ। নিদ্রা ও আলস্যাদি দো[illegible]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্জ্জিত হইয়া স্বচ্ছন্দতা পূর্ব্বক সংস্থির নাম আত্মবুদ্ধি প্রসাদ। সাত্ত্বিক সুখ এই আত্মজ্ঞানের নিতান্ত অন্তর্গত। আত্মবুদ্ধির নিবৃত্তি হয়ে গেলে যে সমাধি সুখের উদয় তাহা সাত্ত্বিকী সুখ।

সন্ন্যাস। বুদ্ধি আত্মাকে বিষয় করিয়া স্থির হইলে তাহাতে যে প্রসন্নতা জন্মে, সেই প্রসন্নতা হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা সাত্ত্বিকী সুখ।

তিলক। তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ দ্বারা বুদ্ধিকে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির বিস্তার হইতে সরাইয়া দিয়া যেখানে অন্তর্মুখ ও আত্মনিষ্ঠ করিয়াছে—আর পাতঞ্জল যোগের সাধনীয় বিষয় ইহাই—যেথানে ঐ বুদ্ধি প্রসন্ন হইয়া যায় এবং মনুষ্যের সত্য ও অত্যন্ত সুখের অনুভব হইয়া থাকে।

ভূপেন্দ্রনাথ। এমন সুখের সন্ধ্যান কর, যাহা প্রকৃত সুখ। ....অভ্যাস চাই, তত্রস্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ। সুখ = সু + খ = সুন্দর আকাশ অর্থাৎ পরব্যোম, দুঃ + খ, অর্থাৎ যাহা পরব্যোম হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। ....পরব্যোমে স্থিতির তুল্য আর উৎকৃষ্টতর সুখ নাই। ইহা ক্রিয়ার পরাবস্থা। ....সাধন সহজ নহে দুই পাঁচ বৎসর ভাল ও লাগে না। বহুদিন ধরিয়া সাধন না করিলে প্রাণ সুষুম্নায় প্রবেশ করে না।

৩৮। বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগাদ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম।

পদচ্ছেদ। বিষয় ইন্দ্রিয়-সংযোগাৎ যৎ তৎ অগ্রে অমৃত উপমম, পরিণামে বিষম্‌ ইব, তৎসুখম্‌ রাজসম্‌ স্মৃতম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্বয়। যৎ সুখম বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগাৎ তৎঅগ্রে অমৃতো-পমম্, পরিণামে বিষম্ইব, তৎ রাজসম্ স্মৃতম।

অনুবাদ। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে জাত যে সুখ (যথা ঘৃত পলাণ্ডু ও গরম মসলাযুক্ত ব্যঞ্জন, এবং জিহ্বা ইহাদের সংযোগে জাত যে সুখ) তাহা প্রথমে অমৃত তুল্য (মনে হয়) কিন্তু পরিণামে বিষ তুল্য অর্থাৎ অত্যন্ত ক্লেশ উৎপাদক তাহা রাজস কথিত হয়।

মধুসূদন। বিষয় সকলের ও ইন্দ্রিয় সকলের সংযোগ হইতে যাহা উৎপন্ন, তাহা বুদ্ধি প্রসাদ হইতে উৎপন্ন নহে যৎ= যাহা অর্থাৎ স্রকচন্দন বণিতাসঙ্গাদি হইতে উৎপন্ন যে সুখ অতি প্রসিদ্ধ। অগ্রে অর্থাৎ প্রথমা বস্থায় মনঃ সংযম প্রভৃতি ক্লেশ না থাকায়।

রামানুজ। পরিণামে=পরিপক্ক অবস্থায়, বিষয়ের সুখরূপতার কারণভূত ক্ষুধা আদির নিবৃত্তি হইবার পর। অত্যন্ত দুঃখদায়ক ও নরক ভোগের হেতু।

কৃষ্ণানন্দ। ঐ সুখের বিচ্ছেদ কালে ভোক্তার ঐহিক ও পারলৌকিক বহু দুঃখ ইত্যাদি।

শঙ্কর। পরিণাম, বল, বীর্য্য, রূপ, বুদ্ধি মেধা ধনহানি ও নরকভোগ ইত্যাদি।

Gandhi Desai. So all carnal joys enter pleasantry.

Cotton. Pain may be said to follow pleasure, as the shadow.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূপেন্দ্রনাথ। স্ত্রীসঙ্গ প্রভৃতি সুখ পরিণামে বিরস ভাব আনিয়া দেয়; নানাবিধ রোগ ও পরে নিরয় গমন। ....রাজসিক সুখ সাত্ত্বিক সুখের ঠিক বিপরীত, যথা রাজসিক সুখ অগ্রে অমৃত তুল্য, পরে বিষের মত জ্বালাপ্রদ; সাত্ত্বিক সুখ প্রথমটা বিষের মত, পরে অমৃতের মত। ....রাজসিক সুখ মাত্র বাসনার পরিতৃপ্তি সাধন, সেইজন্য তাহা চঞ্চল, এবং এই সুখের জন্য অন্য বস্তুর অপেক্ষা করিতে হয়, কিন্তু সাত্ত্বিক সুখ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ বশতঃ উৎপন্ন হয় না, তাহা মন প্রাণ ও বুদ্ধির স্থিরতায় উৎপন্ন সেইজন্য অচঞ্চল।

৩৯। যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ
নিদ্রালস্য প্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্। ৩৯।

পদচ্ছেদ। যৎ অগ্রে চ অনুবন্ধে চ সুখম্ মোহনম্ আত্মনঃ
নিদ্রা-আলস্য-প্রমাদোত্থম্ তৎ তামসম্ উদাহৃতম্।

অন্বয়। যৎ সুখম অগ্রে চ অনুবন্ধে চ আত্মনঃ মোহনম তৎ নিদ্রালস্য প্রমাদোত্থম তামসম উদাহৃতম।

কঠিন শব্দ। অনুবন্ধে = পরিণামে। আত্মনঃ মোহনম = মন ও বুদ্ধির মোহ উৎপাদক। নিদ্রালস্য প্রমাদোত্থম = নিদ্রা আলস্য ও ভ্রান্তি বা অজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন।

অনুবাদ যে সুখ অগ্রে ও পরিণামে (অর্থাৎ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল সময়ে মন ও বুদ্ধির মোহ উৎপাদক, এবং নিদ্রা আলস্য ভ্রান্তি বা অজ্ঞতায় উৎপন্ন, তাহা তামস বলিয়া কথিত হইয়াছে; গীতা ১৪।৮; ভাগবত ১১ ২৫।২৯)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামানুজ। ভোগকালে ও পরিণামে। বস্তুর যথার্থ স্বরূপ না জানার নাম মোহ।

মধুসূদন। প্রমাদ = কর্ত্তব্য বিষয়ের অবধারণ ব্যতীত কেবলমাত্র যে মনোবাঞ্ছা অর্থাৎ বিশাল ঐহিক সুখ কল্পনা।

Radhakrishnan. Happiness is the universal aim of life. Only it is of different kind according to the modes which dominate our nature.

সচ্চিদানন্দ। ৩৭-৩৯, সুখই কারণ, পঞ্চোক্ত চেষ্টা। আত্ম বুদ্ধি প্রসাদ অর্থাৎ মনঃপ্রসাদ ও বুদ্ধিপ্রসাদ। সর্ব্বকর্ম ত্যাগ জনিত কর্ম্মফল সঙ্গ রাহিত্য।

Radhakrishnan. If the তামস্ predominates in us, we are satisfied with violence and inertia and blindness and error. It রজঃ prevails wealth and power, pride and glory give us happiness. True happiness of human lies not in the possesion of outward things but in the fulfilment of the higher mind, and spent in the developmeet of what is most inward in us. It may mean pain and restrain, but it will lead us to joy and freedom. We can pass from the happiness of knowledge and virtue to the eternal calm and joy, আনন্দ of the spirit, when we become one with the Highest Self ane one with all beings.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূপেন্দ্রনাথ। যে সুখ আত্মজ্ঞান হইতেও উৎপন্ন নহে, কিম্বা বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ বশতঃ ও নহে, যাহা নিদ্রা আলস্য ও প্রমাদ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাই তামসিক সুখ।....ইহা এক প্রকার বুদ্ধির আচ্ছন্ন ভাব।.......

মহানামব্রত। সাত্ত্বিক জ্ঞানী হইয়া, সাত্ত্বিক কর্ত্তা যদি সাত্ত্বিক কর্ম্ম করেন, তাঁহার সাত্ত্বিকী বুদ্ধি যদি কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দেয়, সাত্ত্বিকী ধৃতি যদি স্থির ভাবে ধরিয়া রাখে, তবে তিনি তাহা হইতে সাত্ত্বিকী সুখ মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, ইহাকে বলিব নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি। সন্ন্যাস দ্বারা এই সিদ্ধিলাভ হইবে।

(৪০) ত্রিগুণ হইতে কিছুই মুক্ত নহে। এই সংক্ষেপোক্তির দ্বারা উপসংহার করা হইল।

৪০। ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্ম্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ।

পদচ্ছেদ। ন তৎ অস্তি পৃথিব্যাম বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ সত্ত্বম প্রকৃতিজৈঃ মুক্তম যৎ এভিঃ স্যাৎ ত্রিভিঃ গুণৈঃ।

অন্বয়। পুনঃ পৃথিব্যাম বা দিবি বা দেবেষু তৎ সত্ত্বম্ ন অস্তি যৎ এভিঃ প্রকৃতিজৈঃ ত্রিভিঃ গুণৈঃ মুক্তম স্যাৎ।

কঠিন শব্দ। পুনঃ = শেষ কথা আর। দিবি = স্বর্গে। সত্ত্বম = সত্ত্ব বা বস্তু। এভিঃ ত্রিভিঃ গুণৈঃ = এই তিন গুণ হইতে।

অনুবাদ পৃথিবীতে, অথবা স্বর্গে অথবা দেবগণের মধ্যে এমন বস্তু নাই যাহা প্রকৃতি জাত এই তিনগুণ (সত্ব, রজঃ তমঃ) হইতে মুক্ত (৭।১৩ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)। প্রকৃতি হইতে সমস্ত সৃষ্টি;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতিই উপাদান। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। সেইজন্য সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তুই ত্রিবিধরূপে পাওয়া যায়। সাত্ত্বিক গুণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শঙ্কর। ক্রিয়া কারক ও ফলই যাহার স্বরূপ, এইরূপ এই সংসায় সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিস্তার। অবিদ্যাকল্পিত ও অনর্থরূপ। (পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণিত।

তিলক। এই সাত্ত্বিকী ভেদের মধ্যে যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থিতি গীতা তাহাকে ত্রিগুণাতীত অবস্থা বলিয়াছে। মনু বলেন উত্তম সাত্ত্বিক গতি মোক্ষপ্রদ।

জ্ঞানেশ্বর। গুণই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর।

কৃষ্ণানন্দ প্রকৃতির বৈষম্য হইলে গুণত্রয়ের স্ফুরণ হয়। প্রকৃতি শব্দে কেহ কেহ মায়া বা জন্মান্তরীয় ধর্ম্মাধর্ম্মজনিত সংস্কার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অনাত্ম কোন বস্তুই ত্রিগুণময় পাশের বন্ধন এড়াইতে পারে না!

মধুসূদন। সত্বঃ রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি; যেগুলি তাহা হইতে জাত, অর্থাৎ প্রকৃতির সাম্যাবস্থা হইতে বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত, সেইগুলি প্রকৃতিজ। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু সাক্ষাৎভাবে গুণসকলের প্রকৃতিজত্ব নাই, অর্থাৎ গুণ সকল প্রকৃতিজ নহে, যেহেতু সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত গুণ সকলই প্রকৃতি। গুণত্রয়ের যে বৈষম্যাবস্থা তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই এস্থলে প্রকৃতিজ এরূপ বলা হইয়াছে। সুতরাং গুণত্রয়ের বৈষম্য প্রাপ্তিই এখানে গুণ সকলের উৎপত্তি বলিয়া ঔপচারিক প্রয়োগ হইয়াছে। অথবা "প্রকৃতি" অর্থ মায়া; সেই মায়া প্রভব অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ মায়া কল্পিত প্রকৃতি সঞ্জাত বন্ধের হেতু-স্বরূপ এই সত্ব প্রভৃতি ত্রিবিধ গুণের দ্বারমুক্ত ....অর্থাৎ গুণত্রয়ের বহির্ভূত কোনও অনাত্মবস্তু কোথাও নাই।

রামানুজ। প্রকৃতি সংসর্গ যুক্ত প্রাণীদের মধ্যে এমন কোন প্রাণী ইত্যাদি।

শ্রীধর। প্রকৃতি হইতে জাত এই সত্বাদি গুণত্রয় দ্বারা মুক্ত কোন প্রাণী .... কোথাও নাই।

ভূপেন্দ্রনাথ এই সব ভেদ জানিলে কোন্‌টা করণীয়, কোন্‌টা ত্যাজ্য তাহা জানা সহজ হইবে। সর্ব্বভূতে এক আত্মার জ্ঞানই সাত্বিক জ্ঞান। সাত্বিক জ্ঞান হেতু সাত্বিক কর্ত্তার আসক্তি রহিত হইয়া কর্ম্ম করা স্বাভাবিক হয়। যে কর্ম্মে বন্ধন হইবে, তাঁহার বুদ্ধি সে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে না। তাহার কারণ, ধৃতি সাত্বিক, ...সত্বগুণ নির্ম্মল ও প্রকাশ-ধর্ম্মী হওয়ায়, সত্ব গুণকে ধরিয়া থাকিলে ব্রহ্মের প্রকাশ অনুভব হইবে। ....তিলে যেমন তৈল থাকে, প্রকৃতিতে সেইরূপ ব্রহ্ম থাকেন। ক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারা কূটস্থ দর্শনের প্রকাশ লাভ কর।

(৪১) অষ্টাদশ অধ্যায়, গীতার উপসংহার। উপসংহার ভাবের আলোচনা এখান হইতে আরম্ভ হইল। প্রথমেই ভগবান আনিলেন কর্ম্মযোগের কেন্দ্রীয় কথা, স্বধর্ম্ম অর্থাৎ সহজাতধর্ম্ম, নিষ্কাম ভাবে পালনের কথা। কাহারা পালন করিবে? চাতুর্ব্বর্ন্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" ত্রিগুণের সহিত চতুর্ব্বর্ণ ঘনিষ্ট ভাবে সম্বন্ধিত। কিরূপ ভাবে সম্বন্ধিত তাহা চতুর্থ ও ত্রয়োদশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। আলোচনা চলিতেছিল প্রকৃতির ত্রিগুণ লইয়া। তাহার সহিত যে স্বধর্ম্ম পালনের সম্পর্ক রহিয়াছে তাহাও দেখান হইল। চাতুর্ব্বর্ণের উল্লেখ ভগবান ৪।১৩ শ্লোকে করিয়াছেন, তাহা, নিজে কর্ত্তা হইয়াও কর্ত্তা নহেন জানাইবার জন্য; এখানে উল্লেখ হইল অন্য কারণে, কাহার কি স্বধর্ম্ম জানাইতে; স্বধর্ম্ম পালনেই সিদ্ধি আসে ইহা বলিতে।

৪১। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শূদ্রাণাম্ চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈ গুণৈঃ। ৪১

পদচ্ছেদ। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাম্ শূদ্রাণাম্ চ পরন্তপ, কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব-প্রভবৈঃ গুণৈঃ।

অন্বয়। পরংতপ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাম্ চ শূদ্রাণাম কর্ম্মাণি স্বভাব প্রভবৈঃ গুণৈঃ প্রবিভক্তানি।

কঠিন শব্দ। স্বভাব প্রভবৈঃ গুণৈঃ = স্বভাব জাত অর্থাৎ প্রকৃতি জাত গুণ সমূহ দ্বারা।

অনুবাদ। হে শত্রুতাপন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্ম্ম-সমূহ দ্বারা বিভাগীকৃত (অর্থাৎ স্থিরীকৃত) হইয়াছে। প্রকৃতির নিয়মে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে উৎপন্ন সংস্কার হইতে স্বভাবের সৃষ্টি হয়। প্রকৃতির ত্রিগুণ সংস্কারে ও স্বভাবে থাকে। স্বভাবকে তাই সাধারণতঃ প্রকৃতি বলে। প্রকৃতির নিয়মে মানুষের জন্ম হয় সেই ঘরে বা সেই বর্ণে যেখানে তাহার পূর্ব্ব জন্ম কর্ম্মজাত সংস্কার, স্বভাবে ফুটিয়া উঠিতে পারে। স্বভাবজাত বা সহজাত ধর্ম্মই স্বধর্ম্ম। এই তত্ত্ব পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪.১৩) ইহাই Law of Heredityর মূলে অবস্থিত। এই গুণগুলির অবস্থিতির জন্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব, যাহা এইবার বর্ণিত হইবে। ব্রাহ্মণ সত্ত্ব প্রধান ; ক্ষত্রিয় সত্ত্ব গৌণ, রজঃ প্রধান ; বৈশ্য তমঃ গৌণ, রজঃ প্রধান ও শূদ্র রজঃ গৌণ, তমঃ প্রধান। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইহারা দ্বিজাতি, দ্বিজ অর্থাৎ উপনয়ন প্রাপ্তিকে ইহাদের দ্বিতীয় জন্ম বলা হয়। ইহাদের বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, তপস্যা ইত্যাদি সাধারণ কর্ম্ম। উপরের শ্লোকে দৃষ্ট হইবে, শূদ্র দ্বিজাতি নহে বলিয়া যেন তাহাকে পৃথক করা হইয়াছে, নামটা ব্রাহ্মণাদির সহিত এক সঙ্গে উক্ত হয় নাই। ' রামানুজ মতে, সত্ত্ব ও রজঃ গৌণ তমঃ, প্রধান, বৈশ্যে, Law of Heredity কাজ করিবে বলিয়াই আমাদের শাস্ত্রে জন্মে বর্ণপ্রাপ্তি ব্যবস্থিত হইয়াছে। জাতিভেদ দাঁড়াইয়াছে, এই আশায় করা হইয়াছে বর্ণ ভেদের উপর (যে আশা অবশ্য সব সময়ে ফলে না)। গুণ বিভাগ হইতে চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থার উৎপত্তি নিরূপিত হইয়াছে। কর্ম্ম 'নিয়ত' হয় এই ব্যবস্থায়। (বর্ণ = বর্ণন, রং নহে ; বা ইহাকে পারিভাষিক শব্দ ভাবে লইতে হইবে) (সত্ত্ব রজঃ তমোগুণকে উপনিষদে (শ্বে ৪।৫), শ্বেত, লোহিত ও কৃষ্ণ বলা হইয়াছে), মনে ছবি দিবার জন্য। নিজ নিজ সহজাত ধর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে, দ্বেষহীন ভাবে পালন করাই গীতোক্ত স্বধর্ম্ম পালন ; ইহা ক্রমে মোক্ষের দিকে লইয়া যায়।

শ্রীধর। যদি বল, যদি এইরূপ সমস্ত ক্রিয়া, কারক ও ফলাদি এবং প্রাণিবর্গ ত্রিগুণময়ই হয়, তাহা হইলে কিরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রিগুণের মোক্ষ হইবে? উত্তরে বলিতেছেন, তাহা নিজ নিজ অধিকারে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম দ্বারা পরমেশ্বরের আরাধনাহেতু তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত জ্ঞান দ্বারা সম্ভব হয়—এইরূপ সমগ্র গীতার সারার্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রদর্শন করিতে অন্য প্রকার কথা আরম্ভ করিলেন।........ 'শূদ্রানাং' পদটিতে ব্রাহ্মণাদি পদগুলির সহিত সমাস বা মিলন হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে, কারণ তাহাদের দ্বিজত্বের অভাব হেতু বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে।.... স্বভাব প্রভব অর্থাৎ সাত্ত্বিক রাজসাদি স্বভাব যাহা হইতে জন্মে সেই সূচিত গুণ সমূহের দ্বারা, অথবা পূর্ব্বজন্মের সংস্কার হইতে প্রাদুর্ভূত।

রামানুজ। ব্রাহ্মণাদির নিজ ভাব, স্বভাব, অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি যোনিতে জন্ম হওয়ার কারণ রূপ প্রাচীন কর্ম্মের নাম স্বভাব। ব্রাহ্মণাদি স্বভাব রজঃ ও তমঃ গুণ চাপিয়া সত্বগুণ উৎপন্ন হয়। এই স্বভাব জনিত গুণের সহিত বিভাগীকৃত কর্ম্ম, শাস্ত্র দ্বারা প্রতিপাদিত, অর্থাৎ বলা হয় ব্রাহ্মণাদির এই এই গুণ, এই এই কর্ম্ম, এই এই বৃত্তি।

মধুসূদন। এই চারি বর্ণের কর্ম্মসকল প্রকৃষ্টভাবে পরস্পর বিভাগের দ্বারা বিভক্ত অর্থাৎ ব্যবস্থিত। কাহাদের দ্বারা ব্যবস্থিত? স্বভাব প্রভবৈঃ গুণৈঃ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য প্রভৃতি স্বভাবের প্রভব অর্থাৎ হেতু স্বরূপ সত্বাদিগুণ সকলের দ্বারা, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের যে স্বভাব, সত্বগুণই তাহার হেতু।

শঙ্কর। ইহাদের কর্ম্ম কাহার দ্বারা বিভক্ত? স্বভাবোৎপন্ন গুণ সকলের দ্বারা। স্বভাব অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রকৃতি অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রিগুণাত্মিকা মায়া, এই মায়া যে গুণের উৎপত্তির কারণ, সেই রূপ স্বভাবোৎপন্ন গুণ সকলের দ্বারা ব্রাহ্মণাদির শম আদি কর্ম্ম বিভক্ত হইয়াছে। ....ক্ষত্রিয় স্বভাবের কারণ সত্বমিশ্রিত ও রজোগুণ বৈশ্যের তমোশ্রিত রজোগুণ। ....উপরিউক্ত চার বর্ণের গুণানুসারে যথাক্রমে শান্তি, ঐশ্বর্য্য, চেষ্টা ও মূঢ়তা।

Radha Krishnan. The four fold order is not peculiar to Hindu Sceiety. It is of universal application. The classification depends on types of human nature ....The Gita cannot be used to support the existing social order with its rigidity and confusion.

Krishna Prem. With verse 41, as Shankara has pointed out a new section begine ....The Gita turns to the task of summing up the whole........ It is not necessary to point out that there is plenty of evidence that the caste system itself in ancient India was not always the rigid and lifeless institution that it now is.... Not only in India but all over the world, there are four great types of men.

বলদেব পুর্ব্ব শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, সকল বস্তুই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক ; তবে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবিলম্বী মনুষ্যগণের মুক্তির উপায় কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে, তাহাই বুঝাইবার জন্য ভগবান বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণগণ ভগবদা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধনা ভাবে স্ব স্ব বর্ণোচিত বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকিবে। সেই অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সমূহ জ্ঞান নিষ্ঠার দ্বারা, মোচনের উপায় স্বরূপ হইয়া থাকে।

রামদয়াল। কদাচারী ব্রাহ্মণ দেহান্তে শূদ্রযোনিই প্রাপ্ত হয়, এবং সদাচারী শূদ্র পরজন্মে ব্রাহ্মণত্ব পায়। দেহান্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা প্রয়োজন; নতুবা সমাজ ধ্বংস হইয়া যায়।

কৃষ্ণানন্দ। যদি সমস্ত সংসারই ত্রিগুণাত্মক হয়, তাহা হইলে পঞ্চদশ অধ্যায়ের অশ্বত্থ বৃক্ষের কিরূপে ধ্বংশ হইবে? বিশেষতঃ অসঙ্গরূপ শস্ত্র পরম দুর্লভ বেদোক্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে পর, ভগবান প্রসন্ন হইয়া জীবকে এই অসঙ্গ শস্ত্রের অধিকারী করেন। পরম পুরুষার্থ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। কেন এক প্রকার সৃষ্টি করিলেন না, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের বিধান করিলেন? তাহার উত্তর, স্বভাব প্রভবৈঃ গুণৈঃ। উহাতে পরমেশ্বরের কোন দোষ নাই। প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণ স্বভাব প্রযুক্তই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ও তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে। সত্ত্বগুণাধিক্য ব্রাহ্মণ প্রশান্ত; সত্ত্ব সংমিশ্রিত রজ গুণাধিক্য ইত্যাদি। (তাহার পর কৃষ্ণানন্দ বিবাহাদি ও কোন্ সংযোগে সন্তান কিরূপ বর্ণ পায় তাহার আলোচনা করিয়াছে।

ব্যোম ব্রহ্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি সত্ত্বাদিগুণের এবং তজ্জনিত কর্ম্মনিষ্ঠার তারতম্য লইয়া। ওগুলি কুসংস্কারানুমোদিত বংশানুক্রমিক জাতি নহে। দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে পাইবেন, একই পরিবারের মধ্যে হয়তো ব্রাহ্মণ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বিদ্যমান। আমাদের দেশের বর্ত্তমান জাতি-ভেদ একটা অদ্ভুত ব্যাপার। কেবল দম্ভ, হিংসা এবং ছুঁই ছুঁই!!! বহির্বৃত্তি লইয়া বিচার করিলেও স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সকল কর্ম্মই প্রত্যেক গৃহীর আবশ্যক—কোনও বিভাগের কর্ম্মই অবহেল্য নহে। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ বহির্বৃত্তি লইয়া ব্রাহ্মণাদি সংজ্ঞা বিধান করেন নাই—কারণ। কর্ম্ম রহস্যবিৎ তিনি। কোনও কর্ত্তব্যকে অবজ্ঞা করিয়া নিকৃষ্ট বলিতে ইচ্ছুক নহেন।

Radhakrishnan. So long as our work is done in accordance with our nature, we are righteous, and if we dedicate it to God, our work becomes a means of spirltual perfection. ...The problem that hnman life sets to us is to discover our true self.

জগদীশ। বর্ত্তমান কালে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতির মধ্যেও শমদমাদি গুণের প্রাধান্য দৃষ্ট হয় না. আবার শূদ্রাদি জাতির মধ্যেও অনেক স্থলে ঐ সকল গুণ পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং বর্ত্তমান সমাজে বর্ণভেদ থাকিলেও বর্ণধর্ম্ম নাই বলিলেই চলে। সুতরাং শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ অনুসারে স্ববর্ণ ও স্বধর্ম্ম নির্ণয় করা চলে না। মহাভারতীয় যুগেও বংশানুক্রমিক বর্ণ ধর্ম্মের অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল ....জীবের স্বভাব সংগঠনের দুইটি কারণ বর্ত্তমান—একটি পূর্ব্বজন্ম সংস্কার এবং তদুপযোগী বিধিনির্দ্দিষ্ট বংশানুক্রম (Law of Heredity), অপরটি ইহ জন্মের শিক্ষা সংসর্গাদি পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে স্বভাবের স্বতঃ পরিবর্ত্তন (Law of sportancous variatanion)।....কাল পরিবর্ত্তনে লোক-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিবেই। বর্ণভেদ ও বর্ণ ধর্ম্ম গুণানুগত ছিল, মূলতঃ জাতিগত ছিল না।....জাতি ও বর্ণ এক কথা নহে। বর্ণভেদ, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের ন্যূনাধিক্য বশতঃ যে ভেদ।....অনেক স্থলে শ্বেত কৃষ্ণ পীত রক্ত এই শব্দগুলিই ব্রাহ্মণ শূদ্র বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় জাতির সম্পর্কে ব্যবহৃত হইয়াছে (মহাভা০ শান্তি প০ ১৮৮।৪ ৫।১১ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে শ্বেঃ উঃ ৪ ৫) লোহিত, শুক্লা, কৃষ্ণা ত্রিবর্ণা অজার উল্লেখ আছে .... পরবর্ত্তী কালে বর্ণভেদ বংশানুগত হইয়া, ক্রমে বিভিন্ন বৃত্তিভেদ অনুসারে অসংখ্য জাতির উৎপত্তি হইয়াছে এবং উহার নাম জাতি ভেদ (caste system) হইয়াছে; ইহা, এবং আর্য্য শাস্ত্রের ব্যবস্থিত প্রাচীন বর্ণভেদ এক বস্তু নহে; বর্ণ ভেদ মূলতঃ গুণানুগত, জাতিভেদ সম্পূর্ণই বংশানুগত। ....যদি শমদমাদি লক্ষণ ব্রাহ্মণেতর জাতিতেও দেখা যায়, তবে সেই লক্ষণ দ্বারাই তাহাকেও ব্রাহ্মণ বর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে, তাহার জাতি অনুসারে বর্ণ নির্দ্দেশ হইবে না। "শমদমাদিকং যদি জাত্যন্তরেঽপি দৃশ্যেতে তজ্জাতান্তরমপি তেনৈব ব্রাহ্মণাদি শব্দেনৈব বিনির্দ্দিশেদিতি (চক্রবর্ত্তী), শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ, নতু জাতি মাত্রাদিতি (স্বামী)।....যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন, "আমার এই বোধ হয় সর্ব্ববর্ণের শঙ্কর হেতু মনুষ্য মাত্রেতে জাতি নিশ্চয় দুঃসাধ্য। ....যে ব্রাহ্মণে শমদমাদি না থাকে সে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই নয়, শূদ্রই (শূদ্রেতু যদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে নবৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ" (মভাং বন ১৮০; বন ৩১২।১০৮)। ভৃগু ভরদ্বাজ সংবাদে ভৃগু বলিয়াছেন, "পূর্ব্বে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণময় ছিল, ; পরে স্ব স্ব কর্ম্মদ্বারা পৃথক কৃত ব্রাহ্মণেরাই অন্য বর্ণে গমন করিয়াছেন (মভা শা ১৮৮ ১৮৯ ১০৮)। উমা-মহেশ্বর সংবাদে মহেশ্বর বলিয়াছেন "ন যোনির্ণাপি সংস্কারো শ্রুতং নতু সন্ততিঃ, কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্! শুদ্ধাত্মা বিজতেন্দ্রিয় শূদ্রোঽপি দ্বিজবৎ সেব্য, ইতি ব্রহ্মাঽব্রবীৎ স্বয়ং ; বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিয়চ্ছতি ; (মহা ভাঃ অনু ১৪৪)। .... অত্রি সংহিতায় ব্রাহ্মণকে দেবব্রাহ্মণ রাজাব্রাহ্মণ, বৈশ্য-ব্রাহ্মণ, শূদ্র-বাহ্মণ, ম্লেচ্ছাব্রহ্মণ ইত্যাদি দশ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। ভক্তিশাস্ত্রের "চণ্ডালোঽপিদ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি-পরায়ণঃ ইত্যাদি কথারমর্ম্মও উহাই। .... বর্ণকর্ম্মানুসারে শ্রেণীবিভাগ ও মর্য্যাদার তারতম্য সকল দেশে সকল সমাজেই আছে, উহা স্বাভবিক ও ব্যক্তিগত উন্নতির অনুকূল, পবিপন্থী নহে। ....প্রকৃতিভেদে মনুষ্যে মনুষ্যে ভেদ চিরকালই থাকিবে, উহারই নাম বর্ণভেদ। ....উহা পুনরায়, ব্যক্তিগত গুণ ও যোগ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে উহা স্বভাব নিয়ত হয় না, জীবের মোক্ষানুকূল বা সমাজের কল্যাণকর হয় না। ....আবশ্যক হইলে ব্রহ্মণগণও ব্রাহ্মণেতর-জাতীয় সুযোগ্য ব্যক্তির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন (মনু ২।২৩৮-৪১)। ....কার্যাতঃও দেখা যায়, রাজর্ষি জনক, পাঞ্চালরাজ প্রবাহন, পাণ্ডব পিতামহ ভীষ্মদেব, পুরাণবক্তা সূত, বারাণসীর ধর্ম্মব্যাধ, বিদেহ রাজ্যের বণিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলাধার প্রভৃতি, মুনি ঋষিদিগকেও তত্ত্বোপদেশ দিয়াছেন ....কিন্তু সেজন্য তাহাদিগের ব্রাহ্মণ জাতি ভুক্ত হওয়ার কোন প্রয়োজন হয় নাই। ....সাধনা দ্বারা ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যেও অনেক মহা-পুরুষ সিদ্ধ জীবন লাভ করিয়া সকল বর্ণেরই নমস্য হইয়া আছেন। ....ন জাতি পুজ্যতে রাজন গুণাঃ কল্যাণ কারকা (গৌতম সংহিতা)। ....অধুনা যাহাদিগকে শূদ্র বলা হয়, তাহারা সকলেই যে প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত শূদ্রজাতিভুক্ত তাহা নহে, এবং যাহারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি উচ্চবর্ণ ভুক্ত বলিয়া পরিচিত তাহা-দেরও তদনুরূপ বর্ণ বিশুদ্ধি নাই। ধর্ম্মশাস্ত্র দৃষ্টিতে এই কথাটি মনে রাখিলেই হয় যে যিনি যে দেহ লইয়া যেখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, উহাই তাঁহার উপযোগী, কেননা উহা প্রাক্তন কর্ম্মানুযায়ী বিধি নির্দ্দিষ্ট স্থান ঐ স্থানে থাকিয়াই নিজের প্রকৃতি, শিক্ষা, দীক্ষা ও যোগ্যতানুসারে তিনি যে কর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার স্বধর্ম্ম। উহাই নিষ্কাম ভাবে, ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করিতে পারিলেই গীতোক্ত স্বধর্মপালন করা হয়। উহা দ্বারা এক জন্মেই হউক বা জন্মে জন্মে ক্রমোন্নতি দ্বারাই হউক, তাহার পরিণামে মোক্ষলাভ হইবে।

ভূপেন্দ্র নাথ। গুণত্রয়কে যে অতিক্রম করিতে না পারে, তাহার স্ব-স্বরূপে অবস্থান বা মুক্তি লাভের আশা নাই। অতি-ক্রম করা যায় ভগবদ্‌ভক্তি ও অসঙ্গ শস্ত্রের দ্বারা। ইহার জন্য জীবকে উপযুক্ত হইতে হয়। জীবকে ইহার অধিকারী করিবার জন্য বেদোক্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আবশ্যকতা।........শূদ্রও সদাচার-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিরত হইয়া, নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, তিনি পরজন্মে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন। (মহাভারত অনুশায়ন পর্ব্ব)। ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইলে এই জন্মেই তাহার পতন অনিবার্য্য। এই জন্য বোধ হয় ব্রাহ্মণকে অত্রি সংহিতায়, দেব, মুনি দ্বিজ, রাজা, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ ও চণ্ডাল, দশ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।....পিঙ্গলার শ্বাসে কর্ম্ম হয় শূদ্রের অনুরূপ, তমোগুণান্বিত; ইড়ার শ্বাসে রজোগুণ, বৈশ্যভাব, কিনে ডুপয়সা আসিবে। যখন সুষুম্নায় শ্বাস বহিতে আরম্ভ হয়, এবং মধ্যে মধ্যে অন্য পথেও চলে, তখন ক্ষত্রিয় ভাব; শ্বাস বেশীর ভাগ সুযুম্নায় চলিলে ব্রাহ্মণ ভাব; ইঁহারা আরও প্রযত্ন করিলে গুণাতীত অবস্থার দিকে যান।....কবীর, নানক, দাদু, যবন হরিদাস, ইহাঁরা ব্রাহ্মণবৎ পুজিত হইয়াছেন।

Telang. The duties...are disti gnished according to the qualities born of nature.

(৪২) এইবার ভিন্ন-ভিন্ন বর্ণের মুখ্য মুখ্য কর্ম্ম বর্ণিত হইবে। এ কর্ম্ম গুলি তাহাদের স্বভাবে বা সংস্কারে অবস্থিত সত্ত্বাদি গুণ গুলির অনুযায়ী। প্রতি বর্ণ এই ভাবে তাহাদের কর্ম্ম বাছিয়া লইয়াছেন; বা, অন্য ভাষায়, সত্ত্বাদি গুণ ও কর্ম্ম, বর্ণ গুলি গঠন করিয়াছে। ইহাই বোধ হয় আদিম অবস্থা ছিল, যখন সমাজ গঠিত হইতেছিল। তারপরে বর্ণগুলি গঠিত হইয়া যাইবার পর, বাছাবাছির গোলযোগ সরাইয়া লওয়া হয়; মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিতে এই Law of Heredityর তত্ত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদিত হয়। মানুষ আঁচিয়া লয় যে ব্রাহ্মণের পুত্র সে ব্রাহ্মণের গুণ পাইবে। কেন পাইবে, যুক্তির দ্বারা তাহা তখনই পরিজ্ঞাত হইতে না পারিলেও, ইহা যে, সে পাইবে, in tuition দ্বারা সে আঁচিয়া লইল এবং আমাদের মনে হয়, তখন হইতে জন্মের দ্বারা বর্ণ প্রাপ্তি স্বীকৃত হইল।

৪২। শমো দম স্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্ম কর্ম্ম স্বভাবজম্। ৪২

পদচ্ছেদ। শমঃ দমঃ তপঃ শৌচম্ ক্ষান্তিঃ আর্জবম্ এব চ। জ্ঞানম্, বিজ্ঞানম্ আস্তিক্যম ব্রহ্ম কর্ম্ম স্বভাবজম্।

অন্বব। শমঃ দমঃ তপঃ শৌচম্ ক্ষান্তিঃ আর্জবম্ জ্ঞানম্ চ বিজ্ঞানম্ আস্তিক্যম্ এব স্বভাবজম্ ব্রহ্মকর্ম্ম।

অনুবাদ। অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম (অর্থাৎ মনঃ সংযম), বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম তপস্যা, শারীরিক ও মানসিক শুচিতা, ক্ষমা, সরলতা (১৩।৭), শাস্ত্রজ্ঞান ও তদ্‌বিষয়ক অনুভূতি (৭।২, ৯।২, ১৩।৭), ভগবানে বিশ্বাস এই গুলিই ব্রাহ্মণের স্বভাব জাত কর্ম্ম (অর্থাৎ প্রকৃতি প্রদত্ত সত্তাদি গুণ যাহা তাহাতে আছে, সেই গুণানুষারী কর্ম্ম) জ্ঞান বিজ্ঞানশব্দ ৭।২ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে তাহা দেখুন।)

মধুসূদন। জ্ঞানম্ = বেদ এবং বেদাঙ্গ বিষয়ক জ্ঞান। বিজ্ঞানম্ = বেদের কর্ম্মকাণ্ডে বিজ্ঞান অর্থে যজ্ঞাদি কর্ম্মে কুশলতা এবং ব্রহ্মকাণ্ডে বিজ্ঞান অর্থে ব্রহ্ম এবং আত্মার একত্ব অনুভব। আস্তিক্য = সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা। শম প্রভৃতি নয়টি বিষয় স্বভাবজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ সত্ত্বগুণ রূপ স্বভাব সঞ্জাত ব্রহ্ম কর্ম্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণের
কর্ম্ম। (গৌতম, মনু, বশিষ্ঠ আপস্তম্ব ইত্যাদির নির্দ্দেশ সমূহ
দিয়া আলোচনা করিয়াছেন।)

শঙ্কর। স্বভাবজম্ অর্থে পূর্ব্বকথিত "স্বভাব প্রভবৈঃ গুণৈ
প্রবিভক্তানি"।

রামানুজ। আস্তিকতা = সমস্ত বৈদিক সিদ্ধান্তের সত্যতার
উত্তম নিশ্চয়। (৫।১৫, ১০।৮; ৭।৭; ৫।২৯; ১৮।৪৬; ১০।৩
ইত্যাদির কথন)।

শ্রীধর। আস্তিক্য = পরলোক আছে এই প্রকার স্থিরীকরণ।

সন্তদাস। ঈশ্বর, আত্মা ও পরলোকে নিশ্চিত বিশ্বাস।

Gandhi Desai- Gandhiji says—To say that
Brahmana should not touch the plough is a
parody of Varnashrama Dharma and a prosti-
tution of the meaning of the Gita.

Radhakrishnan. quotes ধম্মপদ Not by
matted hairs, nor by lineage, nor by birth is
one a Brahman. He is a Brahman in whom
there are truth and righteousness.

রামানুজ। শৌচ = শাস্ত্রীয় কর্ম্ম যোগ্যতা। তপঃ তিন
প্রকারের। এই লোক ও পরলোকের স্বরূপের যথার্থ জ্ঞানই জ্ঞান,
ও পরমতত্ত্বের বিষয়ে অসাধারণ বিশেষ জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান।

ভূপেন্দ্রনাথ। জ্ঞান = কূটস্থের ভিতর নানাবস্তু দেখা; বিজ্ঞান
= সকলের মধ্যে ঐক্য দেখা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Telang. শম = Tranquility resulting from the control of the mind, শৌচ = purity, here is both external and internal.

৪৩। শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্
দানমীশ্বর ভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্। ৪৩।

পদচ্ছেদ। শৌর্যম্ তেজঃ ধৃতিঃ দাক্ষ্যম্ যুদ্ধে চ অপি অপলায়নম্ দানম্ ঈশ্বর ভাবঃ চ ক্ষাত্রম্ কর্ম্ম স্বভাবজম্।

অন্বয়। শৌর্যম্ তেজঃ ধৃতিং দাক্ষ্যম্ যুদ্ধে অপলায়নম্, দানম্ ঈশ্বর ভাবঃ চ অপি স্বভাবজম্ ক্ষাত্রম্ কর্ম্ম।

অনুবাদ। পরাক্রম যাহা নীচ ভাবে প্রকটিত হয় না) তেজ (অর্থাৎ বীর্য্য যাহা অন্যের সমীহ আকর্ষণ করে), নৃতি (যাহা দেহেন্দ্রিয় মন প্রাণ সংযোজিত রাখে), কার্য্যদক্ষতা যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করা, দানশীলতা, ঈশ্বর ভাব অর্থাৎ প্রভুত্ব করিবার বা সকলকে বশীভুত করিবার ক্ষমতা—এইগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম। (ইহা নহে যে ক্ষত্রিয়ের শমদমাদি প্রয়োজন নাই, তবে ব্রাহ্মণের উহ্য সহজসাধ্য স্বধর্ম্ম) (প্রত্যেক বর্ণের বিশেষ ধর্ম্মই বর্ণিত হইয়াছে)।

শৌর্য্য = যুদ্ধে নির্ভয়ে প্রবেশ-সামর্থ্য (রামানুজ); বলবানকেও প্রহার করিতে প্রবৃত্তি, (মধুসূদন); পরাক্রম (শ্রীধর)।

তেজ = শত্রুগণ যাহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না। পরে, বর্ষণ করিতে না পারে (মধুসূদন)। সাহসিকতা, ঔদ্ধত্য (শ্রীধর)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধৃতি = আরম্ভ করা কালে বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও, পুর্ণ করিবার সামর্থ্য রামানুজ, ধৈর্য্য (শ্রীধর)। বিপদে পড়িলেও চিত্তের অবিচলিতাবস্থা (কৃষ্ণানন্দ) মহাবিপদেও দেহেন্দ্রিয় সংঘাতের অনবসাদ।

ভূপেন্দ্রনাথ। অপলায়ন = সাধন না ছাড়া। ঈশ্বরভাব = হৃদয় গ্রন্থি ভেদ।

Telang. দাক্ষ্য = dexterity, i. e. in battle (নীলকণ্ঠ)। ready resource wherever occasion arises. ঈশ্বর ভাব = exercise of lordly power (to restrain people from going astray (নীলকণ্ঠ)।

৪৪। কৃষি গৌরক্ষ্য বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্মং শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্।

পদচ্ছেদ। কৃষি-গৌরক্ষ্য-বাণিজ্যং বৈশ্য-কর্ম্ম স্বভাবজম
পরিচর্য্যা—আত্মকং কর্ম্ম শূদ্রশ্য অপি স্বভাবজম্।

অম্বয়। কৃষি গৌরক্ষ্যবাণিজ্যং স্বভাবজম্ বৈশ্যকর্ম্ম। পরিচর্য্যাত্মকং অপি শূদ্রস্য স্বভাবজম্ কর্ম্ম।

অনুবাদ। কৃষি গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যের স্বভাবজাত কর্ম অর্থাৎ স্বধর্ম্ম। সেবা নামক কর্ম্মই শূদ্রের স্বধর্ম্ম স্বভাব জাত কর্ম্ম।

শঙ্কর। আপস্তম্ব স্মৃতি উদ্ধৃত করিয়াছেন নিজ কর্ম্মে তৎপর বর্ণাশ্রমাবলম্বী মরিবার পর পরলোকে কর্ম্মসমূহের ফল ভোগ করেন, বাকী ফল ভোগের জন্য শ্রেষ্ঠ দেশ, কাল, জাতি, কুল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্ম, আয়ু, বিদ্যা, আচার, ধন, সুখ ও মেধা যুক্ত হইয়া জ
গ্রহণ করেন।"

রামানুজ। যজ্ঞাদি কর্ম্ম তিনবর্ণেরই সমান। শমদমাদি
সেইরূপ। যেগুলি বিশেষ বিশেষ বর্ণের বিশেষ বিশেষ ধ
সেইগুলিই দেওয়া হইল।

Radhakrishnan. It is a question of giving equal opportunities for all, so that they ma bring their respective gift to fruition. Eac one should have the opportunity of achievi his human fulness, the fruits of wisdom an virtue, according to his effort and conditi It makes little difference whether we dig the earth or do business or govern a state or med tate in a cell. The varna rules recognise th different men contribute to the general g in different ways, by supplying directly urg wants, of which all are conscious, and by b in their lives and work, witnesses to t and beauty. Society is a functional orga sation and all functions which are esse for the health of society are to be regarde socially equal. Individuals of varying capac are bound together in a living organic s system. Democracy is not an attempt uniformity which is impossible, but an in rated variety. All men are not equal in t

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

capacities but all men are equally necessary for society, and their contributions from their different stations are of equal value.

ভূপেন্দ্রনাথ। কৃষি=দেহরূপ ক্ষেত্রকে কর্ষণ। গো=জিহ্বা এবং ইন্দ্রিয়; গো রক্ষা=জিহ্বাকে তালুমূলে রাখিয়া প্রাণায়াম করা।....শূদ্র যাহারা, তাহারা ক্রিয়া পাইবার জন্য সকলের পরিচর্য্যা করে।

প্রশ্ন উঠে, এই পরিচর্য্যার অর্থ কি? ব্রাহ্মণের কাজ, ক্ষত্রিয়ের কাজ, বৈশ্যের কাজ এই তিন কাজে সমাজের সকল কাজ হইয়া গেল, তাহা নহে। আরও অনেক কাজ থাকিয়া যায়, যথা কর্ম্মকারের, সূত্রধরের, রজকের, তন্তুবারের, মজুরের, মিস্ত্রির, এমন কি চামার ও মেথরের—এ সবই সমাজের কাজ। এই সব কাজ নিষ্পাদনের জন্য আপনিই এক শ্রেণী গড়িয়া উঠে, যাহাকে Labour class বলা হয়। "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং", কেহ কাহাকেও বাধ্য করে না, আপনি চার শ্রেণী এই চার প্রকার কর্ম্মের জন্য গড়িয়া উঠে। সকলের ভিতর সত্ত্বাদি ত্রিগুণ আছে; আর, ইহাদের আর যে চার প্রকার মিশ্রণ হয়, তাহাদের কোন না কোন মিশ্রণের ভাবে এই ত্রিগুণ থাকে। এই চার প্রকার মিশ্রণের কেহ কোন্‌টা, অন্য কোন্‌টা; উহা পুর্ব্ব পুর্ব্ব জন্মের কৃত কর্ম্মের ফলের উপর নির্ভর করে। কোন মিশ্রণ ব্রাহ্মণের কর্ম্মের দিকে, কোন মিশ্রণ ক্ষত্রিয়ের কর্ম্মের, কোন মিশ্রণ বৈশ্যের কর্ম্মের দিকে, আবার কোন মিশ্রণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Labour classএর কর্ম্মের দিকে প্রেরণা আনে; তাই বলা হইয়াছে গুণ কর্ম বিভাগশঃ ব্রাহ্মণের কাজ ক্ষত্রিয়েরা পারে না, ক্ষত্রিয়ের কাজ ব্রাহ্মণে পারে না; আর এই "পারে না" হওয়ায়, কাহাকেও উঁচু নীচু ভাবা উচিত নহে। সকলেই সমাজের পরিচর্য্যাকারী। সেইজন্য এখানে উক্ত পরিচর্য্যাত্মক শব্দের অর্থে ইহা বোঝা মোটেই উচিত নহে যে এই শূদ্র বা Labour classএর কাজ, ব্রাহ্মণের সেবা করা; উদার গীতা, নিশ্চয়ই এ অর্থ এখানে দেয় নাই। হয় তো ইহা বলিতে পারা যায়, যে এই শূদ্র শ্রেণীর নানাকারণে সুসভ্য থাকা সম্ভব হয় নাই; হয়তো অনার্য্যদের, যাহারা আর্য্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের এই শ্রেণীতে রাখা হইয়াছিল, এবং বর্ণ-সঙ্করতা যাহাতে না হয় তাহার জন্য চেষ্টা রাখা হইয়াছিল; কিন্তু সে অন্য কথা। পরিচর্য্যার অর্থ ব্রাহ্মণাদির পরিচর্য্যার জন্য ইহাদের জন্ম হইয়াছে, ইহা বলা অন্যায় হইবে। (আমাদের মতামত ক্ষন্তব্য)।

শ্রীকৃষ্ণ কোথাও তাহাদের ভৃত্যভাবে সম্বোধন করেন নাই। পুরুষ সূক্তে ও পুরাণাদিতে, শূদ্রেরা ব্রহ্মার পা হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহার অর্থ, তাহারা ভৃত্য শ্রেণীর, এ কথা কি করিয়া বলা যাইতে পারে? ভগবানের চরণ বলিয়া কিছু আছে, যদি ইহা কল্পনাও করা যায়, সেই চরণ কি ঘৃণ্য স্থান, যে চরণে তুলসী দেওয়া হয়, যে চরণে সর্ব্ব পাপ সংহন্ত্রী মোক্ষদা গঙ্গাদেবীর জন্ম? তাহা ছাড়া, পা' কি কোন যা' তা' অঙ্গ? পা বিনা কি ধড় দাঁড়াতে পারে? হয়তো ইহা বলিতে পারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইবে যে এই Labour class-কে উপবীত-ধারী করা হয় না। কিন্তু উপবীত ধারী না হওয়া ও ভৃত্য হওয়া কি এক? অনেকে বলেন বেদে শূদ্রের উপবীত ধারণের ব্যবস্থা আছে (শ্রুতিতে আছে যে এক সময়ে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিল), এবং বেদে ঐ ব্যবস্থা আছে, এই নজিরে অনেক কায়স্থ কিছুদিন পূর্ব্বে, উপবীত ধারণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। বেদে কি আছে না আছে, জানি না, তবে উপবীত ধারণের ব্যবস্থা যদি নাও থাকে, তাহাতেই না কি! বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডই ভগবানের নিকট যাইবার একমাত্র পথ নহে, ইহা পরিষ্কার ভাবে নির্দ্দেশিত হইয়াছে ৯।৩২ শ্লোকে। পরের নিকট মান্য পাইতে গেলে নিজেকে সেই মান্য পাইবার যোগ্য করিতে হইবে। শুধু জন্ম দেখান বা পৈতা দেখান, হাস্যকর হয়, বিশেষ আজকালকার দিনে।

(৪৫) বর্ণানুযায়ী কর্ম্ম সমূহের তালিকায় কাহার কি স্বধর্ম্ম, জানাইয়া দিবার পর, কর্ম্ম যোগের কেন্দ্রীয় কথা, নিষ্কাম ভাবে স্বধর্ম্ম পালনের কথা আনিলেন, এবং নিষ্কাম ভাবে স্বধর্ম্ম পালনে সিদ্ধি অর্থাৎ ভগবান প্রাপ্তি বা মানুষের যাহা চরম লক্ষ্য তাহা প্রাপ্তি বা ব্রহ্ম প্রাপ্তি আনে, তাহাও বিঘোষিত করিলেন।

৪৫। স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তৎশৃণু ।৪৫

পদচ্ছেদ। স্বে স্বে কর্ম্মণি অভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ, স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিম্ যথা বিন্দতি তৎশৃণু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্বয়। স্বে স্বে কর্ম্মণি অভিরতঃ নরঃ সংসিদ্ধিং লভতে, যথা স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিম্ বিন্দতি তৎশৃণু।

কঠিন শব্দ। স্বে স্বে=নিজ নিজ। অভিরতঃ=নিযুক্ত থাকিলে। সংসিদ্ধি=পরম সিদ্ধি অর্থাৎ ভগবৎ প্রাপ্তি বা ব্রহ্ম প্রাপ্তি। সিদ্ধির অর্থ কামনা সিদ্ধ বা perfection বা কোন বিষয়ে কৃতকৃত্যতা লাভ; ভগবৎ প্রাপ্তির দিকে কৃত কৃত্যতা। পরের শ্লোকগুলি হইতে সংসিদ্ধির বা সিদ্ধির অর্থের ইঙ্গিত পাই। মাত্রচিত্ত শুদ্ধি বলিলে যেন অনেক কিছু কম বলা হইল। সংসিদ্ধির অর্থ মাত্র চিত্তশুদ্ধি তো নহেই, কৃত কৃত্যতার উপরের ব্যাপার; ইহা ভগবৎ প্রাপ্তি। "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ" (৩।২২) জনকাদি কর্ম্ম করিতেন মাত্র চিত্তশুদ্ধির জন্য নহে, চিত্তশুদ্ধি তাঁহাদের বহু বহু পুর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল। কৃতকৃত্যতার জন্য বলা যাইতে পারে, কিন্তু সে কৃতকৃত্যতা ভগবৎ পাওয়া ব্যাপারে কৃতকৃত্যতা লাভের জন্য। বিন্দতি = প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ। নিজ নিজ কর্ম্মে (অর্থাৎ সহজাত-কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত কর্ম্মে) নিযুক্ত থাকিলে, মানুষ ভগবানকে পাওয়ার ব্যাপারে কৃতকৃত্যতা লাভ করে, অর্থাৎ ভগবানকে পায়। স্বকর্ম্মে অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্মে রাগ দ্বেষ বিহীন নিষ্কাম ভাবে নিযুক্ত থাকিলে মানুষ কৃত্যকৃত্যতা কি ভাবে লাভ করে তাহা শ্রবণ কর। (মহাভারত ১২।১৯১।৬, গীতাপ্রেমী)। নিজ নিজ সহজাত-ধর্ম্ম, নিষ্কাম ভাবে, দ্বেষহীন ভাবে পালন করা, গীতোক্ত স্বধর্ম্ম পালন; উহা ক্রমেই মোক্ষের দিকে লইয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Work is worship. শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ ইত্যাদি (৩।৩৫ ১৮।৪৭)।

সন্তদাস। মনুষ আপন আপন স্বভাবের অনুরূপ জাতিগত কর্ম্মের আচরণ করিয়া সম্যক সিদ্ধি লাভ করে। কর্ম্মের দ্বারা চিত্তের শুদ্ধি সম্পাদিত হয় এবং জ্ঞানে প্রতিষ্ঠা লাভ হয়; ইহাই কর্ম্মের শেষ ফল, যাহাকে কর্ম্মের সিদ্ধি বলা হয়।

শঙ্কর। সংসিদ্ধ লাভ=নিজ কর্ম্মানুষ্ঠানে অশুদ্ধির ক্ষয় হওয়ায় ইন্দ্রিয়ের জ্ঞাননিষ্ঠায় যোগ্যতারূপ সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়। কর্ম্ম করিলেই যে সংসিদ্ধি আসে তাহা নহে; কি প্রকারে আসে, শোন।

কৃষ্ণানন্দ। মনুষ্য নিজ নিজ কর্ম্মে নিষ্ঠাবান হইলে, সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। বর্ণ ধর্ম্ম আশ্রম ধর্ম্ম ইত্যাদি ভেদে পঞ্চবিধ ধর্ম্ম বেদে কথিত।

মধুসূদন। এই প্রকারে বর্ণ চতুষ্টয়ের স্বভাব সঞ্জাত গৌণ নামক ধর্ম্ম সকল উল্লিখিত হইল। এখন, এই যে ধর্ম্মগুলির কথা বলা হইল এ গুলি মুখ্য ধর্ম্ম নহে, এ গুলি গৌণ ধর্ম্ম। ইহা ছাড়াও অন্যান্য ধর্ম্মও শাস্ত্রান্তরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে .... অতএব এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলে পর ব্রহ্মচারী অথবা গৃহস্থ কিম্বা বানপ্রস্থ ইঁহারা যদি মুমুক্ষু হন, তবে ফলাভিসন্ধি ত্যাগ পুর্ব্বক ভগদর্পণ বুদ্ধিতে স্বে স্বে অর্থাৎ তৎ তৎ বর্ণাশ্রম বিহিত শ্রুতি স্মৃতি বিহিত কর্ম্ম (কিন্তু স্বেচ্ছামাত্রকৃত কর্ম নহে) সম্যক অনুষ্ঠান পরায়ণ হইয়া, সংসিদ্ধি অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয় সংঘাতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অশুদ্ধি ক্ষয় হওয়ায় সম্যক জ্ঞানোৎপত্তির যোগ্যতা, নর, অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাভিমানী মনুষ্য লাভ করে। (কেবল শাস্ত্রের কর্ম্মকাণ্ডে মনুষ্যেরই অধিকার; দেবতাদের আশ্রম অভিমানিত্ব নাই)।

রামানুজ। সিদ্ধি=পরমপদ প্রাপ্তি।

শ্রীধর। আপন আপন অধিকারে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মসমূহে সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত থাকিয়া মানব সংসিদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানেরভাবে নিযুক্ত থাকিয়া মানব সংসিদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানের যোগ্যতা লাভ করে।

তিলক। নিজ নিজ স্বভাব জন্য গুণানুসারে প্রাপ্ত কর্ম্মে নিত্য রত পুরুষ উহা দ্বারাই পরম সিদ্ধি লাভ করে।

জ্ঞানেশ্বরী। স্বকর্ম্ম, শাস্ত্রের দ্বারাই জানা। বিহিত কর্ম্ম আচরণে মোক্ষ প্রাপ্তির যোগ্যতা আনে।

Radhakrishnan. Each of us should be loyal at our level to our feeling and impulses; it is dengerous to attempt work beyond the level of our nature, our স্বভাব। Within the power of our nature, we must live up fully to our duty.

Krishna Prem. The word dharma signifies the quality or nature of a thing or person.

Gandhi Dasai. c.f. Carlyle "All true work is religion" True work is contrained in the commandment "Know what thou canst work; and work at it like a Hercules" c.f. also Spinoza with whom all virtue i. e. action performed

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

without expectation of reward was the 'serving of God".

রামদয়াল। সংসিদ্ধি বা সিদ্ধি = চিত্ত শুদ্ধি ও জ্ঞানোৎপত্তি যোগ্যতারূপ সিদ্ধি। কেহ কেহ বলেন, সংসিদ্ধি অর্থে পরম পদ প্রাপ্তি। কেহ বলেন (শঙ্কর) স্বকর্ম্মানুষ্ঠানে অশুদ্ধি ক্ষয়ে কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের জ্ঞাননিষ্ঠান যোগ্যতা। আমিও বলি কর্ম্ম দ্বারা পরম পদ প্রাপ্তি কখনও হইতে পারে না, কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হয় মাত্র, এইজন্য জ্ঞান লাভ যোগ্যতা হয় মাত্র; পরমানন্দ প্রাপ্তি নহে।........জ্ঞানই মুক্তির সাধন, কর্ম্ম নহে। যাঁহারা মুক্তির নামে ভীত হন, মুক্তি অপেক্ষা বৃন্দাবনের শৃগালত্ব ভাল বলেন........তাঁহারা আমার কথা শোনেন না, অথবা মুখে বলেন "আমরা ভক্ত"। কর্ম্মত্যাগ করিলে প্রত্যবায় গ্রস্থ হইব, এ কথা তত্ত্বদর্শীর নহে।

অরবিন্দ। যে ব্যক্তি জীবনে আপন স্বভাব অনুযায়ী কর্ম্ম করে, সে অধ্যাত্ম সংসিদ্ধি লাভ করে। অবশ্য ঐ সিদ্ধি লাভ কেবল কর্ম্মটির দ্বারাই হয় না; পরন্তু যদি সে জ্ঞান ও যথাযথ প্ররোচনা লইয়া ঐ কর্ম্ম করে, বিশ্ব সৃষ্টির মূলে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার অর্চ্চনা রূপে যদি সে ঐ কর্ম্ম করিতে পারে, যে বিশ্বের সহিত জীবগণের সকল কর্ম্ম প্রচেষ্টা উৎপন্ন হয়, তাঁহাকেই যদি ঐকান্তিক ভাবে ঐ কর্ম্ম নিবেদন করিতে পারে, কেবল তাহা হইলেই যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।

ভূপেন্দ্রনাথ। সিদ্ধিলাভ অর্থে, ইচ্ছা রহিত অবস্থা, যাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রিয়ার পরাবস্থায় হইয়া থাকে। গুরু, অধিকারী বুঝিয়া উপদেশ দেন। যাঁহার জিহ্বা উঠিল না, তাহার বৈশ্যত্য লাভ হয় নাই।

Telang. Every man Intent on his own respective duties obtains (eligibllity for the path of knowlege).

মতিলাল। প্রাচীন কালে অন্ত্যজ জাতিকে শূদ্র বলা হইত।

৪৬। যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাম্ যেন সর্ব্বমিদং ততম্,
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ। ৪৬

পদচ্ছেদ। যতঃ প্রবৃত্তিঃ ভূতানাম্ যেন সর্ব্বম্ ইদম্ ততম্, স্বকর্ম্মণা তম্ অভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিম্ বিন্দতি মানব।

অন্বয়। যতঃ ভূতানাম্ প্রবৃত্তিঃ যেন ইদম্ সর্ব্বম্ ততম্ তম্ স্বকর্ম্মণা অভ্যর্চ্চ্য মানবঃ সিদ্ধিম্ বিন্দতি।

কঠিনশব্দ। ভূতানাম্ = সকল জীবের। প্রবৃত্তি = চেষ্টা; উৎপত্তি; সকল জীবের উৎপত্তি সেই ভগবান হইতে, আবার সকল জীবের কর্ম্মের জন্য চেষ্টা করার শক্তি বা activity তাহাও আসে সেই ভগবান হইতে, কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি (৩।১৫)। (যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী, এখানে কিন্তু উৎপত্তি অর্থ খাটে না, চেষ্টা অর্থই খাটে।) আমাদের মনে হয়, এ শ্লোকেও চেষ্টা অর্থই বেশী সঙ্গত, কারণ ধর্ম্ম কথা দ্বিতীয় পংক্তিতে রহিয়াছে এবং তাহার সহিত ভূতানাম উৎপত্তি হইতে ভূতানাম্ চেষ্টা, বেশী খাটে। অভিরুচি, এ অর্থও লাগাইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারা যায়। প্রবৃত্তি = নারায়নীর গৃহস্থ ধর্ম্ম, এ অর্থও লইতে পারা যায়। স্বধর্ম্ম যে সহজাত-ধর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম, তাহা পরের দুইটি শ্লোকে ও পূর্ব্বের ব্রাহ্মণাদির কর্ম্মের শ্লোক হইতে পরিষ্কার ভাবেই পাই।

অনুবাদ। যাঁহা হইতে মানুষের কর্ম্ম চেষ্টা (অর্থাৎ কর্ম্ম চেষ্টার শক্তি) পাওয়া যায়, এবং যাহা দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত, নিজ নিজ কর্ম্মের দ্বারা অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুমোদিত কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনায় মানুষ সিদ্ধি অর্থাৎ ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ কৃত-কৃত্যতালাভ করে। (ইহা গঙ্গাজলে গঙ্গা পুজা)। (ভাগবত ৩।৬।৩৩ গীতাপ্রেমী)। নিষ্কাম ভাবে, অকপট ভাবে, রাগ-দ্বেষ-হীন ভাবে, নিজ নিজ স্বধর্ম্মপালন করা, ছোট কথা নহে। নানারূপ অর্চ্চনায়, ভগবানকে পাওয়া যায়, ইহাতেও ভগবানকে পাওয়া যায়, ইহাও অর্চ্চনা (৩।২৩, ৩৫) (১৮।৪৭)। বর্ণ ধর্ম্মপালনই প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত কাজ। (কেন? ইহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; ইহাই সহজাত ধর্ম্ম, স্বধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম, বিনা বিদ্রোহে, নিষ্কাম ভাবে পালন করিতে হইবে। সমাজে স্থিতি রাখিবার জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজন। যদি ভগবানের জগৎ চক্র চালনায় বিদ্রোহ না আনিতে হয় (আর বিদ্রোহ আনিলে নিজেই চুর্ণ বিচুর্ণ হইয়া যাইতে হইবে, ১৮।৫৮—৬০) তাহা হইলে যাহার যাহা কর্ম্ম, তাহা করিয়া যাইতে হইবে। এই ভাব জানাইবার জন্যই উপনিষৎ বলিয়াছেন, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র, যম, তাঁহার ভয়ে নিজ নিজ কাজ করিয়া যাইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Carlyle. 'All true work is religion. work is worship'. ভোক্তারং যজ্ঞ তপসাংও যেমন তিনি, সেইরূপ আমাদের স্বকর্ম্মের দ্বারা তাঁহার যে অর্চ্চনা, তাহারও ভোক্তা তিনি, অর্থাৎ তাহা গৃহীত হয়। 'অর্চ্চনা' কথাটাতে পবিত্র ভাব আনা হইয়াছে, অর্থাৎ নিষ্কামভাবে, বিদ্রোহ না দেখাইয়া, (ইহা পরের শ্লোকেও ৩'৩৪ শ্লো'কে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে) এই স্বধর্ম্ম পালন করিতে হইবে।

প্রবৃত্তি, ইহার ভাব পরিষ্কার পাই ১৫।৪ শ্লোকে। সেই আদি পুরুষেই প্রকৃতি অবস্থিত, যে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি হইতে জাত আমাদের সকল ক্রিয়া, সকল কর্ম্মচেষ্টা, যে আদি পুরুষ দ্বারা সমস্ত জগৎ অন্তরে বাহিরে, ঈশা বাস্য মিদং সর্ব্বং, ভাবে ব্যাপ্ত হইয়া আছে।

অর্চ্চনা শুধু ফুলপাতা মন্ত্রাদি দিয়াই হয় তাহা নহে, শুধু ভক্তি বা ধ্যান বা মাত্র একটি পথ তাহার জন্য আছে তাহা নহে, অকপট ও নিষ্কামভাবে, নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যাওয়াতেও হয়, ভগবান এই শ্লোকগুলিতে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছেন। কর্ম্ম-প্রবৃত্তির মূলে অবস্থিত যে ভগবান, কর্ম্ম দ্বারাই তাঁহার পূজা করা হয়।

একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, 'স্বকর্ম্ম' সম্পাদন যদি পবিত্র মনে নিষ্কাম ভাবে, অর্থাৎ "অকর্ম্ম" ভাবে করা হয়, তবেই সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়। অমোদের শক্তি, আমাদের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা তাঁহারই দেওয়া। সহজাত কর্ম্ম, আমাদের পূর্ব্বজন্মের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মানুসারে, প্রকৃতির দ্বারা, তাঁহারই দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়াছে। সেই সহজাত কর্ম্ম নিস্পাদনের দ্বারা, যাঁহার নিকট হইতে শক্তি পাইয়াছি, তাঁহারই পূজা গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় ; আর, সে পূজা করিবার জন্য দেবালয়ে যাইতে হইবে না ; তিনি সর্ব্বব্যাপী আমার সহজাত যে কর্ম্ম যেখানে নিস্পাদিত হইবে, সেই খানেই তাঁহার পূজা করা হইবে। তবে মন্দ্য ভাণ্ডে রাখা বা মল মিশ্রিত ভাবে রাখা গঙ্গাজলে, যেমন গঙ্গা পূজা হয় না, সেইরূপ রাগ দ্বেষ মিশ্রিত স্বকর্ম্মে তাঁহার অর্চ্চনা করা হয় না ; স্বকর্ম্ম নিস্পাদনের সময় এটা মনে রাখিতে হইবে।

রামদয়াল। যাহা হইতে ভূতগণের উৎপত্তি বা চেষ্টা, যিনি এই সমস্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, আপন আপন কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিয়া মানব সিদ্ধি লাভ করে। (আপন আপন কর্ম্ম, অর্থাৎ বর্ণানুযায়ী কর্ম্ম)।

Radhakrishnan. Woork is worship of the supreme ; man's homage to God.

শ্রীধর। যে অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর হইতে প্রাণিগণের চেষ্টা হইতেছে, যিনি পরমাত্মা রূপে এই সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন, নিজ নিজ শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মদ্বারা সেই ঈশ্বরকে আরাধনা করিয়া মানব সিদ্ধি লাভ করে।

রামনুজ। যাহা হইতে প্রাণি সকলের উৎপত্তি আদি প্রবৃত্তি সমূহ হয়, সেই সেই আমাকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে, নিজ কর্ম্মের দ্বারা পূজা করিয়া মনুষ্য আমার প্রসাদে আমাকে প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি পায়। (৭।৬, ৭) (৯।৪) (৯।২০ ; ১০।৮)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধুসূদন। যাহা হইতে অর্থাৎ মায়োপাধিক চৈতন্যানন্দস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণরূপ যে অন্তর্য্যামী (জগন্নিয়ন্তা), হইতে ভূতানাম্, অর্থাৎ উৎপত্তিশীল আকাশাদির প্রবৃত্তি, অর্থাৎ স্বপ্রকালীন্ রথাদির ন্যায় মায়া মী উৎপত্তি হইয়া থাকে. এবং 'যেন' সৎস্বরূপ এবং স্ফুরণস্বরূপ যে এক পদার্থের দ্বারা, এই সমুদয় দৃশ্য পদার্থ নিচয়, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালেই পরিব্যাপ্ত, যাঁহা ছাড়া অতিরিক্ত কোন কিছুর পৃথক্ সত্তা নাই, সেই অন্তর্য্যামী ভগবানকে, স্বকর্ম্মণা অর্থাৎ প্রত্যেক বর্ণাশ্রমের জন্য যাহা স্বতন্ত্র ভাবে চিহ্নিত, সেই সমস্ত কর্ম্মের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া, তাঁহার প্রসন্নতায় সিদ্ধি অর্থাৎ একাত্মতা জ্ঞাননিষ্ঠার যোগ্যতারূপ যে সিদ্ধি, যাহাকে অন্তঃকরণশুদ্ধি বলা হয়, মনুষ্য তাহা লাভ করে। মনুষ্য স্ব স্ব অধিকারানুরূপ কর্ম্মের দ্বারাই ঈশ্বরের পূজামূলক প্রসাদের ফলে চিত্তশুদ্ধি লাভ করে।........যতো ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি; আনন্দেব ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ, ইত্যাদি। ঈশ্বর শুধু উপাদান কারণ নহেন, নিমিত্ত কারণও বটে; মায়ারূপ উপাধি বশতঃই তিনি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। মায়া তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনং তু মহেশ্বরম্।

অরবিন্দ। প্রাচীন ভারতীয় সামাজিক সংস্কৃতির চাতুর্ব্বর্ণ্যের কর্ম্মে এই স্বধর্ম্মের বাহ্যিক মোটমুটি চারিবিভাগ করা হইয়াছে। গীতা বলিয়াছে সেই প্রথা একটি ভগবৎ বিধানের অনুযায়ী, ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ—বিশ্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিধাতা কর্তৃক প্রথম হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে। অন্য কথায়, সক্রিয় প্রকৃতির একটি সুস্পষ্ট শ্রেণী আছে, অথবা প্রকৃতি অধিষ্ঠিত পুরুষের চারটি মূল রূপ বা স্বভাব আছে আর প্রত্যেক মানুষের কর্ম্ম হইতেছে তাহার প্রকৃতির বিশিষ্ট রূপের অনুযায়ী।

কৃষ্ণানন্দ। যে ঈশ্বর আকাশাদি ভূত সমূহকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যে ঈশ্বর চরাচর বিশ্বের সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, মানব নিজ কর্ম্মদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। মায়োপাধিক চৈতন্য আনন্দময় সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর জগৎ হইতে অভিন্ন বলিয়া জগতের উপাদান কারণ হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; অন্তর্যামী ঈশ্বর সংরূপে ও স্ফুরণরূপে ইহার সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, উপাদান ও নিমিত্ত উভয় কারণ। বর্ণাশ্রমরূপ কর্ম্মের দ্বারা সেই সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপ পুরুষকে সন্তুষ্ট করিতে পারে। যে ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান নিষ্ঠার অধিকাররূপ অন্তঃশুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।

সন্তদাস স্বভাবজাত কর্ম্ম যাহার যেরূপই হউক না কেন, সকলের নিয়ন্তা ঈশ্বর! সুতরাং সেই সেই কর্ম্মের প্রতি দোষদর্শী না হইয়া তাঁহার আজ্ঞাপালন, তাঁহারই সেবা হইবে এবং তিনি প্রসন্ন হইবেন, এই বুদ্ধিতে ঐ সকল কর্ম্ম করিলে চিত্ত নির্ম্মল হয়; কর্ম্মের সিদ্ধিলাভ করা যায়।

ব্যোমব্রহ্ম যাঁহাতে ভূতগণের উৎপত্তি, যাঁহার দ্বারা এই সমস্তই ব্যাপ্ত, মানব স্বকর্ম্মণা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করে। যে অবস্থায় যেরূপ কর্ম্ম যাহার শরীর মনের হিতকর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং ব্রহ্ম নিষ্ঠার অনুকূল. সেই অবস্থায় সেইরূপ কর্ম্মই তাহার স্বধর্ম্ম বা স্বকর্ম্ম। ভক্তি প্রদীপ :—সিদ্ধি=success

বিদ্যানন্দ। মানুষের সাধারণ, অসাধারণ দুই প্রকার কর্ম্ম আছে ১। শমদম সাধারণ, ২। অধ্যয়ন; অধ্যাপন অসাধারণ। ইহা নিষ্ঠা পূর্ব্বক করিতে থাকিলে, কিছুদিনেই মানুষের জ্ঞান যোগ্যতারূপ সর্ব্বোত্তম সফলতা প্রাপ্তি হয়। নির্দ্ধারিত কুশলতার সহিত করিতে থাকিলে মানুষ যে সিদ্ধিলাভ করে, তাহার প্রকার বলিতেছি, শোন! যে অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর প্রাণীদের শরীর বাণী ও মনকে সচেষ্ট করেন আর যে পরমেশ্বর উপাদানরূপে কারণ হইয়া এই সম্পূর্ণ জগতের বিস্তার করিয়াছেন ও নিত্য পরিবর্ত্তন করিতেছেন, সেই কার্য্যশীল পরমাত্মার পূজা বা সন্তোষ, নিজ নিয়ত কর্ম্ম করিয়া হইতে পারে। এই প্রকার নিজ নিয়ত কর্ম্মানুষ্ঠানরূপী তাঁহার অর্চ্চনা করিলে, মনুষ্য যোগসিদ্ধি, জ্ঞানসিদ্ধি বা নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি প্রাপ্ত করে। চেতন ভগবান সর্ব্ব প্রবৃত্তির মূলে। তাঁহারই চেতন সত্তার প্রেরণাতে জীবে প্রবৃত্তির উদয় হয়।

মতিলাল। মনে রাখিতে হইবে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বৈরাগী নহেন।

ভূপেন্দ্রনাথ। কর্ম্মফল ও জন্মান্তরবাদকে ভারতীয় আর্য্য জাতিগণ মান্য করিয়া চলেন। ....যিনি যে দেহেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, উহা তাঁহার প্রাক্তন কর্ম্মেরই ফল, সুতরাং উহাই তাঁহার ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট স্থান। ....হওনা তুমি ব্যাধ বা চণ্ডাল, তুমি তুমি আপন আপন কুলধর্ম্মের অনুশাসনে থাকিয়া কর্ম্ম করিয়া যাও; কেবল এইটি মনে রাখিও তোমার স্বকুল বা স্ববর্ণ বিহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্ত কর্ম্ম দ্বারা তাঁহারই পুজা করিতেছে। ....অন্তর্লক্ষ্যে এই শ্লোকের অর্থ, এই আত্মা আছেন বলিয়া, মন সঙ্কল্প করিয়া এই বিরাট বাহ্য জগৎকে ব্যক্ত করিতেছে। মন, সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া আপনার মধ্যে আপনি যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়া বর্ণাশ্রমের অধিকারানুরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকে তখন সেই ধীর পুরুষ আর কোন বস্তুতেই আসক্ত হন না। তখন তিনি মহাদেব, আপনার আনন্দে মগ্ন। ....সাধক কিরূপে সেই আত্মজ্ঞান লাভে সিদ্ধ হইবেন, তাহারই উপায় বলিতেছেন যে স্বকর্ম্মের দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিতে হইবে। ....আত্মার কোন কর্ম্ম নাই, কর্ম্ম কল্পনা করি চঞ্চল প্রাণের দ্বারা। ....এই প্রাণের দ্বারাই তাঁহার পূজা করিতে হইবে।

Telang. Worshipping by the proformances of his own duty, him from whom all things proceed and by whom all this is permeated, a man obtains perfection.

মহানামব্রত। সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে ভগবানের বহু হইতে ইচ্ছা নিজেকে খুঁজিয়া আস্বাদন করা। ....“আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি, শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান” (রবীন্দ্রনাথ)। এই গভীর তত্ত্ব রহিয়াছে এই স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য বাক্যে।.... যত কর্ম্ম চেষ্টা জীবগণের, তাহার উৎপত্তি (ভূতানাং প্রবৃত্তি) আসিয়াছে যেখান হইতে, আর যিনি আছেন সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতে হইবে, নিজ নিজ স্বভাবজ কর্ম্ম দ্বারা। ....কেবল শব্দ, স্পর্শ রূপাদি দ্বারা, তিনি আমার মধ্য দিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজেকে আস্বাদন করেন তাহা নহে, আমার দৈনন্দিন যত ক যত কর্ত্তব্য, তাহার মধ্য দিয়াও তিনি নিজেকে লাভ করেন।

(৪৭) যাহার ফল, পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত হইয়াছে, সে স্বধর্ম্ম পালনের কথা যুক্তির সহিত এই শ্লোকে এবং পরের শ্লোকে আবার আনা হইল। এই শ্লোকের পূর্ব্ব পংক্তি, হুবহু ৩।৩৫ শ্লোকের পূর্ব্ব পংক্তি এবং পংক্তিটি অতি মূল্যবান তাহা এই পুনরুক্তি বিঘোষিত করিতেছে। (মনে হয়, অর্জ্জু যেন জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি কোন ক্ষত্রিয় ক্রুর যুদ্ধ ছাড়িয়া শান্তিময় ব্রাহ্মণের কাজ করে, তো সে ভাল নয় কি ?

৪৭। শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎস্বনুষ্ঠিতাৎ
স্বভাব নিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ৪৭

পদচ্ছেদ। শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্ম বিগুণঃ পর-ধর্ম্মাৎ সু-অনুষ্ঠিতাৎ স্বভাব-নিয়তম্ কর্ম্ম কুর্ব্বন্ ন আপ্নোতি কিল্বিষম্।

অন্বয়। স্বনুষ্ঠিতাৎ পরধর্ম্মাৎ বিগুণঃ স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্, স্বভা নিয়তম্ কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষম্ ন আপ্নোতি।

কঠিন শব্দ। বিগুণঃ = গুণরহিত, ত্রুটিযুক্ত। স্বভাব নিয়তম্ কর্ম্ম = সহজাতধর্ম্মে নির্দ্দেশিত কর্ম্মঃ; পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম কর্ম্মে ফলে আমাদের যে সংস্কার হয় সেই সংস্কার বা স্বভাব যে ঘ প্রকাশ পাইতে পারে সেই ঘরে আমাদের জন্ম হয়। সেই ঘরে ধর্ম্ম আমাদের সহজাত-ধর্ম হয় এবং সংস্কার বা স্বভাব, অনুযা আমরা কর্ম করি। কর্ম বা স্বধর্মানুযায়ী কর্ম যেন আমাদে সংস্কার বা স্বভাবের দ্বারা নিয়ত অর্থাৎ ব্যবস্থিত বা নিয়ন্ত্রি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে। কিল্বিষম্ = পাপ। স্বধর্ম বা সহজাত ধর্মের সাধারণ অর্থ, বংশ দ্বারা প্রাপ্ত ধর্ম লওয়া হইয়াছে, কিন্তু উহা গৌণ অর্থ, মুখ্য অর্থ নিজ প্রকৃতি গত ধর্ম তবে প্রকৃতিগত ধর্ম, Law of heredity অনুযায়ী বংশগত হয় এই বিবেচনায়, স্বধর্মকে বংশগত ধর্ম বলিয়া লওয়া হয়)।

অনুবাদ। উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা ত্রুটিযুক্ত নিজ ধর্ম ভাল। স্বভাবজ কর্ম অর্থাৎ প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত কর্ম সম্পাদনে কেহ পাপ প্রাপ্ত হয় না।

ইহা যেন এই প্রশ্নের উত্তর "যদি নীচকুলে জন্ম লইয়া থাকি, তো সেই নীচ কুলের ধর্ম কি আমায় পালন করিতে হইবে? ক্ষত্রিয় হইয়াছি বলিয়া কি আমাকে ভীষণ কর্ম স্বজন বধ, গুরু বধ, করিতে হইবে? (৩।৩৫ দ্রষ্টব্য)

প্রকৃতি যাহাকে ব্যাধের গৃহে জন্ম দিয়াছে, সে সেই স্বভাব নিয়ত অর্থাৎ প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত কর্ম, সমস্ত জীবন করিতে থাকিলেও, তাহার কোনও পাপ হইবে না। কিন্তু যদি সে পৈতা গলায় পরিয়া, মন্ত্র মুখস্থ করিয়া পুরোহিতের কর্ম আরম্ভ করে, তাহা হইলে সে ঘোর পাপে নিমগ্ন হইবে। মা গৃধ কস্য সিং ধনং (ইউ ২) ইহার অর্থ আমাদের মনে হয়, ইহাই।

Carlyle. The latest gospel in this world is "know thy work and do it".

ব্যোমব্রহ্ম। স্বধর্ম = নিজ প্রকৃতির (অবস্থার) অনুযায়ী ব্রহ্মনিষ্ঠার অনুকূল কর্ম। পরধর্ম = দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সুখের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিমিত্ত কর্ম। প্রকৃতি যাহাকে যে রূপ অবস্থায় রাখিয়াছেন তদবস্থার উপযোগী যে ব্রহ্ম কর্ম তাহাই তাহার স্বভাব নিয়ত কর্ম। একনিষ্ঠ ভাবে সেই অবস্থোপযোগী কার্য্য করিলে দোষও হয় না—সিদ্ধি লাভেও বিঘ্ন হয় না। কুঁজো লোককে সমংকায় শিরো গ্রীবং ধারয়ন্ করিয়া বসাইবার চেষ্টাও বৃথা, এবং না বসিলে যে ব্রহ্ম নিষ্ঠা ঘটিবে না তাহাও নহে। সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত ইন্দ্রিয় ধর্ম অপেক্ষা পরমাত্ম সংক্রান্ত, কার্য্য সম্পূর্ণ ঠিক ভাবে না হইলেও, ভালই। স্বভাববিহিত কর্ম করিলে অপরাধ থাকে না।

বিনোবা। ছাগল যদি গরু হতে চায়, তা কি হতে পারে?

গোয়েন্‌কা। স্বধর্ম্ম = বর্ণাশ্রম স্বভাব পরিস্থিতিতে যে ধর্ম যাহার জন্য বিহিত।

শঙ্কর। বিষে যে পোকা থাকে, বিষ তার পক্ষে দোষের হয় না, সেইরূপ নিজ ধর্ম্মে যে থাকে, সে ধর্ম্ম তাহার হানিকারক হয় না। ....স্বভাব নিয়ত ও স্বভাবজ, একার্থক।

মধুসূদন। যেহেতু একমাত্র স্বধর্ম্মই (স্ব স্ব অধিকারানুসারে প্রাপ্ত যে শাস্ত্রীয় কর্ম্ম,) তাহার অনুষ্ঠানই মনুষ্যের পক্ষে ভগবৎ প্রসন্নতা প্রাপ্তির হেতু ইত্যাদি।

বিনোবা। স্বধর্ম্মে, স্বদেশী ধর্ম্ম, স্বজাতীয় ধর্ম্ম ও তৎকালীন ধর্ম্মের সমাবেশ রহিয়াছে। স্বধর্ম্ম দুই ভাগে পড়ে পরিবর্ত্তনশীল ও অপরিবর্ত্তনশীল।

রামানুজ। কর্তৃত্বাভিমান বর্জ্জিত আমার আরাধনাই স্বধর্ম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজের দ্বারা নিজে করিবার ধর্ম্ম। প্রকৃতি সংসর্গযুক্ত পুরুষের দ্বারা সেই ইন্দ্রিয় ব্যাপার রূপ কর্ম্ম-যোগাত্মক ধর্ম্মের সম্পাদন সুগমভাবে হইতে পারে, সেইজন্য কর্ম্মযোগ নামক স্বধর্ম ত্রিগুণাত্মক হওয়া সত্ত্বেও, পরের ধর্মাপেক্ষা ইন্দ্রিয়বিজয়-নিপুণ পুরুষের ধর্মরূপ জ্ঞানযোগ, যাহার সম্পাদনে সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় বশ করার কঠিনতা হওয়ায়, প্রমাদের আশঙ্কা থাকে, সেইজন্য তাহার সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান কদাচিৎই সম্ভব, কর্মযোগ ঐ জ্ঞানযোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য কর্মযোগই উত্তম, তৃতীয় অধ্যায়ে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীধর। বন্ধুবধাদিময় যুদ্ধাদি স্বধর্ম অপেক্ষা ভিক্ষা দ্বারা জীবিকাযাপনাদি পরধর্মও শ্রেষ্ঠতর, ইহা মনে করিবে না; যেহেতু পূর্ব্বকথিত স্বভাবের অনুসারে বিহিত কর্ম করিয়া মানব পাপ লাভ করে না।

Krishna Prem. Perfection is to be attained by using one's own characteristic functions in the service of 'That, from which this manifestation has proceeded."

Gandhi Desai ef. Marcus Aurelius. 'Be not ashamed of any action which is in accordance with nature and never be misled by fear of censure or reproach.

অরবিন্দ। পরের ধর্ম অনুসরণ করা আত্মার পক্ষে বিপজ্জনক অর্থাৎ তাহার বিবর্ত্তনের স্বাভাবিক ধারার বিরোধী; সেটি হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘন্ত্রবৎ আরোপিত কৃত্রিম, আত্মার যে প্রকৃত মহত্ত্ব সেইদিকে ক্রমবর্দ্ধনের পক্ষে বিনষ্টকর ; সত্তার ভিতর হইতে যাহা আইসে তাহা যথাযথ ও স্বাস্থ্যকর জিনিষ।

গিরীন্দ্র। যাহা হইতে কর্ম্মবন্ধন উৎপন্ন হয়, তাহাই দোষ। স্বধর্ম=স্বভাব ও সমাজ উভয়ের অনুমোদিত কর্ম্ম বা ব্যবহার।

Radhakrishnan. It is no use employing our minds in tasks which are alien to our nature. In each of us lies a principle of becoming, an idea of divine self-expression.

তিলক। ভগবান দেখাইলেন, নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভের জন্য কর্ম ছাড়িবার প্রয়োজন নাই।

ভূপেন্দ্রনাথ। স্বভাব-নিয়ত কর্ম্মটি আগে বুঝিতে হইবে। বাহিরের দিক দিয়া ইহা বুঝিতে গেলেও, আধুনিক সমাজে দুই দলে ইহার দুই প্রকার ধারণা করেন। যাঁহারা শাস্ত্রমতাবলম্বী—তাঁহারা বলেন স্বভাব নিয়ত কর্ম হইতেছে—যে, যে বর্ণে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সেই বর্ণের পক্ষে শাস্ত্রে যে কর্ম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাই তাহার স্বভাব নিয়ত কর্ম। যাঁহারা স্বাধীন চিন্তাশীল তাঁহারা বলেন, জাতিগত অধিকার পরিবর্ত্তন করিয়া যে ব্যক্তি যে বর্ণের উপযুক্ত তাহাকে সেই বর্ণানুযায়ী চলিতে দেওয়াই তাহার প্রকৃত স্বভাব নিয়ত কর্ম্ম ; ইহা কতক পরিমাণে সত্য হইলেও, কে বসিয়া বসিয়া জাতি নির্দ্দেশ করিয়া দিবে, এবং কেই বা তাহার সে কথা মানিবে ? নিজে নিজে ব্যবস্থা করিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেলেই পদে পদে ভুল হইতে পারে, তখন সে ভুলের সংশোধন করিবে কি? ....বর্ত্তমান যুগে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত হইয়াছে সত্য, তাই বলিয়া আমরা নিজ নিজ মনোমত ধর্ম্ম পালন করিলেই যে তাহা স্বভাব-নিয়ত হইবে—তাহা নহে। এক মনুষ্যের মধ্যেই কালে কালে কত পরিবর্ত্তন ঘটে, ...তাই বলিয়া প্রতি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বর্ণ ও ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হইবে—এরূপ চিন্তা করা অনুচিত। তাহা হইলে সমাজ ও ধর্ম্মের কোন শৃঙ্খলা থাকে না; ....উচ্ছৃঙ্খল ভাবে পরিবর্ত্তন প্রথার অনুসরণ করা আত্মহত্যায় তুল্যই অনিষ্টজনক। ঐ যথেচ্ছ অনুসরণই ভয়াবহ পরধর্ম্ম, উহাতে সমাজ-দেহ সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। যুগধর্ম্ম-প্রভাবে জীবের চিন্তার মধ্যে যে পরিবর্ত্তন ঘটে সে স্থলেও নিজ খেয়ালমত ধর্ম্মানুসরণ অপেক্ষা যথাসাধ্য শাস্ত্র-সম্মত স্ব স্ব বর্ণাশ্রম বিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান পালন করিবার চেষ্টাই স্বধর্ম্ম পালন। ....সকল ধর্ম্মই স্ব স্ব স্থান হইতে নীচে নামিয়া গিয়াছে, আবার সকল বর্ণ-ই চেষ্টা দ্বারা স্ব স্ব বর্ণোচিত ধর্ম্মে উন্নত হইতে পারে। ....কাল প্রভাবে আম্রবৃক্ষ হীনশক্তি হইয়া এমন হইতে পারে, তাহাকে চিনিতে পারাও কঠিন হইতে পারে; কিন্তু পরিশ্রম যত্ন ও উত্তম পাট দ্বারা, তাহাতে নব পত্র ও ফলোদ্গম করাইতে পারা যায়; সে ফল আম্রই হইবে, অন্য জাতীয় ফল হইবে না। ....যে ব্রাহ্মণ নিজ উচ্চবর্ণের অনুপযুক্ত হইবে, পর জন্মে নীচকুল ও নীচবর্ণে তাহার জন্ম হইবে। ....এই অন্তর্লক্ষে কথা :—স্বধর্ম্ম = আত্মধর্ম্ম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমানন্দরূপে স্থিতিলাভ ; এই স্থিতিলাভের যে চেষ্টা তাহার নামই স্বধর্ম্মপালন। ....ইন্দ্রিয়াশক্তিই পর-ধর্ম্ম (পরের ধর্ম্ম), ইহা ভয়াবহ। ....এখানে একটি সন্দেহ আসে, যাহাতে আত্মধর্ম্ম বলা হইতেছে। তাহা আবার বিগুণ কি করিয়া হয় ? অনলের উষ্ণতার বিগুণ কি ? তাহা ছাড়া আত্মা বা ব্রহ্ম তো নির্গুণ, নির্গুণের ধর্ম্ম কেমন করিয়া থাকে ? অবশ্য শুদ্ধ ব্রহ্মে গুণের কল্পনা নাই, কিন্তু মায়া শবলিত যে ব্রহ্ম, তাহাতে গুণ বা ধর্ম্মের অভাব হইবে কেন ! ভগবানের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নাই, তবুও নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এবচ কর্ম্মাণি। ইহাকেই যোগীরা অনিচ্ছার ইচ্ছা বলেন। উপনিষদে আছে "যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাবিস্ফুলিঙ্গাঃ ইত্যাদি। ....এই অনিচ্ছার ইচ্ছাটিই আত্মার স্বধর্ম্ম; ব্রহ্মের মায়া বা নিজ শক্তি। ইহাকে আশ্রয় করিয়াই এই বিশ্ব পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও লীন হইতেছে। ....ব্রহ্মে প্রথম যে স্পন্দন হয়, তাহাই প্রাণ ; স্থির প্রাণই পরমাত্মা, চঞ্চল প্রাণই জীবাত্মা, প্রথমটিতে মুক্তি, দ্বিতীয়টিতে বদ্ধভাব। ....এই সব হইতে এই কথা আসে যে ভগবান বলিতেছেন প্রাণায়ামাদি যোগ ক্রিয়া তোমার স্বভাব নিয়ত কর্ম্ম, জন্মের সহিত ইহা তোমার সঙ্গেই আছে, অনভ্যাস বশতঃ যদি ইহা বিগুণই কিছু হয়—তাহাও ভাল, তথাপি ইন্দ্রিয় ধর্ম্ম লইয়া খেলা করা ভাল নহে।

Telang. Duty, prescribed by nature.

(৪৮) ত্রুটি আছে বলিয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে চাও, কিন্তু কোন ধর্ম্ম ত্রুটি হীন ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৮। সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ

সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ। ৪৮

পদচ্ছেদ। সহজম্ কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষম্ অপি ন ত্যজেৎ, সর্ব্ব-আরম্ভাঃ হি দোষেণ ধূমেন অগ্নিঃ ইব আবৃতাঃ।

অন্বয়। কৌন্তেয়, সদোষম্ অপি সহজম্ কর্ম্ম ন ত্যজেৎ, হি ধূমো অগ্নিঃইব সর্ব্বারম্ভা দোষেণ আবৃতাঃ।

কঠিন শব্দ। সহজম্ কর্ম্ম = সহজাত ধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম। সর্ব্বারম্ভ=তাহা সকল, যাহা আরম্ভ করা যায় = কর্ম্ম সকল ; (কয়েক স্থলে ইহার অর্থ—তোমার নহে তবুও নিজের প্রাধান্যের জন্য, গায়ে পড়িয়া আরম্ভ করিবে, এই ভাবের কর্ম্ম ! এখানে, যে ধর্ম্মের কর্ম্মই লওয়া হউক না কেন, তাহা সর্ব্বারম্ভ শব্দ পূর্ব্বেও আমরা পাইয়াছি ১২।১৬ ও ১৪।২৫ শ্লোকে।

অনুবাদ। কৌন্তেয়, দোষযুক্ত হইলেও সহজাত-কর্ম্ম (অর্থাৎ সহজাত ধর্ম নির্দ্দেশিত কর্ম) ত্যাগ করিবে না। যেহেতু যে কর্মই লও, তাহা (সহজাত) ধূমের দ্বারা অগ্নি যেমন আবৃত থাকে, সেইরূপ (কোন না কোন দোষ যাহা তাহাতে অবস্থিত, এইরূপ) দোষের দ্বারা সেই কর্ম স্পৃষ্ট থাকে। (ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ করা স্বধর্ম, কিন্তু তাহাতে প্রাণী হিংসা ঘটিবেই ; বৈশ্যের হলচালনায় অনেক পোকা মাকড় মরিয়া যাইবেই)

ব্যোমব্রহ্ম। ত্রুটি ঘটে ঘটুক, নিজ ক্ষমতানুযায়ী কর্ম ত্যাগ করিবে না। আগুন জ্বলিলেই দহ্যমান বস্তু হইতে যেমনই হউক একটা ধোঁয়া উঠে। যে কাজেই হউক না কেন, সিদ্ধাবস্থায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দোষ না থাকিতে পারে, কিন্তু অনুষ্ঠানাবস্থায় কোন ত্রুটি হইবে না তেমন হইতে পারে না। শিশু চলিবার সময় অনেকবার পড়িয়া যায়, অনেক "টাল" খায়।

Aravinda. সহজ = That which is born with us, whatever is natural, in-born, innate. The emphasis on the relation of a man's outward life to his inward being and in the evolution of his action from his soul and inner law of nature, is the whole sense of tne Gita's idea of কর্ম।

শঙ্কর। অজ্ঞানী সম্পূর্ণ ভাবে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না, সেইজন্য সহজাত কর্ম্মত্যাগ করা উচিত হইবে না শঙ্কর এই এই কথা লইয়া কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা করিয়াছেন। সাংখ্যবাদীদের মতে আত্মা চলন স্বভাবের; বৌদ্ধমতে ইহা প্রতিক্ষণে নষ্ট হয়, পঞ্চস্কন্ধ (রূপ, বেদনা, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা ও সংস্কাররূপ ক্রিয়াই কারক। এই দুই মতেও এই সিদ্ধান্ত হয় যে অজ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্ম অশেষতঃ ত্যাগ হয় না। তবে ইহা মানিলে যে আত্মা যখন কর্ম্ম করে তখন সক্রিয়, আর যখন কর্ম্ম করে না তখন অক্রিয় হয়, কর্ম্ম অশেষতঃ ত্যাগ হতেও পারে, কিন্তু ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হলে তবে স্থিতি পায় এরূপ মানে, অবিদ্যমানের উৎপত্তি ইত্যাদি মানা ঠিক নয়, ভগবানের কথার 'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ ইত্যাদি কথার বিরুদ্ধে যায় ও প্রমাণ প্রমেয় ইত্যাদির তত্ত্ব নষ্ট হইয়া যায়। যদি বল অসৎ-এর কারণ সৎ হইতে পারে, তাহাই বা কি করিয়া হয়। অসৎ, বন্ধ্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুত্রের মত। (শঙ্কর এই ভাবে অনেক শঙ্কা তুলিয়াছেন এবং খণ্ডন করিয়াছেন, ও সিদ্ধান্ত আনিয়াছেন, শরীরাদি (তাহাকে কল্পিত বল বা সত্যই বল) তাহারাই কাজ করে, কাজেই অজ্ঞানী অশেষতঃ কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না; যে জ্ঞানী সেই পারে, সুতরাং সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা ইত্যাদি, স্বে স্বে কর্ম্মণি ইত্যাদি, স্বকর্ম্মণাত্বমভ্যর্চ্চ্য ইত্যাদি, সব ঠিক কথা।

সন্তদাস। অগ্নি ধূমযুক্ত থাকে। ....সকল কর্ম্ম-ই দোষযুক্ত কামনাই দোষ, কোন জাতীয় কর্ম্মেই কোন দোষ নাই, যদি নিষ্কাম ভাবে করা হয়।

রামানুজ। সহজ (সহজাত) হওয়ার জন্য যাহা সুগম ও প্রমাদ রহিত, সেই রকম কর্ম্ম যদি দোষযুক্তও হয়, ইত্যাদি।

রামদয়াল। ধূম নিবারণ করিলে যেমন অগ্নি, শীত ও অন্ধকার দূর করে ও সেবনীয় হয়, সেইরূপ কর্ম্মের দোষাংশ বাদ দিয়া, গুণাংশ গ্রহণ করিলে কর্ম্ম সেবনীয় হয়। সর্ব্বকর্মত্যাগই মুক্তি, নৈষ্কর্ম্যই মুক্তি। স্বাভাবিক কর্ম ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া ঈশ্বর প্রীতির জন্য কৃত হইলে, কর্মের দোষাংশ পরিত্যাগ হইল।

অরবিন্দ। মানুষ যখন সত্য অভিসন্ধি লইয়া এবং নিজের প্রকৃতির ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া কর্ম্ম করে, তখন সে কোনও রূপ পাপ বা মালিন্যের ভাগী হয় না। গুণত্রয়ের ক্ষেত্রে সকল ক্রিয়াই ত্রুটি যুক্ত। ....কর্ম্ম হওয়া চাই সুনিয়ন্ত্রিত। নিয়তং কর্ম্ম, কিন্তু তাহা হওয়া চাই মানুষের স্বরূপতঃ নিজস্ব ভিতর হইতেই নিয়ন্ত্রিত, তাহার সত্তার সত্যের সহিত, সুসমঞ্জসা, ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অরবিন্দ। এই শ্লোকগুলি এবং এই বিষয়ে গীতা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছে, জাতিভেদ সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান বাকবিতণ্ডায় তাহা প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত হইতেছে, কেহ কেহ ইহার ব্যাখ্যা করিয়া প্রচলিত প্রথার সমর্থন করিতেছে, কেহ কেহ জাতিভেদের বর্ত্তমান বংশানুক্রমিকতা অপ্রমাণ করিতেই ইহার সাহায্য লইতেছে। বস্তুতঃ গীতার শ্লোকগুলি প্রচলিত জাতিভেদ সম্বন্ধে প্রয়োজন নহে, কারণ ইহা প্রাচীন সামাজিক চাতুর্ব্বর্ণ্যের আদর্শ আর্য্য সমাজের চারিটি সুনির্দ্দিষ্ট শ্রেণী বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিস এবং গীতার বর্ণনার সহিত ইহার কোনও মিলই নাই। কৃষি, গোরক্ষা,....এখানে বৈশ্যের কর্ম্ম বলা হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী জাতিভেদ প্রথায় যাহারা কৃষি গোরক্ষায় ব্যাপৃত ....শূদ্র শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে কোথাও বা তাহারা সমাজের গণ্ডীর বাহিরে পঞ্চম শ্রেণীতেই পড়িয়াছে। ....কৃষি, রাজকার্য্য, চাকরী, এই সব বৃত্তি ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকই অবলম্বন করিতেছে। এই ভাবে, অর্থনীতিক কর্ম্মবিভাগ এমন গোলমাল হইয়া গিয়াছে যে তাহার আর সংশোধনের কোন সম্ভাবনাই নাই; আর গুণানুসারে কর্ম্মের নীতির স্থান তো জাতিভেদ প্রথায় আরও কম। এখানে আছে শুধু আচারের দৃঢ় বন্ধন, ব্যষ্টিগত প্রকৃতির প্রয়োজনের কোন হিসাবই লওয়া হয় না। আর জাতিভেদ প্রথার সমর্থকগণ ধর্ম্মের দিক হইতে যে তর্ক উত্থাপন করেন তাহা বিবেচনা করিলেও আমরা নিশ্চয়ই গীতার কথাগুলির উপর এমন অদ্ভুত অর্থ আরোপ করিতে পারি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না যে মানুষ তাহার ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও সামর্থ্যের কোন হিসাব না লইয়াই তাহার পিতামাতার বা নিকট বা দূর পূর্ব্ব পুরুষগণের বৃত্তি অনুসরণ করিবে, গোয়ালার ছেলে গোয়ালা হইবে, ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার হইবে; মুচির বংশধরগণ যাবৎকাল পর্য্যন্ত বরাবর জুতাই তৈয়ারী করিবেই—এইটিই হইতেছে তাহার স্বধর্ম্ম; আর নিজের ব্যষ্টিগত প্রেরণা বা গুণাগুণের হিসাব না লইয়া এইরূপ নির্ব্বোধ ও গতানুগতিক ভাবে পর ধর্ম্মের পুনরাবৃত্তি করিলে আপনা হইতেই সে বিকাশের পথে অগ্রসর হইবে এবং অধ্যাত্ম মুক্তিলাভ করিবে—গীতার শিক্ষার এরূপ ব্যাখ্যা আরও অসমীচীন। প্রাচীন চাতুর্ব্বণ্য প্রথা—ছিল একটা আদর্শ, অথবা সাধারণ নিয়ম, বাস্তব জীবনে লোকে অল্লাধিক শৈথিল্যের সহিতই ইহার অনুসরণ করিত, সেইটিই হইতেছে গীতার প্রধান লক্ষ্য। প্রাচীন চাতুর্ব্বণ্য প্রথার তিনটি দিক ছিল, সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক, সংস্কৃতিগত এবং অধ্যাত্মিক। অর্থনীতির দিক দিয়া ইহা সমষ্টি জীবনে চারি প্রকার কর্ম্ম ঠিক করিয়াছিল—ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ও বুদ্ধি বিষয়ক, রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক এবং পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্ম....চারিটি সুনির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে এই চারি প্রকার কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দেওয়ার উপর সমগ্র সমাজ ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। ....এই প্রথা অন্যান্য প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমাজেরও লক্ষণ ছিল ....কিন্তু সুস্পষ্ট শ্রেণী বিভাগ আর কোথাও নাই। প্রাচীন প্রথাটি সর্ব্বত্র ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, এবং তাহার পরিবর্ত্তে আসিয়াছিল একটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিকতর শিথিল ব্যবস্থা ....যেমন ভারতে হইয়াছে একটা বিশৃঙ্খল ও জটিল সামাজিক আড়ষ্টতা ও অর্থ-নৈতিক অচলতা। এই অর্থ—নৈতিক কর্মবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে ছিল একটা কৃষ্টিগত আদর্শ। ....অতীতের সমাজ বিবর্ত্তনের ইতিহাসে ইহার যে মূল্য আছে তাহা ছাড়া আজিকার দিনে ইহার কোনও সার্থকতা নাই। শেষতঃ, যেখানেই এই প্রথা প্রচলিত ছিল সেখানেই ইহা ধর্ম্মভাবের দ্বারা অল্পাধিক সমর্থিত হইয়াছিল। ....গীতা যখন রচিত হয় তখন এই প্রথাটি প্রচলিত ছিল, এবং ইহার আদর্শটি ভারতীয় মনকে অধিকার করিয়াছিল। গীতা এই আদর্শ এবং আধ্যাত্মিক ভিত্তি দুইটিই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে চারিবর্ণ আমার দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে ৪।১৩)।" কেবল এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়াই বলিতে পারা যায় না তে গীতা এই প্রথাটিকে শাশ্বত ও সার্ব্বজনীন সামাজিক ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অন্যান্য প্রাচীন প্রামাণিক, এইরূপ স্বীকার করে নাই, বরং তাহারা স্পষ্টই বলিয়াছে যে আদিতে হইয়াছিল না এবং যুগ বিবর্ত্তনে পরবর্ত্তীকালেও ইহা থাকিবে না। ....তথাপি এই উক্তি হইতে এমন বুঝা যাইতে পারে সামাজিক মানুষের যে চতুর্ব্বিধ কর্ম্মবিভাগ ইহা সাধারণতঃ প্রত্যেক সমাজেই মানসিক ও অর্থনৈতিক প্রযোজনের অন্তর্নিহিত। অতএব যে বিশ্ব পুরুষ সমষ্টিগত ও ব্যষ্টিগত মানবজীবনে নিজেকে অভিব্যক্তি করিতেছেন, এইটি তাঁহারই একটি দিব্য বিধান। বস্তুতঃ এই পদটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছে সাধারণ বুদ্ধির ভাষায় বেদের পুরুষ-সূক্তের বিখ্যাত রূপকটিরই বিবৃতি। ....সামাজিক স্তর বিভাগ যেমন বেশী বেশী স্তর বিভাগ হইয়া পড়িল, মানুষের পদমর্য্যাদা ও কার্য্যতঃ জন্মের দ্বারাই প্রধানতঃ কিম্বা কেবল তাহারই দ্বারা নির্দ্ধারিত হইল এবং পরবর্ত্তী জাতিভেদ প্রথায়, জন্মই পদমর্য্যাদার এক মাত্র বিধি হইয়া দাঁড়াইল। ....গীতা একটি শ্লোকে মানুষের জন্মের সহিত জগৎ কর্ম্মের কথা বলিয়াছে বটে, সহজম্ কর্ম্ম, কিন্তু কেবল ইহা হইতেই বংশানুক্রমিক ভিত্তি বুঝায় না। পুনর্জন্ম সম্বন্ধে ভারতীয় তত্ত্বটিই গীতা গ্রহণ করিয়াছে। (অরবিন্দ এইরূপে কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা করিয়াছেন)

ভূপেন্দ্রনাথ। জীব যতদিন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ না হয়, ততদিন তাহার শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া থাকে না। তবে কি তখন তাহার প্রাণ থাকে না? প্রাণ না থাকিলে গর্ভস্থ জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উৎপত্তি ও পুষ্টি কিরূপে সম্ভব হয়? প্রাণ নিশ্চয়ই থাকে, কিন্তু প্রাণের স্বতন্ত্র ক্রিয়া থাকে না; মাতৃ শরীরের সহিত তাহার নাড়ী সংযুক্ত থাকে, সুতরাং মাতৃ শরীর হইতে শরীর পুষ্টিং উপযুক্ত খাদ্য পাইয়া থাকে। প্রাণ প্রবাহ তখনও থাকে কিন্তু সুষুম্নার মধ্যে বহিতে থাকে, এইজন্য গর্ভস্থ শিশুর জ্ঞানরুদ্ধ হয় না। ভূমিষ্ঠ হইবার সহিত তাহার প্রাণ প্রবাহ নাসারন্ধ্রে প্রবাহিত হইয়া ক্রমে বহির্ম্মুখ হয়। প্রথম প্রথম প্রাণ প্রবাহ ক্ষীণ ভাবে বহির্ম্মুখ হয়, তখনও অন্তঃপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যায় না, তাই অনেক সময় শিশুর দিব্যজ্ঞান বা পুর্ব্বজন্মের স্মৃতি জাগ্রত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে। প্রাণ প্রবাহ বাহ্য শ্বাস-বায়ুর সহিত যত বেশী পরিমাণে মিলিত হয়, ততই তাহার পুর্ব্বস্মৃতি লুপ্ত হয়। ....বহিঃপ্রবাহকে অন্তর্মুখ করিবার চেষ্টাই প্রাণায়ামাদি কৌশল। ....সমস্ত কর্ম্মের প্রথম চেষ্টা দোষযুক্ত থাকে, লাগিয়া থাকিলে ইহার আনন্দ নিজে বুঝিতে পারা যায়। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র প্রাণের বহির্মুখী গতি আরম্ভ হয়, তখন দেহে আত্মবোধ সহ দেহের অক্ষমতা জনিত ক্লেশে শিশু কেবলই কাঁদিতে থাকে, ইহাই শূদ্রভাব ....ক্ষত্রিয়ভাব আত্মজ্ঞান পাইবার জন্য যুদ্ধ। বৈশ্যভাব বিভূতি দেখাইবার চেষ্টা। ব্রাহ্মণভাব শান্ত দান্ত ইত্যাদি।........

Telang. All actions are enveloped by evil, as fire by smoke.

(৪৯) ইহা একটি কঠিন শ্লোক, কারণ কয়েক ভাবের অর্থ ইহাতে আসে; তাহা হয় দুইটি কথার জন্য সন্ন্যাস ও নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি, যাহাতে, আমাদের মোটা বুদ্ধিতে আমরা দুই রকম অর্থ পাই।

৪৯। অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগত স্পৃহঃ
নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিং পরমাং সংন্যাসে নাধিগচ্ছতি ; ৪৯

পদচ্ছেদ! অসক্ত-বুদ্ধি সর্ব্বত্র জিত-আত্মা বিগতস্পৃহঃ নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিম্ পরমাম্ সংন্যাসেন অধিলচ্ছতি।

অন্বয়। সর্ব্বত্র অসক্তবুদ্ধিঃ বিগন্ত-স্পৃহঃ জিতাত্মা সন্ন্যাসের পরমাম্ নৈকর্ম্ম্যসিদ্ধিম্ অধিগচ্ছতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কঠিন শব্দ। সন্ন্যাস :—আমরা ভূমিকাতেই দেখাইয়াছি, এই শব্দ অনেকগুলি অর্থ পাইয়াছে। বেশীর ভাগে টীকাকার ইহার অর্থ কর্ম্মত্যাগ লইয়াছেন। কিন্তু আমাদের মোটা বুদ্ধিতে মনে হয়, সে অর্থ এখানে মোটে চলিবে না। আমরা বার বার ইহা দেখাইয়াছি যে আমাদের মোটা বুদ্ধি গীতার ভিতর পথ পাইয়াছে, গীতার শ্লোকের ভিতরেই। কঠিন শব্দের, কঠিন শ্লোকের অর্থ, গীতা নিজেই আশপাশের শ্লোকে বলিয়া দিয়াছে। এই ১৮;৪৯ শ্লোকের পূর্ব্বেকার আটটি শ্লোকে "স্বকর্ম্ম" পালন করিবারই কথা রহিয়াছে, আর উহা বেশ জোরের সহিতেই বলা হইয়াছে। তাহা হইলে, সন্ন্যাসের অর্থ কর্ম্মত্যাগ (সে যে কারণেই বা যে ভাবেই করা হউক না কেন) এ অর্থ এখানে সঙ্গত হইবে না। কাম্য কর্ম্মত্যাগ, এ অর্থ এখানে সঙ্কীর্ণ হয়। সর্ব্ব সঙ্কল্প ত্যাগ এ অর্থ বরং চলিতে পারে। তাহা ছাড়া কর্ম্ম-ত্যাগ গীতার মোটেই মান্য নহে। এ শব্দের এখানে সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত অর্থ, ভগবানকে নিবেদন করিয়া কর্ম্ম করা। এই অর্থই পাই আমরা পূর্ব্বেকার কয়েকটি ও ৫৩ ও ৫৪ শ্লোকে, (যথা স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানব, ইত্যাদি শ্লোকে)। তাহা ছাড়া ভগবান বহু পূর্ব্বে, তৃতীয় অধ্যায়ে, পরিষ্কারই বলিয়াছেন "ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি"। "নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি", ইহাও এখানে একটি কঠিন কথা ইহার সাধারণ অর্থ, কর্ম্মত্যাগ অবস্থায় থাকা; জ্ঞান লাভ করিবার জন্য যে অবস্থায় অনেকের মতে থাকাই উচিত, কারণ ঐ সব মতে জ্ঞান-কর্ম্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমুচ্চয় হয় না। অনেকের মতে, ইহা সেই অবস্থা যখন কর্ম্ম করিতে করিতে, কর্ম্ম আপনিই খসিয়া যায় এবং জ্ঞানের প্রাপ্তি ঘটে। অনেকের মতে ইহা কর্ম্মকে "অকর্ম্ম ভাবে" করিবার দৃঢ় অভ্যাস প্রাপ্তিই নৈষ্কর্ম্য = অকর্ম্ম। বৈষ্ণব আচার্য্যগণের মতে ইহার অর্থ পুর্ণ শরণাগতিতে সিদ্ধি প্রাপ্তি হওয়া, যে শরণাগতিতে সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" করায়। "কর্ম্মত্যাগে থাকা" অর্থ এখানে চলিবে না, কারণ সন্ন্যাসের অর্থ আমরা "ভগবানে নিবেদন করিতে করিতে কর্ম্ম করা" লইয়াছি। এ ভাবে কর্ম্ম করায়, কর্ম্মফল উৎপন্ন হয় না, ইহা দ্বিতীয় ষট্‌কে এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে বার বার বলা হইয়াছে। কর্ম্মকে "অকর্ম্ম" ভাবে করা, (যাহাতে কর্ম্ম বন্ধন বিরহিত হয়) ইহা একটি মহত্ব পুর্ণ প্রক্রিয়া, আমরা এই অর্থ, নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি' শব্দে দিতে চাহি। এ ভাবে প্রাপ্ত নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি, অন্যান্য অর্থযুক্ত নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি হইতে পরম বা বিশিষ্ট প্রকারের বলিয়া আমাদের মনে হয়, ইহাতে "পরমা" বিশেষণ যুক্ত করা হইয়াছে। জ্ঞান অবশ্য ইহাতেও আসে, তবে কর্ম্ম খসিয়া হয়তো নাও যাইতে পারে, কর্ম্ম না খসিলেও এ সিদ্ধি প্রতিহত হয় না। ইহা কর্ম্ম ও জ্ঞানের সম্মিলন, যাহার উপদেশ ভগবান বিবস্বানকে সৃষ্টির প্রারম্ভ সময়ে দিয়াছিলেন। এই অবস্থায় থাকিয়া, আরও কয়েকটি আচারে নিজেকে রাখিলে (১৮ ৫১-৫৩) ব্রহ্মভূত হওয়া যায়, যাহা জ্ঞানের পরাকষ্ঠা, যাহা হইলে, প্রসন্নাত্মা, ন শোচতি, ন কাঙ্ক্ষতি, সম সর্ব্বেষু ভূতেষু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হওয়া হয়, এবং যাহা পরাভক্তি আনিয়া দেয়। এই ভাবে পাই কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তির সম্মিলন। সংক্ষেপে, কর্ম্মকে 'অকর্ম্ম' ভাবে করার দৃঢ়বদ্ধ অভ্যাসের নাম, আমরা নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি দিয়াছি। কর্ম্মকে অকর্ম্মভাবে করা যায় নানা প্রকারে, তাহারই একটি প্রকার কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করা, "শ্রীকৃষ্ণার্পণ মস্তু" বলিয়া কর্ম্ম করা। ইহাই প্রকৃত সন্ন্যাস (১৮৫৭, ৩৩০, ৫।২৭ ইত্যাদি)। ভাগবতের কয়েক স্থলে নৈষ্কর্ম্ম্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যথা ১।৩৮৩; ১১।৩৮৭; ১১।৪৬ (জগদীশ)। আমাদের নূতনতর ব্যাখ্যা সুধীজনেরা যেন ক্ষমা করেন।

অনুবাদ। সর্ব্ব বিষয়ে আসক্তি শূন্য, সংযত চিত্ত ও ভোগ-তৃষ্ণা বিগত পুরুষ, সন্ন্যাসেন অর্থাৎ কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া, অথবা ভগবানে কর্ম্ম নিবেদন করিয়া কর্ম্ম করিতে থাকিলে, পরম নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি অর্থাৎ, অকর্ম্ম ভাবে কর্ম্ম করিবার পাকা অভ্যাস অথবা শরণাগতিতে আসিবার কৃত কৃত্যতা লাভ করেন। সন্ন্যাস ও নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি পরমা—ইহাদের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

সন্ন্যাস = আসক্তি ও ফলত্যাগ সহ সন্ন্যাস (শঙ্কর ও শ্রীধর) স্বরূপতঃ = কর্ম্মত্যাগ দ্বারা (বলদেব ও বিশ্বনাথ; শিখা-যজ্ঞোপবীত সহ সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ (মধুসূদন) নৈস্কর্ম্ম্যসিদ্ধি = ভগবদ্ ভাব বর্জ্জিত কর্ম্মত্যাগরূপ সিদ্ধি; নিস্ক্রিয় ব্রহ্ম ও আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়াতে যাহা হইতে কর্ম সকল বাহির হইয়া গিয়াছে, যে নিষ্কর্ম্মা, সেই নিষ্কর্ম্মার ভাব নৈষ্কর্ম্ম্য; নৈষ্কর্ম্ম্যই বা নৈষ্কর্ম্ম্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সিদ্ধি নিষ্ক্রিয় আত্মস্বরূপে অবস্থানরূপ সিদ্ধি সম্পান্নতা সেই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি (শঙ্কর); কর্ম্ম নিবৃত্তিরূপ চিত্তশুদ্ধির অবস্থা (সন্তদাস); পরমা = প্রকৃষ্টা, অর্থাৎ কর্ম্মজ সিদ্ধি হইতে অন্যবিধ সদ্যোমুক্তিতে অবস্থান রূপ (শঙ্কর) জ্ঞানযোগের ফলভূত পরমাধ্যাননিষ্ঠা (রামানুজ); নৈষ্কর্ম্ম্য যাহার ফল, সেই যোগসিদ্ধি (মাধ্ব); সর্ব্বকর্ম্ম নিবৃত্তিরূপ সত্ত্বশুদ্ধি শ্রীধর। নিষ্কর্ম = ব্রহ্ম তদ্বিষয় বিচার নিষ্পন্ন জ্ঞান, নৈষ্কর্ম্ম্যরূপসিদ্ধি (মধুসূদন); সম্যগ্ভাবে স্বরূপতঃ কর্মত্যাগরূপ পারিব্রাজ্যসিদ্ধি (নীলকণ্ঠ)।

কৃষ্ণানন্দ। সর্ব্বত্র অনাসক্ত বুদ্ধি...... স্পৃহা শূন্য ব্যক্তিরা সন্ন্যাস দ্বারা পরম নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিলাভ করেন। নিষ্কাম কর্ম করিয়া যাহার চিত্তবৃত্তি বিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনিই শিখাসূত্র পরিত্যাগী হইয়া, পরম নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি নিষ্কর্ম = ব্রহ্ম) নৈষ্কর্ম্য = আত্মজ্ঞান) লাভ করেন। তিনিই সন্ন্যাসী সম্যগ ত্যাগী হইয়া, নিশ্চিন্ত চিত্তে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন। আত্মজ্ঞান লাভ করা ভিন্ন অন্য কোনও উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করা শাস্ত্র নিষিদ্ধ।

সন্তদাস সর্ব্বত্র অনাসক্ত চিত্ত, বশীভূতান্তঃকরণ কামনাবর্জ্জিত যিনি হইয়াছেন, সেই পুরুষ সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া, কেবল আত্মাতে স্থিতিরূপ নৈষ্কর্ম্ম্য যোগসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। কর্ম্মের শেষফল চিত্ত শুদ্ধি ইহাই কর্ম্মের দ্বারা লভ্য সিদ্ধি; ইহা লব্ধ হইলে কর্ম্মের আর আবশ্যকতা থাকে না; কর্ম্মসন্ন্যাস করিতে হয়। এই সিদ্ধাবস্থার কথা পরে বর্ণিত হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিরীন্দ্রশেখর। কর্ম্মসিদ্ধির কথা ১৮।১৩ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে ; এখানে নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধির কথা বলা হইতেছে। কর্ম্মের অনাচরণ নৈষ্কর্ম্ম্য বা অকর্ম্ম। ৪।১৮-২১ শ্লোকে অকর্ম্মের স্বরূপ আলোচিত হইয়াছে। ৩।৪ শ্লোকে আছে কর্ম পরিত্যাগ করিলেই নৈষ্কর্ম্ম্য হয় না, এবং কেবল সন্ন্যাসেই সিদ্ধি হয় না। যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখেন, তিনি মনুষ্য মধ্যে বিদ্বান। কর্ম্মফলে আসক্তি করিয়া যিনি কোন বহির্বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হন না, তিনি কর্ম্মের মধ্যে থাকিলেও বাস্তবিক কিছুই করেন না। এই অবস্থায়ই নৈষ্কর্ম্ম্য ও ইহার আয়ত্ত হইলে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ হয়। পরমা নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি মুক্তি নহে। মুক্তিলাভ বা ব্রহ্মলাভ ইহার পরের অবস্থা। স্বধর্ম্মের আসক্তি শূন্য আচরণে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ হয় ও তাহা হইতে ব্রহ্মলাভ হয়। ব্রহ্মলাভই পরম উদ্দেশ্য ও তৎপ্রতি শ্রদ্ধাই পরানিষ্ঠা।

শঙ্কর। নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মই আত্মা ; এই জ্ঞান হওয়ায় যাহার সর্ব্বকর্ম্ম নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে, সে নিষ্কর্ম্মা, তাহার ভাবের নাম নৈষ্কর্ম্ম্য ও নিষ্কর্ম্মতারূপ সিদ্ধির নাম নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি অথবা নিষ্ক্রিয় আত্মস্বরূপে স্থিত হওয়া রূপ নিষ্কর্ম্মতার সিদ্ধি হওয়াই নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি। এইরূপ কর্ম্মজনিত সিদ্ধি হইতে বিলক্ষণ, আর সদ্যো-মুক্তিতে স্থিত হওয়া রূপ উত্তম সিদ্ধি, উহা সন্ন্যাসের দ্বারা, অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা, অথবা জ্ঞানপুর্ব্বক সর্ব্বকর্ম সন্ন্যাসের দ্বারা প্রাপ্তব্য। তাই বলা হইয়াছে সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংযম্য নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়েৎ। পুর্ব্বোক্ত স্বধর্মানুষ্ঠান দ্বারা ঈশ্বরার্চ্চন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপ সাধনে উৎপন্ন জ্ঞাননিষ্ঠা প্রাপ্তির যোগ্যতারূপ সিদ্ধি যে পাইয়াছে, আর যাহাতে আত্মবিষয়ক বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে সেই পুরুষ যে ক্রমানুযায়ী কেবল আত্মজ্ঞান নিষ্ঠারূপ নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি পায় সেই ক্রম বলিতে হইবে।

মধুসূদন। পুত্র কলত্রাদি আসক্তির করণীভূত হইলেও তাহাদের উপর অসক্তবুদ্ধি অর্থাৎ আমি ইহাদের, ইহারা আমার, এই প্রকার আসঙ্গরহিত হইয়াছে বুদ্ধি যাহার এইরূপ হইবার কারণ এই যে তিনি জিতাত্মা, অর্থাৎ অন্তঃকরণকে বিষয় সকল হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া বশীকৃত করিয়াছেন। যিনি এই প্রকারে শুদ্ধচিত্ত হইয়া, "স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" এই বচনের দ্বারা প্রতিপাদিত কর্মজন্যা যে যে অপরা সিদ্ধি, যাহাতে জ্ঞানের সাধনস্বরূপ বেদান্ত বাক্যবিচার তাহার অধিকার বলা হয়, তাদৃশী জ্ঞান নিষ্ঠার যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি শিখা ও যজ্ঞোপবীত প্রভৃতির সহিত সমস্ত ত্যাগরূপ সন্ন্যাস কর্তৃক বেদান্তবাক্য বিচার হেতু, নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, যাহা অপরাসিদ্ধির ফল স্বরূপ, তাহা সাধনের পরিপক্কতা হেতু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (নিষ্কর্ম = ব্রহ্ম ; বিচারের দ্বারা সুসম্পাদিত যে সেই ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান, তাহাই নৈষ্কর্ম্য, তাদৃশী যে সিদ্ধি, তাহা নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি।) সর্ব্বকর্মসন্ন্যাসরূপ যে নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি, যাহাকে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার যোগ্যতা বলা হয়, যাহা গুণাতীতরূপা সেই যে সিদ্ধি যাহা পরমা অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত সাত্ত্বিকী সিদ্ধির ফলভূতা তাহা প্রাপ্ত হয়, ইহাই তাৎপর্য্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামানুজ। সর্ব্বত্র অসক্তবুদ্ধি ইত্যাদি এইরকম পুরুষ, ত্যাগ হতে অভিন্ন নিশ্চিত কৃত সন্ন্যাসযুক্ত হইয়া কর্ম করিতে করিতে পরম নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি পায়, অর্থাৎ জ্ঞানযোগের ফলরূপা পরম ধ্যান নিষ্ঠাকে পায়। পরে কথিত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধী সমস্ত কর্মের উপরা-মতারূপ ধ্যানযোগের প্রাপ্তি ঘটে তাহাও পায়।

শ্রীধর। পূর্ব্বকথিত কর্মশক্তি ও ফলের ত্যাগরূপ সন্ন্যাসের দ্বারা নৈস্কর্ম্যসিদ্ধি অর্থাৎ সর্ব্বকর্মের নিবৃত্তিরূপ সত্ত্ব শুদ্ধি লাভ করেন। যদিও আসক্তি ও ফলের ত্যাগ পূর্ব্বক কর্মানুষ্ঠানই নৈস্কর্ম্য (কারণ তাহাতে কর্তৃত্ব বিষয়ে অভিনিবেশ নাই (৪ ৮) তথাপি উক্ত প্রকার সন্ন্যাস দ্বারা নবদ্বার দেহপুরে (৫।১৩), এইরূপ পরমহংসের ব্যবহাররূপ সর্ব্বকর্ম্ম নিবৃত্তিতে সিদ্ধি অর্থাৎ সত্ত্বশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

Radhakrishnan. নৈষ্কর্ম্য = the state of transcending all work. This is not a complete withdrawl from all work. Such is not possible as long as we live in the body.

তিলক। অতএব কোথাও আসক্তি না রাখিয়া, মনকে বশ করিয়া নিস্কাম বুদ্ধিতে চলিবে, (কর্ম্মফলের) সন্ন্যাস দ্বারা নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধিলাভ হয় ....সন্ন্যাস মার্গীর দৃষ্টি কেবল মোক্ষের উপরেই থাকে, কিন্তু ভগবানের দৃষ্টি মোক্ষ ও লোক সংগ্রহ উভয়ের উপরেই সমান আছে। ....কর্ম্ম না ছাড়িলে যদি সত্য সত্য মোক্ষ লাভ না হয়; তবে সমস্ত লোকেরই নিজ নিজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যবসায় ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হওয়া উচিত! কর্মসন্ন্যাসমার্গী এই বিষয়ে এ প্রকার কোনই পরোয়া রাখে না কিন্তু গীতার দৃষ্টি অতটা সঙ্কুচিত নহে।

জ্ঞানেশ্বরী। মূলের সহিত কর্ম্মত্যাগ করিলে সন্ন্যাস সিদ্ধ হয়। ....এই ভাবে যে নিষ্কর্ম্মতা উৎপন্ন হয়, তাহাকে নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি বলে। সব সিদ্ধির ইহা শ্রেষ্ঠ। .. কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিয়া ফেলা; তাহার পর তুলিয়াছে যে কাঁটা, তাঁহাকে ফেলিয়া দেওয়ার মত জ্ঞান দিয়া, অজ্ঞান তুলিয়া ফেলিয়া, জ্ঞানকে গিলিয়া ফেলা। এই দশার উপর আর কোন দশা হয় না বলিয়া ইহাকে পরমসিদ্ধি বলে।

রামদয়াল। পরম নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি বা সদ্যমুক্তিপথ প্রাপ্ত হল ....“সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ” এই কর্ম্মজা সিদ্ধির পর নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি। কর্মজা সিদ্ধিলাভ হইলেই জ্ঞানলাভের যোগ্য হয়—ইহার ফলই নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি। যাহাদের কর্ম সিদ্ধিলাভ হইয়াছে, যাহারা নিস্কাম ভাবে কর্ম করিতে করিতে, সর্ব্বজীবে নারায়ণ আছেন, এই পর্যান্ত উঠিয়াছেন। ....শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি কর্মজা সিদ্ধি দ্বারা পরে বেদান্তবাক্য বিচার জনিত জ্ঞানলাভে অধিকারী হন। তখন শিখা এবং যজ্ঞোপবীত সহ সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিলাভ করেন। ....কর্মের সূক্ষ্মাবস্থাই ইচ্ছা, ইচ্ছা করা এবং ইচ্ছা না করা উভয়ই কামনা। ....ইচ্ছারহিত ব্রহ্মের ইচ্ছা না করাও নাই। ....মনুষ্য ইচ্ছা করা ও ইচ্ছা না করা, এই দুই অবস্থা অতিক্রম করিলে জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Modi. According to Sankara, verses 45-55 describe the জ্ঞাননিষ্ঠা and 59 63 ভগবদ্ ভক্তিযোগ which is a means to জ্ঞাননিষ্ঠা। According to (Tilak) verses 49-63 describe only one যোগ namely জ্ঞান মূলক and ভক্তিপ্রধান কর্মযোগ. Modi thinks they refer to two নিষ্ঠাঃ সন্ন্যাস and যোগ (one's duties).

অরবিন্দ। সন্ন্যাসীর ত্যাগের পন্থা এবং গীতার পন্থা উভয়েই এই বিষয়ে এক যে বাহ্য জিনিষের জন্য বহির্মুখী আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে হইবে এবং নীরব নিষ্ক্রিয় পুরুষকে সক্রিয় প্রকৃতি হইতে পৃথক করিতে হইবে। তাহাকে এক আভ্যন্তরীন কর্ম্ম শূন্যতার নৈষ্কর্ম্যে উপনীত হইতে হইবে। আভ্যন্তরীন্ নিষ্ক্রিয়তা এইটিই যোগের প্রথম প্রয়োজনীয় সিদ্ধি। যাহার বুদ্ধি সকল বিষয়ে আসক্তিরহিত, আত্মা স্ববশ এবং বাসনাশূন্য, তিনি সন্ন্যাসের দ্বারা পরম নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধিলাভ করেন। মানুষকে হইতে হইবে সর্ব্বত্র অসক্ত বুদ্ধি ইত্যাদি। ....বুদ্ধিই হইতেছে বর্ত্তমানে আমাদের উচ্চতম তত্ত্ব। ইহাকে নিম্নতম জীবনের সকল জিনিস হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে আর প্রথমে তো মনুষ্যের জীবনের মূল গ্রন্থিস্বরূপ বাসনা হইতে মন ও ইন্দ্রিয়, যে সকল বিষয়ের দিকে ধাবিত হয় তাহাদের প্রতি আসক্তি হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে। প্রথম পাঁচটি শ্লোকে গীতা তাহার বক্তব্যটিকে এমন ভাষায় প্রকাশ করিয়াছে, যাহা আভ্যন্তরীন্ ত্যাগের পন্থা এবং বাহ্য ত্যাগের পন্থা উভয়ের প্রতিই প্রযুক্ত হইতে পারে।....

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোয়েন্‌কা। সন্ন্যাস, জ্ঞানযোগ বাচক, ইহাকে সাংখ্যযোগও বলে। ইহার স্বরূপ ৫১-৫৩ শ্লোকে বর্ণিত। পরম নৈষ্কর্ম্যে সিদ্ধির উপরের অবস্থা, পরাজ্ঞানের দ্বারদেশ।

ভক্তিপ্রদীপ। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি = success in নিষ্কাম কর্ম্ম পরমাং = ultimate সন্ন্যাসেন = by abandoning the fruits of actions.

বিদ্যানন্দ। ক্রিয়া ও কর্মফল ভগবানে সমর্পিত হইতে থাকিলে অন্তে সাংখ্যনিষ্ঠা রূপ নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি অর্থাৎ কর্ম হইতে পুর্ণ নিবৃত্তির পরমহংসাবস্থা লাভ করে।

Radhakrishnan. নৈষ্কর্ম্ম্য = the state of transcending all work ; it is not a complete withdrawl from all work.

ভূপেন্দ্রনাথ। আত্মাতে মন রাখিতে প্রথমে খুব যুদ্ধ করিতে হয় ; সব ইন্দ্রিয় জয় হইলে আর বিষয় স্পৃহা থাকে না। স্বকর্ম দ্বারা ঈশ্বরর্চ্চনা করিলেই উক্তরূপ সিদ্ধিলাভ হয়। ...তখন তিনি অনিচ্ছার ইচ্ছায় সকল কর্ম্ম করেন ....সব যেন কে করিয়া দেয়। এই অবস্থার নামই 'নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি, সর্ব্ব কর্ম্ম নিবৃত্তি, কারণ ইচ্ছারহিত ....সর্ব্বকর্ম্ম, ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া করিলে যে ফল, ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়াও তাঁহার তাহাই হয়। ....ক্রিয়া করিতে করিতে মনও ইন্দ্রিয়ের যে একপ্রকার উপরাম হয়, অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয় বাহ্য বস্তুতে প্রসক্তি দেখায় না, তাহাই কর্ম্মজা সিদ্ধি, এতদ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠার যোগ্যতা লাভ হয়। জ্ঞান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিষ্ঠাই ক্রিয়'র পর অবস্থাতেই থাকা। এইরূপ থাকা অধিকক্ষণ ও ইচ্ছামত হইলেই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ হয়। যাহার হয়, তাঁহার মন কল্পনার অভাবে, আত্মাকারে স্থিত হয়।

Telang. One who is self restrained, whose understanding is unattached, from whom affections have departed, obtains the supreme perfection of freedom from action by renunciation. Sankara says the perfection here spoken of is emancipation, and it is obtained by true knowledge.

৫০। সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা। ৫০

পদচ্ছেদ। সিদ্ধিম্ প্রাপ্তঃ যথা ব্রহ্ম তথা আপ্নোতি নিবোধ মে, সমাসেন এব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা।

অন্বয়। কৌন্তেয়, সিদ্ধিম্ প্রাপ্তঃ যথা ব্রহ্ম আপ্নোতি, তথা যা জ্ঞানস্য পরা নিষ্ঠা এব মে সমাসেন নিবোধ।

কঠিন শব্দ সিদ্ধিম্ = নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি পরমা, ইহা পূর্ব্বশ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা = যে প্রকারে। ব্রহ্ম = ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি, ব্রাহ্মী স্থিতি (২।৭২); আমরা ইহা বহুবার ব্যাখ্যা করিয়াছি, সংক্ষেপে ইহা আকাঙ্ক্ষাহীনতা (২।৭২) অথবা চিত্তে আনন্দভাব সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠা, সমদৃষ্টি প্রাপ্তি। তথা = তাহা। নিষ্ঠা = কোন কিছুতে দৃঢ় স্থিতি, শ্রদ্ধা। সমাসেন = সংক্ষেপ। নিবোধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

= জ্ঞাত হও। (জগদীশ, নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা, ইহার অ
করেন, যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি, জ্ঞানের পরিসমাপ্তি)।

অনুবাদ কৌন্তেয়, পরমা নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি প্রাপ্ত পুরুষ, যে
প্রকারে (অর্থাৎ যে যে আচার পালনে বা যে যে চিহ্নযুক্ত হইয়া)
ব্রহ্মভাব বা ব্রাহ্মীস্থিতি (২।৭২) প্রাপ্ত হন, যাহা জ্ঞানের সর্বোচ্চ
স্থিতি। তাহা আমার নিকট সংক্ষেপে জানিয়া লও।

কৃষ্ণানন্দ। আত্মজ্ঞানের পরিসমাপ্তিরূপ নিষ্ঠাই পরানিষ্ঠা।

তিলক। এই প্রকারে সিদ্ধিলাভ হইলে ঐ পুরুষের জ্ঞানের
পরমনিষ্ঠা, ব্রহ্ম, যে রীতিতে লাভ হয়, তাহা শোন।

সন্তদাস। এই প্রকার স্বধর্ম্মপালনরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়া
যে প্রকারে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান সাধনা
যাহাতে পর্য্যবসিত হয় তাহা শোন।

শ্রীধর। এই প্রকার পরমহংসের জ্ঞানে নিষ্ঠা দ্বারা ব্রহ্ম
ভাবের বিধান বলিতেছেন, ছয় শ্লোকে। নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি ও সত্ত্ব
শুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যে প্রকারে ব্রহ্মলাভ করেন, তাহা সংক্ষেপে
ইত্যাদি। নিষ্ঠা = পরিসমাপ্তি। প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও ব্রহ্মপ্রাপ্তি
এক সঙ্গেই হয়।

আশু। সিদ্ধি = সন্ন্যাস সিদ্ধি।

শঙ্কর। পরানিষ্ঠা কিরূপ? আত্মজ্ঞান যেরূপ। আত্মজ্ঞান
কিরূপ? আত্মা যেরূপ? আত্মা কিরূপ? উপনিষদ বাক্য ও
ন্যায়তঃ ভগবান যেরূপ বলিয়াছেন। আত্মাকে কোথাও আকারবান
বলা হয় নাই, তবে আদিত্যবর্ণ ইত্যাদি বলা হইয়াছে। তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তমোরূপ প্রতিষেধ। যে জ্ঞাননিষ্ঠারূপ প্রকারে ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়, সেই জ্ঞাননিষ্ঠা প্রাপ্তিক্রম শোন। অন্তিম অবধি পরিসমাপ্তির নাম নিষ্ঠা। জ্ঞান বিষয়াকার, কিন্তু আত্মা তাহা হয় না। তাহা হইলে আত্মজ্ঞান কি, যদি আত্মা নিরাকার হয়? জ্ঞান সেই কারণে নিরাকার হইলে, তাহার দ্বারা ভাবনা ও নিষ্ঠা কি করিয়া হইবে। উত্তর এই যে, আত্মা নির্ম্মল স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম হওয়ায় ও বুদ্ধিও আত্মার মত নির্ম্মল হওয়ায়, তাহার আত্ম চৈতন্যের আকারে আভাষিত হওয়া হয়। দেহাত্মবাদীরা কেহ শরীরকে, কেহ ইন্দ্রিয়কে কেহ মনকে আত্মা বলে,....সেইজন্য দাঁড়ায় এই ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য প্রযত্ন কর্ত্তব্য নহে, কারণ ব্রহ্মতো অতি প্রসিদ্ধ; বিবেকহীন মনুষ্যের কাছে অপ্রসিদ্ধ। কেহ তথা কথিত পণ্ডিত বলেন, আত্মতত্ত্ব নিরাকার হওয়ায় বুদ্ধি তাহাকে পায় না; সম্যক জ্ঞান নিষ্ঠা দুঃসাধ্য। যে সত্যই পণ্ডিত, আত্ম চৈতন্য অতিরিক্ত কোন বস্তুই তাহার উপলব্ধি হয় না। তাই বলিয়াছেন যস্যাং 'জাগ্রতি ভূতানি ইত্যাদি।' জ্ঞান প্রত্যক্ষ, স্বপ্রকাশ। জ্ঞানের জন্য প্রযত্নের দরকার নাই। তবে অনাত্মবুদ্ধির নিবৃত্তির জন্য দরকার। সেইজন্য জ্ঞান নিষ্ঠ সুসম্পাদ্য।

মধুসূদন। ব্রহ্মজ্ঞান উৎপত্তি বিষয়ে সাধন সকলের ক্রম বলিতেছেন।....জ্ঞানোৎপত্তি-যোগ্যতারূপা অন্তঃকরণ শুদ্ধিলাভ করিয়া, যেরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ যে প্রকারে শুদ্ধ আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করে ....আমার কথা শুনিয়া তাহা অবধারণ কর। তাহার অবধারণ করিলে কি হইবে? ইহার উত্তর—যাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানস্য পরানিষ্ঠা, অর্থাৎ বেদান্তবাক্যের বিচার হইতে নিষ্পন্ন, জ্ঞানের পরিসমাপ্তি, যাহার পর আর অন্য কোন সাধনের অনুষ্ঠান করিতে হয় না, তাহা শ্রেষ্ঠা, যেহেতু ইহাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষের হেতু। টীকাকার ভাবপ্রকাশঃ—স্বভাব নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, তাহার লক্ষণ অসক্ত বুদ্ধি ইন্দ্রিয় জয়, স্পৃহা শূন্যতা। ইহারা জ্ঞানযোগ্যতা আনিয়া দেয়। কর্ম্মদ্বারায় এই জ্ঞান যোগ্যতা লাভই কর্ম্মস্তরের সাধনার চরমফল। ইহা লাভ হইলেই, কর্ম্মদ্বারা যে, শুদ্ধি কার্য্য তাহা লাভ হইয়াছে মনে করিতে হইবে। নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিরূপ যে পরমজ্ঞান তাহা পরে উহা হইতে লাভ হয়। এই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি ও সন্ন্যাস একই কথা। কর্ম্ম জন্য সিদ্ধি হইতে জ্ঞানের পরম অবস্থা কি করিয়া লাভ হয়। তাহাই পরবর্ত্তী শ্লোক কয়টিতে বলিয়াছেন।

রামানুজ। সিদ্ধি প্রাপ্ত পুরুষ মরণকাল পর্য্যন্ত কৃত কর্ম্ম যোগের ফলরূপা ধ্যান সিদ্ধি প্রাপ্ত পুরুষ যে প্রকারে ব্রহ্মকে পায় ইত্যাদি। জ্ঞানের পরানিষ্ঠা ইহা যে ব্রহ্ম তাহা বিশেষ রূপে বলা হইয়াছে। ধ্যান রূপ, জ্ঞানের পরানিষ্ঠা।

Radhakrishnan. Having attained perfection he attains to that Brahman, the Supreme Consummation of wisdom.

বলদেব। স্ব স্ব বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ম্মদ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করিলে মানুষ সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগান্তর আত্ম ধ্যান নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এতাদৃশ আত্মধ্যান নিষ্ঠা দ্বারা যেরূপে ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ যে অবস্থা প্রাপ্ত হইলে অণিমা লঘিমাদি গুণাষ্টয় আবির্ভূত হয়, এবং স্বস্বরূপ অনুভূত হইয়া থাকে (আমার নিকট শোন)। জ্ঞানের পরানিষ্ঠা অর্থাৎ পরমেশ্বর বিষয়ক জ্ঞান।

রামদয়াল। সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যেরূপে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। এই ব্রহ্ম প্রাপ্তিই জ্ঞানানুষ্ঠানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিসমাপ্তি। ক্রম এইরূপ:—প্রথমেই ভগবদারাধনা। নিত্যক্রিয়া নিষ্কামভাবে করিতে করিতে, যখন সর্ব্বদা "তুমি প্রসন্ন হও" মনে পড়িতে থাকিবে, তখন তাঁহার প্রসন্নতা-লাভে সাধকের চিত্ত শুদ্ধ হয়। ভগবান প্রসন্ন হইয়া তাহার রাগদ্বেষ দূর করিয়া দেন। চিত্ত রাগদ্বেষ রূপ মল বর্জ্জিত হইলেই সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, ভগবানে তন্ময় হইয়া যায়। ইহাই চিত্তক্ষয়। এইরূপ চিত্ত, বেদান্ত বাক্য শ্রবণ ও মনন করিতে করিতে জ্ঞানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অনুষ্ঠানে আইসে। এইরূপে আত্মজ্ঞান লাভ করে। ....স্ব স্ব বর্ণাশ্রম মতে কর্ম্মদ্বারা ঈশ্বরের অর্চ্চনা কর। তখন ভগবানের প্রসাদ বুঝিতে পারিবে। সেই প্রসন্নতা বুঝিলে সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ হইতে পারিবে। ইহাই জ্ঞানোৎপত্তির যোগ্যতারূপ সিদ্ধি। ইহারই অন্য নাম চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধির পরে যেরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি। ....জ্ঞাননিষ্ঠাই এই অবস্থায় লাভ করিতে হয়।

গোয়েন্‌কা। সিদ্ধি = পূর্ব্ব শ্লোকের নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি। এখানে যাহাকে জ্ঞানের পরানিষ্ঠা বলা হইয়াছে ও ৫৪ শ্লোকে যাহাকে পরাভক্তি বলা হইয়াছে, তাহারই বাচক এই সিদ্ধি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যোমব্রহ্ম। লোক সিদ্ধিলাভ করিয়া যেরূপে ব্রহ্মলাভ করে; শোন ; যাহা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ অবস্থা।

সচ্চিদানন্দ। (৫০—৫৬) "সিদ্ধিং প্রাপ্ত ; যথা ব্রহ্মাপ্নোতি তথা" এইরূপ অন্বয়। সাত্ত্বিক ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ হয়। পরে কর্ম সন্ন্যাস পূর্ব্বিক জ্ঞান নিষ্ঠার দ্বারা মোক্ষলাভ হয়। ....সপ্তম অধ্যায়ের জ্ঞাননিষ্ঠা নিরূপণ সমাপ্ত হইল।

Modi. In verses 49, 50 there are 3 or 4 stages, the first is that of সন্ন্যাস, the second is that of পরম নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি (as in 49 ; it is only a further stage of নৈষ্কর্ম্ম্য of 3.4 ; নৈষ্কর্ম্ম্য being a stage where it is not compulsory for a man to do his duties), and the third being that of ব্রহ্ম প্রাপ্তি, the last being called জ্ঞানস্য পরানিষ্ঠা। সন্ন্যাস is বিবিদিষা সন্ন্যাস। শঙ্কর takes নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি to mean actual renunication of all duties. Tilak takes সন্ন্যাস as ফলত্যাগ। Modi takes knowledge of ব্রহ্মণঃ = পরানিষ্ঠা of জ্ঞান, as attainment of ব্রহ্ম।

ভক্তিপ্রদীপ। attains Brahman who is the acme of his জ্ঞান।

বিদ্যানন্দ। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের প্রক্রিয়া জানবার পর, আর জানবার কিছু থাকে না, উহাই জ্ঞানের পরিসমাপ্তি। ....দীপ শিখার মত শান্ত নিশ্চল, ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠের পদ। ....ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি ; অন্তে আত্মবতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূপেন্দ্রনাথ। বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়গুলি নির্লিপ্ত হইয়া কর্ম্ম উৎপন্ন করে। যখন এগুলি আর কর্ম্ম উৎপন্ন করিতে পারে না, তখনই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি হয়। কিরূপ সাধনায় ইহা হয় তাহা এইবার বলিবেন। জ্ঞান এবং জ্ঞানের পরিসমাপ্তি—জ্ঞান হইলে ব্রহ্ম দর্শন আত্মাকারে স্থিতি, যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থাতে হইয়া থাকে; আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিঃশেষরূপে স্থিতি পরমা সিদ্ধি। জ্ঞানই জ্ঞেয়াকারে প্রকাশিত হয়, এইজন্য জ্ঞান ও জ্ঞেয় অভেদ। ....আত্মচৈতন্য দেহ মনাদিতে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ সকলকে চৈতন্য যুক্ত করে। চৈতন্য উহাদের ধর্ম্ম নহে।

Telang. Learn....only in brief, how one who has obtained perfection attains the Brahman, which is the highest culmination of knowledge.

৫১। নিম্নের সাধনাগুলি, ব্রাহ্মীস্থিতিতে আপনিই আসে, বা তাহাতে প্রয়োজন হয়। ইহা ব্রাহ্মীস্থিতির অঙ্গ (২।৭২)

৫১। বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ

শব্দাদীন্ বিষয়ান্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ

৫২। বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ

ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ৫২

পদচ্ছেদ। বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তঃ ধৃত্ব আত্মানম্ নিয়ম্য চ শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা রাগ-দ্বেষৌ ব্যুদস্য চ। বিবিক্ত সেবী লঘ্বাশী যত-বাক্-কায়-মানসঃ ধ্যানযোগপরঃ নিত্যম্ বৈরাগ্যম্ সমুপাশ্রিতঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্বয়। বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্-কায়-মানসঃ বৈরাগ্যম্ সমুপাশ্রিতঃ নিত্যম্ ধ্যানযোগপরঃ ধৃত্যা আত্মানম্ নিয়ম্য চ শব্দাদীন বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা চ রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য

কঠিন শব্দ। উপরের এবং পরের শ্লোকের বাক্যগুলি, গীতার বহুস্থানে আসিয়াছে যথা গুণাতীতের লক্ষণভাবে। বিবিক্তসেবী =নির্জ্জন স্থান সেবক, অর্থাৎ নির্জ্জন স্থানবাসী। লঘ্বাশী= মিতাহারী। যতবাক্ কায় মানস = বাক্য দেহ ও মন সংযতকারী। বৈরাগ্যম্ সমুপাশ্রিত = প্রকৃষ্টরূপে বৈরাগ্য আশ্রয়কারী। নিত্যম্ ধ্যানযোগপর = সর্ব্বদা ধ্যানে নিরত পুরুষ। ধৃত্যা আত্মনম্ নিয়ম্য =ধৃতির দ্বারা দেহমনাদিকে (সংঘাতকে) একতানতার বশে রাখিয়া, (ধৃতি, পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ব্যুদস্য = নষ্ট করিয়া।

অনুবাদ। বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত, একান্তবাসী, মিতাহারী, বাক্য, দেহ ও মন সংযত করিয়া প্রকৃষ্টরূপে বৈরাগ্য আশ্রয়কারী, নিরন্তর ধ্যানে নিজেকে যুক্ত রাখা পুরুষ, ধৃতি দ্বারা সংঘাতকে একতানতায় নিয়ন্ত্রিত রাখিয়া, শব্দাদি বিষয় ত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ ঐ সকলে আকৃষ্ট না হইয়া, সমাধিমগ্ন হইয়া, রাগও দ্বেষ দুইকে নষ্ট করিয়া—ইহার পর, পরের শ্লোকটি আসিবে)—

সন্তদাস। বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত পুরুষ ধারণার দ্বারা চিত্তকে নিশ্চয় করতঃ শব্দাদি বিষয়ের ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া, কাহার এবং কিছুর উপর দ্বেষ ও অনুরাগ পরিহার করতঃ ইত্যাদি।

ভূপেন্দ্রনাথ। বিশুদ্ধ বুদ্ধি= যাহার বুদ্ধিতে আত্মাতিরিক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন বস্তু ভাসে না। ধৃতি = প্রাণ স্থির হইলেই বুদ্ধি আপনাতে আপনিই স্থির হইয়া যাইবে—সেই অবস্থায় থাকার নামই ধৃতি। জ্ঞানযোগ পরঃ = প্রত্যহ ধ্যানাভ্যাস ও যোগাভ্যাস। বৈরাগ্য = উক্তরূপ অভ্যাসের ফলে, এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন অভ্যাসই থাকে না।

Telang. ধ্যানযোগ = meditation and mental abstraction. Abstraction is concentration and exclusive meditation, (শঙ্কর) ; others take it as meditation simply.

৫৩। অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্

বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। ৫৩

পদচ্ছেদ। অহংকারম্ বলম্ দর্পম্ কামম্ ক্রোধম্ পরিগ্রহম্ বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তঃ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।

অন্বয়। যথাবৎ।

কঠিন শব্দ। পরিগ্রহম্ বিমুচ্য = বৃথা প্রতিগ্রহ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিয়া। নির্ম্মমঃ = মমতা (আমার আমার রহিত পুরুষ। শান্তঃ = প্রশান্ত চিত্ত পুরুষ। ব্রহ্ম ভূয়ায় কল্পতে = ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইবার যোগ্য বিবেচিত হয়। (ব্রহ্ম ভূয়ায় কল্পতে, ইহাও কয়েকবার গীতায় আসিয়াছে। ব্রহ্মভূত হওয়া = সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু (১৮।৫৪)। গীতা বারবার ব্রহ্ম কথাটা এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান, ইহাই পরজ্ঞান, ইহাই পরাভক্তি, ইহাই যোগ (সমত্বম্ যোগমুচ্যতে)

অনুবাদ। অহংকার বল দর্প কাম ক্রোধ ও বৃথা প্রতিগ্রহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিলে, মম-তা রহিত, প্রশান্ত চিত্ত পুরুষ, ব্রহ্মভাব বা ব্রাহ্মীস্থিতি প্রাপ্ত হইবার যোগ্য বিবেচিত হন। (ব্রহ্মভাব পুর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

কেহ, পরিগ্রহ = উপবীত, তিলক, ফোঁটা মালা ত্রিশূল বলিয়াছেন। "ব্রহ্ম ভূয়ায় = ব্রহ্ম ভাব। ধ্যানযোগ পরায়ণ = "ঈশ্বর চিন্তা পরায়ণ হইয়া"। ধৃত্যাত্মন = "অধ্যবসায় দ্বারা চিত্তকে সংযত করিয়া শব্দাদি বিষয় সকল ত্যাগ করিয়া" শান্ত = বিক্ষেপ শূন্য। ধ্যানযোগ পরায়ণঃ—আত্মচিন্তন = ধ্যান; আত্মস্বরূপ বিষয়ে চিত্তের একাগ্রীকরণ = যোগ সেই ধ্যান ও যোগ প্রধানরূপে যাহাতে করণীয়। শঙ্কর); ধ্যান দ্বারা যে ব্রহ্ম সংস্পর্শরূপ যোগ হয়, তৎপরায়ণ (শ্রীধর)। হরিচিন্তন নিরতঃ (বলদেব); চিত্তকে আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করিয়া তাহার আবৃত্তি পুনঃ পুনঃ অনুচিন্তন) = ধ্যান; চিত্তের আত্মস্বরূপ উপলব্ধি দ্বারা চিত্তবৃত্তি শূন্য করিয়া ফেলা = যোগ, তৎপরায়ণ, মন্ত্রজপ তীর্থ যাত্রাদি পরায়ণ নহে, মধুসূদন)। পরিগ্রহ = পরোপনীত শরীর ধারণোপযোগী বাহ্যোপকরণ গ্রহণ করা। ব্রহ্মভূয়ায় = ব্রহ্মসহ অভিন্ন, ব্রহ্ম স্বরূপের সহিত এক, ব্রহ্মভাব, ব্রহ্মেতে স্থিতি, উন্মনস্কতা (মাধ্ব); ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার (মধুসূদন।

মধুসূদন। 'রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ', এই "চ" এর অর্থ জ্ঞানের বিক্ষেপক অপরাপর বিষয়। কাম = বিষয়াভিলাষ। পরিগ্রহ = শরীর ধারণের নিমিত্ত অসুস্থ হইলেও, অন্যের দ্বারা উপস্থাপিত বাহ্য উপকরণ বিমুচ্য অর্থাৎ ত্যাগ করিয়া, এমন কি শিখাসূত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্যাগ করিয়া, মাত্র কৌপীন ও কমণ্ডলু রাখিয়া, নির্ম্মম অর্থাৎ দেহ এবং জীবনের প্রতিও মমত্ব রহিত হইয়া, যিনি চিত্ত বিক্ষেপ শূন্য (শান্ত । তিনি জ্ঞান সাধনের পরিপক্কতা ক্রমে. ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে. অর্থাৎ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে সমর্থ হইয়া থাকেন ।

গিরীন্দ্র । নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধ ব্যক্তি ব্রহ্মলাভের উপযুক্ত হন। ব্রহ্মের সহিত একীভাবে অবস্থিত প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না. সর্ব্বভূতে সমত্ব ভাবাপন্ন হইয়া পরাভক্তি অর্থাৎ মদ্‌ভক্তি লাভ করেন। ভক্তির দ্বারা আমার বিস্তার ও আমার স্বরূপ জানিতে পারেন ও সেই জ্ঞানের অনন্তর আমাতে প্রবেশ করেন।

শঙ্কর । তথা পরমহংস পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হইয়া....এইজন্য যে শান্ত তথা উপরতি যুক্ত হয়, এই রকম যাহারা পরিশ্রম রহিত জ্ঞাননিষ্ঠ যতি হয়. সে ব্রহ্মরূপ হওয়ার যোগ্য হয়।

রামানুজ । বিশুদ্ধ বুদ্ধি = আত্মতত্ত্বকে বিষয় করেছে যে বুদ্ধি, ধৃতি দ্বারা আত্মাকে বশ করেছে যে, ইত্যাদি। এই প্রকার ধ্যান যোগ করা পুরুষ ব্রহ্মভাবকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যথার্থ আত্ম স্বরূপকে অনুভব করে।

শ্রীধর । উক্ত প্রকারে বিশুদ্ধ, পূর্ব্বোক্ত সাত্ত্বিক বুদ্ধির সহিত যুক্ত থাকিয়া এবং সাত্ত্বিক ধৈর্য্য দ্বারা, কার্য্যকারণের সমষ্টিরূপ আত্মাকে অর্থাৎ সেই বুদ্ধিকে নিয়মিত নিশ্চয় করিয়া, শব্দাদি বিষয়গুলিকে ত্যাগ করিয়া ইত্যাদি। শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে = পরম উপরাম লাভ করিয়া 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ নিশ্চলভাবে অবস্থানের যোগ্য হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Radhakrishnan. শঙ্কর takes it to mean meditation on the nature etc.

রামদয়াল ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে = ব্রহ্ম ভাবনায় সাক্ষাৎকারে সমর্থ হয়।

অরবিন্দ। ধ্যানযোগ পরোনিত্যং = সর্ব্বদা ধ্যানে রত থাকা হইতেছে সুদৃঢ় পন্থা যাহার দ্বারা মানুষের অন্তপুরুষ তাহার শক্তিময় সত্তা এবং তাহার নৈঃশব্দময় সত্তা সিদ্ধ করিতে পারে। অথচ শুধু ধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকিবার জন্য কর্ম্মময় জীবন পরিত্যাগ করা চলিবে না। পরম পুরুষের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে সকল কর্ম্মই করিতে হইবে।

জ্ঞানেশ্বরী। যতক্ষণ, ধ্যেয় ধাতা ও ধ্যান তিন একরূপ না হয়ে যায়, ততক্ষণ সে ধ্যান করে....এই ভাবে আত্ম প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জ্জন করে।

Modi. ব্রহ্মভূয়ায় does not mean (1) faith in ব্রহ্ম or theoretical knowledge o ব্রহ্ম's identity with জীব, or (2) simply peace of mind (Otto). Verses 54 and 58 support the নিরাকার and সাকার aspect of the Reality.

নীলকণ্ঠ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে = ব্রহ্মত্ব লব্ধ হইয়া থাকে।

বলদেব। ধ্যানযোগ পর = হরিচিন্তা পরায়ণ।

অরবিন্দ। অহংকে লয় করিয়া নির্ব্যক্তিক আত্মা হওয়া আমাদের চৈতন্যে এই নির্ব্যক্তিক ব্রহ্ম হইয়া উঠা, ইহাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়েছে, এই যোগের প্রথম সাধনা। ইহা কেমন ক'রিয়া করিতে হইবে? গীতা বলিয়াছে প্রথমতঃ বুদ্ধির যোগের দ্বারা আমাদের বিশুদ্ধীকৃত বুদ্ধিকে বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম সত্তার সহিত যুক্ত করিতে হইবে।

Radhakrishnan. ব্রহ্মভুয়ায় কল্পতে = He bacomes worthy of becoming one with ব্রহ্ম।

ভূপেন্দ্রনাথ। পরিগ্রহ = ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য অর্থসংগ্রহ করাও উচিত নহে (ইহা কেবল সন্ন্যাসীদের পক্ষেই সম্ভব। নির্ম্মম = আমিও আমার থাকে না; এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই সাধক প্রশান্ত হইয়া যান, চিত্তে কোন উদ্বেগের তরঙ্গ উঠে না, ইহাই পরম নিবৃত্তিরূপ উপ-শান্তি। এই অবস্থা প্রাপ্ত যোগী ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া ব্রহ্মই হইয়া যান।

Telang. ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে = becomes fit for assimilation with the Brahman.

৫৪। যিনি নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি ও উপরে দেওয়া সাধনাদি দ্বারা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, তাঁহার কি হয়?—

৫৪। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্। ৫৪

পদচ্ছেদ। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্ন আত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি,
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিম্ লভতে পরাম্।

অন্বয়। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি, সর্ব্বেষু ভূতেষু সমঃ, পরাম্ মদ্ভক্তিম্ লভতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কঠিন শব্দ। ইহার ভিতর বহু বাক্য পূর্ব্বে আনিয়াছে, যথা ২।২৪, ৫।১৯, ৬।২৭, ১২।১৭, ৬।১৮, ১৪।২৬ ইহার অনেকগুলি কথা, ব্রহ্মভাব অর্থে কি বুঝায় তাহা বলিয়া দিতেছে; আর যাহা বিশেষ দ্রষ্টব্য তাহা, এই কর্ম্মযোগের কেন্দ্রীয় কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাহার পর ভক্তি, জ্ঞান ও পরা ভক্তির কথা আনিয়া এই উপসংহার অধ্যায়ে তিনের মিলন এখানে করিয়া দিলেন। এ সম্বন্ধে আরও কথা পরে আসিবে। জ্ঞানবাদীদের অহং ভাবের উপর মনে হয় না, গীতা কোথাও বিশেষ জোর দিয়াছে। সমদর্শনে স্থিত যিনি, তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত (৫।১১ ইত্যাদি) ব্রহ্ম আনন্দময়, যিনি প্রসন্নাত্মা তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত; যিনি রাগদ্বেষের উর্দ্ধে, তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত (১৫ ২৭)। ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি; অর্থ কি অনেকবার বলা হইয়াছে যথা ২।৭২. ৫ ১৯,২০, ২৪, ২৫, ২৬ ইত্যাদি)।

পরাভক্তি, নারদ শুকদেবাদির ভাব— আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে, কুর্ব্বন্ত্য হৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূত গুণোহরিঃ (ভাগবত ১।৭।১০)।

অনুবাদ। সেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত পুরুষ, প্রসন্নচিত্ত থাকেন, শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না, সর্ব্বভূতে সমদর্শী হন (এইসব ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির লক্ষণ বা জ্ঞানী পুরুষের লক্ষণ), এবং আমাতে পরাভক্তি লাভ করেন। (সেই পরাভক্তি প্রাপ্ত পুরুষ কি করেন পরের শ্লোকে আসিবে) (এই পরাভক্তি, হয়তো ভাগবতের সেই ভক্তি যাহার দুই পুত্র, জ্ঞান ও বৈরাগ্য। পরাজ্ঞানে পরাভক্তিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুধু জীব = ব্রহ্ম নহেন, জীব = অন্য জীবও ; সম সর্ব্বেষু ভূতেষু। ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত ব্যক্তির হৃদয় শুষ্ক থাকে না, তাহা ভক্তিতে দ্রবীভূত হইয়া যায়। জ্ঞানে ও ভক্তিতে, দুই পথের নিচের দিক পরস্পর হইতে বিভিন্ন হইলেও, উর্দ্ধতম স্থানে মহামিলনে, নিজেদের স্বাতন্ত্রতা হারাইয়া ফেলে। নারদ শুকদেব ইত্যাদি তাঁহারা যুগপৎ পরম জ্ঞানী পরমভুক্ত ছিলেন। জ্ঞান চূড়ান্ত অবস্থায় পরাভক্তি হয়। ব্রহ্মভূত অবস্থায়, অর্থাৎ সমদর্শনে, শোক ও মোহের উপরে স্থিতও হওয়া হয়। সুখ বা দুঃখ, দ্বন্দ্বভাবের অতীত এ অবস্থা, ইহা পূর্ব্বে বহুবার বলা হইয়াছে। পরাভক্তি, আমাদের মোটা বুদ্ধিতে "শরণাগতি" (১৮।৬১।৬২,৬৫), যাহা কর্ম্মের উপর, নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি উপর, জ্ঞানের উপর উপর এমন কি ভক্তিরও উপরের স্তর, অথচ যাহাতে সব আছে। ভক্তির উপরের কথা বলিয়া, 'পরা' বিশেষণ (অথবা, যে ভক্তি জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা পরাভক্তি ৭ ১৬।)

ব্যোমব্রহ্ম। ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত ব্যক্তি প্রসন্নচিত্ত হইয়া থাকেন, শোক ও আকাঙ্ক্ষা করেন না। সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া আমাতে শ্রেষ্ঠভক্তি লাভ করেন। প্রসন্নচিত্ত = আত্মপ্রসাদ স্বভাব প্রাপ্ত (শঙ্কর)। যে যোগী নিদ্রা বা লয় অবস্থায় নিপাতিত হন, তিনি সেই অবস্থা হইতে উত্থান করিলে দেহের জড়তা লইয়া, তমোগ্রস্ত-চিত্তবৎ তন্দ্রালু হইয়া উত্থান করেন; যিনি ব্রহ্মভূত হইয়াছেন তিনি প্রসন্নচেতা লঘু শরীর অমৃতের ন্যায় সর্ব্বেচ্চ সুখে তৃপ্ত হইয়া, ভদেক প্রবণতা বশতঃ, যাহা হারাইয়াছে, তাহার জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোক করেন না, যাহা পান নাই তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না। সমুদায়ে ভূতে সম = এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান সম্পন্ন যোগী, সমুদায় ভূতে বৈরাগ্যভাব বর্জ্জিত (৪।৩৫)। পরা = অব্যবধানে সাক্ষাৎকার ফলযুক্তা (মধুসূদন)।

রামানুজ। মদ্ ব্যতিরিক্ত সকল ভূত অনাদরণীয় এ বিষয়ে সম, অর্থাৎ নিখিল বস্তু সমূহকে তৃণবৎ মনে করিয়া সর্ব্বত্র আমাতে পরাভক্তি লাভ করে।

শঙ্কর। প্রসন্নাত্মা = যাহার অধ্যাত্ম প্রসাদ লাভ হইয়াছে। সম = সকল ভূতের সুখ ও দুঃখ, যে নিজের সুখ দুঃখের সমান দেখে। ....চতুর্বিধা ভজন্তে মাম্, ইহার ভিতর যাহা চতুর্থ ভক্তি, ভজনরূপ পরাভক্তি পায়।

কৃষ্ণানন্দ। যিনি ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত শোকে উদ্বিগ্ন হন না, কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা করেন না, সর্ব্বভূতে সমদর্শী, তিনিই আমার পরাভক্তি লাভ করেন। ... জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। যে ভক্তি দ্বারা মনুষ্য সাধারণতঃ ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহার নাম শ্রদ্ধা বা গৌণী ভক্তি। কিন্তু পরাভক্তি কর্ম্ম উপাসনা ও জ্ঞানরূপ সাধন সকলের পরিণাম ফল স্বরূপ। জ্ঞানের পরিপাকাবস্থার নামই পরাভক্তি। বৈধকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে নিষ্ঠা, নিষ্ঠা হইতে শ্রদ্ধা বা গৌণী-ভক্তি, গৌণী ভক্তির দ্বারা ভগবদুপাসনা। ভগবদুপাসনার দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি, চিত্ত শুদ্ধির দ্বারা জ্ঞান, ইষ্টোপাসনার ফলস্বরূপ গৌণ অপরোক্ষ জ্ঞান বা সগুণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার। ইহা শ্রবণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনন বা বিচারণা দ্বারা পরোক্ষ জ্ঞান নহে। জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি ও ভগবৎসাক্ষাৎকার, ভগবৎ সাক্ষাৎকারের ফলে সাধকের প্রতি তাঁহার কৃপাদৃষ্টি হয়, এবং কৃপাদৃষ্টি হইতে পরাভক্তি উদয় হয়। চিন্তার নিবৃত্তিই চিত্তশুদ্ধি বা চিত্তবৃত্তি নিরোধ· চঞ্চলতাই মনের মলিনতা। উপাস্য দেবতার ধ্যান ভজনাদি করিতে করিতে ক্রমে চিত্তের নিশ্চলতা হইবে. উপাস্য সাক্ষাৎকাররূপ গৌণ অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। এইরূপ সাধক দেহান্তে সালোক্য সামীপ্যাদি পায়।

সন্তদাস। ব্রহ্মভাবে স্থিত প্রসন্নাত্মা পুরুষ সমস্ত প্রাণীতে তাহার সমদর্শন উপজাত হয় এবং তৎপর তিনি মৎসম্বন্ধিনা পরা ভক্তি লাভ করেন·

মধুসূদন। ব্রহ্মভূত অর্থাৎ শ্রবণ ও মননের অভ্যাসবশতঃ 'অহং'ব্রহ্ম'স্মি' এই প্রকার দৃঢ় নিশ্চয় সম্পন্ন প্রসন্নাত্মা, অর্থাৎ শমদম প্রভৃতির অভ্যাসবশতঃ শুদ্ধচিত্ত (এই কারণে তিনি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি), সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু অর্থাৎ নিজের ন্যায় সকল প্রাণীতে সুখ দুঃখ দেখিতে থাকেন, এতাদৃশ জ্ঞাননিষ্ঠ যতি, আমার উপর, অর্থাৎ ভগবান শুদ্ধ পরমাত্মার উপর, ভক্তি অর্থাৎ পরিপক্ক নিদিধ্যাসন নামক ব্রহ্মাকার চিত্তবৃত্তিরূপ যে উপাসনা যাহা শ্রবণ ও মননের অভ্যাসের ফল স্বরূপ তাহা লাভ করেন। আর সেই যে ভক্তি তাহা "পরাম" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা যেহেতু অব্যবধানে আত্ম সাক্ষাৎকারই তাহার ফল। অথবা চতুর্বিধা ভজন্তের কথায় যে চারি প্রকারের ভক্তির বিষয় বলা হইয়াছে, তাহারই অন্তিমা জ্ঞানরূপা যে ভক্তি, তাহাই এ স্থলে পরাভক্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ভাব প্রকাশ :– রাগদ্বেষ রহিত হইলেই প্রসন্নতা দেখা দেয়; এই প্রসন্নতাই জ্ঞান যোগ্যতা, এই প্রসন্নতা ব্রহ্মভূতত্ব। এই অবস্থায় শোক থাকে না, আকাঙ্ক্ষা থাকে না। মূল তত্ত্বের সহিত সংস্পর্শ হয় বলিয়া, সর্ব্বভূতে সমদর্শন এই অবস্থায় লাভ হয়। এই প্রসন্নতাই আকর্ষণ আনিয়া দেয়; এই আকর্ষণই পরাভক্তি। শুদ্ধি হইলেই তত্ত্বের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করা যায়—এই পরম আকর্ষণই পরাভক্তি।

রামানুজ। অপরিচ্ছিন্ন একমাত্র জ্ঞান স্বরূপে আবির্ভূত, আর স্বাভাবিক ভাবে আমি যাহার স্বামী, এরূপ আত্মা যাহার স্বরূপ, তাহাকে ব্রহ্মভূত বলে।....এই শ্লোকে ভগবান আত্মাকে নিজের অধীনস্থ বলিয়াছেন। এইরূপ ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা পুরুষ ক্লেশ কর্ম্মাদি দোষে নির্লিপ্ত পুরুষ আমা হতে অতিরিক্ত কোন পুরুষের জন্য না শোক করে,....আমা হতে অতিরিক্ত সকল বস্তুকে তৃণবৎ দেখে, সে পরাগতি প্রাপ্ত হয়।....এইরূপ যে স্বামীরূপী আমি, আমাতে অত্যন্ত প্রেমের অনুভব রূপ পরাভক্তি পাইয়া যায়।

শ্রীধর। ব্রহ্মে অবস্থিত তুষ্টচিত্ত হইয়া, দেহাদিতে অভিনিবেশ না থাকায় নষ্ট বিষয়ের জন্য শোক বা অপ্রাপ্ত বিষয়ের জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না, অতএব আসক্তি ও দ্বেষাদি জনিত চিত্ত বিক্ষেপের অভাবে তিনি সকল ভূতে আমার দর্শনরূপা আমার শ্রেষ্ঠা ভক্তিলাভ করেন।

আশুদাস। সৎভাব বা কর্ম্মশক্তি power, চিৎভাব বা জ্ঞান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তি wisdom, আনন্দভাব বা হ্লাদিনী শক্তি love, জীবে অপূর্ণ বা অপরিস্ফুট। ব্রহ্ম = ঐ অপূর্ণ পূর্ণ হওয়া, পূর্ণতা পাইলে যে অবস্থা হয়, তাহারই নাম ব্রাহ্মী স্থিতি; জীবন্মুক্ত অবস্থা; জীবের স্বস্বরূপে অবস্থান, দ্রস্টুঃ স্বরূপেহব স্থান। তখন জীব বুঝিতে পারে সোহহং, অহং ব্রহ্মাস্মি। মদ্ভাব প্রাপ্তি ঐ ব্রহ্মভূত হওয়া (৪।১০) (১৩।১৮, ১৮।২৬; স্থিতপ্রজ্ঞ = ২।৫৬-৭২, জ্ঞানীর লক্ষণ ৫।১৮ ২৮, সিদ্ধযোগীর লক্ষণ ৬।২৯—৩১, ভক্তের লক্ষণ। ১২।১৩ ২০, গুণাতীতের লক্ষণ ১৪।২২-২৬. ব্রহ্মভূত লক্ষণ। ইহাদের সূক্ষ্ম দেহলাভ ৮।১৭, ১৮।২। ততোমাং বিশতে তদনন্তরং = বিদেহ মুক্তির কথা।

৪৯—৫৬। যেমন কর্ম্মযোগ হইতে সন্ন্যাসসিদ্ধি, পরে ধ্যান, ধ্যানে ব্রহ্মজ্ঞান. ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পরাভক্তি ও সেই হইতে ঈশ্বর তত্ত্ব সম্যক জ্ঞাত হইয়া ঈশ্বরে প্রবেশ লাভ সিদ্ধ হয়, তেমনি প্রথম হইতেই ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ পুর্ব্বক যোগযুক্ত চিত্তে, আপন অধিকার অনুযায়ী সর্ব্ববিধ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে থাকিলে তাঁহার অনুকম্পায় পরম পদলাভ হয়। প্রথমটি ৪৯-৫৮, দ্বিতীয় ৮।১০। এই পথের উপদেশেই গীতার পরি সমাপ্তি।

জ্ঞানেশ্বরী। এ ভক্তি চতুর্থা ভক্তি আ ' অর্থার্থী জিজ্ঞাসুর উপরের।

রামদয়াল। যিনি ব্রহ্ম পাইয়াছেন, তিনি প্রযত্নচিত্ত ইত্যাদি। জড় সমাধি ভঙ্গে শরীর যেন তন্দ্রাগ্রস্ত মত থাকে। কিন্তু চৈতন্য সমাধিতে সর্ব্বদা প্রসন্ন। পুর্ব্বে যে চারি প্রকার ভক্তের কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলা হইয়াছে, তাহাদের ভিতর জ্ঞানী ভক্তের ভক্তিই পরা-ভক্তি। সকল বস্তুই তাহার নিকট ব্রহ্ম হইয়া যায়। ঐ দ্বৈত দৃষ্টিহীন ভগবদ্ ভাবনাই জ্ঞানীর ভক্তি বা পরাভক্তি। যিনি সর্ব্বভূতে ভগবদ ভাব, এবং আত্মায় সর্ব্বভূত দর্শন করেন, তিনি ভাগবতোত্তম। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'যো মাম্ পশ্যতি সর্ব্বত্র। ....নিষ্কাম কর্ম্মে চিত্ত শুদ্ধি হয়, তারপরে ভগবানে বিশ্বাস, তখন তাঁহাকে ভাল লাগে। তাঁহাতে রুচি হয়, রুচি হতে শ্রদ্ধা, তথা পূজা করিতে ইচ্ছা. ইহা গৌণী ভক্তি। ইহার পরে উপাসনা, তদ্দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা। পরে বেদান্ত শাস্ত্র শ্রবণ, মননে, অহং ব্রহ্মাস্মি এই জ্ঞান নিশ্চয় হয়। তখন শম দমাদি অভ্যাসে নিরন্তর আত্ম সংস্থ থাকা যায়। সর্ব্বদা আত্ম প্রসাদ লাভ হয়, কোন কিছুতে শোক হয় না ইত্যাদি। জ্ঞানীর এই ভক্তির নাম পরাভক্তি।

Telang. Thus reaching the Brahman (comprehending his identity with the Brahman) and with a tranquil self, he grieves not, wishes not, and being alike to all deings, obtains the highest devotion to me.

হীরেন্দ্রনাথ। এ অবস্থা ব্রহ্মভূত হওয়ার ও পরের অবস্থা; গীতার স্থানে স্থানে ব্রাহ্মীস্থিত, ব্রহ্ম নির্ব্বাণ প্রভৃতির যে উল্লেখ আছে, তাহারও পরের অবস্থা। ব্রহ্মভূত হওয়ার অর্থ, আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের যিনি আত্মা, যাহাকে ব্রহ্ম বলে, তাঁহার সহিত একীভূত হওয়া। ইহা সাধনার খুব উচ্চ অবস্থা, কিন্তু সাধকের চরম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহে। কারণ, আমাদের ব্রহ্মাণ্ড, এরূপ কত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে।.... এই, সকল ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, তিনিই মহেশ্বর; তিনিই ভগবান।

নীলকণ্ঠ। কোন কোন যোগী ব্যুত্থান কালে তন্দ্রালু থাকেন, কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মভূত, তাঁহারা প্রসন্নচিত্ত ও লঘু শরীর। জরায়ুজ অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্বিধ ভূতে তাঁহারা সমদৃষ্টি সম্পন্ন। এ সকলই ব্রহ্ম, এই বোধে বৈষম্য জ্ঞান বিরহিত। এইরূপ হইলে যোগী পরাভগবদ্ ভক্তি অর্থাৎ দ্বৈত দৃষ্টি বিহীনতা-রূপ ভগবদ্ ভাবনা লাভ করিয়া থাকেন।

বিশ্বনাথ। পূর্ব্ব শ্লোকের প্রণালী ক্রমে উপাধি অপগত হইবে সাধকের চৈতন্য অনাবৃত হইয়া পড়ে।....অবিদ্যা বিদ্যা সকল তিরোহিত হইলে মায়াশক্তির ভিন্নত্ব হেতু ভগবদ্ ভক্তির তিরোধান হয় না। এইজন্যই ইহা পরা, অর্থাৎ জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র ও শ্রেয়।

অরবিন্দ। নির্ব্যক্তিক সত্তা নিঃশব্দ : আমাদিকেও হইতে হইবে নিঃশব্দ; নির্ব্যক্তিক আত্মার মধ্যে সমাহিত নির্ব্যক্তিক সত্তা সকল কর্ম্মকে দেখে তাহার দ্বারা কৃত নহে, পরন্তু প্রকৃতির দ্বারা কৃত। প্রকৃতির সকল গুণ ও শক্তির ক্রিয়াকে সে শুদ্ধ সমতার সহিত দেখে ....তাহাকে সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি সম্পন্ন হইতে হইবে .... যিনি ব্রহ্ম হইয়াছেন আমার উপর তাঁহার হয় পরম প্রেম ও ভক্তি।

বিদ্যানন্দ। ব্রহ্মভাবে পৌঁছে যাওয়ায় জীবন্মুক্ত মহাত্মা যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থিতিতে পৌঁছায়, ইহা বলাতে উপলব্ধি হয় না ; স্বসংবেদ্য। অন্ধের হাতী দেখার মত নানা কল্পিত বর্ণনা হয়েছে। ....বৈষম্য বুদ্ধি ছাড়িয়া গেলে জ্ঞান লক্ষণা ও প্রেম লক্ষণা শ্রেষ্ঠ ভক্তির উদ্রেক হয়। ইহা জ্ঞান নিষ্ঠার পরি সমাপ্তি ....পরমাত্মার সঙ্গে অভেদ ভাব প্রাপ্তি।

ভক্তির দুই বিভাগ, সাধন ভক্তি ও ফলভক্তি। সাধন ভক্তিতে শ্রবণ কীর্ত্তন পাদ সেবন ইত্যাদি ভক্তি মার্গের সব প্রক্রিয়া ঔপচারিক. লক্ষভূত ভগবৎ স্বরূপের সাকার বিগ্রহ। ....যে সংখ্যা যোগের অচিন্ত্য ভাবের ধারণ করিতে সমর্থ নহে, তাহার জন্য প্রথম. সাধনভক্তি। সেই ভাবে সাধনভক্তি কর্ম্মযোগের অন্তর্গত পরা ও অপরা ভক্তির এক মধ্যমাবস্থা, শ্রদ্ধার আবেগ, বিকলতা যে অবস্থার সিদ্ধ যোগী নিজের ধ্যেয়ের বিষয়ে সবিকল্প সমাধিতে চিত্ত স্থির করে, সেই অবস্থাকে ভগবান বলিতেছেন মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ মধ্যমা ভক্তিও পাতঞ্জল যোগের ইহাই পর্য্যবসান। মধ্যমা, নির্ব্বিকল্প সমাধির প্রথমে হয় বলিয়া। বেদান্তীদের উদ্দেশ্য ত জ্ঞান, যাহা হইতে মোক্ষ বা কৈবল্যপদ প্রাপ্তি হয়, সেই পরা বা মধ্যমা ভক্তির দ্বারা সাধক তত্ত্বতঃ আমাকে জানিয়া লয়, আর যেই জানিয়া লয়, তন্ময় বা মন্ময় হইয়া যায়। এই তন্ময় অবস্থা ফলভক্তি বা প্রেমলক্ষণা ভক্তি বলে। ইহাই নির্ব্বিকল্প সমাধি। ....এই পরাভক্তিকে ভাগবৎ পুরাণে এক দেবী করেছে, যাহার জ্ঞান ও বৈরাগ্য দুই পুত্র। প্রবেশ, অর্থাৎ সাযুজ্য মুক্তি, তারপরে জীবনমুক্তির জন্য প্রেম লক্ষণা ভক্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দ পায়। ইহা বলিতে মোটেই পারা যাইবে না যে ভক্তিতে জ্ঞানের প্রযোজনীয়তা নাই, বা জ্ঞানে ভক্তির প্রযোজনীয়তা নাই। জ্ঞাননিষ্ঠ আত্মারাম হইবার পর যে ভাবে ভক্তি রস চাখা যায়, সেই ভাবে লোক সংগ্রহার্থ কর্ম্মও করা যায়।

আমার শরণে আসিয়াছে এমন ব্যক্তি, পরিস্থিতি বশ, বিহিত বা নিষিদ্ধ সব রকম কর্ম্ম সদা করিতে থাকিলেও আমার কৃপায় সনাতন অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য সব কর্ম্মের সিদ্ধি মন থেকে আমার উপর দিয়া, সমত্ব বুদ্ধিরূপ যোগ অবলম্বন করিয়া, আমার আজ্ঞানুসারে চল; ও নিরন্তর আমাতে মত্তচিত্ত হও। (কয়েকজন এইরূপ বলিয়াছেন।)

Radhakrishnan. This verse is another indication that, for the Gita disappearance of the individual in a featureless Absolute, is not the highest state but devotion to the Supreme Lord...........

ভূপেন্দ্রনাথ। যিনি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বরূপই হইয়া যান, তাঁহার কি কি লক্ষণ ফুটিয়া উঠে, তাহাই বলিতেছেন; চর ও অচর সর্ব্বভূতে কূটস্থ দর্শন সেইজন্য সব সমান। আসক্তি থাকে না কিছুতে; তাই প্রসন্নাত্মা; শোক বা আকাঙ্ক্ষা নাই, প্রা বস্তুর নষ্ট হইয়া যাওয়ায় বা অপ্রাপ্ত বস্তুর না পাওয়ায়। ....অভেদ ।বই প্রকৃত জ্ঞান বা মুক্তি, পরাভক্তি ইহাকে বলে। নানাত্বের উপলব্ধি না হওয়া, বা সমতাই পরাভক্তি, সর্ব্বভূতে এক ভগবদ্ ভাব ও ভগবদাত্মাতে সর্ব্বভূতে দর্শন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৫৫) সেই আমাতে ভক্তি প্রাপ্ত পুরুষের কি হয়?

৫৫। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্। ৫৫

পদচ্ছেদ। ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি যাবান্ যঃ চ অস্মি তত্ত্বতঃ ততঃ মাম্ তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা বিশতে তৎ-অনন্তরম্।

অন্বয়। ভক্ত্যা মাম্ তত্ত্বতঃ অভি জানাতি যঃ চ যাবান্ অস্মি ততঃ মাম্ তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্ব তদনন্তরম্ বিশতে।

কঠিন শব্দ। অভিজানাতি = ভাল করিয়া জানে; কিন্তু যিনি মন বুদ্ধির অতীত, তাঁহাকে কি কেহ জানিতে সক্ষম হয়? উপনিষদ তাই বলিয়াছে, যে বলে তাঁহাকে জানিয়াছে, সে কিছুই জানে নাই। বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজ্ঞানীয়াৎ? তাহার সম্বন্ধে আমরা কিছু কিছু বলি বটে নিরালম্ব বা abstract ভাবে—(১) তিনি transcendent, তিনি immanent, তিনি বিশ্বাতীত, বিশ্বাত্মিগ, (২) তিনি, যাহা বলা যায় মাত্র তাহা নহে (নেতি নেতি), তিনি সব কিছু; সর্ব্বম্ (৩) সকল রকম বিরুদ্ধ গুণের তাঁহাতে সমন্বয়িত ভাবে রহিয়াছে, যথা তিনিই চিৎ তিনিই অচিৎ, সদসৎ; (৪) তিনি জগতের উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ দুই-ই; (৫) তাঁহার তটস্থ লক্ষণ বা তাঁহার সবিশেষ লক্ষণ "জন্মাদ্যস্য যতঃ"; তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ বা তাঁহার নির্ব্বিশেষ লক্ষণ তিনি সৎ-চিৎ-আনন্দ, ইত্যাদ। কিন্তু এ জানা, ব্যক্ত জিনিসকে জানার মত জানা নহে, আমি যেমন তোমার জানিতেছি, তোমার আকৃতি কিরূপ, তোমার রং কিরূপ, তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি কর, এরূর ভাবের জানা নয়। কিন্তু সগুণ ভাবও তাঁহার ভাব, যে ভাবে তিনি নিজেকে জ্ঞানগম্য করান, ভক্তির মাধ্যমে ; অর্থাৎ ভক্ত যে ভাবে তাঁহাকে চায় সেই ভাবে, তাঁহাকে তাঁহার কৃপায় সে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। নির্গুণ সগুণ দুইই তিনি ইহাই যোগমৈশ্বরম্। ভগবানের ভক্ত এই সগুণ ভাবে তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হয়। তাহার মনে ভগবানের যে মূর্ত্তি রহিয়াছে, ভক্ত বাধ্য করে ভগবানকে সেই মূর্ত্তিতে নিজ সম্মুখে প্রকাশিত হইতে। তুলসাদাস শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিকে বলিলেন আমার যে নিষ্ঠা রয়েছে রামের মূর্ত্তিতে, তুমি সেই রামের মূর্ত্তিতে আমার কাছে প্রকাশিত হও, ইহাই জ্ঞাতুম্ দ্রষ্টুং। ভক্ত শুনিয়া বা চিন্তা করিয়া মনে যে ভাবে তাঁহাকে ব্যক্ত করিয়াছে, তাহার জন্য ভগবান সেই ভাবে নিজেকে ব্যক্ত করেন, যাহাতে সে তাঁহাকে দেখিতে পায়। অর্জ্জুনের প্রার্থনায় অর্জ্জুনের মনের ভাব বুঝিয়া, ভগবান তাহাকে, যে মূর্ত্তি কেহ দেখে নাই সেই বিশ্বরূপ মূর্ত্তি দেখাইলেন। তারপরে, যঃ চ যাবান্ অস্মি, অর্থাৎ কিরূপ তিনি মহিমাই বা কি রকম তাঁহার সেই ইষ্ট দেবতার ভক্তের কাছে তাহাও ব্যক্ত হইয়া যায় ; পরমহংসদেবের অনবদ্য ভাষায় বলা যাইতে পারে, একবার যো সো করে যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ করে নাও, যদু মল্লিক নিজেই বলে দেবে, তার কত টাকার কোম্পানীর কাগজ, ক খানা বাড়ী রয়েছে। বিশতে, ইহাই ১১।৫৪ শ্লোকের প্রবেষ্টুং। যে ভক্ত, তার ইষ্ট দেবতাকে দেখার সৌভাগ্য পায়, সে আর "সে" থাকে না, অনন্য ভাবে সে তাঁহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমর্পিত হইয়া যায়, নদী যেমন নিজেকে সমুদ্রে নিবেদিত করিয়া দেয়। ইহাই জ্ঞানীর মিশিয়া যাওয়া, সঃ অহং পুর্ণ মাত্রা ঘটিয়া যাওয়া। ভক্ত কিন্তু সোঽহং হইতে চায় না, সে চায় তাঁহার পরম ধামে স্থান পাওয়া (১৫৪ ইত্যাদি), তাঁহার দাসোঽহং হইয়া থাকা, ইহাই তাহার "বিশতে" বা 'প্রবেষ্টু'। আবার পরমহংসদেবের ভাষায় বলা যাইতে পারে, "জ্ঞাতুম্ দ্রষ্টুম্" পুরুষ মানুষ, ভিতরে যাইতে পায় না ভক্তি মেয়ে মানুষ সে ভিতরেও যাইতে পায় (প্রবেষ্টুং)। আমাদের মোটা বুদ্ধিতে মনে হয় ভক্তি কতটা কি করিতেপারে ভগবান এখানে তাহাই বলিলেন; পরা ভক্তির কথা (১৮।৫৪) পরে আনা হইয়াছে।

অনুবাদ। ভক্তির দ্বারা ভক্ত আমাকে যথার্থতঃ অর্থাৎ তাহার কাছে যাহা যথার্থতঃ বা সে যে শিক্ষা পাইয়াছে সেই শিক্ষা অনুযায়ী যাহা পারমার্থিক, সেই ভাবে)—যেই ভাবে আমি কি, মহিমায় আমি কি প্রকার, ইত্যাদি জানিতে সমর্থ হয়; তারপর, সেই ভক্তির দ্বারা আমাকে তত্ত্বতঃ অর্থাৎ এই ভাবে বা পারমার্থিক ভাবে জানিয়া, সে আমাতে প্রবেশ করে, অর্থাৎ আমাতে তন্ময়তা লাভ করে অর্থাৎ সম্পুর্ণ ভাবে আমাতে সে নিজেকে নিবেদিত করিয়া দেয় বা মৃত্যুর পর আমাতে বিলীনতা লাভ করে, বা আমার ধামে আসিতে সমর্থ হয়। (ভাগবত ১১।১১।৩৩ গীতাপ্রেমী) (বিশতে তদনন্তরম্ যে আক্ষরিক ভাবে না হইতে পারে, তাহা নয়; কথিত আছে মীরা ও দাক্ষিণাত্যের আরও একজন সাধিকা 'বিশতে' হইয়াছিলেন।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ন্যাস। আমি যে প্রকার ও আমার যথার্থ স্বরূপ কি, তদ্বিষয়ক তত্ত্বের সহিত পরাভক্তির দ্বারা সম্পুর্ণরূপে জ্ঞাত হন, তৎপরে আমাতেই প্রবিষ্ট হন।

কৃষ্ণানন্দ। শাস্ত্রবিচার বিতর্ক দ্বারা তাঁহার দর্শনানন্দ অনুভব করা যায় না। পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি হইলেই পরমহংস সন্ন্যাসীর আত্মসত্তা সেই নির্গুণ পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। জ্ঞানের পর, নিষ্ঠাসম্পন্ন অবস্থায় সাধকের প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগায়তন স্বরূপ দেহ বিনষ্ট হইয়া যাইবে তাহা নহে, জীবন্মুক্ত অবস্থাতেই পরমানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন। জ্ঞান সাধনাতে চতুর্থ ভূমিকায় অপরোক্ষ ভাবে পরমাত্মার স্বরূপ সাক্ষাৎকার হয়, সেই সময়ে পরাভক্তির বিকাশ হইয়া থাকে, এবং অপরোক্ষ জ্ঞানের অবশিষ্টাংশ তিন ভূমিকায় প্রেমের পরাকাষ্ঠা পরাভক্তির পূর্ণতা হয়। জ্ঞান সাধনের তিন ভূমিকায় শুভেচ্ছা, বিচরণা ও তনুমনসা অথবা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, পরাভক্তি সাধনের সোপান স্বরূপ, ইত্যাদি।

ব্যোমব্রহ্ম। আমাতে প্রবেশ করেন আমাতে সমাধিস্থ হন।

ভজনা অর্থাৎ একটি বিষয়ে ধ্যান ধারণা বিচার।.......ভক্তির লক্ষণ, অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সেবনং স্মরণং তথা, কীর্ত্তনং শ্রবণং সখ্যং তথৈবাত্মনিবেদনম্। ভক্তি দুই প্রকারের, তত্ত্ব সংবাদিনী ও মূঢ়া। (১) তত্ত্ব সংবাদিনী, ইহার দ্বারা তত্ত্বের প্রকাশ হয়, এবং জ্ঞান বিজ্ঞান ও আনন্দ লাভ হয়। যেমন বিদ্যার্থীর শাস্ত্রে ভক্তি, তত্ত্বপিপাসুর প্রকৃতি, নিষ্ঠা প্রকৃতি, চিন্তা ও তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফলে (পরা ও অপরা) প্রকৃতি দ্বয়ের বিজ্ঞান লাভ. এই জ্ঞা লাভের ফলে পরতত্ত্বে যে রতি হয়, তাহাই উত্তমা ভক্তি (২) অ-ধ্যানে রতির পরিবর্ত্তে বিদ্যা লাভের জন্য সরস্বতী মূর্ত্তি শ্রীচরণে গতাগতি। বৈধী ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, অর্থলাভের জন্য লক্ষ্মী মূর্ত্তির কাছে কান্নাকাটি, ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বতঃ জানার অর্থ ঈশ্বরের দ্বিধাভিন্না প্রকৃতিকে জানা ইত্যাদি। প্রবেশ করে = তদনন্তর জ্ঞানরূপা শক্তির দ্বারা আমি যে পরিমাণ অর্থাৎ উপাধিকৃত বিস্তর ভেদ আমি যাহা, অর্থাৎ সমুদায় উপাধিকৃত ভেদ বিবর্জ্জিত উত্তম পুরুষ, চৈতন্য মাত্রৈকরস, তত্ত্বতঃ জানিয়া—জানিলে ঈশ্বর ও ক্ষেত্রজ্ঞ এ উভয়ের ভেদবুদ্ধি নিঃশেষভাবে নিবৃত্ত হয় (শঙ্কর)। স্বরূপতঃ ও স্বভাবতঃ আমি যাহা গুণতঃ ও বিভূতিতঃ আমি যে পরিমাণ, ইহা তত্ত্বতঃ অর্থাৎ স্বরূপ, স্বভাব গুণ ও বিভূতি দর্শনের পরক্ষণে উৎপন্ন, অবধিশূন্য অতিশয় ভক্তিতে আমাকে প্রাপ্ত হয় (রামানুজ)। প্রবেশ করে = যোগ প্রাপ্ত হয় (বলদেব)। স্বরূপ ও স্বভাবে আমি যাহা, তথা গুণ ও বিভূতির কারণে আমি যতটা (ইত্যাদি); তত্ত্বজ্ঞানে আমাকে জানিয়া, পরাভক্তিতে আমাতে প্রবেশ করিয়া, আমাকে প্রাপ্ত হয় (রামানুজ)।

সন্তদাস। জ্ঞান সত্ত্ব গুণাত্মক, ইহা বুদ্ধির স্বরূপ, অতএব বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত পুরুষের (হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্মের), সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত অভিন্ন ভাবে যে স্থিতি। তাহাই জ্ঞানের পরিসমাপ্তি। ইহার উপর আর জ্ঞানের অধিকার নাই ....সত্ত্বান্তো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খ্যাতি অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপ সত্ত্বগুণ হইতে আত্মা পৃথক বলিয়া সেই পুরুষ জ্ঞাত হন। ...৫৩ ও ৫৮ শ্লোকের ব্রহ্ম, কার্য্যব্রহ্ম পরব্রহ্ম নহেন। ....ভক্তি ভিন্ন তাঁহাকে জ্ঞাত হইবার অন্য উপায় নাই (৮।১২, ১১।৫৪ ; ৭।৩১)

পরমহংসদেব। জ্ঞান পুরুষ মানুষ তাহাকে বাহিরে থাকিতে হয় ; ভক্তি, মেয়েছেলে অবাধে ভিতরে চলিয়া যায়।

ভক্তি প্রদীপ। বিশতে মাম্ = enters my blissful aboda.

গিরীন্দ্র। প্রবেশ করেন = জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, এই তিন লয়ের পর ব্রহ্ম লাভ হয়। যতক্ষণ ব্রহ্ম জ্ঞেয় থাকেন ততক্ষণ তিনি লভ্য নন।

মধুসূদন। ভক্তি অর্থাৎ নিদিধ্যাসাত্মক জ্ঞান নিষ্ঠাতে ভক্ত অদ্বিতীয় আত্মা, আমাকে জানে অর্থাৎ সাক্ষাৎকার করে। যে পরিমাণ = বিভু ও নিত্য, যাহা = পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দঘন, সত্য জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ সদা সমুদায় উপাধি বিরহিত 'নরতিশয় এক রস অখণ্ড ও এক সেই রূপে আকার সাক্ষাৎকার করে, ইহার পর আমি অখণ্ডানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম" এইরূপ তত্ত্বতঃ অর্থাৎ সাক্ষাৎকার করিয়া অজ্ঞান ও তাহার কার্য্য নিবৃত্তি হয়, তারপর সমুদায় উপাধি শূন্য হইয়া আমাতে প্রবেশ করে, অর্থাৎ সৎস্বরূপ হয়, ইত্যাদি। (প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ হইয়া গেলে ইহা হয়) এই শ্লোকে জীবন্মুক্তির কথা নির্দেশিত হইয়াছে। (পরা-ভক্তি না হইলে জ্ঞান লাভ হয় না ; 'ভাব প্রকাশ')

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীধর। শ্রেষ্ঠা ভক্তি দ্বারা যথার্থ রূপে জানিতে পারেন। যে পরিমাণ = সর্ব্বব্যাপী ; যে রূপ = সচ্চিদানন্দঘন মূর্ত্তি : তারপর আমাকে তত্ত্বজ্ঞানের সহিত জানিয়া সেই জ্ঞানের বিরামে আমাতে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ পরমানন্দ স্বরূপ হন।

শঙ্কর। আত্মানাত্ম বিষয়ক প্রতীতির নিরন্তরতা রাখার আগ্রহের নাম জ্ঞান নিষ্ঠা...... উপাধিভেদ রহিত উত্তমপুরুষ আকাশের ন্যায় ব্যাপ্ত 'বিশতে তদনন্তরম্' এই কথায় জ্ঞান, ও তাহার অনন্তর প্রবেশ ক্রিয়া; এ দুই ভিন্ন ভিন্ন বিবক্ষিত নহে। যাবান্ = বিভূতি ; যঃ = স্বরূপ গুণ ;....

রামদয়াল। আমি (বিশ্বরূপে) যে রূপ এবং অবিজ্ঞাত স্বরূপে যাহা (পরা) ভক্তি দ্বারা জ্ঞানী আমাকে প্রকৃত প্রস্তাবে সর্ব্বতোভাবে জানিতে পারে ; তাহার পর আমাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া প্রারব্ধ ক্ষয় অনন্তর আমাতেই প্রবেশ করে। আমি মায়া ও অবিদ্যা উপাধি দ্বারা যেরূপ বহু হই এবং সমস্ত উপাধি শূন্য আমি আমার প্রকৃত স্বরূপে যখন থাকি—এই দুই অবস্থার সহিত আমাকে জানাই তত্ত্বতঃ জানা। ব্রহ্ম ভাবনার ভাব জন্মিলে পরাভক্তি লাভ হয়। আমার পরা ও অপরা প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিত—এই তত্ত্ব পরাভক্তি ভিন্ন অন্য কোনরূপে জানা যায় না। আমার স্বরূপ জানা ও আমার পরমানন্দ স্বরূপে প্রবেশ করা একই কথা, ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।

Modi. Explains যাবান্ and যঃ, as সোপাধিক and নিরুপাধিক terms of ব্রহ্মণ্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূপেন্দ্রনাথ। শঙ্কর বলিয়াছেন, পরমাত্ম বিষয়ে জ্ঞানধারা যাহাতে নিরন্তর প্রবাহিত হয় তাহারই জন্য যে চেষ্টা, তাহারই নাম জ্ঞাননিষ্ঠা। এই জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্ম্মনিষ্ঠা পরস্পর বিরুদ্ধ। ....তাহা হইলে ক্রিয়া সাধন দ্বারা জ্ঞানের প্রবাহ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে। জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। আত্মাই সেই অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব ....প্রাণ পরমাত্ম র মায়াশক্তি, সেই মায়াশক্তি হইতে মন উৎপন্ন হইয়া নানাবিধ কল্পনা করে, উহাই প্রাণের কম্পন। মায়াশক্তির প্রভাবে অসত্যকে সত্য বলিয়া মনে হয়। ক্রিয়া দ্বারা প্রাণস্পন্দ নিরোধ হইলেই, মনের মনন শক্তি বা কল্পনা রাশি উন্মুলিত হইয়া যায় ....যাহা পূর্ব্ব হইতে আছে, সেই আত্মজ্ঞান তাহাকে পাইবার জন্য, শাস্ত্রাদি এত মাথা খোঁড়াখুড়ি করিতে কেন বলেন? তাহার কারণ মনের বৈকারিক ভাব। হস্তে দ্রব্য রহিয়াছে ভ্রমবশতঃ মনে হইতেছে তাহা আমার নাই। এইজন্যই অন্বেষণের ধূম পড়িয়া যায় মনের চাঞ্চল্য ঘুচিলে যাহা খুজিতেছিলাম, তাহাকে হাতের মধ্যেই পাই। ....মনের এই চাঞ্চল্য প্রাণশক্তির স্পন্দনের ফল প্রাণকে স্থির করিতে হইবে। ....আদি অন্তে সেই এক অব্যক্ত সত্তাই রহিয়াছে; মধ্যমা যেন স্বপ্নদর্শন। এই মহাসত্যের সন্ধান পাইলেই জীবের জীবত্ব ঘুচিয়া শিবত্ব লাভ হয়। ইহাই বিপরীত রতি। তখন, কাল সমুত্থত এই যে অনন্ত আকাশ তাহা মহাকালীর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরে বিলীন হইয়া যায়, এবং মহাকালীর তুরীয় ব্রহ্ম মধ্যে আত্মসংগোপন করিয়া, পুরুষ প্রকৃতি উভয়ে একরূপতা লাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন আত্মার এই অবিকারী স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি।.... আত্মাই শাস্ত্রোক্ত উত্তম পুরুষ। জ্ঞাননিষ্ঠাই চতুর্থী ভক্তি. ইহা অপর ত্রিবিধ ভক্তি হইতে বিলক্ষণ; এইরূপ ভক্তি দ্বারাই "আমি" যে কি তাহা জানা যায় এবং যাহা কিছু সমস্তই সেই "আমি" হইতে অভিন্ন তাহাও জানিতে পারা যায়। ইহাই তাহাকে তত্ত্বতঃ জানা, এবং এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইবামাত্রই, "আমিও" থাকে না, "আমারও" থাকে না ....হৃদয় গ্রন্থি ভেদ হয়; জীব ঈশ্বর বিভিন্ন, এই ভেদবুদ্ধি বিলুপ্ত হয়। ইহাই "আমি" কে জানিয়া "আমি"তে লয় হওয়া বা পরমাত্মার মধ্যে প্রবেশ করা। ব্রহ্মের স্বরূপকে জানা ও ব্রহ্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া একই কথা।

Telang. By that devotion, he truly understands who I am and how great. And then understanding me trnly; he forth-with enters into my essence.

(৫৬) ভগবান এইবার, উপসংহারে, ভক্তির চূড়ান্ত কথা সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ আনিলেন যাহাতে শরণাগতির ঈঙ্গিত আসিয়াছে। এ ঈঙ্গিতে পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠিবে ৬২ ও ৬৬ শ্লোকে।

৫৬। সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ
ম প্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্।

পদচ্ছেদ। সর্ব্বকর্ম্মাণি অপি সদা কুর্ব্বাণঃ মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ মৎ প্রসাদাৎ অবাপ্নোতি শাশ্বতম্ পদম্ অব্যয়ম্।

অন্বয়। মদ্ ব্যপাশ্রয়ঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি সদা কুর্ব্বাণঃ অপি মৎ প্রসাদাৎ শাশ্বতম্ অব্যয়ম্ পদম্ অবাপ্নোতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কঠিন শব্দ। মদ্ ব্যাপাশ্রয়ঃ=আমার আশ্রয় গ্রহণকারী, মৎপরায়ণ; আমার শরণাগত। কুর্ব্বাণঃ=করিয়াও।

অনুবাদ। সর্ব্বদা সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও, আমার শরণাগত, আমার অনুগ্রহে সনাতন অক্ষয় পরমপদ (পরমধাম, পরমস্বরূপ) প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণের কথা, অনেক স্থলে গীতায় আসিয়াছে, যথা ৩।৩০

মধুসূদন। আমি অর্থাৎ ভগবান বাসুদেবই ব্যাপাশ্রয়, অর্থাৎ শরণ যাহার, সেইরূপ হইয়া, অর্থাৎ ভগবদেক শরণ হইয়া, আমার উপর সমস্ত আত্মভার অর্পণ করিয়া, সন্ন্যাসের অধিকার না থাকায়, তিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মরূপ সমস্ত লৌকিক কর্ম্ম, এমন কি প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম সকল, সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিতে থাকিয়া, আমার অর্থাৎ ঈশ্বরের অনুগ্রহে, হিরণ্যাগর্ভের চিত্তে যেমন ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হয়, সেইরূপ তাঁহারও চিত্তে ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায়, তিনি নিত্য যে পদ (বিষ্ণু সম্বন্ধীয় যে পদ), অর্থাৎ ব্রহ্মরূপতা, যাহা অব্যয় অর্থাৎ অপরিণামী তাহা প্রাপ্ত হন। এতাদৃশ ভগবদেকশরণ ব্যক্তি প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম করিতেই পারেন না, আর যদিই বা তিনি করেন, তথাপি আম র অনুগ্রহে তাহার প্রত্যবায় উৎপন্ন হয় না। কাজেই তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলাভ করেন।

রামানুজ। আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া....নিত্য নৈমিত্তিক সকল কর্ম্ম করিতে থাকিলে আমার কৃপায় পরমপদ প্রাপ্ত হন।

সমন্বয় গীতা। আমি, প্রজ্ঞান ঘন প্রত্যগাত্মা যাহার আশ্রয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই জ্ঞানী ব্যক্তি বিহিত ও নিষিদ্ধ সমুদয় কর্ম্ম, সর্ব্বদা করিয়াও মোক্ষ প্রাপ্তি হয়।

মধুসূদন। যিনি পূর্ব্ব কথিত কর্ম্ম সকলের দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন, তিনি অবশ্যই ভগবদেক শরণ হন, যেহেতু অন্তঃকরণ শুদ্ধির শেষ অবস্থা হইতেছে একমাত্র ভগবানকেই আশ্রয় করা, কোন ব্রাহ্মণ যদি এইরূপ হন, এবং তাঁহার সন্ন্যাসের যদি কোন প্রতিবন্ধক না থাকে, তাহা হইলে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তো করুন, কিন্তু তাঁহার সংসার মোচন হইতে হইলে (তিনি যদি ভগবদেকশরণ হন) সেই ভগবানের প্রসাদেই তাহা হইবে।

শ্রীধর। মোক্ষে বিধানাদির উপসংহার করিতেছেন।........ নিত্যনৈমিত্তিক যাবতীয় কার্য্যগুলির সদা অনহং ভাবে দাসবৎ সেবা কর্ম্ম করেন ইত্যাদি।

সন্তদাস। পূর্ব্বকথিত প্রকারে সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিতে করিতে, আমিই একমাত্র আশ্রয়-যোগ্য, স্বর্গাদি ফল নহে, এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় পুরুষ, আমার অনুগ্রহে, অনাদি, নিত্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল পান।

Radhakrishnan. In these three verses, the author indicates that wisdom, devotion and work go together. Only the work is done with the knowledge that nature or prakriti is the power of the Divine, and the individual is only an instrument of God. With his heart fixed

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

on the Eternal and through His grace, whatever he does, he dwells eternally within the Great Abode.

শঙ্কর। মদ্ ব্যাপাশ্রয়=যাহার আমি বাসুদেবই পুর্ণ আশ্রয় এইভাবে আমাকেই যে নিজের সব কিছু অর্পণ করিয়া দেয়, এ রকম ভক্ত সেও (আমার) ঈশ্বরের অনুগ্রহে, বিষ্ণুর শাশ্বত নিত্য অবিনাশী পদ প্রাপ্ত করে।

Radhakrishnan. The knower, the devotee, becomes one with the Supreme Lord, the Perfect Person in self knowledge and self-experience. Jnana (supreme wisdom) and bhakti (supreme devotion) have the same goal. To become Brahman is to love God, to know Him fully, and to enter into His being.

Krishna Prem. By the great Love he knows Sri Krishna in His essential being. He is the true 'advaiti', for he knows no dualism of 'this' or 'that', no opposition of Nirvana; and the words 'Prasada' means both grace and also tranquil clarity.

গিরীন্দ্র। সমজ্ঞানে থাকিয়া....স্বধর্ম্ম সেবায় নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ হয়। সাধক তখন যদি পরমাত্মার প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়া যোগাবলম্বন পূর্ব্বক তাহাকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করেন, তবে তাহার ভগবদ্‌ভক্তি লাভ হয় ও সেই ভক্তি হইতে জ্ঞান ও তদনন্তর মুক্তি হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অরবিন্দ। মুক্তিপ্রদ কর্ম্ম, প্রথমে ইহা করা হয় যজ্ঞরূপে, তখন আমাদের 'আমি কর্ত্তা' এইভাব থাকে, তাহার পর ইহা করা হয় ঐ ভাব হইতে মুক্ত হইয়া, এবং প্রকৃতিই সব করিতেছে, এই উপলব্ধি লইয়া। শেষকালে প্রকৃতি ভগবানের পরাশক্তি এই জ্ঞান লইয়া এবং আমাদের সকল কর্ম্ম তাঁহাকে সন্ন্যাস করিয়া, সমর্পণ করিয়া, ব্যক্তিগত সত্তাকে কেবলমাত্র যন্ত্র করিয়া, আধার করিয়া কর্ম্ম করা হয়।

তিলক। সিদ্ধাবস্থায় উক্ত বর্ণনা কর্ম্ম যোগীদেরই; কর্ম্ম সন্ন্যাসী পুরুষদের সম্বন্ধে নহে; ৫৬ সংখ্যক শ্লোকে "সকল কর্ম্ম করিতে থাকিলেও" শব্দ আসিয়াছে। উক্ত বর্ণনা ভক্তদের অথবা ত্রিগুণাতীতদের বর্ণনার সমান। অনেক শব্দ সেই বর্ণনায় আছে (তিলক অনেক উদাহরণ দিয়াছেন)। কর্ম্মযোগীর প্রাপ্ত উপরোক্ত চরমস্থিতি, এবং কর্ম্ম সন্ন্যাস মার্গে প্রাপ্ত চরমস্থিতি, দুই কেবল মানসিক দৃষ্টিতে একই; এইজন্য সন্ন্যাসমার্গী টীকাকারেরা বলিবার অবসর পাইয়াছেন যে উক্ত বর্ণনা আমাদেরই মার্গের। কিন্তু আমি অনেকবার বলিয়া চুকিয়াছি যে ইহা প্রকৃত অর্থ নহে।

সচ্চিদানন্দ। ৫৬ শোকের মদ্ ব্যপাশ্রয় শব্দের দ্বারা সপ্তম অধ্যায়ের জ্ঞান উক্ত হইল। ৫৭ শ্লোকের সংন্যস্ত পদের দ্বারা ষষ্ঠাধ্যায়ের জ্ঞান উক্ত হইল। ৫৮ শ্লোকের দুর্গাণি (কর্ম্মবন্ধঃ) পদের দ্বারা পঞ্চম অধ্যায়ের কর্ম্ম। ৫৯ শ্লোকের অহংকার পদের দ্বারা চতুর্থ অধ্যায়ের কর্ম্মসঙ্গ উক্ত হইল। ৬০ শ্লোকের কর্তুং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেচ্ছসি কথাতে তৃতীয় অধ্যায়ের অকর্ম্মসঙ্গ উক্ত হইল। ৬১ শ্লোকের ভ্রাময়ন্ পদের দ্বারা দ্বিতীয় অধ্যায়ের চোদনা উক্ত হইল। ৬২ শ্লোকের শরণং গচ্ছ কথাতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের সংগ্রহ উক্ত হইল। ৬৩ শ্লোকের জ্ঞান অর্থাৎ শ্রেয়োজ্ঞান. কিরূপে কর্ম্মবন্ধ প্রহাণ হয় এই জ্ঞান। যথেচ্ছসি তথা কুরু, অর্থাৎ কর্ম্ম যোগ কর্ম্মসন্ন্যাস এই দুইয়ের মধ্যে যেটিতে তোমার অভিরুচি হয়, তাহাই গ্রহণ করিতে পার।

ভূপেন্দ্রনাথ। ভিতরটা সম্পূর্ণ শুদ্ধ হইলে অন্তঃকরণ মন-শূন্য হওয়ায় সাধকের ধ্যানভাব অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, তখন আর তিনি বাহিরের কর্ম্ম কিছু করিতে পারেন না, ইহাই কর্ম্ম সন্ন্যাস; তখন এক আত্মাকারা বৃত্তি ছাড়া অন্য কোন বৃত্তিরই উদয় হয় না। কিন্তু অন্তঃকরণ এতটা শুদ্ধ যাহার না হইয়াছে....তিনি কি ভাবে কর্ম্ম করিলে শুদ্ধ চিত্ত হইয়া ভগবানে আত্মসর্পণ করিতে পারেন, সেই শরণাগতি ভাবের কথাই ভগবান এখানে বলিতেছেন ;........যিনি প্রাণের গতিকে লক্ষ্য করিতে ভুলেন না, অথবা চক্রে চক্রে মনকে সর্ব্বদা লাগাইয়া রাখেন, তাঁহার মন ক্রমে ক্রমে স্থির বিশুদ্ধ হয় ....সর্ব্বদা স্মরণে মন স্থির ও বিশুদ্ধ হয়। ইহাই ভক্তির নামান্তর। এইরূপ ভগবদ্ভক্তি লাভের পর বৈরাগ্য, অর্থাৎ অন্যকোন বস্তুতে মন না যাওয়া. এবং জ্ঞান অর্থাৎ ক্রিয়ার পরবস্থা লাভ করিয়া সর্ব্বদা অবিনাশী ব্রহ্ম পদে সাধক প্রবেশ লাভ করতঃ কৃতার্থ হইয়া থাকেন।

Telang. Even performing all actions,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

always depending on me he, through my favour, obtains the imperishable and eternal seat.

৫৭। সেই জন্য কি করিবে ?

৫৭। চেতসা সর্ব্ব কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ
বুদ্ধি যোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব।

পদচ্ছেদ। চেতসা সর্ব্ব-কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ, বুদ্ধি যোগম্ উপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততম্ ভব।

অন্বয়। সর্ব্বকর্ম্মাণি চেতসা ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ, বুদ্ধি যোগম্ উপাশ্রিত্য সততম্ মচ্চিত্তঃ ভব।

কঠিন শব্দ। চেতসা = মনের সহিত। বুদ্ধিযোগ = যে বুদ্ধির দ্বারা পারমার্থিক বিষয় সমূহ উপলব্ধি করা যায়, সেই বুদ্ধিকে উপায় স্বরূপ অবলম্বন করিয়া ; (২।৪৯ ; ১০।১০) ; আমরা এই শব্দকে কর্ম্মযোগেও পাইয়াছি, ভক্তি যোগেও পাইয়াছি ; যে যোগের জন্য যেরূপ বুদ্ধির প্রয়োজন সেইরূপ বুদ্ধিকে সেই যোগের বুদ্ধিযোগ বলা হয়। মৎপর = মৎপরায়ণ ; আমার সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ে নিযুক্ত থাকিয়া। মচ্চিত্ত ভব = আমাতে মন সন্নিবিষ্ট রাখ, বা আমাকে মনে প্রতিষ্ঠিত রাখ।

অনুবাদ। সকল কর্ম্ম, মনের সহিত, (অর্থাৎ আন্তরিকভাবে) আমাকে সমর্পণ করিয়া, মৎপরায়ণ হইয়া (বা আমার সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ে নিযুক্ত থাকিয়া), যাহা দ্বারা এ বিষয়ের সকল কথা উপলব্ধি করা যায়, সেইরূপ বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া, সর্ব্বদা মদ্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গতচিত্ত হও (বা আমাকে মনে সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত রাখ। ভগবানে কর্ম্ম সমর্পণ, মচ্চিত্ত থাকা ইত্যাদি কথা, গীতায় বহুবার আসিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সাধনা সমূহের পুনরুল্লেখ, এ অধ্যায়ের বিশেষত্ব।)

ব্যোমব্রহ্ম। তুমি মনের দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম আমাতে ন্যস্ত করিয়া, মৎপরায়ণ হইয়া জ্ঞানযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বদা আমাতে চিত্ত রাখ।

আশুদাস। বুদ্ধিযোগ = স্থির নিশ্চয় জ্ঞান।

গোয়েনকা। বুদ্ধিযোগ = সমত্ব বুদ্ধি।

শঙ্কর। সকল কর্ম্ম বিবেক বুদ্ধিতে যৎকরোষি যদশ্নাসি এই ভাবে। মৎপর = আমি বাসুদেবই যার পরমগতি। বুদ্ধিযোগ = আমাতে বুদ্ধি স্থির করা।

তিলক। বুদ্ধিযোগ = ফলাশাতে বুদ্ধি না রাখিয়া কর্ম্ম করিবার যুক্তি, অথবা সমত্ব বুদ্ধি 'মনের দ্বারা' অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা. অর্থাৎ কর্ম্ম প্রত্যক্ষতঃ ত্যাগ না করিয়া, আমাতে কর্ম্ম সমর্পণ কর।

গিরীন্দ্র। স্বধর্ম্ম নিরত ব্যক্তি ধ্যানযোগের সাহায্য না লইয়াও, বুদ্ধি যোগের দ্বারা মুক্ত হইতে পারে।

অরবিন্দ। নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে আমাতে অভিনিবিষ্ট করিয়া, তোমার সচেতন মনে সকল কর্ম্ম, ইত্যাদি।

নীলকণ্ঠ। সকাম ভক্ত হইও না, মধ্যপথ লও।

বিশ্বনাথ। ভগবান যেন বলিলেন, অনন্যভক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলেও তুমি তাহা হইতে পারিবে না (৩২৫) সর্ব্ব ভক্তের অপকৃষ্ট সকামভক্তও হইও না, মধ্য পথ লও।

রামানুজ। "আমি ভগবানের, ভগবান আমার নিয়ামক", এই বুদ্ধিতে "ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি" (৩।৩০) এই শ্লোকানুসারে কর্তৃত্ব ও সমস্ত কর্ম্ম আমাতে ত্যাগ করিয়া মৎপরায়ণ হইবে, অর্থাৎ আমিই প্রাপ্ত হইবার যোগ্য এই প্রকার বুঝিয়া কর্ম্ম করিতে থাকিয়া, এই বুদ্ধি যোগের আশ্রয় লইয়া, নিরন্তর আমাতে চিত্ত লাগাইয়া রাখ।

রামদয়াল। বিবেক বুদ্ধি দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হও ; এবং বুদ্ধিযোগ সমত্ব বুদ্ধি) আশ্রয়পূর্ব্বক সর্ব্বদা মচ্চিত্ত হও। ....শুধু মুখে বলিলাম, 'হে ঠাকুর আমি তোমার শরণাগত হইলাম" অথচ কর্ম্মের ফলের জন্য কাতর হইলাম, ইহাতে শরণ লওয়া হইল না। 'যৎ করোষি' ইত্যাদি, সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিতে হইলে বিবেক বুদ্ধি চাই। সুখে দুঃখে ....শুধু ঈশ্বর প্রীতির জন্য যিনি কর্ম্ম করেন, তিনিই বুদ্ধি যোগ আশ্রয় করিয়াছেন।

মধুসূদন। যেহেতু ভগবদেকশরণতাই মোক্ষের সাধন, কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান অথবা সন্ন্যাস মোক্ষের সাধন নহে, সেই হেতু তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া বিবেক বুদ্ধি সহকারে, দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক সমস্ত কর্ম্ম আমার উপর অর্থাৎ ঈশ্বরের উপর, 'যৎ করোষি যদশ্নাসি' ইত্যাদি পুর্ব্বকথিত নিয়মানুসারে সমর্পণ করিয়া, মৎপর অর্থাৎ আমি বাসুদেব প্রিয়তম যাহার তাদৃশ হইয়া, বুদ্ধিযোগ্য সমু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাশ্রিত্য, অর্থাৎ পুর্ব্বোক্ত সমত্ব বুদ্ধিরূপ যোগ, যাহা কর্ম্মবন্ধ হেতু হইলেও তাহার মোক্ষতা সম্পাদন করিয়া দেয়, সেই বুদ্ধি যোগ, অনন্যশরণতা পুর্ব্বক অবলম্বন করিয়া, তুমি সর্ব্বদা মচ্চিত্ত হও, অর্থাৎ আমাতে বাসুদেবে চিত্ত স্থির রাখ।

কৃষ্ণানন্দ। লৌকিক ও বৈদিক যাহা কিছু করিবে, বিবেক-যুক্ত বুদ্ধিবিচার দ্বারা তৎসমস্তই পরমেশ্বরে সমর্পণ করিবে।

ভক্তি প্রদীপ। বুদ্ধিযোগ মুপ্রাশ্রিত্য = by submitting your intelligence to me.

ভূপেন্দ্রনাথ। "ব্রহ্মই করিতেছেন, আমি করিতেছি না", এই ভাব হইলে, সে কর্ম্ম তোমার কৃত হইবে না। এই ভাব আনিতে আনিতে "মৎপর" হইতে হইবে, অর্থাৎ সর্ব্বদা আমাকে লইয়া থাকিতে হইবে অর্থাৎ আত্মাতে থাকিতে হইবে।....বুদ্ধিকে সমাহিত করাই বুদ্ধি যোগ; ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে বুদ্ধির স্থিরতা তাহাই বুদ্ধি যোগ, বুদ্ধিতে সমতা আসে। এই সমতায় চিত্ত সংলগ্ন হইলেই "মচ্চিত্ত" হওয়া যায়। ....সর্ব্বদা ক্রিয়া করাই আসল শরণাগত। ....বুদ্ধির সমতা হইতেই সাধকের সর্ব্ব কর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পিত হয়। ....আত্মার সহিত বুদ্ধির যোগ রাখিবার প্রধান উপায়ই ক্রিয়া যোগ।

Telang Dedicating in thought all actions ....placing your thoughts on me through oneness to mental abstraction...

(৫৮) মচ্চিত্ত হইলে, এবং না হইলে, কি হইবে, বলিতেছেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫৮। মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎ প্রসাদাৎ তরিষ্যসি
অথ চেৎ ত্বমহংকারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি। ৫৮।

পদচ্ছেদ। মৎচিত্ত সর্ব্ব-দুর্গাণি মৎ প্রসাদাৎ তরিষ্যসি, অথ চেৎ ত্বম্ অহংকারাৎ ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি।

অন্বয়। ত্বম্ মচ্চিত্তঃ মৎপ্রসাদাৎ সর্ব্বদুর্গাণি তরিষ্যসি, অথ চেৎ অহংকারাৎ ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি।

কঠিন শব্দ। সর্ব্বদুর্গাণি = সকল সঙ্কট অথবা বারবার যাওয়া আসা রূপ দুর্গম ব্যাপার। অথ চেৎ = আর যদি। শ্রোষ্যসি = শ্রবণ কর। বিনংক্ষ্যসি = বিনষ্ট হইবে, তোমার সকল কিছু পণ্ড হইয়া যাইবে তুমি আর তুমি থাকিবে না (ঈশ্বরের কাজ; জগন্নাথের রথ চলিতে থাকিবে; তুমি বাধা দিলে, তোমার উপর দিয়া চলিয়া যাইবে, তুমিই পিষ্ট হইয়া যাইবে।

অনুবাদ। মদ্গতচিত্ত থাকিলে, অনুগ্রহে তুমি সকল সংকট উত্তীর্ণ হইবে। আর যদি আমার কথা না শ্রবণ কর, তাহা হইলে (মনে রাখিও তুমি নিমিত্ত মাত্র), তোমার একগুঁয়েমি বিনষ্ট হইবে।

'আমি ভাল বুঝি' এই অহঙ্কারে শরণাগতি অবলম্বন যদি না কর, অবশ ভাবে তোমাকে তাহা করিতে হইবে যাহার জন্য তুমি উদ্ভূত। তোমার জিদ বিনষ্ট হইবে। আর, আমাকে তো পাইবেই না ঐহিক পারত্রিক কোন কর্ম্মে সিদ্ধিলাভও করিতে পারিবে না; ইহকাল পরকাল, দুইই যাইবে।

নিজের বুদ্ধি কোন বুদ্ধি নয়, পুরুষকার অনেক সময় হঠকারিতা হয়। সর্ব্বদা ভগবানে শরণাগত থাকা প্রয়োজন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(তোমার অহঙ্কার—কে তোমাকে সংগ্রামে বাধ্য করিবে? তুমি বনে চলিয়া যাইবে? কিন্তু প্রকৃতি তোমাকে সেখানে পশু হননে প্রবৃত্ত করিবে; তোমার অজ্ঞাতে তোমার অহংকারকে অর্থাৎ তোমাকে চূর্ণ করিয়া দিবে)।

মধুসূদন। তুমি মচ্চিত্ত হইয়া, সংসার দুঃখ সাধন দুস্তর কাম ক্রোধাদি, সমস্ত আমার অনুগ্রহে, নিজ ব্যাপার বিনাই অনায়াসে অতিক্রম করিবে। বিনঙ্ক্ষ্যসি=স্বেচ্ছাচারিতা পূর্ব্বক সন্ন্যা-সাদির অনুষ্ঠান করিয়া পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইবে।

শ্রীধর। বিনষ্ট = পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইবে।

রামদয়াল। যদি সকল কর্ম্ম তোমাকে অর্পণ করিয়া সকলে পরে কার্য্য করে, যদি সর্ব্বদা কর্ম্ম করিতে করিতে তোমকে ডাকে যতই কেন যাতনায় পড়ুক্না কেন, তোমাকে জানাইতে না ভুলে, তাহা হইলে তোমার প্রসাদে তাহারাও মুক্তিলাভ করিবেই।—ইহা পেক্ষা আশ্বাস বাক্য আর কি হইতে পারে?

কৃষ্ণানন্দ। নিজ পৌরুষ দেখাইতে বল পূর্ব্বক রিপুদমন করিবার চেষ্টা করিলে, মানুষ অসিদ্ধ হয়। কিন্তু যিনি কোনও প্রযত্ন না করেন কেবল ভগবানের শরণাগত হন, ইত্যাদি—

ভূপেন্দ্রনাথ। আত্মশক্তির প্রভাবেই মন সর্ব্বপ্রকার আসক্তি শূন্য হইয়া যাইতে পারে। আত্মসাক্ষাৎকার পৌরুষ প্রযত্নের ফল।

Telang. Placing your thoughts on me, you cross over all difficulties by my favour.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫৯। যদহঙ্কার মাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যসি।

পদচ্ছেদ। যৎ অহঙ্কারম্ আশ্রিত্য ন যোৎস্যে ইতি মন্যসে, মিথ্যাএষঃ ব্যবসায়ঃ তে, প্রকৃতিঃ ত্বাম নিয়োক্ষ্যসি।

অন্বয়। যৎ অহঙ্কারম্ আশ্রিত্য ইতি মন্যসে ন যোৎস্যে, এষঃ তে ব্যবসায়ঃ মিথ্যা প্রকৃতিঃ ত্বাম্ নিযোক্ষ্যসি।

কঠিন শব্দ। যৎ=যে। মন্যসে=মনে করিতেছ ন যোৎস্যে =যুদ্ধ করিব না। এষঃ তে ব্যবসায়=এই তোমার নিশ্চয়তা। মিথ্যা=মিথ্যা; নিষ্ফল। নিযোক্ষ্যসি=নিযুক্ত বা প্রবর্ত্তিত করিবে।

অনুবাদ। যে অহঙ্কার আশ্রয় করিয়া এই মনে করিতেছে যে যুদ্ধ করিব না, তোমার এই নিশ্চয়তা মিথ্যা বা নিষ্ফল হইবে; প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবে। কর্ম্মফল বিধায়িনী প্রকৃতির নিয়মে পুর্ব্বজন্মের কর্মফলে প্রাপ্ত সংস্কার-উদ্ভূত স্বভাব, বা 'প্রকৃতির' দ্বারা, (বা কর্ম্মফলে প্রাপ্ত সত্ত্বাদিগুণের, আমাদের দেহ মনে নানা পরিমাণে বর্ত্তমান থাকায় তাহাদের দ্বারা) জীব নিয়ন্ত্রিত হয় ইহাকেই বলা হয় প্রকৃতি কর্ম্ম করায়। ক্ষত্রিয়ের দেহ মন বুদ্ধিতে এই তিন গুণের বর্ত্তমানতা যে পরিমানে আছে, (যথা রজোগুণের আধিক্য) তাহা সেই ক্ষত্রিয়কে ক্ষত্রিয়ের কাজ করাইবেই। এই তিনগুণ পাওয়া, ও ভিন্ন ভিন্ন পারস্পরিক পরিমাণে পাওয়া, পুর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে হয়। এবং ইহারাই কাজ করে। কিছু নিজে হতেও আমরা কাজ করি (কর্ম্মণো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ম্বাধিকারস্তে) যদিচ বেশীর ভাগ সময়ে প্রকৃতির কর্ম্মফল সম্বন্ধিণী নিয়মানুযায়ী আমাদের কাজ করিতে হয়, ইহাকেই বলা হয় একটু স্বাধীনতা আমার (অর্থাৎ সেই ত্রিগুণের কাজ করাইবার বা পুরুষকারের দ্বারা কাজ করাইবার) (৩।৪২-৪৩) (৬।৫,৬) (উদ্ধরে দাত্মনাত্মানং) আছে. তবে বেশীর ভাগ সময়ে প্রকৃতের্বশাৎ (৯।৮) কাজ হয়। এখানে, স্বাধীনতাহীন, প্রকৃতের্বশাৎ-কাজের কথা তোলা হইয়াছে) আমরা পুরুষোত্তমের অংশ, সত্ত্ব, রজঃ তমঃ মিশ্রিত প্রকৃতির উপর একটু যে স্বাধীনতা রাখিতে পারি না তাহা নহে। এই একটু স্বাধীনতাকে সম্পুর্ণ স্বাধীনতা করা, জীবনের লক্ষ্য করা প্রয়োজন; তাহাই পরম পুরুষার্থ, তাহাই মুক্তি। কিন্তু উহা করিতে হইবে শরণাগতির দ্বারা, জবরদস্তি চালাইতে চাহিলে তাহা আর টিকিবে না'; 'টিকিবে না, এই কথাই ভগবান উপরের শ্লোকে বলিলেন। ভগবান নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচিন করেন বটে কিন্তু তাহা খামখেয়ালীর করা নহে; পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে ইহা হওয়া সংঘটিত হয়, অর্থাৎ যখন পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে ত্রিগুণের পারস্পরিক পরিমাণ এইরূপ কাজের উপযোগী হয় তখন তাহারাই ইহা করায় ভগবান কিছুই খামখেয়ালীতে করেন না। আমাদেরই পূর্ব্বের কাজে পাওয়া ত্রিগুণের মিশ্রণই সব করায়; আমাদের, তাঁহার শরণাগতিতে না যাইলে অবশ ভাবে সব করিতে হয়; পুরুষার্থ বিনা শরণাগতি, দুর্ব্বল)।

অরবিন্দ। মোহের বশে তুমি যাহা না করিতে ইচ্ছা করিতেছ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার স্বভাবজাত নিজ কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হইয়া অবশ ভাবে তোমাকে তাহা করিতে হইবে।

Radhakrishnan. The desire 'not to fight' will only be the expression of his surface nature; his deeper being with lead him to fight. He will be impelled to take up arms by the remorseless presence of the Cosmic spirit. Radhakrishnan quotes St. Francis do Sales favourite prayer 'yes father! yes and always yes

কৃষ্ণানন্দ। ক্ষত্রিয়ের রজোগুণ হইতে উৎপন্ন রাজসিক প্রকৃতি, তোমাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিবেই।

ভূপেন্দ্রনাথ। 'যুদ্ধ করিব না' এ নিশ্চয় তোমার টিকিবে না। কারণ জীবমাত্রেই প্রকৃতির দাস তুমি ইচ্ছা না করিলেও, তোমার ক্ষত্রিয় প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিবে। 'আমার আত্ম দর্শনে কাজ নাই, আমি যাগ যজ্ঞ ব্রত নিয়মাদির দ্বারা স্বর্গাদি লাভ করিব, আত্মদর্শনে যে হাঙ্গামা, যে হাঙ্গামা পোহাইতে রাজী নই'—এ কথা চলিবে না। বারবার জন্ম মৃত্যুর দুঃখ দর্শন করিয়া ....আত্মানুসন্ধানের জন্য একদিন বাধ্য করিবেই।

Telang. Nature will constrain you.

৬০। স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্ মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ। ৬০

পদচ্ছেদ। স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা কর্ত্তুং নইচ্ছসি যৎ মোহাৎ করিষ্যসি অবশঃ অপি তৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্বয়। কৌন্তেয় যৎ মোহাৎ ন কর্ত্তুম্ ইচ্ছসি তৎ
অপি স্বেন স্বভাবজেন কর্ম্মণা নিবদ্ধঃ অবশঃ করিষ্যসি

কঠিন শব্দ। স্বেন স্বভাবজেন = নিজের (সংস্কার জাত) স্বভাব হইতে উৎপন্ন নিজ কর্ম্ম দ্বারা।

অনুবাদ। কৌন্তেয়, মোহবশতঃ যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, নিজের (সংস্কার জাত) স্বভাব হইতে উৎপন্ন নিজ কর্ম্ম দ্বারা আবদ্ধ হইয়া, বাধ্য ভাবে, তাহাই তুমি করিবে। (তুমি ক্ষত্রিয় তোমার স্বধর্ম্ম' বা জন্মজাত স্বভাব যুদ্ধ করা। এখন যতই তুমি 'যুদ্ধ করিব না' বল. শেষ পর্য্যন্ত তোমাকে যুদ্ধ করিতেই হইবে।' "প্রকৃতি যান্তি ভূতানি ইত্যাদি ৩.৩৩", মহাভারত ১২।২৩।১৫) তুমি "যন্ত্রারূঢ়" (১৮।৬১), তোমার স্বাধীনতা কোথায়?

মধুসূদন। মোহাৎ = "আমি স্বাধীন, যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ করিব", এই প্রকার ভ্রম বশতঃ।

রামানুজ। ক্ষত্রিয়ের স্বভাব শৌর্য্য তাহাতে আবদ্ধ তুমি

ব্যোমব্রহ্ম। বুদ্ধি-ভ্রমবশতঃ যাহা করিতে ইচ্ছুক নও, তাহাও স্বীয় প্রারব্ধ কর্ম্মজাত স্বাভাবিক সংস্কারে আবদ্ধ হইয়া অবশ ভাবে করিবে।

রামদয়াল। স্বীয় স্বভাবজ কর্ম্মে নিবদ্ধ থাকায়, তুমি অবশ হইয়াই তাহা করিবে। ....তুমি স্বভাবের এবং আমার ইচ্ছার বিরোধী হইবে, জয়লাভ করিতে পারিবে কি?

অরবিন্দ। দৃশ্যতঃ সামান্য ও সহজ এই কথাগুলি অসীম অর্থগৌরবে নিত্যপূর্ণ, তাহা কেবল মাত্র আভ্যন্তরীণ সদা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসারামান অনুভূতির দ্বারাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে। আর এই কথাগুলি উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা অনুভব করি যে এইটির জন্যই শিষ্যের অন্তরাত্মাকে এতক্ষণ ধরিয়া প্রস্তুত করা হইতেছিল, আর পরম যাহা কিছু তাহা ছিল উদ্বুদ্ধ ও সমর্থ করিবার সাধনা ও শিক্ষা।

সচ্চিদানন্দ। সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস পূর্ব্বক জ্ঞান নিষ্ঠা হইতে মোক্ষ হয়, ইহাই তোমা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত শ্রেয়ঃ।

ভূপেন্দ্রনাথ। জীব পূর্ব্বজন্ম সংস্কার জাত স্বভাবের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ। জীবত্ব যেখানে, সেখানে সে স্বাধীন নহে, প্রকৃতির অধীন। ... পুর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মবশতঃ যাহাধ যেরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তাহার নিষ্ঠা বা কর্ম চেষ্টাও তদ্রূপ হয়।

Telang. You will be involuntarily, tied down by your own duty flowing from your nature.

(৬১) মনুষ্য ভাবে সে তাহার নিজের ইচ্ছায় কাজ করিতেছে, কিন্তু মোটেই তাহা নহে। ইহার পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "প্রকৃতির" দ্বারা, কর্ম্মফলানুযায়ী চালিত হইয়া, অর্থাৎ "প্রকৃতি" নিয়ন্ত্রিত স্বভাবের বশে (১৮।৬০ ; ৩।৫ ; ৯।৮) মনুষ্য অবশভাবে, অর্থাৎ বাধ্য হইয়া, শক্তিহীন ভাবে, কার্য্য করিয়া যাইতেছে, (অর্থাৎ, তাহার ভিতর, তাহার দেহ, বুদ্ধি, মনে বর্ত্তমান নানা পরিমাণ ত্রিগুণের প্রভাবে কার্য্য করিয়া চলিয়াছে যে ত্রিগুণের নানা পরিমাণ, পুর্ব্ব পুর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে আমরা পাইয়াছি, এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদ্দ্বারা জাত স্বভাবের প্রতি (অর্থাৎ এই গুণগুলির কাজের প্রতি তদাত্মকতায় আমরা ভাবিতে থাকি যে আমরা কাজ করিতেছি)। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলিতে হইবে, ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জানিয়া আসিলাম যে প্রকৃতিই কর্ত্রী; তিনি জগৎ তাঁহার নিয়ম অনুসারে চালাইয়া চলিয়াছেন। কিন্তু আরও ভিতরে যাইতে হইবে। কাঠ্ পুতলির নাচ দেখিলে মনে হইবে তাহারা আপনা-আপনি নাচিতেছে, (যেমন আমরা ভাবি আমরা আপনা-আপনি কাজ করিতেছি)। একটু কাছে গিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে তাহারা সুতার অধীন, সুতার টানা পড়েন তাহাদিগকে নাচাইতেছে, (যেমন একটু কাছে গিয়া আমরা শিখিলাম যে ত্রিগুণময়ী, অর্থাৎ ত্রিসূত্র-আত্মিক প্রকৃতিই কর্ত্রী)। আরও কাছে যাইলে দেখিতে পাইব যে সুতার পিছনে একজন লোক অলক্ষিতভাবে বসিয়া আছে, সেই সুতার দ্বারা পুতুল গুলিকে নাচাইতেছে। এইখানে সেইমত; প্রকৃতির পিছনে সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে রহিয়াছেন ঈশ্বর,—যিনি মায়া, অর্থাৎ প্রকৃতির দ্বারা, অর্থাৎ ত্রিগুণযুক্ত সংস্কার বা স্বভাবের দ্বারা (১৮।৬০), "যন্ত্রারূঢ়" আমাদের ঘুরাইতেছেন। প্রকৃতি, ভগবানের ইচ্ছাপালিকা ভগবৎশক্তি; প্রকৃতিকে বলা যাইতে পারে, ভগবানকৃত নিয়ম-সমষ্টি, যে নিয়মে কর্ম সকল হইতেছে যে নিয়মে জগৎ চলিতেছে, (কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্, ৩।৫), যে নিয়মে আমাদের কৃতকর্মের ফল আমরা পাইতে থাকি, যে ত্রিগুণরূপী সুতা, পুতুল বাঁধা সুতার মত, আমাদের ভ্রামিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করাইতে থাকে। (গুণের এক অর্থ রজ্জু বা সুতা)। এই প্রকৃতি বা নিয়ম, এই ঋতম্ সত্যম্ অনুসারে জগৎ, আবর্ত্তিত ভাবে সৃষ্ট, পালিত ও বিলীনতা প্রাপ্ত হইতেছে ও সকলে নিজ নিজ কর্ম্মের ফল পাইতেছে। তাই বলা হয়, প্রকৃতি সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কর্ত্রী, কর্মফল-বিধায়িকা। কর্মফল, "অপুর্ব্ব" ভাবে (অপুর্ব্বদৃষ্ট বা অব্যক্ত ভাবে) সংস্কারে থাকে—যে সংস্কার গঠিত হয় ঐ ত্রিগুণে। আমাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টাও ঐ প্রকৃতি,—অর্থও পাই আমরা ঐ কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি শ্লোক হইতে, আর পাই যতঃ প্রবৃত্তি ভূতানাং শ্লোক (১৮।৪৬) আর ১৫।৪ শ্লোক হইতে। প্রকৃতিই নিয়ম; শক্তি আর শক্তিমান যেমন এক, সেইভাবে নিয়মই ঈশ্বর (ঋতং সত্যং পরম্ ব্রহ্ম)। নিয়ম কিন্তু থামে না, যন্ত্রবৎ চলিতেই থাকিবে; নাচের খেলা যিনি করাইতেছেন তিনিই তাহা থামাইতে পারেন। তাই, এই মর্ম্মান্তিক জন্মের পর জন্ম ধরিয়া নাচন্ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য. শরণাগত যদি কাহারও কাছে হইতে হয় (এবং হইতেই হইবে, তাহার কারণ পুর্ব্বে নানা ভাবে বলা হইয়াছে, এবং পরে তমেব শরণং গচ্ছ (১৮।৬২) শ্লোকে আবার বলা হইবে যে এই মর্ম্মান্তিক "ভ্রমণ" হইতে নিবৃত্তি পাইবার একমাত্র উপায় (৫।২৯) এই শরণাগতি; তাহা হইলে সেই পুতুলনাচের যন্ত্রীর শরণাগত হওয়ার প্রয়োজন; "দৈবী হেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ৭।১৪। সেই যন্ত্রী কোন অরন্তালে অলক্ষিতভাবে বসিয়া আছেন, এবং কি করিতেছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই শ্লোকে তাহা কথিত হইল। সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ (১৫।১৫)। যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্ ইত্যাদি (শতপথ ব্রাহ্মণ)। একো দেবো সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ (শ্বে. উ. ৬।১৫)

পূর্ব্ব দুই শ্লোকের সহিত এই শ্লোক এবং পরের শ্লোকযুক্ত। কেন অর্জ্জুনের নিজের ইচ্ছামত কাজ করা চলিবে না, ভগবান এই শ্লোকে সেই ভিতরের কথা জানাইয়া দিলেন। তাই পরিষ্কার ভাবে বলিয়া দিলেন,

৬১। ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

পদচ্ছেদ। ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাম্ হৃদ্দেশে অর্জ্জুন তিষ্ঠতি, ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্র-আরূঢ়ানি মায়য়া।

অন্বয়। অর্জ্জুন, যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ভ্রাময়ন্ ঈশ্বর; সর্ব্বভূতানাম্ হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি।

কঠিন শব্দ। মায়য়া = প্রকৃতি দ্বারা, তাঁহার শক্তি বা তাঁহার কৃত নিয়ম দ্বারা। এই শ্লোকটি অতি চমৎকার শ্লোক; আমাদের মোটা বুদ্ধিতে ইহার একাধিক অর্থ আসে, এবং তাহা নির্ভর করে "যন্ত্র ও ভ্রাময়ন" শব্দের উপর। 'যন্ত্র' এক অর্থে সূক্ষ্ম দেহ, এবং দ্বিতীয় অর্থে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহধারী জীব। দুইয়েতেই যন্ত্রের ভাব রহিয়াছে; ভিতরে নানা চাকা ও সত্ত্বাদি গুণ (অর্থাৎ দড়ি) সেই চাকাগুলিতে যুক্ত রহিয়াছে। ঈশ্বর নিয়ামক; প্রকৃতির বা সকল শক্তির অধিস্বামী (মায়িনন্তু মহেশ্বরং, শ্বে. উ. ৪।১০)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুবাদ। ভগবান বলিলেন, অর্জ্জুন, সকল জীবকে তাহাদের সূক্ষ্ম দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করাইয়া, অর্থাৎ বদ্ধ করিয়া প্রকৃতির দ্বারা, অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগ নামক নিয়মের দ্বারা ভ্রামিক করাইতে থাকিয়া (প্রকৃতির অধিস্বামী ঈশ্বর সকল জীবের হৃদয়ে (অর্থাৎ কেন্দ্রস্থলে অলক্ষিত ভাবে, অন্তর্য্যামীরূপে) অবস্থিত থাকেন। জীবের এই সূক্ষ্ম দেহ কর্ম্মফল অনুসারে প্রকৃতির বা ঈশ্বরের নিয়মের দ্বারা যোনি হইতে যোনিতে নীত হইতেছে; কখন দেবদেহ, কখন নরদেহ, কখন পশুদেহ, কখন রাক্ষসদেহ, কখন উদ্ভিদ দেহ, কখন জীবনু দেহ, কখন প্রস্তর দেহ—কত কত স্থূল দেহসমূহের ভিতর দিয়া, চরকীর মত ইহা ভ্রামিত হইতেছে, যতদিন না ভগবৎকৃপায় বা কর্ম্মফলে মুক্তি আনে। দড়ি বা নিয়ম হাতে রহিয়াছে সেই অন্তরালে অবস্থিত সর্ব্বসাক্ষীর, সর্ব্বনিয়ন্তার। মুক্তি আসে শরণাগতির। ইহাই পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে ১৮।৬৬ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য শ্লোকে। ইহাই মনে করাইয়া দেয় কঠোপনিষদের "যমেবৈষ" শ্লোক। (১।২ ২৩)

যন্ত্র অর্থে সমস্ত সংঘাত বা জীবদেহ যদি লওয়া যায়, তাহা হইলে অর্থ এইরূপ হইবে—অর্জ্জুন, সকল জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে বদ্ধ করিয়া প্রকৃতির দ্বারা, অর্থাৎ কর্ম্মপ্রবৃত্তির দ্বারা, যে কর্ম্ম প্রবৃত্তি ত্রিগুণের কাজ, সেই ত্রিগুণের দ্বারা, ভ্রামিত করাইতে থাকিয়া, ঈশ্বর সকল জীবের হৃদয়ে, ইত্যাদি। প্রকৃতিজাত সেই স্বভাব, কখন প্রকাশাত্মক, কখন প্রবৃত্তি-আত্মক, কখন মোহাত্মক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১৪।২২) কর্মের ভিতর দিয়া, কর্ম্মের পর কর্ম্মের ভিতর দিয়া, চরকীর ঘূর্ণনের মত আমাদের ঘুরাইয়া লইয়া চলিয়াছে, যতক্ষণ না মুক্তি আসে। ঈশ্বর সর্ব্বভূতের অন্তরে আছেন, ১০।২০, ১১।১৪, ১৫।২৫ ; এ মুক্তি পাইতে কর্ত্তব্য কি ? যন্ত্রচালক পরম দয়ালু ভগবান তাহাও বলিয়া দিলেন "তমেব শরণং গচ্ছ" (১৮।৬২) শ্বে. উ, ভগবানের সেবক নির্ব্বাণ চাহে না, সোঽহংত্ব চাহে না, চাহে তাঁহার চরণে শাশ্বত স্থান, তাঁহার দাসস্বরূপ পরা শান্তি।

কৃষ্ণানন্দ। মায়াবরিত মনুষ্য মায়া প্রভাবে মনে করে তাহার বুঝি স্বতন্ত্রভাবে কর্ম করিবার শক্তি আছে। ভগবানের মায়ায় তাহারই অবিস্থায়, জগৎ চলিতেছে। জীবসমূহ নানা ভাবে নানা দিকে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বশীভূত হইয়া ভবলীলা ক্ষেত্রে বিচরণ করে।

সন্তদাস। ভ্রাম্যমান = কর্ম্মে পরিচালিত।

সমন্বয় গীতা। জীবদিগের কল্যাণার্থে, অন্তর্যামী কর্মে প্রবর্ত্তিত করেন।

Vivekananda. The Lord decides within the heart of the beings, making them turn upon his wheel. Do then, with all thy soul, take refuge in him.

মধুসূদন। স্বভাব পরতন্ত্রতা বলিয়া, এইবার ঈশ্বর পরতন্ত্রতা বিবৃত করিতেছেন। ঈশ্বর স্বভাব নারায়ণ সর্ব্বান্তর্যামী "যিনি পৃথিবী মধ্যে থাকিয়া পৃথিবীর অন্তর (স্বরূপ বা সত্তাহেতু),

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীর অন্তরকে নিয়মিত করিতেছেন” “জগতে যাহা কিছু দেখা যায় বা শুনা যায়, নারায়ণ সেই সমুদায় পদার্থেই পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন” ইত্যাদি শ্রুতি স্মৃতি প্রসিদ্ধ নারায়ণ, সমস্ত প্রাণিগণের অন্তঃকরণে রহিয়াছেন তিনি সর্ব্বব্যাপী হইলেও সেই স্থলেই অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন, যেমন সপ্তদ্বীপের অধিপতি হইলেও শ্রীরামচন্দ্র উত্তরকৌশলেই অভিব্যক্ত হইয়া থাকিতেন)। তিনি কি ভাবে অবস্থিত রহিয়াছেন? উত্তর ভ্রাময়ন অর্থাৎ ইতঃস্ততঃ চালিত করিতে থাকিয়া, পরতন্ত্র সমস্ত জীবগণকে মায়য়া, অর্থাৎ জন্মের দ্বারা সূত্র সঞ্চারাদি যন্ত্রে স্থাপিত অত্যন্ত পরতন্ত্র দারুনির্ম্মিত পুরুষ সকলকে মায়াবী যেমন চালিত করিতে থাকে, সেইরূপ বুঝিতে হইবে।

রামানুজ। ঈশ্বর সকলকার নিরামক; তিনি প্রাণীর হৃদয়ে অর্থাৎ প্রবৃত্তি নিবৃত্তির মূলে, জ্ঞানের উৎপত্তি স্থলে থাকেন ও যন্ত্রারূঢ় সকল প্রাণীকে মায়া দ্বারা বিঘূর্ণিত করান, অর্থাৎ নিজের দ্বারা সৃষ্ট শরীর ইন্দ্রিয়রূপে স্থিত প্রকৃতিরূপ যন্ত্রে আরূঢ় হইয়া, সকল প্রাণীকে নিজ সত্ত্বাদি গুণময়ী মায়ার দ্বারা গুণের অনুসারে ভ্রামিত করেন। সর্ব্বস্য চাহং, ইত্যাদি, ১৫।১৫

শ্রীধর। পূর্ব্ব শ্লোকদ্বয়ে সাংখ্যাদির মতে প্রকৃতির অধীনতা ও স্বভাবের অধীনতা বলা হয়। এক্ষণে নিজ মত বলিতেছেন, সকল ভূতের হৃদয় মধ্যে ঈশ্বর অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থান করিতেছেন কোন কার্য্য করিয়া? সকল ভূতকে নিজ শক্তি মায়ার দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভ্রমণ, অর্থাৎ সেই সেই কর্মে প্রবৃত্ত করিতে করিতে যেমন পৃথিবীতে কাষ্ঠের যন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম পুত্তলীকে সূত্রধার ভ্রমণ করাইয়া থাকে, সেইরূপ; অথবা শরীরে আরূঢ় দেহাভিমানী জীবগণকে ভ্রমণ করাইতে করাইতে। "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ় ইত্যাদি (শ্ব. উ.), যঃ আত্মনি তিষ্ঠান্ ইত্যাদি (শতপথ ব্রাহ্মণ)।

শঙ্কর। যন্ত্রারূঢ় কাঠপুত্তলীকে ভ্রামিত করাইতে থাকিয়া, ঈশ্বর ....হৃদয়েস্থিত রহিয়াছেন।

Radhakrishnan. The Lord who presides over the evolution of the cosmic plan, is seated also in the heart of every being and will not let him rest. The relations of our unborn nature and its fateful compulsion and regulated by the Divine.

Krishna Prem. The great Ruling Power which guides the cosmos is seated in the heart of every being. ....However much men may proclaim himself an independent ego, existing for and in himself, the Ruling Power of spirit is within him, and will not let him rest. Man is, as it were, bound to the centre of his being by an elastic chord ; the more he strains at it, the greater will be the reaction.

Gandhi-Desai. Plotinus brings out the same idea in a beatiful simili which shed a flood of

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

explatisn on this important sloka. 'We perpetually revolve round God the Principle of all things, but we do not always behold it. A bond of singers moving about its header may be diverted to the survey something foreign to the choir, but when it turnss itself to him; thus also we perpatually revolve about the Principle of all things, even when we are loosend from it and we have no knowledge of it; but when we behold it we are no longer discordant, but from a devine dance about it" when we are "loosened" from Him, we dance to the tune of Prakriti, when we behold Him, we make prakriti dance to our i. e. to His tune.

অরবিন্দ। ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে অজ্ঞান অবস্থায় আমাদের সকল বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ কর্ম্মে এই নিম্নতম প্রকৃতির মায়া দ্বারা পরিচালিত করিতেছেন।

রামদয়াল। অব্যক্তরূপে আমি জগৎ ব্যাপিয়া আছি (৯।৮); সকল জীব ....অব্যক্ত মূর্ত্তি আমাতে আছে। ....জ্ঞান স্বরূপ আমাতে সকল বস্তু আছে, আমি সকলকে জানি, কিন্তু সকলে আমাকে জানে না। ....জীবের বন্ধন মায়িক ভাবে সত্য, কিন্তু পরমার্থতঃ মিথ্যা। ....যন্ত্রটা হইতেছে জীবের দেহ, ঐ যন্ত্র আরোহণ ব্যাপারটা হইতেছে দেহে আত্মার অভিমান; ভ্রমণ করান ব্যাপারটা হইতেছে বিহিত বা অবিহিত কর্ম্মে জীবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবৃত্তি। ....মায়া দ্বিবিধ গুণ মায়া ও জীব মায়া। ....এই চরাচর জগৎ দেহ বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি, এমন কি আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত যাহা কিছু দেখা যায় বা শুনা যায়, তাহাই প্রকৃতি, তাহাই মায়া।

জগদীশ। ঈশ্বর সর্ব্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মায়া দ্বারা জীবগণকে সংসার রঙ্গমঞ্চে নাচাইকেছেন।

ভক্তিপ্রদীপ। The Supreme Lord is directing all Jivas like idols on a machine; were pulled from behind by His external potency, Maya and dwells as the indwelling monitor in the hearts of all Jivas.

তিলক। ৬৩ শ্লোকের টীকায় দেখ।

ভূপেন্দ্রনাথ। ইচ্ছা না থাকিলেও, জীবকে প্রকৃতির বশে পড়িয়া জন্মমৃত্যু চক্রে বার বার ঘুরিতে হয়। জীবের কি তবে মুক্তি নাই? ....বেদ ও অধ্যাত্ম শাস্ত্র বলেন—জীব এই অধীনতা জাল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে যদি সে সচেষ্ট হয়। জীব বদ্ধ বলিয়াই তাহার মুক্ত হইবার ইচ্ছাও স্বাভাবিক। ভগবান বা পরমাত্মা, সকল অবস্থাতেই প্রকৃতির অধীশ্বর। জীবও সেই পরমাত্মার অংশ। যখন জীব জ্ঞানলাভ করে, আপনার স্বরূপ অবগত হয়, তখন তাহার প্রকৃতি পরতন্ত্রভাব অবস্থা শেষ হইয়া যায়। ....অনাত্ম বিষয়ে আত্মবুদ্ধি ওআত্মবিষয়ে অনাত্ম বুদ্ধি উৎপন্ন করাই মায়ার কাজ। এই মায়াই বিষ্ণু শক্তি বা ভগবানের কার্য্য উৎপাদক সমর্থ শক্তি। বিষ্ণু ও মায়া অঙ্গাঙ্গী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে জড়িত। এই মায়া-মিশ্রিত চৈতন্য নারায়ণ বা নারায়ণী। তন্ত্রে ইহাকেই মহামায়া বলিয়াছেন, বেদ ইহাকেই মুখ্য প্রাণ বলেন। যোগীরা ইহাকেই স্থির প্রাণ বলিয়াছেন। মায়ার কার্য্য এই দেহ। এই দেহকে অবলম্বন করিয়াই জীবের জন্ম যাতায়াত —ইহাকেই মায়ার খেলা। ....বিবিধ নাড়ীর মুখে প্রাণের গতি হইলে, মন উন্মত্তবৎ সংসার চক্রে পরিভ্রমণ করে ; ইহা বোধ করার একমাত্র উপায়—প্রাণকে স্থির করা। ....মন্থনদণ্ড দ্বারা যেমন দুগ্ধান্তর্গত ঘৃত মথিত হয় তদ্রুপ সঙ্কল্পজ স্ত্রী দর্শনাদি দ্বারা শুক্র উত্তেজিত হয়। স্বপ্নাবস্থায়, স্ত্রী সঙ্গেও অসত্ত্বেও মন যেমন সঙ্কল্পজ অনুরাগ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ঐ অবস্থায় মনোবহা নাড়ীও দেহ এই সঙ্কল্পজ শুক্রকে নির্গত করিয়া দেয়। ....ক্রিয়ার পর অবস্থায় হৃদয়ে যে একপ্রকার স্থিতি বোধ হয়, সেই অবস্থায় যোগীরা বুত্থিত। কাহার শক্তিতে জগৎ চলিতেছে ... জগতের শাসক বা ঈশ্বর সকলের হৃদয়দেশে স্থিতিরূপে বিরাজ করি তে- ছেন। ....ব্রহ্ম নাড়ীর অন্তর্গত ব্রহ্মরূপে উহাই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর। ...প্রাণশক্তিরূপে প্রকাশিত জগৎ-কারণ ব্রহ্মের ভয়ে বা নিয়মে বাধ্য হইয়া অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে ইহার ভয়ে তপন উত্তাপ দিতেছে, ইন্দ্র বায়ু ও মৃত্যু স্ব স্ব কার্য্যে ধাবমন হইতেছে। ....পঞ্চ চক্রস্থ শক্তি স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। মহাপ্রাণ বা মুখ্যাকাশ সর্ব্বত্র, অর্থাৎ মুলাধারাদি পঞ্চভূতময় স্থানেই লক্ষিত হইতে পারেন কিন্তু প্রধানতঃ ইনি আজ্ঞা চক্রেই অবস্থিত। এই চক্রগুলির হৃদ্দেশে কূটস্থ জ্যোতিঃ। ... পঞ্চ প্রাণস্থির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলেই উহা মুখ্য প্রাণের সহিত এক হইয়া যায়, তখন মনও স্থির হইয়া অ-মন হইয়া যায়। ....প্রকৃতিকে অতিক্রম করা, দুঃসাধ্য হইলেও অসাধ্য নহে। দুইদিকে দর্পণ রাখিয়া নিজেকে দেখিলে যেমন একেরই অসংখ্য প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তদ্রূপ ব্রহ্মের সঙ্কল্পই সেই মায়া দর্পণ। ....ব্রহ্ম আপনাকে বহুরূপে অবলোকন করেন। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। এই মায়া জগৎলীলার কারণ।

Telang. The Lord is situated in the rigion of the heart (শ্বে. উ. ক ও উ.) of all being turning round all beings (as though) mounted on a machine by His delution.

(৬২) এই যোনির পর যোনির ভিতর দিয়া, বা কর্ম্মের পর কর্ম্মের ভিতর দিয়া, বিশ্রামহীন ভ্রমণের বিরাম কি আসিবে না? শান্তি কি আমরা পাইব না? ভগবান বলিলেন—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্। ৬২

পদচ্ছেদ। তম্ এব শরণং গচ্ছ সর্ব্ব-ভাবেন ভারত, তৎ-প্রসাদাৎ পরাম্ শান্তিম্ স্থানম্ প্রপ্স্যসি শাশ্বতম্।

অন্বয়। ভারত, সর্ব্বভাবেন তম্ এব শরণম্ গচ্ছ, তৎপ্রসাদাৎ পরাম্ শান্তিম্ শাশ্বতম্ স্থানম্ প্রাপ্স্যসি।

কঠিন শব্দ। সর্ব্ব ভাবেন = সর্ব্বতোভাবে; কায়মনে বাক্যে সকল প্রকারে অকপট ভাবে; বিষয় বা অন্য দেবতার জন্য কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না রাখিয়া ; অনন্য ভাবে। শাশ্বতম্ স্থানম্ = সনাতন স্থান, পরমধাম (২৮।৫৬)

অনুবাদ। ভারত (অর্জ্জুন) সর্ব্বতোভাবে তুমি তাঁহারই শরণাগত হও ; তাঁহারই কৃপায়, তুমি পরম শান্তি সনাতন স্থান

অর্থাৎ পরমধাম (তাঁহার স্বরূপতা, বা তাঁহাতে বিলীনতা, বা তাঁহার পার্ষদত্ব) প্রাপ্ত হইবে।

যদি শান্তি পাইতে চাও, জীবনের পর জীবন বিঘূর্ণিত না হইতে চাও, যদি শাশ্বত পরম ধাম লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে সেই প্রকৃতির, পতি আদি পুরুষ পুরুষোত্তমের শরণাগত হও। সকল সঙ্কট তো চলিয়া যাইবেই (১৮।৫৮) পরম শান্তি ও পরম অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। ইহাই শরণাগতি, "কৃপাবাদ"।

মধুসূদন। ঈশ্বরই যদি পরাধীন জীবগণকে চালিত করিতেছেন, তাহা হইলে তো সমুদয় বিধি ও নিষেধ শাস্ত্র এবং পুরুষকার এ সমস্তই আনর্থক্য হইয়া পড়ে। সেইজন্যই বলিতেছেন, মনের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা ও কর্ম্মের দ্বারা, সর্ব্বতোভাবে সেই ঈশ্বরকেই সংসার সমুদ্র পার হইবার জন্য অবলম্বন কর। সেই ঈশ্বরেরই অনুগ্রহে, যে অনুগ্রহের ফলে শেষ তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইবে, সেই অনুগ্রহে পরাং শান্তি, অর্থাৎ অবিদ্যার কার্য্যের সহিত অবিদ্যার নিবৃত্তি, এবং স্থানম্ অর্থাৎ অদ্বিতীয় স্বপ্রকাশ পরমানন্দ রূপে যে অবস্থান, ও যাহা নিত্য তাহা প্রাপ্ত হইবে।

নীলকণ্ঠ। শান্তি=সমাধি। বিশ্বনাথ ; অবিদ্যাও বিদ্যার নিবৃত্তি জনিত যে শান্তিলাভ করা যায়, তাহাই পরা ; এইরূপ পরাশান্তি লাভের পর বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি ঘটে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্কর। শান্তি = উপরতি। শাশ্বত স্থান = আমার (বিষ্ণুর) পরম নিত্যধাম।

রামানুজ। শরণ গ্রহণ = আজ্ঞার অনুসরণ। না আজ্ঞাপালন কর তো আমার মায়া প্রেরিত অজ্ঞানে তোমাকে যুদ্ধাদি অনিবার্য্য রূপে করিতে হইবে, ও তুমি নষ্ট হইয়া যাইবে। সেইজন্য আমা দ্বারা উপদিষ্ট রীতিতে যুদ্ধ কর। পরমশান্তি = সকল কর্ম্মবন্ধন রহিত অবস্থা। শাশ্বত স্থান যাহার বর্ণন শত শ্রুতিতে দেওয়া আছে, যথা, 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং' ইত্যাদি (ঋঃ সং ১।২।৬।৫; ৮।৭।১৩।৭; ছা, উ, ৩।১৩ ৭, ক ৮ ৩।৯; মহা, না, উ, ৮ ১৮ ইত্যাদি। যমেবৈষ বৃণুতে ইত্যাদি।

Radhakrishnan. Arjuna must change the whole orientation of his being.

Gandhi Desai. Biblical Text. 'come wants Me and I will give you rest', which St. Augustine thus paraphaases 'stand by Him and ye shall stand fast; rest in Him and ye shall be at rest.

কৃষ্ণানন্দ। ভাগবতী শক্তি, প্রবৃত্তি রূপিণী হইয়া প্রাণী সমূহকে শুভ ও অশুভ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া থাকে।

অরবিন্দ। দার্শনিকদের পরিকল্পিত কোন নির্বিবশেষ ব্রহ্ম অথবা কোন উদাসীন নির্ব্যক্তিক সত্তা, অথব সকল প্রকার সম্বন্ধ অগ্রাহ্য করে এমন কোন অনির্ব্বচনীয় নৈঃশব্দের নিকট আমাদের সকল কর্ম্মের এইরূপ পরিপূর্ণ সমর্পণ করা যায় না, এবং আমা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দের সচেতন সত্তার সকল অংশ তাহার সহিত এইরূপ ঘণিষ্টতা এবং একত্বের অন্তরঙ্গতাকে আমাদের পূর্ণতা লাভের সর্ত্ত ও বিধান করা যায় না, অথবা তাহার নিকট হইতে এইরূপ দিব্য সাহায্য ও অভয়দান ও উদ্ধার সাধনের প্রতিজ্ঞাবাণী আশা করা যায় না।

ভূপেন্দ্রনাথ। সর্ব্বভাবে তাঁহার শরণ গ্রহণ কর, যেন তিনি ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা না থাকে প্রাণাপানের সমতা সাধন দ্বারাই ব্রহ্মকাশ প্রকাশিত হইবে, তখন তোমার মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি আপন আপন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাতেই বিলীন হইবে। তখন অব্যক্ত পরমপদ প্রকাশিত হইয়া পরাশান্তিরূপ শাশ্বত স্থান, যাহার উপর আর কিছু নাই এমন স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইবে। ....পুরুষের সেই নির্ব্বিকার সত্তায় ফিরিয়া যাইতে হইবে, যেমন ভাবে কূটস্থ পুরুষ হইতে এই বাহ্য ব্যাপার সমূহ সম্প্রসারিত হইয়াছে। ঠিক সেই ভাবের মধ্য দিয়া, অর্থাৎ ক্ষিতিতত্ব জলতত্ত্বে, তেজস্তত্ত্বে ইত্যাদি এবং শেষ আকাশকে স্থির প্রাণের মধ্যে এবং স্থির প্রাণকে অব্যক্তে লয় করিবার প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। ....এই পুরুষের মস্তক হইতে দ্যূলোক (মুণ্ডক) ইত্যাদি শৃষ্ট (মুণ্ডক) এখানে পঞ্চাগ্নির কথাও আসিয়াছে।

Telang. Seek shirted in every way i. e. by thought, word and deed ....Highest tranquility the eternal seat.

৬৩। ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া,
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদচ্ছেদ। ইতি তে জ্ঞানম্ আখ্যাতম্ গুহ্যাৎ গুহ্যতরম্ ময়া,
বিমৃশ্য এতৎ অশেষেণ যথা ইচ্ছসি তথা কুরু।

অন্বয়। ইতি গুহ্যাৎ গুহ্যতরম্ জ্ঞানম্ ময়া তে আখ্যাতম্,
এতৎ অশেষেণ বিমৃশ্য, যথা ইচ্ছসি তথা কুরু।

কঠিন শব্দ। এতৎ অশেষেণ বিমৃশ্য = ইহা বিশেষরূপে বিচার করিয়া।

অনুবাদ। এই গুহ্য হইতে গুহ্যতর জ্ঞানের কথা, তোমার নিকট আমা দ্বারা ব্যাখ্যাত হইল। বিশেষরূপে ইহা বিচার করিয়া, যাহা চাও তাহাই কর। যে জ্ঞানের সূক্ষ্মতত্ত্ব সমূহ বুঝিতে পারিবে না, যাহার মনের গঠন সেরূপ হয় নাই, অর্থাৎ অনধিকারীকে সেই জ্ঞানের কথা বলা হইত না; জ্ঞানকে গুহ্য রাখা হইত। এই যটকে দুই স্থানে, চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের প্রথমে ও পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রথমে গুহ্য কথা আসিয়াছে। ভগবান হয়তো বলিতে চাহেন যে এই যে শরণাগতির কথা, ইহা সেগুলি হইতেও গুহ্যতর, কারণ শরণাগতির প্রভাবের উপর কাহারও বিশ্বাস চট করিয়া জমিয়া উঠে না। গুহ্যতম বলিয়াছেন ৬০ শ্লোক, এবং পরম গুহ্য ৬৬ শ্লোক।

মধুসূদন। এক্ষণে সমগ্র গীতা শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন। ....জ্ঞানম্ = আত্মমাত্র বিষয়ক (একমাত্র আত্মাই যাহার প্রতিপাদ্য বিষয়, তাদৃশ। গুহ্যাৎ গুহ্যতরম্ = পরম রহস্য (গোপনীয়) সন্ন্যাসাবসান কর্ম্মযোগ হইতেও গুহ্যতর যেহেতু ইহা (এই জ্ঞান), উহারই (ঐ সন্ন্যাসাবসান কর্ম্ম-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগেরই) ফলস্বরূপ। যথা ইচ্ছসি তথা কুরু=যেমন ইচ্ছা কর, সেইরূপ অনুষ্ঠান কর, কিন্তু ইহা সম্যক আলোচনা না করিয়াই স্বেচ্ছাচারিতা পূর্ব্বক যাহা তাহা করিও না ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যে যুদ্ধ তাহা ত্যাগ করিও না ইত্যাদি)।

রামানুজ। গুপ্ত বিষয় সমূহের ভিতর গুহ্যতর।....কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, যাহাতে তোমার অভিরুচি তাহাতে লাগিয়া যাও।

কৃষ্ণানন্দ। আত্মজ্ঞান, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের ফলস্বরূপ।

শ্রীধর। জ্ঞান বিষয়ে উপদেশ করিলাম। কিরূপ জ্ঞান? গোপনীয় গূঢ় মন্ত্র ও যোগাদির জ্ঞান অপেক্ষাও অধিকতর গোপনীয়। ....শাস্ত্র সম্যগরূপে আলোচিত হইলে, তোমার অজ্ঞান দূরীভূত হইবে।

Radhakrishnan. God's apparent indifference is due to his anxiety that each one of us should get to his won free choice. The conflct between the doctrine of human freedom and that of predestination has roused much discussion in Europe and India. ....Man has the freedom to refuse the grace offered to him by God.... Since freedom of the will is God's command, even God has no direct influence on man's decision.

তিলক। ৬০—৬৩ শ্লোকগুলিতে কর্ম্মপরাধীনতার যে গূঢ় তত্ত্ব বলা হইয়াছে তাহার বিচার গীতারহস্যের ১০ম প্রকরণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে। যদিও আত্মা স্বয়ং স্বতন্ত্র, তথাপি জগতের অর্থাৎ প্রকৃতির ব্যবহার দেখিলে বুঝা যাইবে যে, যে কর্মচক্র অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, তাহার উপর আত্মার কোন অধিকার নাই। আমি যাহা ইচ্ছা করি না, বরঞ্চ যাহা আমার ইচ্ছার বিপরীতও, এইরূপ শত সহস্র বিষয় সংসারে আসিয়া পড়ে. এবং ঐ সকলের ব্যাপারের পরিণামও আমার উপর হইতে থাকে, অথবা উক্ত ব্যাপারগুলিরই কতক অংশ আমাকে করিতে হয়। যদি অস্বীকার করি তো চলে না। এইরূপ অবসরে জ্ঞানী পুরুষ নিজেকে নির্মল রাখিয়া এবং সুখ বা দুঃখকে একপ্রকার বুঝিয়া সমস্ত কর্ম্ম করে; কিন্তু মূর্খ মনুষ্য উহাদের ফাঁদে আবদ্ধ হয়। এই উভয়ের আচরণে ইহাই গুরুতর প্রভেদ। ভগবান তৃতীয় অধ্যায়েই বলিয়া দিয়াছেন যে সমস্ত প্রাণীই নিজ প্রকৃতি অনুসারে চলিতে থাকে, সে স্থলে নিগ্রহ কি করিবে? (৩।৪৩)। এইরূপ স্থিতিতেই মোক্ষ শাস্ত্র অথবা নীতি শাস্ত্র এই উপদেশ করিতে পারে যে, কর্ম্মে আসক্তি রাখিও না। ইহার অধিক উহা কিছু বলিতে পারে না। অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে এই বিচার হইল। কিন্তু ভক্তি দৃষ্টিতে প্রকৃতিও তো ঈশ্বরেরই অংশ। অতএব এই সিদ্ধান্তই ৬১ ও ৬২ শ্লোকে ঈশ্বরকে সমস্ত কর্তৃত্ব সমর্পণ করিয়া বলা হইয়াছে। জগতে যে কিছু ব্যবহার চলিতেছে, সেখানে পরমেশ্বর যেমন চাহিতেছেন সেইরূপই করাইয়া চলিয়াছেন। এইজন্য জ্ঞানী মনুষ্যের উচিত যে অহঙ্কার বুদ্ধি ছাড়িয়া নিজে নিজেকে সর্ব্বদা পরমেশ্বরেরই জিম্মা করিয়া দেয়। ৬৩ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন সত্য যে, "যেমন তোমার ইচ্ছা হয় তেমনই কর" কিন্তু উহার অর্থ অত্যন্ত গভীর। জ্ঞান অথবা ভক্তি দ্বারা যেখানে বুদ্ধি সাম্যাবস্থাতে পৌঁছায়, সেখানে মন্দ ইচ্ছা থাকিতেই পারে না। অতএব এইরূপ জ্ঞানী পুরুষের ইচ্ছা স্বাতন্ত্র (ইচ্ছার স্বাধীনতা) উহার, অথবা জগতের, কখনও অহিতজনক হইতে পারে না। এইজন্য উক্ত শ্লোকের ঠিক ঠিক ভাবার্থ এই যে "যখনই তুমি এই জ্ঞানকে বুঝিয়া লইবে (বিমৃষ্য) তখনই তুমি স্বয়ং প্রকাশ হইয়া যাইবে; আবার (পুর্ব্ব হইতে নহে) তুমি নিজ ইচ্ছাতে যে কর্ম্ম করিবে তাহাই ধর্ম্ম ও প্রমাণ হইবে; এবং স্থিত প্রজ্ঞের এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই তোমার ইচ্ছা প্রতিরুদ্ধ করিবার প্রয়োজনই হইবে না"। হৌক। গীতাতে জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিকেই অধিক মহত্ত্ব দেওয়া হইয়াছে।

ভূপেন্দ্রনাথ। জীবের মধ্যে তিনটি ভাব আছে: [১] অজ্ঞতা বা দেহাত্ম ভাব [২] সুখ দুঃখের ঘাত প্রতিঘাত ও জন্ম মরণের দারুণ ক্লেশ এবং তাহার প্রতিকারের কোন উপায় না দেখিয়া [৩] জীব, ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণের জন্য সাধনাদি আরম্ভ করে, ইহার ফলে, ঐকান্তিক চেষ্টা ও তপস্যার দ্বারা আত্মসমর্পণ করে, ও বুঝিতে পারে যে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব আত্মা হইতে স্বতন্ত্র নহে।....

জগদীশ্বরানন্দ। আধুনিক দীক্ষাগুরু শিষ্যের প্রাক্তন সংস্কার অনুযায়ী ইষ্টমন্ত্র নির্ব্বাচনে অসমর্থ হইয়া সাম্প্রদায়িক দল পুষ্টির জন্য সকলকে একই মন্ত্র দীক্ষা দেন। এই সাম্প্রদায়িকতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাজের সর্ব্বনাশ করিতেছে। ....শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মন্ত্রযোগ ও গীতা শাস্ত্র কলিযুগের জন্য উপদিষ্ট।

(৬৪) গুহ্য, ও গুহ্যতর হইয়া গেল, এইবার সর্ব্বগুহ্যতম কথা বলিবেন। কেন বলিবেন ?—

৬৪। সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামিতে হিতম্।

পদচ্ছেদ। সর্ব্ব-গুহ্যতমম্ ভূয়ঃ শৃণু মে পরমম্ বচঃ, ইষ্টঃ অসি মে দৃঢ়ম্ ইতি ততঃ বক্ষ্যামি তেহি তম্।

অন্বয়। সর্ব্বগুহ্যতমম্ মে পরমম্ বচঃ ভূয়ঃ শৃণু মে দৃঢ়ম্ ইষ্ট অসি ততঃ ইতি হিতম্ তে বক্ষ্যামি (দৃঢ়মতি পাঠান্তর)

কঠিন শব্দ। ভূয়ঃ = পুনরায়, কারণ যাহার কথার এখানে ঈঙ্গিত দিলেন ও পরের শ্লোকে যাহা কথিত হইবে, তাহা পুর্ব্বে নবম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে বলিয়াছেন (৯।৩৪ ; ১২।৬-৭ ; ৪৬-৮৭)

অনুবাদ। সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার শ্রেষ্ঠ বাক্য পুনরায় শ্রবণ কর ; (তুমি) আমার অত্যন্ত প্রিয় হও বলিয়া, সেইজন্য এই হিতকর বাক্য তোমায় বলিব।

রামানুজ। গুহ্য বিষয় সমূহের ভিতর ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ, অতএব উহাই গুহ্যতম [৯।২]

শঙ্কর। যাহা আমি অনেকবার বলিয়াছি, তাহা তুমি আমার প্রিয় বলিয়া ইত্যাদি।

মধুসূদন। অতি গম্ভীর এই গীতা শাস্ত্রের সমগ্রভাবে পর্য্যা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথবা আমার চিত্তের মত চিত্তকর, অর্থাৎ গুণা হও — তোমার মনে আমা ছাড়া যেন আর কিছু না থাকে। এই শব্দটি জ্ঞানে যাহা হয়, তাহার বিবৃতি ; আমাকে তোমার মনে মিশাইয়া দাও, অহংই সেই সঃ। আমাতে তোমার পরম অনুরক্তি হউক [ইহা ভক্তি] ; আমার প্রীত্যর্থে যজ্ঞ কর, সব আমাকে নিষ্কামভাবে উৎসর্গ কর [ইহা কর্ম্ম]। নমস্কুরু, ইহার দুই অর্থ আসে, (১) পুজা না করিতে পার অভ্যাসিকজপ বা নমস্কার কর, (২) আমিই বিধাতা বুঝিয়া, আমাকে শ্রদ্ধার সহিত নমস্কার কর, সেই নমস্কার করা ক্রমেই তোমাকে পুজন ও ভজন বা ভক্তিতে লইয়া যাইবে ; প্রভাতে দাও মা অন্ন চিন্তা, দুপুরে দাও মা অর্থ আহরণের চিন্তা আর সন্ধ্যায়, ক্লান্তির নিদ্রায়, আমি যে মুহ্যমান হইয়া পড়ি মা, কখন তোমার স্মরণ করি" (দ্বাদশ অধ্যায় দেখ)। ভগবান যেন বলিলেন, তোমার এইরকমই যদি অবস্থা, তোমার ধ্যানধারণার দরকার নাই, পুজন ভজনের দরকার নাই, তুমি প্রতি কর্ম্মে আমাকে স্মরণ কোরো। "আহার করি, মনে করি আহুতি দেই শ্যামা মাকে", এই স্মরণ, ইহাই নমস্কার। এষ্যসি = পাইবে। প্রতিজানে = প্রতিজ্ঞা করিতেছি। (১১।৫৫, মৎকর্ম্ম কৃৎ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)। (নবম অধ্যায়ে এ শ্লোকের বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য।)

অনুবাদ। তুমি মদ্গত চিত্ত হও (গুণাতীত ও সোহহংভাব প্রাপ্ত হও) (ইহা জ্ঞান)। তুমি আমার ভজনা কর (ভক্তি) তুমি আমায় পুজা কর (বা প্রীতি উৎপাদনকারী কর্ম্ম কর)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(কর্ম্ম)। আমাকে কিছু না পার, নমস্কার কর . স্মরণ) বা খাওয়ায় শোয়ায় আমার নামোচ্চারণ কর। তাহা হইলে আমাকে তুমি পাইবে; তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কারণ তুমি আমার প্রিয়। শেষের দিক হইতে গোড়ার দিকে চলিলে, ভগবানকে পাইবার ধাপগুলি পরিদৃষ্ট হইবে। ইহারা এরূপ, যে একটির পর, একটি, অর্থাৎ একটি তাহার পুর্ব্বে লিখিত ধাপে আপনিই লইয়া যাইবে। অথবা, এ অর্থও হইতে পারে, যে কোন একটি ধাপে থাকিয়াও ভগবানকে পাওয়া যায় (৯।৩৪ এর দেখ)। নবম অধ্যায়ে এই শ্লোকে যে ভাব আছে, তাহা তো আছেই, আরও একটি ভাব বেশ জোরের সহিত পাই, তাহা অনন্য শরণতা, ইহাই পরের শ্লোকে বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর শরণাগতির পাদপীঠ মাং নমস্কুরু। কবিগুরুর একটি প্রধান কবিতায় তাই তিনি বলিয়াছেন—আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে।

শ্লোকের কথাগুলিতে পরনৈষ্কর্ম্ম্য, পরজ্ঞান ও পরাভক্তি, ত্রিযোগের মিলন। যাহার মন আনন্দৈক ঘন পরিপূর্ণাকার, সে মন্মনা, ইহা পরজ্ঞান। এই জ্ঞান নিষ্ঠালাভ করিবে আমার ভক্ত হইলে ইহা পরাভক্তি। ভক্তি উদিত হইবে আমাকে যজন করিলে; নিষ্কাম যজনে নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি আসিবে। নমস্কারাদি দ্বারা ক্রমেই কর্ম্মে উঠিতে সমর্থ হইবে। তাহা ছাড়া নমস্কারের স্বতন্ত্র উপযোগ আছে, সকল যোগেই ইহার প্রয়োজন। (নবম অধ্যায়ের এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় আরও অনেক কথা বলা হইয়াছে)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রদ্ধার প্রথম পৈঠা আমাকে নমস্কার ; আমি স্মরণে আসিবামাত্র, আমায় শ্রদ্ধা নিবেদন করিবে; ইহাই বৰ্দ্ধিত হইলে সকল কৰ্ম্ম যজ্ঞ ভাবে আমার উদ্দেশ্যে করিবে (কর্ম্মযোগ)। তারপরে আরও আসক্ত হইলে আমায় ভজনা করিবে, আমাতে সর্ব্বক্ষণ অনুরক্ত থাকিবে ; (ভক্তিযোগ)। তাহা হইলে পর, আত্মা পরমাত্মা অভিন্ন এই স্থিতিতে অবস্থিত হইবে (জ্ঞানযোগ)। কোটি গ্রন্থের কাজ, মাত্র কয়েকটি কথায় বিবৃত হইয়াছে।

তিলক। নমস্কার = বন্দনা।

শঙ্কর। আমাকেই নমস্কার কর····এই ভাবে করিতে থাকিলে আমাকে বাসুদেবকে সমস্ত সাধন, ও প্রযোজন সমর্পণ করিয়া তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। ····প্রতিজ্ঞা করিতেছি ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে ভগবানকে সত্যপ্রতিজ্ঞ জানিয়া ও ভগবৎ ভক্তির ফল নিঃসন্দেহ ঐকান্তিক মোক্ষ, ইহা বুঝিয়া, মনুষ্যের কেবল একমাত্র ভগবৎশরণে তৎপর হওয়া প্রয়োজন)।

শ্রীধর। মচ্চিত্ত = আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর ইত্যাদি। এইরূপ করিতে থাকিলে তুমি আমার অনুগ্রহে জ্ঞানলাভ করিয়া, তাহা দ্বারা আমাকেই পাইবে। ····এই অতি সত্যবিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

রামানুজ। 'বেদাহমেত্ ইত্যাদি [শ্বে. উ. ৩।৮], তমেবং ইত্যাদি নান্যঃ পন্থা ইত্যাদি [শ্বে, উ. ৩ ৮], বেদান্তবিহিত জ্ঞান ধ্যান ও উপাসনাদি শব্দ সমূহের বাহ্য দর্শন সমানাকার আমার অত্যন্ত প্রিয় স্মরণ প্রবাহই এখানে মন্মনা ভব। ভক্ত হও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থৎ আমাতে অত্যন্ত প্রেম করিয়া বার বার পরম প্রিয় ধার'-বাহিক চিন্তন করিতে থাক। যজন=পুজা; অত্যন্ত প্রিয় আমার আরাধনা পরায়ণ হও; ভগবানের সর্ব্বথা পুর্ণ অধীনতার নাম আরাধনা। নমস্কার, অর্থাৎ অত্যন্ত প্রিয় আমার প্রতি অত্যধিক নম্রভাব গ্রহণ কর। প্রতিজ্ঞা, অর্থাৎ ইহা শুধু মুখের কথা নহে। যাহার প্রীতি আমাতে অত্যধিক হয়, আমারও প্রীতি তাহাতে অত্যধিক হয়; আমি তাহার সঙ্গ না পাওয়া সহ্য করিতে পারি না বলিয়া, তাহার নিকট আমাকে প্রাপ্ত করাই।

মধুসূদন। ভগবান বাসুদেবের উপর মন যাহার, সে মন্মনাঃ, অর্থাৎ সর্ব্বদা আমার চিন্তা কর। কংসদিও তো বিদ্বেষ বশতঃ তোমার নিয়ত চিন্তা করায় তো মন্মনা হইয়াছিল, তবে তাহাদের মুক্তি হয় নাই কেন? উত্তর:—মদ্‌ভক্তঃ অর্থাৎ প্রেম সহকারে আমাতে অনুরক্ত হও। কি প্রকারে? উত্তর:—মদ্‌যাজী, পুজা পরায়ণ হও। আর যদি পুজার উপকরণের অভাব হয় তো মাং নমস্কুরু অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে প্রণত হইয়া আমার আরাধনা কর। ইহা অর্চ্চন বন্দনাদির উপলক্ষণ, ভগবতে আছে "শ্রবণং কীর্ত্তনং ইত্যাদি, অর্থাৎ বিষ্ণুর চরিত্র শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ পাদ সেবন অর্চ্চন বন্দন, দাস্য সখ্য এবং আত্মনিবেদন; এই প্রকারে নব লক্ষণা ভক্তি যদি পুরুষ কর্ত্তৃক ভগবানে সমর্পিত করা হয়, মনে হয় সত্যই তাহা শ্রেষ্ঠ অধ্যয়ন—বেদান্ত শ্রবণ। ভক্তি রসায়ন নামক গ্রন্থে আমি বিস্তৃত ভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপে সর্ব্বদা ভগবত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতে আমার (ঈশ্বরের) উপর অনুরাগ জন্মিলে মন্মনা হইয়া আমাকেই অর্থাৎ ভগবান বাসুদেবকেই প্রাপ্ত হইবে—বেদান্তবাক্য জনিত ব্রহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞান সহকারে ব্রহ্মরূপতা লাভ করিবে।

রামানুজ সম্প্রদায় বলেন ইহা গীতার চরম শ্লোক।

নীলকণ্ঠ। মন্মনা=আমাকে প্রত্যকাত্মৈক ঘন পরিপূর্ণ বোধে মৎপরায়ণ হও। এতদ্দ্বারা ব্রহ্ম এবং আত্মার ভেদজ্ঞান অসহকৃত আত্ম সাক্ষাৎকার আবশ্যক, তৃতীয় ষটকে এই লক্ষণ সূচিত হইল। কিরূপে এই জ্ঞান নিষ্ঠা পাওয়া যায়, তাহার উত্তর তুমি মদ্ভক্ত হও; এতদ্দ্বারা ভগবদুপসনাত্মক মধ্যষটকের লক্ষ্য সূচিত হইল। আমি অল্পপুণ্যব্যক্তি, এরূপ ভক্তি কি করিয়া হইবে? তাহার উত্তর মদ্‌যাজী অর্থাৎ ভগবদুদ্দেশে কর্ম্ম পরায়ণ হও; প্রথম ষটক। যে ব্যক্তির দরিদ্রতা বা স্ত্রী প্রভৃতি স্বজন রাহিত্যে ....যাজিত্য অসম্ভব, তারপক্ষে ....নমস্কারাদি, ইত্যাদি।

Radhakrishnan. We must ....open ourselves out to Him in the words of the Christian hymn—O Love, I give myself to Thee, Thine ever, only Thine to be .. Our spiritual life depends as much on our going to Him, as on His coming to us. It is not only our ascent to God, but His descent to man. Look at the words of the poet Tagore—"Hast thou not heard His silent steps? He comes, comes, ever comes.'

কৃষ্ণানন্দ। পূজার সামগ্রীর অভাব হইলে যদি পূজা পূর্ণ না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়, তাই বলিলেন, আমায় নমস্কার অর্থাৎ অতি নম্রতা পূর্ব্বক শরীর মন ও বাক্যের দ্বারা আমার আরাধনা কর। মদ্‌যাজী ও নমঃ শব্দ দ্বয়ে অর্চ্চনা ও বন্দনা উপলক্ষিত। ভগবানের কথা শ্রবণ কীর্ত্তন নামস্মরণ পদসেবন অর্চ্চন বন্ধন দাস্য সখ্য আত্ম-সমর্পণ, ভক্তির নয় প্রকার লক্ষণ।....মন্মনা দ্বারা ব্রহ্মে চিত্ত বিলয়রূপ গীতার তৃতীয় ষটক বা জ্ঞান কাণ্ডের দ্বারা ব্রহ্মে অভেদ ভাব। মদ্ভক্তঃ বা দ্বিতীয় বা জ্ঞাননিষ্ঠা লাভোপযোগী উপাসনা কাণ্ড বা ভক্তিযোগ। মদ্‌যাজী দ্বারা নিষ্কাম বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আবশ্যকতা অর্থাৎ প্রথম ষটক কর্ম্মযোগ।

সন্তদাস নমস্কার কর, অর্থাৎ আত্মসমর্পণ কর।

রবীন্দ্রনাথ। আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলায় তলে. সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।

ভক্তিপ্রদীপ। মাম নমস্কুরু = Submit to me.

ভূপেন্দ্রনাথ। চিত্তের নিরন্তর স্পন্দন থামাইতে হইবে, ইহাকে একমুখী করিতে হইবে, ব্রহ্মে চিত্ত বিলয় না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই মন্মনা হইতে পারে না।....চিত্তের বহির্ম্মুখ ভাব যাহাতে না হয়, তাহার জন্য কোন আধ্যাত্মিক স্থানে রাখিয়া একাগ্রতা অভ্যাস করিতে হইবে; সর্ব্বোচ্চ আধ্যাত্মিক স্থান সহস্রার ও আজ্ঞাচক্র। সহস্রারে রাখা সহজ নহে। আজ্ঞাচক্রে রাখিবে। ....মনের নিরুদ্ধ অবস্থাই প্রকৃত মন্মনা অর্থাৎ আপনাতে আপনি। যাঁহারা মন্মনা হইতে পারেন না তাহারা মদ্ভক্ত অর্থাৎ ভজনশীল হইবেন, ক্রমে ক্রমে মন্মনা হইবার জন্য। যা পরানুরক্তিরীশ্বরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহার জন্য মদ্‌যাজী হই অর্থাৎ ক্রিয়াশীল হইতে হইবে। এই মদ্‌যাজীর সহিত, মাং নমস্কুরু ওঁ কারের ক্রিয়া কর। যাঁহারা এরূপ করেন, তাঁহাদের প্রাণশক্তি মাথায় চলিয়া বসে।....ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, এইরূপ পুজা অর্থাৎ আপনাকে আপনি পুজা করেন।

Telang. On me place your mind, becoming my devotee, sacrifice to me, reverence me and you will certainly come to me.

(৬৬) এইবার শরণাগতির চূড়ান্ত কথা, গীতার মর্ম্মের কথা, ভগবানের মৃত সঞ্জীবনী আশ্বাস বাণী।

৬৬। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

পদচ্ছেদ। সর্ব্ব-ধর্ম্মান্ পারিত্যজ্য মাম একং শরণং ব্রজ, অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি, মা শুচঃ।

অন্বয়। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য একম মাম শরণং ব্রজঃ অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

কঠিন শব্দ। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য = নানামতের কচকচানি ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ কচকচানির ভিতর না পড়িয়া, ত্বা= তোমাকে। মা শুচঃ = শোক করিও না। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পারিত্যজ্য = নিখিল প্রকৃতি সম্ভূত বর্ণাশ্রামাকার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া = আসক্তি ও ফলত্যাগ পূর্ব্বক উহা অনুষ্ঠেয়, এইভাবে পরিহার করিয়া, অর্থাৎ আপনাকে সর্ব্বথা ভগবানের যন্ত্রবৎ করিয়া, ফল আসক্তি ও কর্তৃত্বাদি পরিত্যাগ করিয়া রামানুজ) ; ধর্ম্মত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফলত্যাগ, অন্যথা কিরূপে যুদ্ধ বিধান হইতে পারে (মাধব ; বিধির কিঙ্করত্ব পরিত্যাগ করিয়া (শ্রীধর); বিদ্যমান ও অবিদ্যমান সমুদায় ধর্ম্ম শরণাপন্নতায় অনাদর করিয়া মধুসূদন) ; শরণ = মূল্যক্রীত পশুর ন্যায় অধীন।

অনুবাদ। নানা মতবাদ পরিহার করিয়া, একমাত্র আমার শরণ লও। আমি তোমাকে (শরণাগত হইলে) সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না। ভগবান যেন বলিলেন, অর্জ্জুন ধর্ম্মশাস্ত্রের, নানা স্মৃতি, নানা পুরণাদির, কচ্‌লাকচলির ভিতর পড়িও না, তুমি পথ খুঁজিয়া পাইবে না। ধর্ম্মসঙ্কট তো তাহাই, যাহার ভিতর পথ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাহা মোহ আনিয়া দেয় স্বধর্ম্মের পথ নানা ভ্রান্ত আলোচনায় আবৃত করিয়া রাখে, সেই নানা মতবাদের ধর্ম্ম সঙ্কটে মোহাবিষ্টের মত না থাকিয়া, একমাত্র আমার (অন্তর্য্যামী ভগবানের) শরণাপন্ন হও, আমি সারথির মত ঠিক পথে তোমায় লইয়া যাইব। সে পথে, যদি তোমার তথাকথিত কোন শাস্ত্রের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে হয়, তোমার তাহাতে কোন পাপ হইবে না, আমি সকল পাপ হইতে তোমায় মুক্ত রাখিব। তুমি দুইটি বিষয়ের চিন্তায় মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলে, একটি অহংতা-মমতাপূর্ণ স্বজন প্রীতি, আর দ্বিতীয়, গুরুজন বধে পাপ হইবে, সেই পাপের ভয়। স্বধর্ম্ম অর্থাৎ যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম তোমার জন্য নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, তাহার প্রতি পালনের জন্য অহংতা ও মম-তার উপর উঠিতে হয়, ইহা তুমি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ। তুমি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ যে কর্ত্তৃত্বা-ভিমান-শূন্য আসক্তি শূন্য, ও ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত মনে, নিয়ন্ত্রিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলে, কোনও পাপ হয় না ; (যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবঃ ১৮.১৭। যদি এখনও তোমার মন শোকে আচ্ছন্ন রহিয়া থাকে। তুমি সকল ভার আমার উপর অর্পণ কর ; আমি যাহা বলি শরণাগত ভাবে তাহা করিতে থাক। এ ভাবে যাহা তুমি করিবে, তাহাতে কোন পাপ হইবে না, তুমি শোক ত্যাগ কর। তুমি অশোচ্য বিষয় সমূহ লইয়া ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছিলে (২ ১১), শোক সব ছাড়িয়া দাও। . গীতা 'অশোচ্য' কথা লইয়া আরম্ভ হইয়াছিল, আর 'মা শুচ কথায় শেষ হইল; বিষাদ যোগে আরম্ভ হইয়াছিল, মোক্ষযোগে শেষ হইল —ইহা দ্রষ্টব্য)। আমি তোমাকে এতক্ষণ অনেক রকম ধর্ম্ম পথের কথা বলিয়াছি; কোনও পথে তোমার যাইবার প্রয়োজন নাই যদি আমার শরণাপন্ন হও। আমি বুদ্ধিযোগ দিব, আমি ঠিক পথে তোমায় লইয়া যাইব।

ধর্ম্ম সঙ্কটে আমার শরণ লও। রাজধর্ম্ম সমাজধর্ম্ম, পারিবারিক ধর্ম্ম—ধর্ম্ম, সংখ্যায় অসংখ্য। কোন্‌টা ধর্ম্ম, কোন্‌টা অধর্ম্ম, এ বিচারের দায় নিজের উপর রাখিও না। এই শ্লোকটি অতীব মূল্যবান শ্লোক, গীতার শেষ কথা, অনুশাসন সমূহের শেষ কথা। যদি বল Conscience কে ধরিয়া থাকি না কেন, Conscience তো শেষ কথা ? কিন্তু তাহা নয়। বিবদমান একাধিক ধর্ম্মানুশাসনের দাপাদাপির ভিতর Conscience কাজ করিতে সমর্থ হয় না। তাহা ছাড়া, "Conscience is no infalible standard of guide ; it is an acquired, a deve-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

loped thing.” শেষ কথা—কায় মনোবাক্যে তাঁহার শরণ গ্রহণ কর। অকপট চিত্তে তাঁহাকে ডাকিলে, তিনি সারথির মত তোমায় ঠিক পথ দিয়া লইয়া চলিবেন। ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ। (এখানে, নির্গুণ ব্রহ্ম পাপ হইতে মুক্তি দেন কিনা, এরূপ কোন কথা উঠে না; সগুণভাবে, ভগবান ভাবে তিনি পাপ নাশক)।

শরণাপত্তির লক্ষণ (বায়ুপুরাণে)— অনুকূল বিষয়ের সঙ্কল্প. প্রতিকূল বিষয়ের বর্জ্জন, রক্ষা করিবেন এই বিশ্বাস। ভক্তি শাস্ত্র বিহিত আপনার অভীষ্ট দেবতার প্রতি রুচিকর প্রবৃত্তি= আনুকূল্য। তিনি রক্ষক অপরে নহে=রক্ষকত্বে বরণ; দ্রৌপদী গজেন্দ্রাদিকে তিনি যেরূপ রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ রক্ষা করিবেন এইরূপ বিশ্বাস। আত্মনিক্ষেপ=আপনার স্থূল সূক্ষ্ম দেহের সহিত আপনাকে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ। অকার্পণ্য = আর কাহারও নিকট আপনার দৈন্য জ্ঞাপন না করা। (বল্লভ সম্প্রদায়ের মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণং শরণং মম; যেমন বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। অর্জ্জুন শিষ্যত্ব চাহিয়াছিলেন শিষ্যস্তেঽহং বলিয়া; ভগবান শিষ্যত্ব দিলেন, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য বলিয়া,—অর্থাৎ অনন্যভক্তি শরণাগতির শিক্ষা দিয়া।

গীতার লক্ষ্য গুণাতীতত্ব গীতার কর্ম্মসূচী স্বধর্ম্মপালন ও ইন্দ্রিয় সংযম, আর গীতা চায় ঐ লক্ষ্যে উঠিবার জন্য (বা পুরুষোত্তমের পরমপদে স্থান পাইবার জন্য) ‘প্রকৃতির’ প্রতি ‘পুরুষের’ (প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে বা প্রকৃতির ছলনায়) যে তদাত্মকত্ব উদ্বুদ্ধ হয়, পুরুষ যেন তাহাকে মূল হইতে কাটিয়া ফেলে (১৫।১-৪)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতি, অর্থাৎ তাহার ত্রিগুণ, চেতনিত হইয়া, পুরুষকে তদাত্মকত্বে রাখিতে অনবরতঃ চেষ্টায় থাকে (৩।৫, ২৭, ২৮ ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৭-৪৩ ; ৯৮ ; ১৮ ৫৮-৬১)। পুরুষোত্তমের অংশ জাত, পুরুষ-বাচ্চার চাই উদাসীন থাকিয়াই হউক, বা পুরুষকার চালাইয়াই হউক, নিজেকে মুক্ত রাখা। বড় কঠিন কাজ ; আমরা দেহক্ষেত্রে শুধু নহে সংসারের ক্ষেত্রেও তাহা প্রতিদিনই দেখিতে পাই। তাহা হইলে কি উপায় নাই ? ভগবান বলিলেন আছে; সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, আমি তোমায় ঠিক পথ দিয়া লইয়া চলিব। আমার নিয়ন্ত্রণে তোমার কাজ করায়, মানব নীতির কোন অংশের যদি বিরুদ্ধাচরণও করা হয়, ভয় নাই ; আমার নিয়মে তুমি কোন পাপে পড়িবে না।" বড় চমৎকার এ আশ্বাস বাণী। দুর্ব্বল আমরা, আমাদের জন্যই তো এ আশ্বাস। তবে প্রথমে পুরুষকার চাই। তারপর শরণাগতি চাই, "মন-মুখ এক হওয়া চাই।

হয় তো প্রশ্ন উঠিবে, আত্মা তো নিষ্ক্রিয়, সে পুরুষকার চালাইবে কি করিয়া ? ঠিক ! যাহা, হয় তাহা এই :—আমাদের ভিতর প্রকৃতির উপাদান সমূহ আত্মাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, এবং প্রতি উপাদানে নানা পরিমাণে ত্রিগুণ রহিয়াছে। আত্মার প্রথম ঘের, বুদ্ধির উচ্চতম অংশ, higher mind আত্মার সন্নিকটতম ভাবে অবস্থিত। নিকটতম হওয়ায়, ইহারই ভিতর জাগিয়া উঠে আত্মার আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব, জাগিয়া উঠে, প্রকৃতির নিম্ন উপাদান সমূহের তদাত্মক হওয়া হইতে মুক্তি পাইবার স্পৃহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাগিয়া উঠে will power, পৌরুষ বুদ্ধি। ইহার দ্বারা চালিত পুরুষকারকেই, আত্মার দ্বারা চালিত পুরুষকার বলা হয়। শাস্ত্রে অনেক স্থলে দেখা যাইবে, প্রকৃতিই বন্ধন আনে এবং প্রকৃতিই মুক্তি আনে, উহা এই ভাবে হয়। সকলের এ উচ্চ বুদ্ধি সমপরিমাণে হয় না, তাহার কারণ স্পষ্ট, অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কৃত কর্ম। সাত্ত্বিকত্ব, ইত্যাদি ইহাদের পারস্পরিক পরিমাণ আমাদের ভিন্ন ভিন্ন উপাদান সমূহে, ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কৃতকর্ম্ম ধার্য্য করে, (অর্থাৎ কর্ম্মফলদাত্রী তিনি ধার্য্য করেন কৃতকর্মানুসারে। আর, কর্ম্ম যেমন যেমন করা হইতে থাকে ইহাদের নূতনানূতন পারস্পরিক পরিমাণের কম বেশী হইতে থাকে, প্রকৃতঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃকর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ (৩।২৭) হইলেও, আত্মা স্বাধীন ভাবে কিছু কিছু করিতে সমর্থ, তাহা না হইলে ভগবান বলিতেন না, "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে"। পুরুষকারের ইঙ্গিত এ শ্লোকে বা অন্যান্য অনেক শ্লোকেই আছে এবং এই ভাবের ব্যাখ্যা আমরা ২।২৭ শ্লোকে দিয়াছি। প্রথম ষট্‌কে পাই আত্মার স্বাধীন ভাবে কাজ করা—সেই স্বাধীন ভাবের কাজ করা উপরিউক্ত ব্যাপার। "মনসস্তু পরা বুদ্ধি যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ; এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্‌ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা, জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ (৩।৪২)। পুরুষকার সম্বন্ধে দুই এক কথা এখানে বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পরমহংসদেব বলিতেন "করুণার বাতাস সর্ব্বদাই বইছে, ওরে তোরা পাল তুলে দে", অর্থাৎ পুরুষকার চালাও; ভগবান চাহেন প্রথম পুরুষ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারের প্রয়োগ, গীতার বহুস্থানে তাহার ইঙ্গিত রহিয়াছে। কেহ হয়তো বলিবেন, আত্মা নিষ্ক্রিয়, যে পুরুষকার চালাইবে কি করিয়া? প্রারব্ধই সব, পুরুষকার বলিয়া কিছু নাই। কিন্তু তাহা নহে। আমরা এ অধ্যায়ে এবং অন্যান্য অধ্যায়ের বহু স্থলে ইহার আলোচনা করিয়াছি। একটু পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে আত্মা নিষ্ক্রিয় হইলেও, ইহার অতি নিকটে higher mind; ও তাহাতে সাত্ত্বিক গুণের প্রাচুর্য্য থাকাতে, এবং উহা, আত্মার সন্নিধানে হওয়ায় চেতনিত হইয়া যায় বলিয়া, চেতনিত হইয়া কাজ করে, ঐ সাত্ত্বিক গুণ, পুরুষকার উদ্বুদ্ধ করায়। ভগবানের শরণাগত হইলে সাত্ত্বিক গুণের প্রাচুর্য্য ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, পুরুষকার উদ্বুদ্ধ হয়; পুরুষকারের মূল্য আছে; যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুনের থাকা চাই। অর্জুনে পুরুষকার ছিল বলিয়া ভগবান তাঁহাকে তাঁহার পতাকা বহিবার ভার দিয়াছিলেন, "তস্মাদুত্তিষ্ঠ যশঃ লভস্ব" বলিয়া উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, অবিদ্যয়া মৃত্যুম্ তীর্ত্বা শেষ কথা নহে, তাহার পরের কথা বিদ্যযাঽমৃত মশ্নুতে। দ্রৌপদী লাঞ্ছনার শেষ ধাপ হইতে নিজের চেষ্টায় রক্ষা পাইবার আর কোনও উপায় না দেখিতে পাইয়া, ভগবানকে যখন অকপট শরণাগতিতে ভাবিলেন, তখন আশ্চর্য্যভাবে তিনি রক্ষা পাইলেন। ভগবানের কৃপার তলায় আমি যেন থাকি, এ ভাব যদি সর্ব্বদা মনে রাখা যায়, ভগবান যদি বোঝেন যে তোমার কাজ এ রকম যে পুরুষকার চালান প্রয়োজন। তিনিই তোমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেইরূপ বুদ্ধি দিবেন। তবে মনে তাঁহাতে সমর্পিত হইয়া থাকা চাই। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। "মামেকং শরণং থাকিয়া, পুরুষকার চালাইয়া (তিনিই তোমায় পুরুষকার দিবেন, যদি তাহা তুমি পাইবার যোগ্য হও) তুমি তোমাতে নির্দ্দিষ্ট কাজ, করিয়া যাও। ইহাই গায়ত্রী মন্ত্র।

জগদীশ্বরানন্দ। বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত অনুসারে কথিত হইয়াছে :— সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য শ্রেষ্ঠ ভক্তিং সমাচরেৎ। স এব বৈষ্ণবাচার কাম সঙ্কল্প বর্জ্জিতঃ। অধ্যাত্ম রামায়ণে :—ধর্ম্মাধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ইত্যাদি।

Telang. Forsaking all duties of caste or order, come to me as your sole refuge. I will release you from all sins. Be not grieved.

বিদ্যানন্দ। শরীরের ধর্ম্ম শোওয়া বসা, বাণীর ধর্ম্ম বলা, ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম রূপ রসাদি ভোগ করা, অন্তঃকরণের ধর্ম্ম কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব—সব ছাড়িয়া কেবল আমার শরণে আইস।

তিলক। জ্ঞান মার্গের টীকাকারদের নিকট এই ভক্তিমার্গের উপসংহার প্রিয় হয় না, সেইজন্য তাঁহারা "ধর্মের" পরে অধর্ম্মের" সমাবেশ করিয়া বলেন যে এই শ্লোক, কঠ উপনিষদের "ধর্ম্ম অধর্ম্ম, কৃত অকৃত, সকল ছাড়িয়া, ইহাদের অতীত পরব্রহ্মকে জানো" এই উপদেশের সহিত সমানার্থক, এবং ইহাতে নির্গুণ ব্রহ্মের আশ্রয় লইবার কঠ উপনিষদে ও শান্তিপর্ব্বেও ইহা উক্ত কিন্তু ওখানে, ধর্ম্ম অধর্ম্ম এ দুই পদ যেমন স্পষ্ট পাওয়া যায়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতায় সেরূপ নহে। ....শ্রীমৎ ভগবদ্ গীতারূপ সুবর্ণ পাত্রস্থিত উপাদেয় অন্নের মধ্যে, ভক্তি রূপ এই অন্তিম গ্রাস বড়ই মধুর।

শঙ্কর। সকল ধর্ম্ম (এখানে নৈষ্কর্ম্ম্য কর্ম্মাভাব, ইহারও প্রতি-পাদন করিতে হইবে, সেইজন্য ধর্ম্ম শব্দে অধর্ম্মও লওয়া হইবে। শ্রুতি স্মৃতিতে ইহাই বলা হইয়াছে (কঠ উঃ ১ ২ ২৪ ত্যজ ধর্ম্মং অধর্ম্মং চ, মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩২৯।৪০)। সকল ধর্ম্ম ছাড়িয়া, সকল কর্ম্মের সন্ন্যাস করিয়া, একেরই, আমারই শরণে আইস, অর্থাৎ সকলকার আত্মা, সম, সর্ব্বভূতে স্থিত, ঈশ্বর অচ্যুত, তথা গর্ভ, জন্ম, জরা, মৃত্যু রহিত "আমিই আছি" এই প্রকার এক আমারই শরণ লাভ কর; আমা হতে অন্য কিছুই নাই ইহা নিশ্চয় কর। তোমা হেন যে এরূপ নিশ্চয় করিবে আমি নিজ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করাইয়া তাহাকে সকল ধর্ম্মাধর্মরূপ পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিব পুর্ব্বেও বলা হইয়াছে, নাশয়ামি আত্ম ভাবস্থো জ্ঞান দীপেন ভাস্বতা। এইজন্য তুমি শোক বা চিন্তা করিও না। (ইহার পর শঙ্করই গীতা শাস্ত্র কি নিশ্চিত করিয়াছে – পরমকল্যাণ মোক্ষের সাধন জ্ঞান কি কর্ম্ম, কি দুই, ইহার সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। শঙ্করের মতে কর্ম্মেও নহে, জ্ঞান কর্ম্ম সমুচ্চয়েও নহে, শুধু জ্ঞান।

রামানুজ। পরমকল্যাণ প্রাপ্তির সাধনভূত কর্ম্মযোগ, জ্ঞান যোগ ও ভক্তিযোগ রূপ সকল আমার আরাধনা রূপে অত্যন্ত প্রেমে অধিকারানুযায়ী করিতে থাক, আর সেইরূপ করিতে থাকিয়া আমার কথিত রীতিতে ফল, কর্ম্ম ও কর্ত্তৃত্ব ত্যাগ দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সব পরিত্যাগ করিয়া আমাকে, আরাধ্য দেবকে. প্রাপ্তব্য জ্ঞান ও প্রাপ্তির উপায়ও আমাকেই বোঝ। এখানে ইহার দ্বারাই সকল ধর্ম্মের শাস্ত্রীয় পরিত্যাগই নির্দ্দেশিত হইয়াছে (১৮।৪,৩,১১) গোটা অধ্যায়টাতে তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে ......আমার প্রাপ্তির বিরোধী যে অকর্ত্তব্য করা ও কর্ত্তব্য না করা রূপ অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত অনন্ত পাপ হইতে তোমায় মুক্ত করিয়া দিব। ....অথবা এরূপও ব্যাখ্যাত হয়, ভক্তি যোগারম্ভের বিরোধী পাপ অনন্ত; অনন্তকাল প্রায়শ্চিত্ত করিলেও মুক্তি পাইবার মত নয়। এই সব কারণ হইতে ইহা বুঝিয়া কি অর্জ্জুনে ভক্তিযোগ আরম্ভ করিবার যোগ্যতা নাই. শোকার্ত্ত চিত্ত অর্জ্জুনের আশঙ্কা দূর করিতে ভগবান বলিলেন সকল ধর্ম্ম ছাড়িয়া আমারই শরণাগত হও। অনন্ত পাপের অনন্ত সংখ্যক প্রায়শ্চিত্ত; মনুষ্যের আয়ুষ্কাল পরিমিত, উহার ভিতর তাহার অনুষ্ঠান অসম্ভব। ঐ সবে কাল না কাটাইতে থাকিযা ভক্তি যোগারম্ভের সিদ্ধির জন্য শরণাগত-বৎসল আমি, আমার শরণাগত হও; আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিব।

শ্রীধর। সর্ব্বোৎকৃষ্টতম গোপনীয় বিষয় বলিতেছেন. "আমার প্রতি ভক্তি দ্বারাই সকলই সম্পন্ন হইবে" এই দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বিধির দাসত্ব ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর, এইরূপে থাকিলে তোমার কর্ম্মত্যাগের জন্য পাপ হইবে বলিয়া দুঃখ করিও না একমাত্র আমাতে—আশ্রয়কারীকে সকলপ্রকার পাপ হইতে আমি মুক্তি দি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বনাথ। সকল প্রকার বর্ণাশ্রম ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর। পরিত্যাগ, সন্ন্যাস নহে; অর্জ্জুন সন্ন্যাসাধিকারী নহেন। যদি বলা যায়, অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জনসাধারণকে উপদেশ দিতেছেন, তাহাও হয় না, কারণ লক্ষ্যভূত অর্জ্জুনকে প্রথম উপদেশ, তারপরে অন্যদের। ভাগবতে আছে যিনি কার্য্য সমূহ পরিহার করিয়া সর্ব্বতোভাবে মুকুন্দের শরণাগত হইয়াছেন তিনি দেব ঋষি ও ভূত সমূহ, কাহারও কিঙ্কর নহেন। যখন মানব সকল কর্ম্মত্যাগ করিয়া আমার আকাঙ্ক্ষায় আত্ম সমর্পণ করে, তখন অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমার দ্বারা আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ....'পরি' শব্দে সূচিত হইতেছে যে কেবল ফলত্যাগ লক্ষিত নহে। একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর, এই বাক্যে ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, কর্ম্ম জ্ঞান, যোগ, বা অন্য দেবতাদির শরণ গ্রহণ করিতে হইবে না। আমার অনন্য ভক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু তুমি মাত্র কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিতে অধিকারী। ....আমার আজ্ঞানুসারে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মত্যাগ করিলে, তোমাকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে না। আমি বেদরূপে নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিয়াছি, এক্ষণে আপনার রূপধারণ করিয়া তত্তাবৎ ত্যাগ করিতে আদেশ দিতেছি। অতএব কিরূপে পাপ হইবে? বরং আমার আজ্ঞালঙ্ঘন করিলে পাপ হইবে। যে যাহার শরণাগত, সে মূল্যছাগ, ক্রীত পশুর মত তাহারই অধীনে থাকে। শরণ-গ্রহণতত্ত্ব আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পং প্রতিকূলস্য বর্জ্জনং, রক্ষিষ্যতীতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বাসো ভর্ত্তৃত্বে বরণং তথা, নিক্ষেপণ মক র্পণ্যং ষড়বিধা শরণাগতি (পৃ ১৩২৩)। শরণাগত হইলে আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে। অধর্ম্ম করিতে বলিলেও করিতে হইবে, তোমার যাহা পাপ আছে, এবং আমি পাপ করাইব বলিয়া আশঙ্কা হইয়াছে, সব হইতে তোমায় মুক্ত করিব। তুমিই হও আর যিনিই হোন্, মৎচিত্তপরায়ণ যে কোন ব্যক্তি স্বধর্ম ও পরধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক যদি আমার শরণাগত হও তাহা হইলে পরম সুখময় দশায় উপনীত হইবে। তাহাদের পাপমোচনের ভার আমার উপর ইত্যাদি........

গিরীন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণ সামাজিক ধর্ম্মকে অতি উচ্চস্থান দিয়াছেন। কিন্তু সমাজধর্ম্ম নিত্যবস্তু নহে। সমাজে আজ যাহা ধর্ম বলিয়া প'রিচিত, কাল তাহা ধর্ম্মবিবেচিত না হইতে পারে। ব্রহ্মবিৎ পাপ পুণ্যের ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত হন। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণ লও। কোন প্রকার সমাজধর্ম মানিও না, কেবল ভগবানের শরণ লও বলিলে সাধারণ ব্যক্তির সমূহ অনিষ্ট হয়, তাই এই উপদেশকে গুহ্যতম ব'ললেন, ও অনধিকারীকে বলিতে নিষেধ করিলেন।

জ্ঞানেশ্বরী। অদ্বৈত ভাবে আমার শরণে আসিলে, স্বভাবতঃ ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমায় স্পর্শ করিবে না। নিজেকে আমা হতে ভিন্ন না জানাকে, আমার শরণে আসা বলে।

Modi. says Hill takes ধর্ম্মান্' as all kinds of works, and perhaps specially the caste duties

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Hill takes পরিত্যজ্য as abandoning the fruits there of.

(প্রশ্ন উঠিতে পারে, যখন তত্ত্ব ইহাই যে, যে নিষ্কাম কর্ম্ম করিবে সেই মোক্ষ পাইবে, তখন ভগবান 'মোক্ষয়িষ্যামি' বলিলেন কেন? উত্তর—কোন কিছু আপনা হইতে হয় না, ভগবানের নিয়মে হয়, তাই মোক্ষয়িষ্যামি বলা হইয়াছে।)

রামদয়াল। শরণাগতির কথা আমি নানাস্থানে বলিয়াছি, যথা এই অধ্যায়েই ৮ ৫৬ শ্লোকে; সেখানে আমি যাহা বলিয়াছি তাহার অর্থ ছিল, বিহিত কর্ম্ম, এমন কি নিষিদ্ধ কর্ম্মও যদি আমার শরণাগত হইয়া কর, তবে আমার প্রসাদে পরমপদে স্থিতি লাভ করিবে। এই কর্মে ধর্ম্ম ও এই কর্ম্মে অধর্ম্ম হয়, ইহা অগ্রাহ্য করিয়া, প্রারব্ধবশে যে কর্ম আসুক, তাহা আমাতে অর্পণ করিয়া আমার শরণাগত হও। ১৮।৫৭, ৬৫, শ্লোকেও এই কথা। শরণাগতিতে সর্ব্বকর্ম সন্ন্যাস হইয়া যায়। 'ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্' পরে জ্ঞাননিষ্ঠারূপ পরা-ভক্তি দ্বারা তত্ত্বতঃ আমাকে জানিতে পারিবে ; পরে দেহান্তে আমাতেই প্রবেশ করিবে। তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম, ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি। ইহাতে ভক্তিনিষ্ঠা, জ্ঞাননিষ্ঠা উভয়ই রহিয়াছে। এই ব্রাহ্মীস্থিতি লাভের উপায় সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

এই শ্লোকটির নানা অর্থ দেওয়া হয়, (১) কাহারও মতে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস ও যজন অধ্যয়ন অধ্যাপন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দান, প্রতিগ্রহ, যুদ্ধাদি, পশুপালন, বাণিজ্যাদি, সেবা ইত্যাদি চতুর্ব্বর্ণের বর্ণধর্ম্ম এবং আশ্রম ধর্ম্মও সব ত্যাগ করিয়া তোমার শরণাপন্ন হইতে হইবে। (২) কাহারও মতে দেহ ইন্দ্রিয় বুদ্ধি ইত্যাদির ধর্ম্ম যে অগ্নিহোত্রাদি বা সুখদুঃখাদি, এই সব ত্যাগ করিয়া শরণাপন্ন হইতে হইবে (৩) কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ভক্তি যোগ রূপ সমস্ত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ইত্যাদি (৪) ভগবানই সকল ধর্ম্মের অধিষ্ঠান ভূমি ; সকল ধর্ম্মের পৃথক পৃথক সেবা না করিয়া একমাত্র ভগবানকেই সর্ব্বধর্ম স্বরূপ বলিয়া জান। ....শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্রাদিতে শরণাগতকে ধর্ম অধর্ম উভয়ই ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া কর্ম করিতে বলা হইয়াছে; যথা অধ্যাত্ম রামায়ণ অযোধ্যা ৬৫৫। ....সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্যতে সেই কথা বলা হইতেছে, যাহা সর্ব্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়তে বলা হইয়াছে। বিহিতকর্ম যাহা কর, তাহাও আমাকে অর্পণ করিয়া কর, এমন কি নিষিদ্ধ কর্ম প্রারব্ধবশে যাহা করিতে হয়, তাহাও ভগবানে অর্পণ করিয়া কর।....চেতসা সর্ব্বকর্মাণি ইত্যাদি, যৎ করোষি ইত্যাদি। পরিত্যজ্য = সংন্যস্য = অর্পণ। ....কর্মসন্ন্যাস নহে, ফল সন্ন্যাস। ....শরণাগত হইয়া প্রারব্ধ ভোগ করিয়া যাউক, ইহাই এই শ্লোকের ভাবার্থ। ....বায়ুপুরাণে ছয় প্রকার শরণাগতির কথা আছে :- [১] আনুকূলস্য সঙ্কল্পম্, [২] প্রতিকূলস্য বর্জ্জনম্ [৩] রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ [৪] গোপ্তৃত্বে বরণং তথা (রক্ষকত্বে বরণ,, [৫] নিক্ষেপনম্ (আত্মনিক্ষেপ), [৬] অকার্পণ্যং ষড়বিধা শরণাগতিঃ, [১] ইহার অর্থ অভীষ্ট দেবতার প্রতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহাতে রুচিবর্দ্ধিত হয় তাহা করা, যথা লীলাগ্রন্থ পাঠ, ভক্তদের সঙ্গইত্যাদি। [২] ইষ্টদেবতার প্রতি বিদ্বেষ মূলক কথা যেখানে হয় সে স্থান ও বিদ্বেষীদের সঙ্গত্যাগ [৩] ইষ্ট দেবতা আমাকে রক্ষা করিবেন, ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস [৪] প্রতিদিনের কার্য্যে ও প্রার্থনায় তাঁহাকে রক্ষকত্বে বরণ করা, "থাকতে সময়, দীন দয়াময়, আরজি করে রাখি ; তখন পাড়ে কি না পড়েমনে. পাছে পড়ি ফাঁকি।" [৫] নিজের দেহ মনাদি ইষ্টদেবে অর্পণ, খণ্ড ভাবকে অখণ্ডে অর্পণ [৬] অন্য কোন মানুষের নিকট দৈন্যভাব জ্ঞাপন না করা, অর্থাৎ আমার শারীরিক ও মানসিক দুঃখের কথা আর কাহাকে জানাইব, তোমাকে ছাড়া ? ইহার নাম অকার্পণ্য। শরণাগতির বিষয় যাহা বলা হইল তাহা ভক্ত কর্ম্মযোগীকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইল, জ্ঞানানুষ্ঠান পরায়ণ পরাভক্ত নহে। জ্ঞানীভক্ত যিনি, তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া শুধু গুরুমুখে আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন এবং তত্ত্বাভাস, মনোনাশ এবং বাসনাক্ষয় সমকালে লইয়া থাকেন। কিন্তু আর্ত্ত জিজ্ঞাসু অর্থার্থী এই তিন ভক্তই কর্ম্মযোগী।....তুমি শোক করিও না, আমি, শুধু অবিহিত কর্ম্ম করার পাপ বন্ধনটি মাত্র নহে, কিন্তু বিহিত কর্ম্ম করার জন্যও পুণ্যবন্ধন হইতেও মুক্ত করিয়া দিব। ....শরণাগতির উন্নতি নিম্নলিখিত ক্রমেও হয়—(১) "আমি তোমার", শরণাগত বিভীষণকে যখন শ্রীরামচন্দ্রের সৈন্যাধ্যক্ষগণ রাবণের ভ্রাতা বলিয়া বিনাশ করিতে চাহিয়াছিলেন, রামচন্দ্র তাহাকে অভয় দিলেন। "তোমার আমি", স্ত্রী পুত্রের নহে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেহই অভয় দিতে পারে না ; কাম ক্রোধ, রূপ, রসের হইতে চাহি না, তুমি আমায় নির্মল করিয়া গ্রহণ কর। ....সাধক এই অবস্থায় ভগবানের উপর জোর করে না, ভগবানের সহিত এক হইতেও চাহে না! ....সত্যাপি ভেদাহপগমে নাথ, তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্, সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন ন সমুদ্র স্তারঙ্গঃ (২) "তুমি আমার" ; যিনি ভগবানের ভালবাসা অনুভব করিয়াছেন, তিনি এ কথা বলিতে পারেন। এখানে ভগবানের উপর মান অভিমান চলে। ব্রজ গোপীকাগণের হাত ছাড়াইয়া ভগবান যখন পালাইতে ছিলেন, তখন তাঁহারা বলিলেন "হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোহসি বলাৎকৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্, হৃদয়াদ্ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে। (৩) "তুমিই আমি"....আমাকে আলিঙ্গন করিয়া সমস্ত স্পন্দন শূন্য করিয়া, তুমি দেখাও তুমিই আছ, আমি যাহা ছিল তাহা তুমিই। ....আপনি আপনি ভাবে স্থিতি হইয়া যাওয়া —দেখাশুনা, কর্ত্তা ভোক্তা কিছুই নাই। —ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি। ....তুমি তুমি করিতে করিতে, যখন আর আমি থাকে না, আমিও তুমি হইয়া যায়, তখনই অদ্বৈত স্থিতিলাভ ঘটে। "বিশতে তদনন্তরম্" ইহাই শরণাগতির শেষ সিদ্ধি। শরণাগতির মধ্যে নিষ্কাম কর্মযোগ, ভক্তিজ্ঞান, সমস্ত রহিয়াছে।

সচ্চিদানন্দ মামেকং শরণং ব্রজ, অর্থাৎ সর্ব্বত্র একই ঈশ্বর আত্মরূপে থাকেন, এইরূপ সাত্ত্বিক চোদনার অর্থাৎ সাংখ্যবুদ্ধির আশ্রয় কর। সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য অর্থাৎ সর্ব্বকর্মের সাত্ত্বিক ত্যাগ অর্থাৎ ফলত্যাগ করিবে, যেহেতু "সর্ব্বারম্ভাহি দোষেণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইত্যাদি। সেই হেতু কর্মজনিত যত পাপ হইবে, সে সমস্ত জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে ও তোমার কর্মসন্ন্যাসে অধিকার হইয়া জ্ঞান নিষ্ঠা আসিবে। এই তোমার পক্ষে হিতকর উপায়। পূর্ব্বেও বলিয়াছি "তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ" ইত্যাদি। আমি যুদ্ধ কর্ত্তা, বধজনিত পাপের ফলের ভোক্তা, এইরূপ সাংখ্য বুদ্ধিরও যোগবুদ্ধির আশ্রয় পরিত্যাগ কর। আত্মা কর্ম্মকর্ত্তা ও ফলভোক্তা বলিয়া অর্জ্জুন শোকাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন ও কর্ম্মত্যাগকে একমাত্র উপায় বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ভগবান সাংখ্য বুদ্ধির উপদেশ দিয়া আত্মার অকর্ত্তৃত্ব দেখাইলেন এবং যোগবুদ্ধির উপদেশ দিয়া কর্ম্মাদি অতিক্রম করিয়া কর্ম্মসন্ন্যাসাধিকার লাভের উপায় বলিয়া দিলেন। কর্মসন্ন্যাস প্রতিপালনই গীতার চরম লক্ষ্য।

Krishna Prem. Who is this Me ? Refuge in whom is thus proclaimed to be the ultimate secret ? Sri Krishna has here returned to the final teaching that the He divulged in chapter fifteen, the secret of Purushottama, the highest Divine spirit, poised beyond all opposites, supporting all opposites and yet involved in none. He definitely states that this teaching is even more profoundly secret than that of verse sixty two, which spoke of the Great Ruling Power which dwells in the hearts of all, a power which He spoke of in the third persons

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

which now he rises to first. For this ultimate Being of His is not to be approached through philosophic knowledge; that leads to the experience of Him as indifferentiated Brahman; nor through Jogic meditation; that leads to the experience of a Consciousness that dwells luminous but yet impersonal, within the hearts of all. Rather it is to be approached by a power which dwells in that most apparently limited and entangled of all things, the human personality as such. ....Hidden in the very heart of our personal rottenness in the mystic jewel ...the innermost treasure of man, Sri Krishna's richest and intensest being, approachable alone through personal surrender and personal love ....The calm, compassionate gaze of the Buddha the burning intensity of Christ and the laughing intimate glances of Shri Krishna's dancing eyes are all infinitely personal ....Shri Krishna ... speaks in these concluding verses, of Himself alone, of His richest and most secret being, knowable to the heart of man alone.... 'Give thy hearts' love to Me' ...'to Me then shalt thou come' ....This is the mystery of what is termed 'Grace' 'Kripa', something that is beyond even the all pervading Divine 'Karuna' ....The one thing necessary is that we should

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS.

abandon the supports (dharman) on which we have hitherts based and propped our eyes.... Then to the free soul freed from its entanglements with self,....comes the free gift of Love 'fear not; I will liberate thee from all sines'.

অরবিন্দ। গীতা ...সিদ্ধিলাভের বহু নিয়ম, সাধন, বিধি ও বিধান দিয়াছে, আর এখন সহসা যেন নিজেরই সেই কাঠামোটিকে ভাঙ্গিয়া দিয়া মানবাত্মাকে কহিল—"সকল ধর্মকে পরিত্যাগ কর, কেবল ভগবানের নিকট, তোমার উর্দ্ধে, তোমার চতুঃস্পার্শে, তোমার মধ্যে যে ঈশ্বর আছেন, তাঁহার নিকট নিজেকে সমর্পণ কর তোমার পক্ষে আর কিছুরই প্রয়োজন নাই, ঐটিই হইতেছে সত্যতম মহত্তম পন্থা, ঐটিই হইতেছে প্রকৃত মুক্তি। ....পরিশেষে এই সব ব্যক্তিগত প্রয়াস ও আত্মসংযমের কোন প্রয়োজন হইবে না ....যদি তুমি আমার নিকট নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিতে পার। ....তোমার সমগ্র হৃদয়কে আমার দিকে ফিরাও, তুমি যে কোন কর্মই কর না কেন সবকে আমার প্রতি যজ্ঞ ও নিবেদনে পরিণত কর। ....আমার ইচ্ছা সম্পাদন করিতে দাও ঈশ্বরই তাঁহার বিভূতি সকলের মধ্যে প্রকট হইয়াছেন, তিনিই সেই কাল পুরুষ যাঁহার বশে জগতের সকল ক্রিয়াই চলিতেছে ....এই গভীরতর, সত্যতর, গুহ্যতর রহস্যের' অন্তরতম অনুভবের ফল হইতেছে গীতার সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র কর্ম, সমগ্র ভক্তির যোগ। ....আর এখন বলা হইল পরম বাক টি, সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্য, গুহ্যতমম্ —তাহা এই যে পরমাত্মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও ভগবান হইতেছেন সকল ধর্ম্ম হইতে মুক্ত এক অসীম অনন্ত, আর যদিও তিনি নির্দ্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী জগৎ পরিচালনা করেন এবং মানুষকে তাহার জ্ঞান ও অজ্ঞান, পাপ ও পুণ্য, ন্যায় ও অন্যায় রাগ ও দ্বেষ ও উদাসীনতা, সুখ ও দুঃখ, হর্ষ ও শোক ও বৈরাগ্য—এই সব ধর্ম্মের ভিতর দিয়া তাহার দেহগত, প্রাণগত বুদ্ধিগত, হৃদয়গত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক রীতি নীতি ও আদর্শের ভিতর দিয়া লইয়া চলিয়াছেন, তথাপি পরমাত্মা ও ভগবান হইতেছেন, এই সবেরই বহু উর্দ্ধে, আর আমরাও যদি ধর্ম্ম সকলের উপর নির্ভরতা বর্জ্জন করিয়া এই মুক্ত ও শাশ্বত পুরুষের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারি, এবং যাহাতে আমরা পূর্ণতমভাবে, অনন্যভাবে তাঁহার দিকে নিজদিগকে উন্মুখ রাখি, শুধু সেই বিষয়ে যত্নবান হই এবং আমাদের অন্তরস্থ ভগবানের জ্যোতিঃ ও শক্তি ও আনন্দের উপর নির্ভর করি, ভয়শূন্য ও শোকশূন্য হইয়া কেবলমাত্র তাঁহারই পথ নির্দ্দেশ মানিয়া চলি, তাহা হইলে সেইটিই হইবে সত্যতম, মহত্তম মুক্তি. এবং তাহাই লইয়া আসিবে আমাদের সত্তার ও প্রকৃতির পূর্ণতম অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধি। ...

গীতা গ্রন্থখানি আশ্চর্য্যভাবে টিকিয়া আছে; ইহা যখন প্রথমে মহাভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল, অথবা মহাভারতের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল. প্রায় তখনকার ন্যায়ই ইহা এখনও তেমনি অম্লান রহিয়াছে ....আমাদের পক্ষে অধ্যাত্ম জীবনের জন্য যাহা কিছু অধ্যাত্ম সত্য প্রয়োজন, সে সবই গীতার মধ্যে পাওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইবে। গীতার দর্শন ও যোগের প্রথম লক্ষ্য হইতেছে আভ্যন্তরীন অধ্যাত্ম সত্যের পূর্ণতম ও সমগ্রতম উপলব্ধির সহিত মানবীয় জীবন ও কর্ম্মের বাহ্য বাস্তবতার সামঞ্জস্য সাধন, এমন কি এক প্রকার ঐক্যসাধন, এই পরিকল্পনা লইয়াই গীতার আরম্ভ, মধ্য ও শেষ। ....গীতার আবেদন হইতেছে ব্যক্তির প্রতি পূর্ণ অধ্যাত্ম জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইয়া উঠিয়াছে এমন ব্যক্তির প্রতি, পরন্তু মানবজাতির অবশিষ্ঠ অংশের জন্য গীতার ব্যবস্থা, ক্রমিক প্রগতি, নিষ্ঠার সহিত ক্রমবর্দ্ধমান বুদ্ধির আলোক ও নৈতিক প্রেরণা লইয়া, এবং পরিশেষে আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর হইয়া নিজ নিজ স্বভাবের অনুসরণ করিলে ইহা সুসঙ্গত ভাবে সিদ্ধ হইবে। গীতার বাণী অন্যান্য ক্ষুদ্রতর সমাধানকেও স্পর্শ করিয়াছে।

গোয়েনকা। সমাধান = শাস্ত্রবিহিত সকল কর্ম্ম। পরিত্যজ্য = সকল কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করা, অর্থাৎ কেবল ভগবানের জন্য ভগবানের আজ্ঞা ও প্রেরণা অনুসারে ১২।৬ ; ৯।২৪ ; মহা ৩১২।২২)। (মোক্ষয়িষ্যামি = ৩ ২৯ ; ১২।৭; ১৮ ৫৪ মহা ৩৪২।১২) বায়ুপুরাণ আনুকূলস্য সংকল্পঃ ইত্যাদি শ্লোকে, শরণাগতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

মধুসূদন। সর্ব্বধর্ম্মান্. অর্থাৎ কতকগুলি আছে বর্ণধর্ম্ম, কতকগুলি আছে আশ্রমধর্ম্ম, আর কতকগুলি আছে সামান্যধর্ম্ম —সেই সমস্তগুলি পরিত্যাগ করিয়া—সেইগুলি আশ্রয়নীয় বলিয়া তাহার উপর সমাদর না করিয়া আমাকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিনি অদ্বিতীয় সর্ব্বধর্ম্মের অধিষ্ঠাতা ও ফলদাতা তাঁহাকে আশ্রয় কর। ধর্ম্ম থাকুক বা নাই থাকুক, যাহা স্বীয় ফলদানে ঈশ্বর সাপেক্ষ, সেই ধর্ম্মে কি হইবে? ....পরমানন্দ স্বরূপ মূর্ত্তি অনন্ত শ্রীবাসুদেব ভগবানেরই অনুক্ষণ ভাবনা পূর্ব্বক ভজনা কর, ইহাই পরমতত্ত্ব। সেই একমাত্র ভগবানকে আশ্রয় করিলে সর্ব্বধর্মের যাহা প্রয়োজন, তাহাও সিদ্ধ হইবে, সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে সকল ধর্মের অনুষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন, সুতরাং আমিই (বাসুদেব) অশেষ প্রকার ধর্মের যাহা কার্য্য বা ফল, তাহা আমিই সম্পাদন করিয়া দিই বলিয়া যে ব্যক্তি মদেক শরণ, তাহার আর ধর্মের অপেক্ষা নাই। ইহার দ্বারা "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" এই মাত্র বলিলে, অধর্ম্মের পরিত্যাগ পাওয়া যায় না বলিয়া ধর্ম্ম পদের অর্থ এখানে ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক সাধারণ কর্ম্মই গ্রহণ করিতে হইতে হইবে" এইরূপ অর্থ যাহারা করেন, তাঁহাদের সেই মতটিও নিরস্ত হইল, যেহেতু এখানে কর্ম্মত্যাগ বিহিত হইতেছে না, কিন্তু কর্ম্ম কর্ত্তব্য হইতে থাকিলেও, তাহাতে অনাদর করিরা একমতে ঈশ্বর শরণতাই, ব্রহ্মচারী গৃহী, বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষু, ইহাদের সকলের জন্যই সাধারণ ভাবেই বিহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ঐ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রমীর স্ব স্ব ধর্ম্মে অতিশয় আদর পাইতে পারে বলিয়া, অর্থাৎ তাহার ফলে ঈশ্বর শরণ হইবে না বলিয়া সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ইহা সেই স্বধর্ম্মাদরেরই নিষেধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। আর অধর্ম্ম অনর্থ ফলক কাজেই তাহাতে কাহারও আদর পাইতে পারে না। এইজন্য নেই অধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বলা অনর্থকই হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়ে। আর অধর্ম্ম পরিত্যাগের বিষয় যখন শাস্ত্রান্তরেও উপদিষ্ট হইয়াছে, সে কারণেও তাহা এখানে বলা অনর্থক। অতএব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সকলই অভ্যুদয়ের হেতু, ইহাই প্রসিদ্ধ আছে বলিয়া তাহা মোক্ষের হেতু হইতে পারে এইরূপ শঙ্কা হওয়া যখন সম্ভব তখন তাহারই নিষেধ করিবার জন্য এই ভগবদ্ বাক্য উক্ত হইয়াছে. এইরূপ বলা ন্যায্য। আর এ স্থলে সকল প্রকার ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগই যে বিহিত হইয়াছে তাহা বলা চলে না, কারণ তাহা সন্ন্যাস শাস্ত্রের দ্বারা এবং নিষেধ শাস্ত্রের দ্বারাই প্রদত্ত হইয়া আছে; অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য, এটি কোন বিধিবাক্য নহে, কিন্তু ইহা অনুবাদ। প্রমাণান্তর কিম্বা বচনান্তর দ্বারা প্রাপ্ত বিষয়ের যে উল্লেখ তাহাই অনুবাদ। সন্ন্যাস বিধায়ক যে সকল শাস্ত্র বাক্য আছে তাহা দ্বারাই যখন বিহিত কর্ম্মের পরিত্যাগ প্রাপ্ত হয় তখন এখানে তাহার যে উল্লেখ আছে তাহা অনুবাদ। ....সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য এই শ্লোকটি গীতা শাস্ত্রের উপসংহার বাক্য, আর ঈশ্বর শরণতাতেই এই গীতাশাস্ত্রের সেই উপসংহার করা হইল। কারণ ঈশ্বর শরণতা বিধান করাই সকল শাস্ত্রের পরম তাৎপর্য্য, কারণ সেই ঈশ্বর শরণতা ব্যতীত সন্ন্যাসও সফল পর্য্যবসায়ী হয় না। অর্থাৎ সন্ন্যাসের ফল যে মোক্ষ, তাহা ভগবৎ শরণাগতি ভিন্ন লাভ করা যায় না। আরও, অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়, একারণে তিনি সন্ন্যাসের অনধিকারী, কাজেই তাঁহার প্রতি ভগবানের সন্ন্যাসোপদেশ দেওয়াও যুক্তিযুক্ত হয় না। আর অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশচ্ছলে যে অন্য সকলকে এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা বলা হইতেছে ইহাও বলা চলে না, অর্থাৎ বক্ষ্যামি তে হিতম।" "ত্বাং মোক্ষয়িষ্যামি সর্ব্বপাপেভ্যঃ" "হং মা শুচঃ" এই প্রকার উপক্রম এবং উপসংহারও সঙ্গত হইবে না .যদি ইহাকে সন্ন্যাস বিধায়ক বলা হয়)। অতএব এ স্থলে সন্ন্যাস ধর্ম্মেও অনাদর পুর্ব্বক একমাত্র ঈশ্বরের শরণতা বিধানই ভগবানের তাৎপর্য্য। ....সর্ব্বপাপেভ্যঃ = বন্ধুবধাদি জন্য সকল প্রকার পাপ হইতে. যে পাপ সকল সংসারের হেতু, যাহার ফলে জন্ম মরণ রূপ সংসার ধারা চলিতে থাকে। মোক্ষয়িষ্যামি = পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিলেও মুক্ত করিব। মা শুচঃ = "যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ায় বন্ধুবধাদি জন্য প্রত্যবায় হইতে কিরূপে আমার নিস্তার হইবে" এই প্রকার শোক করিও না। ....অন্যান্য বাদিগণের দুষ্ট অসঙ্গত মতবাদ সকল ভাষ্যকার ভগবান শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃকই নিরাকৃত হইয়াছে। আমি কেবল গ্রন্থব্যাখ্যাভিলাষী ; সুতরাং সেই অসঙ্গত মতবাদ সকলের নিরাসের জন্য আর যত্ন করিতেছি না।

তস্যৈবাহং মমৈ বা সৌ স এবাহমিতি ত্রিধা, অর্থাৎ "আমি তাহারই" "তিনি আমারই" এবং তিনি ও আমি অভিন্ন", সাধনাভ্যাসের পরিপাক বশতঃ এই তিন প্রকার ভগবৎ শরণতা হইয়া থাকে (বিশেষ বিবরণ ভক্তি রসায়ণ গ্রন্থে দিয়াছি।) তন্মধ্যে প্রথম প্রকার মৃদু ঈশ্বর শরণত্ব যথা সত্যাপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামিকীনস্তুম্, সামুদ্রোহি তরঙ্গ, কচন্ সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ হে প্রভো! ভেদবুদ্ধি চলিয়া যাইলেও আমিই তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছি, তুমি আমার নও, যেহেতু তরঙ্গ সমুদ্রেরই হইয়া থাকে, কিন্তু সমুদ্র তরঙ্গের হয় না)" দ্বিতীয় প্রকার মধ্য ঈশ্বর শরণত্ব, যথা হস্ত মুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্। হৃদয়াদ্ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে" (হে কৃষ্ণ, তুমি বল পুর্ব্বক হাত ছিনাইয়া যাইতেছ, ইহা আর বিচিত্র কি ? কিন্তু তুমি যদি আমার হৃদয় হইতে সরিয়া যাইতে পার, তবেই তোমার পৌরুষ বুঝিব)।" তৃতীয় প্রকার অধিমাত্র ঈশ্বর শরণত্ব, যথা সকল মিদ মহং চ বাসুদেব ! পরম পুমান্ পরমেশ্বর, স একঃ। ইতি মতিরচলা ভবত্যনন্ত হৃদয়গতে ব্রজ তান বিহায় দূরাৎ" ইহা দূতের প্রতি যমের বাক্য ; "এই সমস্ত নিখিল দৃশ্যবর্গ এবং আমিও বাসুদেব হইতেছি অর্থাৎ তাহা হইতে ভিন্ন নহি—সেই পরমপুরুষ পরমেশ্বর এক [সজাতীয় বিজাতীয় স্বগতভেদ রহিত) হৃদয়গত অনন্ত পরমেশ্বরের উপর যাঁহাদের এই প্রকার অচলামতি অর্থাৎ দৃঢ়বোধ জন্মিয়াছে, তাঁহাদিগকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে)। অম্বরীষ, প্রহ্লাদ গোপী প্রভৃতি ভক্তেরা এই ভূমিকার যোগ্য উদাহরণ বুঝিতে হইবে। এই গীতাশাস্ত্রে সাধ্যসাধন ভাবাপন্ন ত্রিবিধ নিষ্ঠা যে বিবক্ষিত হইয়াছে তাহা বহু প্রকারে বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" এই স্থলে সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস পর্য্যন্ত যে কর্ম্মনিষ্ঠা অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসের পুর্ব্বকাল যাবৎই যে কর্ম্মনিষ্ঠার কর্ত্তব্যতা তাহার উপসংহার করা হইয়াছে। 'ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্' এই স্থলে সন্ন্যাস পুর্ব্বক শ্রবণাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিপাক সহকারে সহকৃত যে জ্ঞাননিষ্ঠা তাহার উপসংহার করা হইয়াছে। আর যে ভগবদ্ভক্তি নিষ্ঠা তাহা উভয়েরই ফলস্বরূপ; এইজন্য তাহা সর্ববশেষে "সর্ববধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'' এই স্থলে উপসংহৃত হইয়াছে। ভাষ্যকার ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলেন যে এ স্থলে "সর্ববধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য'' এই অংশে সর্ববকর্ম্ম সন্ন্যাসের অনুবাদ করিয়া 'মামেকং শরণং ব্রজ' ইহা দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠার উপসংহার করা হইয়াছে। শ্রীভগবানের অভিপ্রায় কি তাহা নির্ণয় করিতে আমাদের মত ব্যক্তি কোন্ ছার! অর্থাৎ টীকাকার এখানে ভগবচ্ছরণতাই বিহিত হইয়াছে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আর ভাষ্যকার সন্ন্যাসবিধান অর্থ করিয়াছেন। ইহাতে টীকাকার নিজ উক্তির অকিঞ্চিৎকরতা প্রকাশ করিবার জন্য আপনাকে 'বরাক' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আগমবাক্য সকলের রহস্য অর্থাৎ গোপনীয় সারাংশ স্বরূপ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের এই যে গীতারূপ বাণী অনতিনিপুণ কোন্ ব্যক্তি তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারে? তবে আমি যে ইহাতে এই চালকত্ব করিলাম তাহা অহেতুক স্নেহের বশবর্ত্তী মহান ব্যক্তিগণের হয়তো কোনরকমে কৌতুকাবহ হইতে পারে।

ভাবপ্রকাশ। গুহ্য, গুহ্যতর, ও গুহ্যতম জ্ঞানের কথা বলিতেছেন। কর্ম্মযোগের রহস্য বলিয়াছেন—বুদ্ধিপূর্ববক কর্ম্ম, "বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ" ইহাই গুহ্যজ্ঞান। পরে গুহ্যতর জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন—ঈশ্বর সব করিতেছেন—জীব তাঁহার দ্বারা চালিত হইয়াই সব কর্ম্ম করে 'ভ্রাময়ন্ সর্ববভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া,'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক্ষণে গুহ্যতম জ্ঞানের কথা বলিতেছেন। ইহা ধর্ম্মাধর্ম্মের উপরের ভূমি—ইহা ভগবদেকশরণতা, ইহাই শুদ্ধ জ্ঞান, ইহা পরাভক্তি-গম্য সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান। ইহাই পরমহংস পরিব্রাজকের ধর্ম্ম—ইহা জ্ঞানসিদ্ধি। ইহা শ্রেষ্ঠস্তর। এখানে বিচার নাই —"বিমৃশ্য কুরু" নহে। এখানে কেবল শরণাগতি। এখানে তত্ত্বে প্রবেশ—এখানে কার্য্যাকার্য্য নাই। এখানে কেবল প্রপন্নতা। প্রথম স্তরে জীবের স্বাধীনতা, দ্বিতীয় স্তরে যন্ত্রচালিতের মত কার্য্যকারণ, তৃতীয় স্তরে ভগবদিচ্ছা ও জীবের ইচ্ছার ঐক্য।

Put thou thy trust in God,
In duty's path go on,
Fix on His word thy steadfast eye.
No small thy work be done.

—Luther.

কৃষ্ণানন্দ। সমুদায় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল মাত্র আমারই শরণাগত হও। সকল ধর্মের অনুষ্ঠান ভূমি ভগবান; তাই বলিতেছেন, সকল ধর্মের স্বতন্ত্র সেবা না করিয়া, একমাত্র আমাকেই সর্ব্বধর্মের স্বরূপ বলিয়া বিদিত হও। আমাকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া জানিয়া, অনাত্ম বিষয়চিন্তা মাত্রকেই চিত্ত হইতে দূর করিয়া দাও। সর্ব্বধর্মান্=স্বধর্ম ও পরধর্ম, সৎ ও অসৎ, সাধারণ ও অসাধারণ (দেহ ইন্দ্রিয় মন আদির) সর্ব্বপ্রকার ধর্ম উপলক্ষিত হইয়াছে। সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ অর্থে কর্ম্ম-সন্ন্যাস নহে। শরণাগত হওয়াই সকল শাস্ত্রের গুহ্য রহস্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্তদাস। শাস্ত্রের তথ্য সকল বিন্দুতরূপে তোমার নিকট বর্ণনা করিয়াছি। ইহাতে যদি তোমার সংশয় দূর না হইয়া থাকে, তবে আমি বলিতেছি ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ের বিচার তুমি পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণগ্রহণ কর। আমার উপর ধর্ম্মাধর্ম্মের ভার সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া, আমি যেরূপ বলি তদ্রূপ কর। শিষ্যস্তেহহং ইত্যাদি বলিয়া আমায় গুরুবরণ করিয়াছ আমি তোমাকে এই আদেশ করিতেছি ইত্যাদি। আমি দায়ী রহিলাম তোমার কোনও পাপ হইবে না।

শ্লোকে সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য করিবার কথা রহিয়াছে। হস্তস্থিত ফল্‌কে যেরূপ পরিত্যাগ করা যায় ধর্ম্ম তদ্রূপ বস্তু নহে যে ইহাকে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। অতএব ধর্ম্মের আচরণ অথবা ধর্ম্মের ফলকামনা ত্যাগ, অথবা ধর্ম্মের বিচার ত্যাগ এইরূপ শব্দ উহ্য আছে ধরিয়া লইয়া অর্থ করা সঙ্গত হয় না। কারণ তুমি ধর্ম্মাচরণ পরিত্যাগ কর এইরূপ উপদেশ পূর্ব্বোপদিষ্ট সমগ্র গীতা শাস্ত্রের বিরোধী হয়। ধর্ম্মের ফলকামনা পরিত্যাগ কর এইরূপ অর্থ অবশ্য হইতে পারে, কারণ এই অধ্যায়ের আরম্ভেই ত্যাগ শব্দে ফলকামনা ত্যাগ বোঝায়, এই কথা ভগবান বলিয়াছেন। ৬৬ শ্লোকের ত্যাগ শব্দই ব্যবহার করা হইয়াছে, সন্ন্যাস শব্দের ব্যবহার হয় নাই। অতএব ফলকামনা অর্থ করিলে কোন প্রকার অসঙ্গত হয় না। ...."আমার উপর নির্ভর কর", ইহাতে শক্তি সঞ্চারিত করিতেছেন

আশুদাস। যে সকল পৃথক পৃথক গুণ ও ভাব অবলম্বন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া জাগতিক পদার্থ সকলের মধ্যে নানাত্ব দর্শন করিতেছ সর্ব্ব পদার্থের সেই সর্ব্বগুণ ও ভাব সমষ্টিকে পরিত্যাগ কর। সর্ব্ব ধর্ম্মের অন্তরালে যে সর্ব্বস্বরূপ "এক আমি" রহিয়াছি, সেই এক আমির দিকে লক্ষ্য ফিরাও ইত্যাদি (৭।১২)

ভক্তিপ্রদীপ। Abandon all socio-relegious duties (বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, ধ্যানযোগ obedience to ঈশ্বর পরমাত্মা, ব্রহ্ম-জ্ঞান etc.

Radbakrishnan. If we are to realise our destinies, we must stand naked and guileless before the Supreme. We, now and then, vainly try to cover ourselves up and hidc the truth from the Lord. That way, the Gopis failed to realise their destinies. ....It is an unreserved surrender to the Supreme who takes us up and raises to our utmost possible perfection. Though the Lord conducts the world according to fixed laws and expects us to conform to the law of right action based on our nature and station in life, if we take shelter in Him, we transcend all these.

তিলক। (শেষাংশ) গীতা নির্গুণ ব্রহ্মকেও মানেন, এবং বলিয়াছেনও যে পরমেশ্বরের ঐ স্বরূপই শ্রেষ্ঠ (৭২৪)। তথাপি গীতার ইহাও তো এক সিদ্ধান্ত যে ব্যক্তোপাসনা সুলভ ও শ্রেষ্ঠ (২২।৫)। ....আমার দৃঢ়মত যে এই উপসংহার ভক্তিপ্রধানই অর্থাই এখানে নির্গুণ ব্রহ্ম বিবক্ষিত নহে ; এখানে ধর্ম্ম শব্দে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমেশ্বর লাভের জন্য শাস্ত্রে যে অনেক মার্গ বলা হইয়াছে, যথা অহিংসা ধর্ম্ম সত্যধর্ম্ম, গুরুসেবাধর্ম্ম, মাতৃপিতৃ সেবাধর্ম্ম, যাগ-যজ্ঞ ধর্ম্ম, দানধর্ম্ম, সন্ন্যাসধর্ম্ম আদি—তাহাই অভিপ্রেত। মহাভারতের শান্তি পর্ব্বে (৩ ও ৮) ও অনুগীতাতে (অশ্ব ৪৯) যেখানে এই বিষয়ের চর্চ্চা হইয়াছে, সেখানে ধর্ম্মশব্দে মোক্ষের এই সকল উপায়েরই উল্লেখ করা হইয়াছে। ····এখানে ভগবানের নিশ্চয়াত্মক উপদেশ "উক্ত নানাধর্ম্মের গোলমালে না পড়িয়া একমাত্র আমাকেই ভজনা কর আমি তোমার উদ্ধার সাধন করিব, ভয় করিও না। অর্জ্জুনকে নিমিত্ত করিয়া ভগবান সকলকেই এই আশ্বাস দিতেছেন।

ভূপেন্দ্রনাথ। সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমার শরণ গ্রহণ কর। —ইহাই গীতার্থের সার কথা। ····শরণাগতির সহিত জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ প্রভৃতির সহিত শরণাগতির সম্বন্ধ কিরূপ ? ····এতদিন কি করিব এবং কি করিতে হইবে না, লইয়া অনেক পুঁথি পত্র ঘাটা হইল····কিন্তু মনের সন্দেহ মিটিল না। তাই ভগবান পুঁথি পত্রের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণের কথা বলিলেন। ····ইহার অর্থ ইহা নহে যে ধর্মোপদেশ পালন করিতে হইবে না। কিন্তু ভগবানকে ভাল না বাসিলে ধর্ম্ম কর্ম্ম সব বৃথা, তাই আমাদের অনুষ্ঠিত কর্ম যাহাতে ব্যর্থ না হয় এইজন্য ভগবৎ শরণাগতির কথা বলিলেন। ····ভগবৎ সাধনার দ্বারা জ্ঞান, অনুভূতির বিষয় না হইলে উহা মৌখিক জ্ঞানে পর্য্যবসিত হয়। ....ভগবান সর্ব্বকর্ম ত্যাগ করিতে বলিলেন বটে, কিন্তু এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্মত্যাগকে কেহ যেন কর্ম সন্ন্যাস মনে না করেন ...সর্ব্বশাস্ত্রের সর্ব্ব সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ—ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম। ....গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, সতীধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম ইত্যাদি অনেক প্রকার ধর্মকেই ধর্ম বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ধর্ম্ম বলিতে কোন্ ধর্ম্ম গ্রহণ করা প্রয়োজন ? মনুষ্য জীবনেয় সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য আত্মদর্শন ; অথচ পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মের কোনটিই আত্মদর্শনের মুখ্য উপায় নহে। তাই এগুলিকে যথাকালে গ্রহণ ও যথাসময়ে ত্যাগ করিয়া প্রকৃত আত্মান্বেষণে সচেষ্ট হইতে হইবে। সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যক্ত না হইলে আত্মদর্শনের উপায় নাই। তাই ভগবান বলিলেন, সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে, কাম সঙ্কল্পবর্জ্জিত হইতে হইবে। ....ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল তাঁহার সঙ্কল্পে মন লাগাইয়া রাখ। ....আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন ধর্ম্মাধর্ম যতদিন থাকিবে, ততদিন দেহ সম্বন্ধ নষ্ট হইবে না, পুনঃপুনঃ জন্ম যাতায়াত ঘুচিবে না, এইজন্য সাধককে ধর্মাধর্ম্মের অতীত অবস্থালাভ করিতে হইবে। ....তুমি ক্রিয়া দ্বারা ধর্ম্মাধর্মের গ্রন্থি খুলিয়া ফেল, তাহা হইলে প্রকৃতির অতীত হইয়া আত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত হইবে। অনেকে মনে করেন, ভগবানই তো নাচাইতেছেন, জীবের স্বতন্ত্রতা কোথায় ? ভগবানের কৃপার উপর মুক্তি নির্ভর করে বটে, কিন্তু এজন্য জীবকেও প্রযত্ন করিতে হয় মূল্য দিতে হইবে। ... বেদে একটি মন্ত্র আছে "ন ঋতে শ্রান্তস্য সখ্যায় দেবাঃ. অর্থাৎ সাধনার পরিশ্রমে যতদিন আপনাকে পরিশ্রান্ত না করা যায়, ততদিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবতারা অনুকূল হন না। ....ব্রহ্মরন্ধ্রে মন স্থাপিত করিয়া যদি কেহ ক্ষণার্দ্ধকালও অবস্থি করিতে পারে, তাহা হইলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি হইয়া পরমগতিলাভ করে।

৬৭) গীতা শেষ হইল, এইবার গীতা কাহাকে শোনাইবে, কাহাকে শোনাইবে না, গীতা যে শোনায় তাহাকে ভগবান কি ভাবে দেখেন, যে চর্চ্চা করে, সেই চর্চ্চা করা কি ভাবে যজ্ঞ পদ বাচ্য হয়, এই সব কথা ভগবান বলিবেন।

৬৭। ইদংতে না তপস্কায় না ভক্তায় কদাচন,

ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি। ৬৭

পদচ্ছেদ। ইদং তে ন অতপস্কায় ন অভক্তায় কদাচন, ন চ অশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাম্ যঃ অভ্যসূয়তি।

অন্বয়। ইদং অতপস্কায় কদাচন ন তে বাচ্যম্ অভক্তায় ন, অ-শুশ্রূষবেচ ন, যঃ মাম্ অভ্যসূয়তি ন।

কঠিন শব্দ। অতপস্কায় = তপস্যাবিহীন। অভক্তায় = ভক্তি বিহীন। অশুশ্রূষবে = শ্রবণে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকেও। যঃ মাম্ অভ্যসূয়তি = যে আমাকে অসূয়া, অর্থাৎ দ্বেষ ও ঈর্ষা করে।

অনুবাদ। এই গীতা তপস্যাবিহীন ব্যক্তিকে তোমার কখনও বলা উচিত নয়। ভক্তিহীনকে নয়। শ্রবণে অনিচ্ছুককেও নয়, আর যে আমাকে দ্বেষ ও ঈর্ষা করে, তাহাকেও নয়। (ছা ৩।১১৫-৬ ; বৃ ৬।৩।১২ ; মু ৩২১০-১১ ; মৈ ৬।২৯)

মধুসূদন। না তপস্কায়....অসংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তির নিকট বক্তব্য নহে। অশুশ্রূষবে = তপস্বী এবং ভক্ত হইলেও, যে ব্যক্তি গুরু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেবা করে না, তাহাকেও ইহা শুনাইবে না। অভ্যসূয়তি = আত্ম প্রশংসা প্রভৃতি দোষারোপ করতঃ মদীয় ঈশ্বরত্ব সহিতে না পারিয়া আমার উপর বিদ্বেষ করিয়া থাকে তাহাকে।

রামানুজ। তপস্বী হইলেও যে ভক্ত নয়, ভক্ত হইলেও যে শুনিবার তেমন আগ্রহ না রাখে, তাহাকে শুনাইবে না।

শ্রীধর। তপস্কায় = স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান রহিত মানব, বা যে আমাতে দোষারোপ ইত্যাদি

শঙ্কর। আমাকে যে ঈশ্বর বলিয়া সহিতে পারে না, দোষারোপ করে ইত্যাদি। শুশ্রূষা ও ভক্তিযুক্ত তপস্বীকে, অথবা এই তিন গুণযুক্ত মেধাবীকে শোনাবে। দোষ দৃষ্টি সে রাখে যে সর্ব্বগুণ যুক্ত হইলেও শোনাবে না।

বিদ্যানন্দ। যস্য দেবে পরাভক্তি যথাদেবে যথা গুরৌ, তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।

ভূপেন্দ্রনাথ। ঈশ্বরের প্রতি যাহারা ভক্তিশূন্য, তাহারা গীতোক্ত উপদেশ গ্রহণে অনধিকারী। অনধিকারীর নিকট ব্রহ্মবিদ্যা বলা নিষিদ্ধ কারণ তাহার নিকট বিদ্যা আত্মগোপন করে। 'যস্য দেবে পরাভক্তি ইত্যাদি গীতা যোগশাস্ত্র, ইহাতে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যোগবিষয়ক সকল নিগূঢ় কথা ব্যাখ্যাত হইয়াছ। ভগবান উপদেশ করিলেন বলিয়াই, সকলেই বলিবার সমান অধিকারী তাহা নহে।

Telang. Sankara says, all these elements must exist to give eligibility.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬৮। য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্‌ভক্তেষ্বভিধাস্যতি
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ। ৬৮

পদচ্ছেদ। যঃ ইমম্ পরমম্ গুহ্যম্ মদ্‌ভক্তেষু অভিধাস্যতি, ভক্তিংময়ি পরাম্ কৃত্বা মাম্ এব এষ্যতি অসংশয়ঃ।

অন্বয়। যঃ ময়ি পরাম্ ভক্তিং কৃত্বা ইমম্ পরমম্ গুহ্যম্ মদ্‌ভক্তেষু অভিধাস্যতি, অসংশয়ঃ মাম্ এব এষ্যতি।

কঠিনশব্দ। অভিধাস্যতি=পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এষ্যতি =পাইবেন।

অনুবাদ। যিনি আমাতে পরাভক্তি করিয়া অর্থাৎ নিজেকে নিবেদিত ভাবে রাখিয়া বা শ্রেষ্ঠভক্তি প্রদর্শন করিয়া এই পরম গুহ্য (রহস্যযুক্ত) আমার ভক্তগণের ভিতর পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবেন তিনি নিঃসন্দেহ আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন। (বৃ ৬।৩।২; ছা ৩।১১।৫৬; মু ৩।২ ১০, ১১; শ্বে ৬।২২; মৈ ৬।২৯

শঙ্কর। পরাভক্তি করিয়া=পরমগুরু ভগবানের আমি এই সেবা করিতেছি ইহা মনে করিয়া।

কৃষ্ণানন্দ। গীতা শাস্ত্রে সমস্ত শাস্ত্রেরই কথা আখ্যাত হইয়াছে, তাই পরমগুহ্য।

মধুসূদন। গুহ্য=রহস্যার্থ বলিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিবার অযোগ্য। অভিধাস্যতি=মূল গ্রন্থরূপে কিংবা তাহার অর্থরূপে স্থাপন করিবেন, অর্থাৎ আবৃত্তি করেন, কিংবা অর্থও প্রকাশ করেন। তিনি কিরূপ বলিবেন? ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা= আমি এই যাহা যাহা কিছু করিতেছি তাহা পরমগুরু ভগবানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুশ্রূষাই করা হইতেছে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যিনি এই গীতা তত্ত্ব প্রকাশ করিবেন।

শঙ্কর। আমি পরমগুরু ভগবানের সেবা করিতেছি, এই মনে করিয়া শোনাইবে।

ভূপেন্দ্রনাথ। অধ্যাত্মশাস্ত্র গীতার উদ্দেশ্য লোককে আত্মবিৎ করা। আত্মবিৎ সেই হইবে যে ক্রিয়া করে।

৬৯। ন চ তস্মান্ মনুষ্যেষু কশ্চিন্ মে প্রিয় কৃত্তমঃ

ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্য প্রিয়তরো ভুবি।

পদচ্ছেদ। ন চ তস্মাৎ মনুষ্যেষু, কশ্চিৎ মে প্রিয়কৃৎতমং

ভবিতা ন চ মে তস্মাৎ অন্যঃ প্রিয়তরঃ ভুবি।

অন্বয়। মনুষ্যেষু তস্মাৎ কশ্চিৎ মে প্রিয়কৃত্তমঃ চ ন। চ ন তস্মাৎ অন্যমে প্রিয়তরঃ ভুবি চ অন্য ভবিতা।

কঠিনশব্দ। প্রিয়কৃত্তম=অধিক প্রিয়কার্য্যকারী। ভুবি= পৃথিবীতে। ভবিতা=হইবে।

অনুবাদ। মনুষ্যগণের ভিতর তাহা হইতে (সেই গীতা ব্যাখ্যাতা হইতে) কেহ আমার অধিক প্রিয়কার্য্যকারী নাই। তাঁহা হইতে অন্য কেহ আমার অধিক প্রিয়ও পৃথিবীতে হইবে না।

শ্রীধর। প্রিয়কৃৎতম=অত্যন্ত পরিতোষ দাতা।

মধুসূদন। অত্যধিক প্রেমযুক্ত।

রামানুজ। অধিকারীকে শাস্ত্র না শোনান অপেক্ষা, অনধিকারীকে শাস্ত্র শোনান দোষাবহ বলিয়া প্রথমে অনধিকারীর বিষয় বলা হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্কর। গীতা শাস্ত্র পরম্পরা যে চালায় এমন যে ভক্ত ইত্যাদি।

ভূপেন্দ্রনাথ। যে ক্রিয়ার পর অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, সে আত্মার সহিত এক হইয়া যায়, সুতরাং তদপেক্ষা প্রিয়তর আত্মার আর কাহারও হইবার সম্ভাবনা নাই।

৭০। অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবযোঃ
জ্ঞান যজ্ঞেন তেনাহ'মিষ্টঃ স্যামিতি মে মতি। ৭০

পদচ্ছেদ। অধ্যেষ্যতে চ যঃ ইমম্ ধর্ম্ম্যম্ সংবাদং আবয়োঃ
জ্ঞান-যজ্ঞেন তেন অহম্ ইষ্টঃ স্যাম্ ইতি মে মতিঃ।

অন্বয়। যঃ চ আবয়োঃ ইমম্ ধর্ম্ম্যম্ সংবাদম্ অধ্যেষ্যতে,
তেন অহম্ জ্ঞান যজ্ঞেন ইষ্টঃ স্যাম্ ইতি মে মতিঃ।

কঠিন শব্দ। আবয়োঃ = আমাদের দুজনের। ধর্ম্ম্যম = ধর্ম্ম-ময়, অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ক, ধর্ম্মমার্গে স্থিত, মধুসূদন)। সংবাদম্ = কথোপকথন। অধ্যেষ্যতে = অধ্যয়ন করিবে। অহম্ জ্ঞান-যজ্ঞেন ইষ্টঃ স্যাম্ = এই ধর্ম্ম বিষয়ক কথোপকথন তাহা জ্ঞান-যজ্ঞের সমান হওয়ায় [এই কর্ম্মে জ্ঞানলাভ হয় বলিয়া ইহাকে ৮।২৮,৩৩ জ্ঞানযজ্ঞ বলা হইয়াছে), এই জ্ঞানযজ্ঞ রূপ কর্ম্ম দ্বারা আমি পূজিত হইব, অর্থাৎ উহা আমার "পূজা" হইবে। (রূপক ভাবে অনেক কিছু যজ্ঞ। গীতা পাঠ জ্ঞানযজ্ঞ। যজ্ঞ কি, তাহা আমরা তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি)।

অনুবাদ আর যিনি আমাদের উভয়ের এই ধর্ম্ম বিষয়ক কথোপকথন অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহা দ্বারা, আমি জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা পূজিত হইব—ইহাই আমার অভিমত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধুসূদন। যিনি অধ্যাপনা (প্রচার) করেন, সেই অধ্যাপকের কি ফল লাভ হয় তাহা বলিয়া, এক্ষণে অধ্যেতার (যিনি ইহা অধ্যয়ন করেন তাহার ফল বলিতেছেন, অর্থবোধ পূর্ব্বক যে জপ ইহা জ্ঞানযজ্ঞ, দ্রব্য যজ্ঞাদি হইতে শ্রেষ্ঠ। ....যদি সেই ব্যক্তি গীতার অর্থ না বুঝিয়াও ইহা পাঠ করেন, তথাপি তাহা কেবলমাত্র শুনিয়াই আমার এই প্রকার বুদ্ধি হইয়া থাকে যে ঐ ব্যক্তি আমারই তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে। এই কারণে সেই ব্যক্তি কেবলমাত্র পাঠ হইতেই সত্ত্বশুদ্ধি ও জ্ঞানোৎপত্তিকে দূর করিয়া জ্ঞানযজ্ঞের ফল যে মোক্ষ, তাহা লাভ করিয়া থাকেন ; আর যে অর্থানুসন্ধান করিয়া ইহা পাঠ করেন তাঁহার যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই মুক্তি হয় তাহা কি আর বলিতে হইবে ?

রামানুজ। উহার অধ্যয়ন মাত্র দ্বারাই, গীতার যে জ্ঞানযজ্ঞের কথা বলা হয়েছে, যেন তাহারই দ্বারা আমি পুজিত হইব।

শঙ্কর। আমি যেন তাহার দ্বারা জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা পুজিত হইব। বিধিযজ্ঞ জপযজ্ঞ উপাংসু যজ্ঞ ও মানস যজ্ঞ এই চার প্রকারের যজ্ঞে জ্ঞানযজ্ঞ মানস হওয়ার শ্রেষ্ঠতম। অথবা ইহা ফল বিধি হওয়ায়, দেবতাদি বিষয়ক জ্ঞান যজ্ঞের সমান।

শ্রীধর। যেমন কেহ কাহারও নাম উচ্চারণ করিলে, যাহার সেই নাম, সে তাহার কাছে যায় সেই রূপ যে, অর্থ না বুঝিয়াও যদি জপ করে, সে আমাকে প্রকাশ করিতেছে ভাবিয়া, আমি তাহার কাছে যাই, ইত্যাদি। (অজামিল ও ক্ষত্রবন্ধু উদাহরণ)

ভূপেন্দ্রনাথ। ভগবানের পুজা করিবার সর্ব্বোত্তম উপায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানযোগ, গীতাধ্যয়নে জীবের অন্তঃকরণের সেই জ্ঞান লালসার বৃদ্ধি হয়। সুতরাং পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ যিনি জ্ঞানরূপ তিনি গীতাধ্যয়নে সংপূজিত হন। জ্ঞান যজ্ঞের মহাফল পরমপদ লাভ।

Telang. Sacrifice of knowledge is the best sacrifice.

৭১। শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুযাদপি যো নরঃ

সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্য কর্ম্মণাম্।

পদচ্ছেদ। শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়ঃ চ শৃণুয়াৎ অপি যঃ নরঃ সঃ অপি মুক্তঃ শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্য কর্ম্মনাম্।

অন্বয়। যঃ নরঃ শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়ঃ শৃণুয়াৎ অপি, সঃ অপি মুক্তঃ, পুণ্য কর্ম্মণাম্ শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ।

কঠিন শব্দ। অনসূয়ঃ = ঈর্ষাশূন্য, দোষ দৃষ্টি রহিত।

অনুবাদ। শ্রদ্ধাযুক্ত ও দোষদৃষ্টি রহিত যে নর, শ্রবণমাত্র করিলেও, অর্থাৎ অর্থজ্ঞান না হইলেও সেও মুক্ত, পুণ্যকর্ম্মকারীদিগের শুভ বা শ্রেষ্ঠ লোক প্রাপ্ত হয়। (বুঝিয়া পড়িলে, বা বুঝিয়া শুনিলে তো কোন কথাই নাই।

শ্রীধর। যে কোন মানব, জপ রূপে পাঠ করিতে থাকিলে, যদি অপর কেহ শ্রবণ করে, তাহারও ফল বলিতেছেন। "কি জন্য উচ্চৈঃস্বরে জপ করে, বা অসংযত ভাবে জপ করে" ইহা দোষদৃষ্টি। এইরূপ দোষারোপ শূন্য হইয়া যিনি শ্রবণ করেন, ইত্যাদি (মধুসূদন ঐরূপ)

শঙ্কর। যদি শব্দেরই এতগুণ, যে অর্থ বুঝে, তাহার আর কথা কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূপেন্দ্রনাথ। ভাগবতী কথায় শ্রদ্ধা ও রুচি জন্মিলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ....হৃদয় গ্রন্থি ভেদ হয়, ব্রহ্মব্যতীত যাবতীয় বস্তুর প্রতি আসক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

(৭২) ফলাদি বিষয় শুনাইয়া ভগবান যাহা গীতাভাবে এতক্ষণ বলিলেন, অর্জ্জুনের তাহা হৃদয়াঙ্গম হইল কি না জানিতে চাহিলেন।

৭২। কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা
কচ্চিদজ্ঞানসংমোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয়। ৭২

পদচ্ছেদ। কচ্চিৎ এতৎ শ্রুতম্ পার্থ ত্বয়া একাগ্রেণ চেতসা, কচ্চিৎ অজ্ঞান-সংমোহঃ প্রনস্টঃ তে ধনঞ্জয়।

অন্বয়। পার্থ, কচ্চিৎ এতৎ ত্বয়া একাগ্রেণ চেতসা শ্রুতম্, ধনঞ্জয়, কচ্চিৎ তে অজ্ঞান সংমোহঃ প্রণষ্টঃ।

কঠিন শব্দ। কচ্চিৎ = কি (প্রশ্নভাবে জিজ্ঞাসিত)।

অনুবাদ। পার্থ, তোমা কর্ত্তৃক একাগ্রচিত্তে ইহা (গীতা, শ্রুত হইল কি ? ধনঞ্জয়, তোমার অজ্ঞান জনিত মোহ (ভ্রান্ত ধারণা-সমূহ) বিনষ্ট হইল কি ?

অনুবাদ। পার্থ, তোমা কর্ত্তৃক একাগ্রচিত্তে ইহা (গীতা) শ্রুত হইল কি ধনঞ্জয়, তোমার অজ্ঞান জনিত মোহ (ভ্রান্ত ধারণা সমূহ) বিনষ্ট হইল কি ?

ভগবান অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি গীতা মন দিয়া শুনিয়াছেন কি ? তাঁহার 'কর্ত্তব্য কি' তাহা জানা না থাকার জন্য, এবং কৃষ্ণই যে পুরুষোত্তম ইহা বুঝিতে না পারার জন্য যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধারণা সমূহ হইয়াছিল, তাহা বিনষ্ট হইয়াছে কি ?

মধুসূদন। ভগবান সর্ব্বজ্ঞ কাজেই অর্জ্জুন এই সমস্ত বিষয় বুঝিয়াছেন কিনা তাহা জানেন। তথাপি উপদেষ্টা গুরুর কর্ত্তব্য কি, কি ভাবে উপদেশ দেওয়া উচিত, যতক্ষণ না শিষ্যের বোধোদয় হয়, ততক্ষণ যে উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য ইহা জানাইয়া দিবার জন্য, প্রশ্ন করিলেন, অর্জ্জুন বুঝিয়াছেন কি না। অজ্ঞান সম্মোহ প্রনষ্ট = অজ্ঞান জনিত যে সম্মোহ অর্থাৎ বিপর্য্যয় তাহাও অজ্ঞাননাশ বশতঃ প্রকর্ষ সহকারে অর্থাৎ পুনরুৎপত্তির বিরোধি রূপ অর্থাৎ যাহাতে তাহার পুনর্ব্বার প্রকাশ না হয় সেই ভাবে নষ্ট হইয়াছে তো ?

রামানুজ। যে অজ্ঞানে মোহিত হইয়া তুমি যুদ্ধ করিবে না বলিয়াছিলে সেই অজ্ঞানজনিত মহামোহ নষ্ট হইয়াছে তো ?

শঙ্কর। অজ্ঞানজনিত মোহ = স্বাভাবিক অবিবেকতা চিত্তের মূঢ়ভাব।

শ্রীধর। যদি উত্তমরূপে বোধ না জন্মায়, তবে আবার উপদেশ করিব, এই অভিপ্রায়ে প্রশ্ন।

সচ্চিদানন্দ। অজ্ঞান সংমোহ = আত্মজ্ঞানাভাব।

আশুদাস। অজ্ঞান সম্মোহ = স্বকর্ত্তব্য বিষয়ে, কার্য্যাকার্য্য বিষয়ে অজ্ঞানজনিত মোহ।

ভূপেন্দ্রনাথ। গীতা শ্রবণের ফলই অজ্ঞান নাশ। অর্জ্জুনেরও হইয়াছে, সেই কথা অর্জ্জুন নিজমুখে ব্যক্ত করিয়া জগৎ জীবকে শুনাইয়া দিন, তাহাতে জগতের কল্যাণ হইবে—এই প্রশ্নের ইহাই উদ্দেশ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Telang. Have you listened to this with a mind fixed on this one point only? Have your delusion caused by ignorance been destroyed?

৭৩। অর্জ্জুন উবাচ,

৭৩। নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত
স্থিতোঽস্মি গত সন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব। ৭৩

পদচ্ছেদ। নষ্টঃ মোহঃ স্মৃতিঃ লব্ধা ত্বৎ প্রসাদাৎ ময়া অচ্যুত, স্থিতঃ অস্মি গত সন্দেহঃ, করিষ্যে বচনম্ তব।

অন্বয়। অচ্যুত, ত্বৎপ্রসাদাৎ মোহঃ নষ্টঃ ময়া স্মৃতিঃ লব্ধা, স্থিতঃ, গত সন্দেহং অস্মি তব বচনম্ করিষ্যে।

কঠিন শব্দ। মোহঃ নষ্টঃ = ভ্রান্তধারণা-উত্থিত মুহ্যমান অবস্থা দূর হইয়াছে। স্মৃতি লব্ধা = স্মৃতি ফিরিয়া আসিয়াছে, অর্থাৎ মনে পড়িয়াছে আমি ক্ষত্রিয়; শত্রুভাবে দণ্ডায়মান গুরুজনেরা যদি আমাকে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করেন, আমি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিতে পশ্চাৎপদ হইব না; যদি তাঁহারা হত হন, এই শঙ্কা আমাকে ক্ষত্রিয়?ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিবে না। স্থিতঃ = স্থির হইয়াছি; ভাবনায় ভাঙ্গিয়া পড়িব না; "যুদ্ধার্থে কৃত নিশ্চয়ভাবে স্থিত হইয়াছি; শরীরে ও মনে স্থির হইয়াছি আর কোনও দৌর্ব্বল্য নাই। সীদন্তি মম গাত্রাণি, ন শক্নোমি অবস্থাতুম" [১] ২৮—৩০ ইত্যাদি হইতেছে না। গত সন্দেহঃ = আমার মনে আর কোনও প্রশ্ন কোনও সন্দেহ নাই।

অনুবাদ। অর্জ্জুন বলিলেন, অচ্যুত তোমার কৃপায় আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভ্রান্ত ধারণা উত্থিত মুহ্যমান অবস্থা দূর হইয়াছে, আমার স্মৃতি ফিরিয়া আসিয়াছে, অর্থাৎ আমার মনে পড়িয়াছে আমি ক্ষত্রিয়, আমার ক্ষাত্রধর্ম্ম সর্ব্বাগ্রে পালন করা উচিত, আমি আর ভাঙ্গিয়া পড়িব না, শরীরে ও মনে স্থির হইয়াছি এবং যুদ্ধার্থে কৃতনিশ্চয় ভাবে স্থিত হইয়াছি ; আমার মনে আর কোনও প্রশ্ন কোনও সন্দেহ নাই ; আমি তোমার নির্দ্দেশ পালন করিব।

কৃষ্ণানন্দ। আমার সমস্ত মোহ বিনষ্ট হইল; আত্মজ্ঞান স্বরূপ স্মৃতিলাভ করিলাম ; তোমার উপদেশে স্থির চিত্ত হইয়াছি, সংশয় তিরোহিত হইয়াছে। ....অর্জ্জুনের গুণবিচার জনিতে যে মোহ উৎপন্ন হইয়াছিল, অথাৎ রাজসা প্রকৃতিতে ধর্ম্ম ক্ষেত্রের যে প্রভাবজনিত সত্ত্বগুণের আবেশে নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিকূলে যে মোহময় বিকার উৎপন্ন হইয়াছিল, ভগবানের মুখে আত্মতত্ত্বোপদেশ, শুনিয়া, অহং ব্রহ্মাস্মি ঈদৃশ আত্মজ্ঞান স্বরূপ স্মৃতি হওয়ায় তাহা বিদূরিত হইল। যুদ্ধের কর্ত্তব্য নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝিতে পারিলেন। গত সন্দেহ অর্থাৎ বস্তুতে আর আত্ম বুদ্ধিরূপ সংশয় রহিল না। তিনি বুঝিলেন বন্ধুবধাদি তাঁর লক্ষ্য নহে, লক্ষ্য নিজের প্রতিজ্ঞারূপ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালন ; তাহাতে দোষগ্রস্ত হইবেন না।

সমন্বয় গীতা। মোহ=আত্মবিষয়ক মোহ। স্মৃতি = আত্ম স্বরূপ সম্পর্কীয় স্মৃতি।

গিরীন্দ্র। স্মৃতি = সমাজ ও শাস্ত্র নির্দিষ্ট কর্ত্তব্য জ্ঞান।

শঙ্কর। আমার অজ্ঞান জন্য মোহ, যাহা কি সমস্ত সংসার রূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনর্থের কারণ ছিল ও সমুদ্রের মত দুস্তর ছিল, তাহা নষ্ট হইয়াছে। তোমার কৃপাশ্রিত হইয়া তোমার কৃপায় আমি আত্ম-বিষয়ক এখন স্মৃতিও পাইয়াছি, যাহা পাইয়া সমস্ত গ্রন্থি অর্থাৎ সংশয় বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি (মু ২।২।৮ তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একাত্ম মনুপশ্যত (ঈ উ ৭)

মধুসূদন। স্মৃতিলব্ধা = তোমার উপদেশ হইতে এমনভাবে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি. যাহাতে আর কোন প্রকার সংশয়ের অবসর নাই, এই কারণে সকল প্রকার প্রতিবন্ধক শূন্য সেই আত্মজ্ঞানের দ্বারা মোহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। স্থিতোঽস্মি = যুদ্ধ কর্ত্তব্যতারূপ তোমার আজ্ঞায় অবস্থিত রহিলাম।

শ্রীধর। আমার আত্মবিষয়ক অজ্ঞান বিনাশ পাইয়াছে। "এ মার স্বরূপ এই" এইরূপ স্বরূপের অনুসন্ধানরূপ স্মৃতি পাইয়াছি আমার "অধর্ম্ম" বিষয়ক সন্দেহ বিনষ্ট হইয়াছে।

সচ্চিদানন্দ। আত্মা কর্ত্তা ভোক্তা এই মোহ আত্মার অধীদৃশ স্বভাবের স্মৃতি যোগরহস্য ব্যাখ্যানই তোমার প্রসাদ অর্থাৎ অনুগ্রহ কর্ম্ম যোগত্ব বিষয়ে সন্দেহ। মন্মনা ইত্যাদি। যোগবুদ্ধির আশ্রয়ে ফলত্যাগ পূর্ব্বক নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিলাভ কর, পরে সাংখ্য-বুদ্ধির আশ্রয়ে কর্ম্মসন্ন্যাস পূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠ হও। তোমার উপদেশ শিরোধার্য্য।

তিলক। যাঁহাদের সাম্প্রদায়িক ধারণা যে গীতার ধর্ম্মে সংসার ছাড়িয়া দিবার উপদেশ করা হইয়াছে, তাঁহারা এই শ্লোকে অনেক ভিত্তিহীন টানাধুনা করিয়াছেন। অর্জ্জুনের কোন্ বিষয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিস্মৃতি হইয়াছিল ইহা বিচার করিলে দেখা যাইবে যে ২।৭ শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন "ধর্ম্ম সংমূঢ় চেতা আমি হইয়াছি", কর্ত্তব্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে এখন তাহার স্মৃতি আসিল। তুমি যুদ্ধ কর" ভগবান বহুস্থানে বলিয়াছেন, তাই "করিষ্য বচনং তব"।

রামানুজ। বিপরীত জ্ঞানের নাম "মোহ"। যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানের নাম স্মৃতি। অনাত্মা প্রকৃতিতে আত্মাভিমান করিয়া লওয়া আর সমস্ত চেতনাচেতন বস্তু পরমপুরুষের শরীর হওয়ায়, তাহারই স্বরূপ, তাহা না মানা, আর নিত্য নৈমিত্তিক সমস্ত কর্ম্ম পরম পুরুষের প্রাপ্তির উপায়, তবুও তাহাকে বন্ধনকারক মানা, এরূপ যে মোহ তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আত্মা প্রকৃতি হইতে বিলক্ষণ, জ্ঞাতৃত্ব স্বভাবশালী, পরম পুরুষের নিয়মাধীন ও একরূপ ইহা মানা চাই।

আশুদাস। মোহ = স্বকর্ত্তব্য সম্বন্ধে ভ্রান্তি ; স্মৃতি = কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যোপদেশ সম্বন্ধে স্মৃতি যাহা যুদ্ধারম্ভে চিত্তের ব্যাকুলতা বশতঃ তিরোহিত হইয়াছিল। গত সন্দেহ = কার্য্যাকার্য্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

Radhakrishnan. Arjuna turns to his appointed action, not with an egoistic mind, but with self knowledge. The chosen instrument of God takes up the duty set to it by the Lord of the world. Jesus says, "I seek not my own will, but the will of Him who sent me."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Krishna Prem. The path, the Goal, and the Great sacrifice have been set forth and understood, and the soul breaks out in trimphant ecstasy ...Arjuna is established in Reality, he has regained his Memory of that Eternal one from which he came, to which he now returns. ...Thus ends the dialogue between the soul and its Eternal Source. It is the Soul itself that is enlightened, but the illumination is brought down to the level of the ordinary waking personality by the meditation of Sanjaya, the link between the two.

নীলকণ্ঠ। পূর্ব্বের যে দুই প্রকার মোহের কথা কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ অনাত্মবস্তুতে আত্মবুদ্ধিরূপ, এবং স্বধর্ম্মরূপ যুদ্ধে অধর্ম্মরূপ মোহ, তদুভয়রূপ মোহই নষ্ট হইয়াছে। আমি পরব্রহ্ম ইত্যকার আত্মানুসন্ধান রূপ আত্মাকারা স্মৃতি আমি লাভ করিয়াছি। এই স্মৃতি লাভ হেতু 'যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ স্থলে চিত্তে জড়ের ঐক্যরূপ ভ্রম প্রসূত হৃদয় গ্রন্থি বিমুক্ত হইয়াছে।

বিদ্যানন্দ। নিজ কর্ত্তব্যের স্মৃতি হইয়াছে।

রামদয়াল। আমার আত্মজ্ঞানরূপ স্মৃতি, আমার স্বরূপের স্মৃতি লাভ করিলাম। আমার পরধর্ম্ম গ্রহণরূপ যে মোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দূর হইয়াছে। দেহে আত্মবুদ্ধি এইটিই জীবের মোহ। এই মোহ হইতে আত্মস্বরূপের বিস্মৃতি ঘটে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানেশ্বরী। আমি নিশ্চয়ই সেই বস্তু যেখানে কর্ম্মের অস্তিত্ব নাই। আমি আমার নিজত্বকে পাইয়াছি।

গোয়েন্‌কা আপনার গুণ, প্রভাব ঐশ্বর্য্য ও স্বরূপ না জানা থাকায় যে মোহে ব্যাপ্ত হইয়া আমি আপনার আজ্ঞা মানিতে প্রস্তুত ছিলাম না ও শোকে ব্যাকুল ছিলাম। স্মৃতি=তোমার গুণ, প্রভবাদির পূর্ণ স্মৃতি। গত সন্দেহ=তোমার ঐশ্বর্য্য স্বরূপাদি বিষয়ে ইত্যাদি।

[আচার্য্যগণের ব্যাখ্যা অনুসরণ না করিয়া আমাদের মোটা বুদ্ধি যে ব্যাখ্যা দিয়াছে, সুধীগণ যেন তাহা ক্ষমা করেন। গীতা রূপকই হউক, বা পরে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, যাহা হউক না কেন, ইহা মহাভারতের যে স্থলে রাখা হইয়াছে সে স্থানের ভাবটা একেবারে ভুলিয়া যাওয়া ঠিক হয় না। আর যে ঘটনায় সখা ও সারথি রূপে স্থিত ভগবানকে বাধ্য হইয়া, অর্জুন যুদ্ধে নামিয়া, যুদ্ধ করিব না বলায়, তাঁহাকে স্থৈর্য্যযুক্ত করাইরা, যুদ্ধে দাঁড় করাইতে, এই গীতার অমৃতোপম ৫৭৪ শ্লোক—অর্জ্জুনকে পান করাইতে হইয়াছিল, তাহা ইহা নহে কি, যে অর্জ্জুন ক্ষত্রিয় ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করাই তাঁহার তাৎকালিক প্রথম কর্ত্তব্য, এ কথা, স্বজনপ্রীতি মোহে ও গুরুজন বধকরার পাপের ভয়ে, তাঁহার স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল' তিনি স্থিত হইতে পারিতেছিলেন না? তাঁহার কি কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে নানাকথা নানা সন্দেহ তাঁহার মনে উঠিতে ছিল, এমন কি তাঁহার করুণাময় স্নেহময় সখার ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে গোড়ার দিকে তাঁহার সন্দেহ ছিল; তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে নানা ইঙ্গিত পাওয়া সত্ত্বেও, সন্দেহপূর্ণ ছিলেন, পরিষ্কার মনে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া লওয়া, তাহা শীঘ্র হয় নাই। সেই অর্জ্জুন, গুরুর স্নেহসিক্ত অতুলনীয় শিক্ষায় মন তাঁহার, যন্ত্রবৎভাবে নহে, সজ্ঞানে, (কারণ ইহাই সদ্‌গুরু চাহেন) ও নিষ্কামভাবে, কর্ত্তব্য কর্ম্মপালনে প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই অর্জ্জুন, গুরুর প্রশ্নে, দ্বিধা মনে ছিল না বলিয়া উত্তর দিলেন "নষ্টো মোহ স্মৃতির্লব্ধা, স্থিতোঽস্মি, গতসন্দেহঃ।" ইহাদের অর্থ, আত্ম-জ্ঞানাদি না আনিয়া উপরের ব্যাখ্যা আনা উচিত হয়না কি? আর 'করিষ্যে বচনং তব, ইহার অর্থ 'ন যোৎস্য' হইতে আনা উচিত হয়না কি? "আত্মজ্ঞান লাভ" আচার্য্যেরা অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু প্রশ্ন উঠে না কি আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত যে, কর্ম্ম-সন্ন্যাসই তাহার ধর্ম্ম হয় না কি! আর, প্রথম অধ্যায়েই, তাহার দ্বিতীয় প্রকরণে, স্বধর্ম্মপালনের উপরই ভগবান এত জোর দিলেন কেন? অনাত্মজ্ঞান ত্যাগাপেক্ষা "আমিও আমার" ত্যাগ বলিলে, আমাদের মোটা বুদ্ধিতে মনে হয়, বুঝিবারও সুবিধা হয়, এবং অনাত্মজ্ঞান ত্যাগও হয়; ইহাই ছিল প্রথম অধ্যায়ের শেষ কথা।

ভূপেন্দ্রনাথ। দেহাত্মজ্ঞানরূপ মোহ অর্জ্জুনকে কাতর করিয়াছিল, তাই তিনি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণে অভিলাষ করিয়াছিলেন। ভগবানের উপদেশে আবার তাঁহার আত্মবুদ্ধি ফিরিয়া আসিল। তাঁহার স্মৃতি দৃঢ় হইল যে তিনি দেহ নহেন, তিনি আত্মা। সুতরাং অজর অমর আত্মার আবার জীবন মরণের জন্য ভয় কি! ....অজ্ঞান সম্মোহ আমার জ্ঞান দৃষ্টি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে সরিয়া গেল ; আমার হৃদয় গ্রন্থি ভেদ হইয়াছে। চিৎ জড়ের যে অভেদ জ্ঞান আমাকে কতকাল হইতে জীবভাবে বদ্ধ করিয়াছিল, আজ সে অনর্থ-ঐক্য জ্ঞান বিলুপ্ত হইল। মায়ার কৌশল ধরা পড়িয়াছে, অনাত্ম দেহাদিতে আমার আত্ম বুদ্ধি নাই। তুমি সব, আমিও তুমি। তোমাতে আমাতে আর এই জীব ও জগতের সঙ্গে অজ্ঞান জনিত যে ভেদ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ তোমার প্রসাদে সব তিরোহিত হইয়া গেল। এইবার তোমার উপদেশ মত শ্বাসে লক্ষ্য রাখিব। নাভি চক্রের তেজস্তত্ত্ব, বড় আদরের জীব, আবার মেরুদণ্ড সবল করিয়া সাধনায় উঠিয়া দাঁড়াইব। ....করিষ্যে বচনং তব, যেমন করিয়াই হউক গুরুবাক্য পালন করিব।

Telang. Destroyed is my delusion ; by your favour Oh undegraded one ; I (now) recallect myself (i.e understand my real essence, what I am etc. I stand freed from doubts (as to whether the battle was night or not. I will do your bidding.

৭৪। সঞ্জয় উবাচ,

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ
সংবাদ মিমম শ্রৌষমদ্ভূতং রোমহর্ষণম্। ৭৪

পদচ্ছেদ। ইতি অহম্ বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ, সংবাদম্ ইমম্ অশ্রৌষম্ অদ্ভুতম্ রোম-হর্ষণম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্বয়। ইতি অহম্ বাসুদেবস্য চ মহাত্মনঃ পার্থস্য ইমম্ অদ্ভুতম্ রোমহর্ষণম্ সংবাদম্ অশ্রৌষম্।

কঠিন শব্দ। রোমহর্ষণম্ = রোমাঞ্চ কর। অশ্রৌষম্ = শ্রবণ।

অনুবাদ। সঞ্জয় বলিলেন, এই প্রকার আমি বাসুদেবের ও মহাত্মা পার্থের এই আশ্চর্য্য ও রোমাঞ্চকর কথোপকথন শ্রবণ করিয়াছি।

রামানুজ। মহাত্মা = মহান বুদ্ধিমান।

ভূপেন্দ্রনাথ। কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে যে সব অনুভবের কথা বলা হইল তাহার কিছুও যাহার প্রত্যক্ষ হয় তাহার বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না। ....সর্ব্বব্যাপী বাসুদেব তো বাসুদেবই আছেন, কিন্তু জীব অর্জ্জুনের আত্মাও যে দেহ সম্বন্ধী নহে, সেও যে বাসুদেবেরই অংশ, ...এই পরম গুহ্য সংবাদে জীবের মন প্রকৃতই পুলকিত হয় এবং দেহ প্রকৃতই রোমাঞ্চিত হয়।

৭৫। ব্যাস প্রসাদাচ্ছ্রুতবানেতদ্গুহ্য মহং পরম্

যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথযতঃ স্বয়ম্। ৬৫

পদচ্ছেদ। ব্যাস-প্রসাদাৎ শ্রুতবান্ এতৎ গুহ্যম্ অহম্ পরম্ যোগম্ যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্।

অন্বয়। অহম্ ব্যাস প্রসাদাৎ এতৎ পরমং গুহ্যম্ যোগম্ স্বয়ম্ কথয়তঃ যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ শ্রুতবান্।

কঠিন শব্দ। ব্যাস প্রসাদাৎ = দিব্যচক্ষুঃ ও দিব্য কর্ণ প্রাপ্তি রূপ ব্যাসের অনুগ্রহের ফলে। ইমম্ পরম্ গুহ্যং যোগং = এই পরম গোপনীয় যোগের অব্যভিচারী হেতু স্বরূপ এই সংবাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(মধুসূদন)। যোগেশ্বরাৎ স্বয়ম্ কথয়তঃ শ্রুতবান্ = যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, স্বীয় পরমেশ্বর স্বরূপে বলিতেছেন তাহা আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই শুনিয়াছি, পরম্পরায় নহে (মধুসূদন।

অনুবাদ। আমি ব্যাসদেবের প্রসাদে এই অতীব গুহ্য যোগ তত্ত্ব বা সাধন তত্ত্ব স্বয়ং যোগেশ্বর (অর্থাৎ সাধনা সমূহের শিক্ষা-দাতা বা ব্যাখ্যাতা. অথবা সাধন সমূহের লক্ষ্যস্থল যোগমায়ার অধীশ্বর সর্বৈবশ্বর্য্য সম্পন্ন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে সাক্ষাৎভাবে শুনিয়াছি। ভগবান যোগেশ্বর। সদসৎ, একে বহু বহুতে এক, ইত্যাদি বিরুদ্ধধর্ম্মী বিষয় সমূহ তাঁহার মায়ার খেলায় প্রকাশমান ও বিলীয়মান হইতেছে (পশ্যমে যোগমৈশ্বরম্ নবম অধ্যায়). ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি গীতায় যে সকল যোগ প্রণালী বা সাধনা প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে. তাঁহারই শ্রীমুখে প্রথমে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, প্রতি অধ্যায়ের শেষে, পুষ্পিকায়, যোগশাস্ত্র কথাটি তাহাই নির্দ্দেশিত করিতেছে।

শঙ্কর। যোগ = যোগ বিষয়ক হওয়ায় এ সংবাদকে যোগ বলা হইয়াছে।

তিলক। যোগ = কর্ম্মযোগ। কিছু যোগেশ্বরের অর্থ কিছু ব্যাপক, তাহার ব্যাখ্যা এইরূপ :—যে যুক্তি দ্বারা পরমেশ্বর মূলে অব্যক্ত হইলেও, তিনি নিজে নিজেকে ব্যক্ত স্বরূপ প্রদান করেন, সেই যুক্তিই অথবা যোগ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। গীতাতে ইহাকে ঈশ্বরী যোগ বলিয়াছে (৯ ৪; ২৮)। বেদান্তে যাহাকে মায়া বলে তাহাও ইহাই। ....পরমেশ্বর এই যোগের অথবা মায়ার অধিপতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোয়েন্‌কা। যোগশক্তির স্বামী, যে যোগশক্তিতে তিনি ক্ষণ মাত্রে জ্ঞানের উৎপত্তি করিতে পারেন।

ভূপেন্দ্রনাথ। শ্রীকৃষ্ণ যা, ব্যাসও তাই; উভয়েই ভগবানের কূটস্থ চৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণ তৎস্বরূপ, অর্থাৎ আপনাতে আপনি; সেখানকার কথা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তাই সেই কূটস্থ চৈতন্যই একটু বাহ্যেন্দ্রিয় মিলিত হইয়া ব্যক্ত হন (যেমন পরা-বস্থার পরাবস্থায়), তখন যে দিব্যজ্ঞান আমাদের মনোগোচর হয়, তাহাই ব্যাসের প্রসাদ। ব্রহ্মভাবের নিম্ন অবস্থাই ঈশ্বর ভাব। যেখানে সর্ব্বের কথা আসে, জগৎজীবের কথা আসে, সেখানে তিনি পুরুষোত্তম বা নারায়ণ, মায়ার অধীশ্বর। অবতারাদি এই নারায়ণ হইতেই হইয়া থাকে। জ্ঞান ভূমিকার বিভিন্ন স্তরে থাকায়, ঐশ্বর্য্যের তারতম্য। শ্রীকৃষ্ণই নিখিল আত্মার আত্মা, পরমাত্মা। কৃষ্ণনাম, প্রচণ্ড আকর্ষণ শক্তি; গোপীরা বুঝিয়াছিল।

৭৬। রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ।

পদচ্ছেদ। রাজন্, সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদম্ ইমম্ অদ্ভুতম্ কেশব অর্জ্জুনয়োঃ পুণ্যম হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ।

অন্বয়। রাজন, কেশবার্জ্জুনয়োঃ ইমম্ পুণ্যম্ চ অদ্ভুতম্ সংবাদং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য মুহুর্মুহুঃ হৃষ্যামি।

কঠিন শব্দ। পুণ্যম = পুণ্যজনক বা কল্যাণকারক। সংবাদ = কথোপকথন। সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য = বারবার স্মরণ করিয়া।

অনুবাদ। হে রাজা (ধৃতরাষ্ট্র) কেশব ও অর্জ্জুনের এই কল্যাণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারক বিস্ময়কর কথোপকথন বারবার স্মরণ করিয়া আমি প্রতিক্ষণে হৃষ্ট হইতেছি।

মধুসূদন। সংস্মৃত্য স স্মৃত্য সম্ভ্রম (ক্ষিপ্রতা) বুঝাইবার জন্য এখানে স স্মৃত্য পদটির দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে।

কৃষ্ণানন্দ। ভগবানের সগুণ বিকাশই ধ্যেয় ব্রহ্মরূপ ; নির্গুণ স্বরূপ ধ্যানগম্য নহে। সগুণ ব্রহ্মের ধ্যান অভ্যাস করিতে করিতে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে আত্মচৈতন্য হইতে অভিন্নভাবে নির্গুণ ব্রহ্ম স্বরূপ প্রকাশিত হন। সগুণ রূপের উপাসনা দ্বারাই ক্রমে সাধক তাঁহার নিত্য স্বরূপলাভে অধিকারী হইয়া থাকেন।

ভূপেন্দ্রনাথ। অর্জ্জুন বিশুদ্ধ তেজস্তত্ত্ব. তাঁহার দ্বারাই জগৎ ব্যাপার চলিতেছে। সেই তেজ যখন ঈশ্বরমুখ বা আত্মমুখ হয়, তখনই তাহা ভগবৎ প্রাপ্তির সহায়ক হয়। ....কেশব= ক=মস্তক, ঈশ=প্রভুত্ব করা, ব=প্রাপ্তি। সংসারে যিনি বিরাজ করিতেছেন. সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হইয়াছে যাঁহার তিনিই কেশব।

৭৭। তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ
কিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃপুনঃ ৭৭

পদচ্ছেদ। তৎ চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপম্ অতি অদ্ভুতম্ হরেঃ বিস্ময়ঃ মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃপুনঃ।

অন্বয়। রাজন্, হরে তৎ অতি অদ্ভুতম্ রূপম্ চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য মে মহান্ বিস্ময়ঃ চ অহম্ পুনঃপুনঃ হৃষ্যামি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুবাদ। হে রাজন, হরির সেই অতি অদ্ভুত (বিশ্বরূপ) পুনঃপুনঃ স্মরণ করিয়া আমার অতি আশ্চর্য্যবোধ হইতেছে, ও আমি বারবার আহ্লাদিতও হইতেছি।

মধুসূদন। ধ্যান করিবার জন্য ভগবান অর্জ্জুনকে যে সগুণরূপ দেখাইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার স্মরণ করিয়া সঞ্জয় বলিলেন ইত্যাদি।

ভূপেন্দ্রনাথ। বহুভাবের মধ্যে এক ঐক্য ভাবকে দেখিতে না পাইলে জীব শান্ত হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন, যদবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদবিহ, মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি (কঠ)। যে আত্মচৈতন্য ইহ অর্থাৎ এই বিশ্ব বা দেহস্থ অন্তঃকরণে প্রকাশিত সেই আত্মচৈতন্যই অমুত্র তথায় অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত অবস্থায়। যে চৈতন্য মায়াতীতভাবে, সেই চৈতন্য এই এখানে অর্থাৎ দেহ বা দেহস্থ অন্তঃকরণে অনুস্যূত রহিয়াছেন) যে ব্যক্তি এই ব্রহ্মচৈতন্যে নানাভাব (অর্থাৎ অন্তঃকরণের ভিন্নতা বশতঃ আত্মা বা ব্রহ্মের ভিন্নতা) দর্শন করে, সে ব্যক্তি পুনঃপুনঃ মৃত্যুর পর মৃত্যুলাভ করিতে থাকে। ....ভগবানের সগুণ রূপই বিশ্বরূপ যাহা অর্জুনের ধ্যান সৌকর্য্য হেতু দেখান হইয়াছিল। ....এক বিশ্বাত্মার মধ্যে যখন সমস্ত নরনারী দেবতা পশুপক্ষী নদী সমুদ্র চন্দ্র সূর্য্য একাধারে সমস্ত দেখিলেন।

৭৮। যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতি ধ্রুর্বা নীতির্মতির্মম। ৭৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদচ্ছেদ। যত্র যোগঙ্গীশ্বরঃ কৃষ্ণ যত্র পার্থঃ ধনুর্ধরঃ

তত্র শ্রীঃ বিজয়ঃ ভূতিঃ ধ্রুবা নীতিঃ মতিঃ মম।

অন্বয়। যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ যত্র ধনুর্ধরঃ পার্থঃ তত্র,

শ্রীঃ বিজয়ঃ ভূতিঃ ধ্রুবা নীতিঃ মম মতি।

কঠিন শব্দ। যোগেশ্বর = সকল রকম সিদ্ধি প্রদায়ক উপায় সমূহের নির্দ্দেশক ও সকল সাধনার শিক্ষক ; সকল ঐশ্বর্য্যের প্রভু ; অঘটন-ঘটন পটীয়সী যোগ মায়ার অধীশ্বর। ধনুর্ধর = গাণ্ডীব ধনুকধারী; শ্রীকৃষ্ণাদেশ অনুযায়ী পুরুষকার প্রয়োগকারী। শ্রী = ঋদ্ধি। বিজয় = যুদ্ধজয়, সকল সঙ্কট উত্তরণ; শক্তি। ভূতি = বিভূতি, সিদ্ধি, উত্তরোত্তর উন্নতি। নীতি = সুনীতি ধ্রুবা = অচল, অব্যভিচারিণী। যোগেশ্বর শব্দে আরও এক ইঙ্গিত পাওয়া যায় :-শ্রীকৃষ্ণ যোগেযুক্ত থাকিয়া অর্জ্জুনকে গীতা শোনান ; ইহা তিনি নিজেই অনুগীতা শোনাইবার প্রারম্ভে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন। যোগে নিজেকে রাখিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন ; তাই যোগেশ্বর নাম !

অনুবাদ। যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও যেখানে ধনুর্ধর পার্থ অবস্থিত, (যেখনে জ্ঞান ও কর্ম্মের বা যেখানে যুক্তি ও শক্তির সহযোগ হয়) যেখানে ঋদ্ধি, পিদ্ধি, শক্তি ও নীতি সব আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয় ; এই আমার অভিমত (মহাভারত ৫:৬'৮।৯)

ইহা যেন, যেখানে জ্ঞানময় শিব ও কর্ম্মময়ী মহামায়া বর্ত্তমান সেখানে শ্রীরূপিণী লক্ষ্মী, বিজয়রূপী কার্ত্তিক, ভূতি বা বিভূতিরূপী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গণেশ ও অচলা নীতিরূপিণী সরস্বতী বিদ্যমান থাকেন। এ শ্লোকে আরও এক ব্যঞ্জনা আসে। ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র আরও ভাল করিয়া ধর্ম্মক্ষেত্র হইয়াছে, কারণ ভগবৎসত্তা এখানে এখন পরিপূর্ণ ভাবে বিরাজমান। ভগবৎসত্তা কি? জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, শ্রী, বিজয়। জ্ঞান মূর্ত্তি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, আর বৈরাগ্য বা নির্লিপ্ত কর্ম্মযোগে সকল যোগ শ্রবণের সহিত, নারায়ণরূপী শ্রীকৃষ্ণের নিকট যিনি দীক্ষিত হইলেন, তিনি নারায়ণেরই অন্য বিভাব নররূপী অর্জ্জুন, আর যশঃরূপী ভূতি, ধর্ম্মরূপী নীতি, ঐশ্বর্য্যরূপী বিজয় ও শ্রীরূপী শ্রী, সেই কুরুক্ষেত্রে যখন বিরাজমান —হে রাজা, ধৃতরাষ্ট্র না হওয়া সত্ত্বেও তুমি ধৃতরাষ্ট্র ছিলে, তোমার নিজ দোষে এখন আর তাহাও থাকিবে না। চমৎকার উপসংহার এই শ্লোকটি। জগতে যাহা অনবরতঃ হইয়া আসিয়াছে, এবং যাহা অনবরতং হইবে, সত্যদ্রষ্টা ঋষির বাণীর মত এই শ্লোক গুরুগম্ভীর ভাবে উচ্চারিত হইয়াছে। সঙ্গতি ও কাব্যিক সৌন্দর্য্য চমৎকার ভাবে এই শ্লোকটিতে রহিয়াছে। গীতার সকল যোগের সকল সাধনার সমষ্টি ভূত ফল, এই শ্লোকটি কেন্দ্রীভূত করিয়াছে।

ইহার ব্যঞ্জনায় পাওয়া যায় বহুভাব, কিছু দেওয়া হইয়াছে, আরও একটি এখানে দেওয়া হইল। শ্লোকটি যেন বলিতেছে "ভগবান তুমি আমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চল, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" তুমি যাহা বলিবে আমি করিব, তুমিই আমার তাহা করিতে উদ্বুদ্ধ কর, ক্ষমতা দাও" ইহা বলিয়া মানুষ যখন কর্ম্মে নামে, সে কর্ম্ম যতই কেন সঙ্কটময় হউক না কেন, ভগবান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সারথি হইয়া তাহাকে ঠিক পথ দিয়া লইয়া যান ; কোথায় কখন্ কি করিতে হইবে, সকল কৌশল তিনিই বলিয়া দেন ; যিনি যোগেশ্বর ; যোগঃ কর্ম্মসু কৌশল। সুখে দুঃখে, স্থির তিনিই রাখেন (সমত্বং যোগ উচ্যতে), এই ভাবে যে নিষ্কাম কর্ম্মী ভগবানের নিকট হইতে কর্ম্ম মানিয়া লইয়া নিজের সমস্ত উদ্যম রূপী তাহার গাণ্ডীবের পুর্ণ ব্যবহার রাখে, শুধু যে তাহার সকল বিপদ কাটিয়া যায় তাহা নহে, আপনা আপনি তাহার কাছে আসে শ্রী বিজয়, ভূতি ও নীতি, প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ, সব কিছু। মানুষের, জাতির সমাজের, ধর্ম্মের, সকল ব্যাপারের অভ্যুদয়ে ও স্থিতিতে এই শ্লোকটিকে দেখিতে পাই ঃ—দেখিতে পাই, দরকার পড়ে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুদ্বয় যাহাতে বর্ত্তমান, এরূপ একজন স্বার্থহীন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতার ; আর দরকার পড়ে যিনি সেই নেতার ইচ্ছার কাছে নিজেকে নিবেদন করিয়া দিতে পারেন এরূপ কর্ম্মযোগীর। দুইয়ের অঙ্গাঙ্গী মিলনে সিদ্ধি আপনি আসিয়া পড়ে।

যুগের নিয়মে যুগোপযোগী নীতির প্রতিষ্ঠা করিতে যখন ঐশী শক্তির অবতরণ দরকার পড়ে, তখন একজন নেতা, আর একজন অকপট সহযোগীর মাধ্যমে প্রায়ই এই ভাবে ঐশী শক্তি অবতরণ করেন। ভগবানের তেজঃপুঞ্জ বিভাব, ঋষি নর ও নারায়ণ। এইরূপ যুগল অবতরণে বলা হয়, তাঁহাদেরই তেজঃ পার্থিব দেহ ধরিয়া নামে। যেখানে যোগেশ্বর, অর্থাৎ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যে অদ্ভুত পরিকল্পনা শক্তিতে সৃষ্ট, সেই শক্তির অধীশ্বর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজে বিরাজমনে, আর যেখানে গাণ্ডীবধারী অর্থাৎ সেই অদ্ভুত কর্ম্ম শক্তিশালীগণ-শিরোমণি অর্জ্জুন, ভগবৎ পরিকল্পনাকে মানুষের ভিতর দিয়া আকার দিতে অবস্থিত, সেখানে যে বিজয় নিশ্চিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শঙ্কর। সমস্ত যোগ ও তাহার বীজ তাঁহা হইতে উৎপন্ন, সেইজন্য ভগবান যোগেশ্বর। শ্রী, বিজয়, বিভূতি ও লক্ষ্মীর বিশেষ বিস্তার।

মধুসূদন। যোগেশ্বর = সর্ববিধ যোগসিদ্ধির ঈশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ। নরনারায়ণ = অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ। শ্রী = রাজলক্ষ্মী। বিজয় = শত্রু পরাজয় জনিত উৎকর্ষ। ভূতিঃ = উত্তরোত্তর রাজলক্ষ্মীর বিশেষভাবে বিবৃদ্ধি। নীতি = ন্যায়পরতা। ধ্রুবা = অবশ্যম্ভাবিনী, ইহা শ্রী বিজয় ভূতি ও নীতি এই সবগুলিতেই অন্বিত হইবে।

রামানুজ আমার বুদ্ধি এইরূপ বলে যে উচ্চনীচরূপে স্থিত সমস্ত চেতন অচেতন বস্তু সমূহের যাহা যাহা স্বভাব যোগ, সেই সব যোগের যিনি ঈশ্বর, তথা নিজ হইতে ভিন্ন সম্পূর্ণ বস্তু সমূহের স্বরূপ, স্থিতি ও প্রকৃতির ভেদ যাঁহার স্ব সঙ্কল্পের অধীন, সেই সম্পূর্ণ যোগ সমূহের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যাহার পক্ষে ইত্যাদি। শ্রী, বিজয় বিভূতি ও নিশ্চলা নীতি ইত্যাদি।

শ্রীধর। রাজলক্ষ্মী, বিজয়, ভূতি অর্থাৎ উত্তরোত্তর অভ্যুদয় ও নীতি; ধ্রুবা অর্থাৎ নিশ্চিতা, ইহা সবগুলির সহিত অন্বিত। ....ভগবানের প্রতি ভক্তিমান পুরুষের তদীয় কৃপায় আত্মজ্ঞান জন্মিলে সহজেই সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি ঘটে, ইহাই গীতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থ সংক্ষেপ। ৮।২২, ১১।৫৪ ইত্যাদি বহু শ্লোকে ভগবানের প্রতি ভক্তিকে মোক্ষ বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম উপায় বলিয়াছে। একান্ত ভক্তিই তাহার অনুগ্রহজনিত জ্ঞানরূপ প্রাসঙ্গিক ব্যাপারযুক্ত মোক্ষের কারণ; জ্ঞান ভক্তির একটি অবান্তর ব্যাপার (১০ ১০; ১৩।১৮)। ঐ সকল বাক্য হইতে জ্ঞানই ভক্তি, ইহা সঙ্গত নহে। ১৮।৫৪; ১৮।৫৫ এই সকল বাক্যে উভয়ের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এইরূপ হইলেও 'তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়, এই শ্রুতি বাক্যের সহিত বিরোধের আশঙ্কা নাই, কারণ, জ্ঞান, ভক্তির অবান্তর (অন্তর্ভুক্ত) ব্যাপার মাত্র। যস্য দেবে পরাভক্তি ইত্যাদি, যমেবৈষ বৃণুতে ইত্যাদি শ্লোক সমূহ এইরূপ থাকায় সমস্তই সমঞ্জস হইতেছে।

Gandhi Desai. In one of his speeches of lofty eloquence, Gandhiji identified Krishna with the righteousness of the end and Arjuna with the purity of the means; ....where the two combine, there defeat is an impossibility.

Radhakrishna. We are called upon to unite vision (Yoga) and energy (ধনুঃ) and not allow the former to degenerate into madness or the latter into savagery. When the human soul becomes ... united with the Divine, fortune and victory, welfare and morality are assured.

Krish a Prem. When the human soul is

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

united with the Divine, victory, welfare and righteousness are eternally assured.

তিলক কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন, অর্থাৎ যুক্তি ও শক্তি। জরাসন্ধ বধের মন্ত্রণার সময় শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন "ময়ি নীতি, বলং ভীমে।"

ভক্তিপ্রদীপ। শ্রী, বিজয়, ভূতি, নীতি = fortune, victory, prosperity, uprightness.

ভূপেন্দ্রনাথ। কূটস্থের জয়। অর্থাৎ মানুষ যতই দেহভাবে তাঁহাকে ভুলিয়া থাকুক, একদিন দেহাতীত কূটস্থ চৈতন্যের প্রতি নজর পড়িবেই। ....সাধুরা একদিন গুণাতীত অবস্থায় পৌঁছিতে পারিবেনই।

Telang. Wherever is Krishna, the Lord of the possessors of mystic power, wherever is the great worker, the son of Pritha, there in my opinion are fortune victory, prosperity i. e. greater development of fortune and external justics.

পরিশিষ্ট

মধ্বাচার্য্যের ভাষ্যের Subba Rao কৃত ইংরাজী অনুবাদ হইতে গৃহীত।

In this chapter, scattered teachings are collected.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[1] Sannyasa and Tyaga seem to convey the same idea. Hence the enquiry [2] কাম্য কর্ম্ম are of 2 classes :—Optionally কাম্য and necessarily কাম্য. In the case of optionally কাম্য, their giving up is not omitting to do them, but omitting to desire fruits. In the other case, সন্ন্যাস is to omit their performance altogether. ত্যাগ or relinquishing the fruits means the performance of all duties and righteous works, only for the sake of delighting the Lord, without entertaining any wish for the consequences. [4] ত্যাগ = [a] relinquishing the fruit, [b] relinquishing the idea that the action one's own, [c] to percive that the Lord is the doer, and to relinquish his own agentship with regard to anything. [7] Omission of the enjoined duties is তামস ত্যাগ। [12] ইষ্টং, অনিষ্টং, মিশ্রং = heaven, hell and human life ; thus threefold is the fruit, here-after, of কর্ম্ম for those that do not relinquish the fruit , but there is nothing for those who renounnce.[13] সাংখ্যে কৃতান্তে = declared in the সাংখ্য শাস্ত্র for the accomplishment of all actions. সাংখ্য শাস্ত্র is instituted by Kapila, an Avatara of Vishnu, not the popular Kapila. [14] The place the body, the ground (earth); the Actor = Vishnu ; Instruments = organs, ladder etc ; di-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

fferent kinds of Activity = movements of hands etc, as well as the mental activity of contemplation ; also the accessory work involved in a sacrificial act, or Homa or Yoga. দৈব = destiny. Actor may also mean Jiva, the dependent actor. দৈব can be put as Vishnu. [17] Whose mind is not attached ; even slaying all these people, he neither slays, nor is bound by the consequence. ....What is said here, applies only to Avataras of Rudra, Yama etc that are born to regulate the world ; any other man of wisdom, acting thus, is certainly exposed to the evil consequences of violation. [18] জ্ঞান = knowledge of the rule impelling one to action. জ্ঞেয় = Activity, endeavour place etc. ....It is of no force to say that the rules cannot be intended for Matter, for God and for the Released. জ্ঞান জ্ঞেয়, জ্ঞাতা are three-fold injunctiou regarding কর্ম :—the instrument, the doer. Another translation :—The knowledge, the knowable and the knower ; they are the three forms of the Lord Himself, from whom impulse to action comesto Jiva. [19] Vedic সাংখ্যশাস্ত্র is called গুণসংখ্যান্ [20] ভাব = eternal existence; perceives the One Supreme [21] Apprehends Separateness in all beings, i. e. the various things to be of different nature.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[22] তামস knowledge clings to one effect, (effect, কার্য্য as used to denote the Jiva, who, being a a সংসারিন is to become a released soul ; for this reason, he is called 'effect', as it does to the whole (কৃৎস্ন denotes both Brahman and the world) which is destitute of reasoning, which refers to unreality and is very little. ....ব্রহ্মবৎ কৃৎস্নবৎ is used to denote the world as well. It is knowledge which identifies Jiva with Brahman or identifies Jiva with the world. Or the knowledge which makes the while world the effect of our Jiva's illusion [33] That ধৃতি (fortitude) is সাত্ত্বিক, by which unswerving ধৃতি joined to যোগ, he sustains the operation over the mind, of প্রাণ (breath) and of organs. (34). (34) রজস্, ধৃতি holds up the thoughts of ধর্ম্ম, কাম, and অর্থ and with great attachment, wishes for the fruits (38) The latter half of the verse may be taken as an adjectival clause to সুখ happiness). Or it may be construiedwith the Subsequent verse

defining সাত্ত্বিক সুখ। (42) শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দাক্ষ্য = dauntleness, majesty, courage, dexterity. [43] What is the effect of the description of the several duties ? The sloka is the answer সংসিদ্ধি = = মুক্তি. [44] Him, from whom, beings derive their activity, and by whom all this is pervaded,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

having worshipped Him, the wise man obtains মোক্ষ. [48] Now here perfection can be claimed in the performance of duties. [49] What are the other virtues necessary to be found in him who adheres to his own duries, so that he may become accomplished of his purpose? The following slokas give the answer. সন্ন্যাসেন = by abandoning কাম্যকর্ম্ম and by offering all his works to the Lord. নৈষ্কর্ম্ম্য = মোক্ষ; final beatitude সিদ্ধি = what is accomplished; here it means the accomplishment of the means which consist in the destruction of all undesirable কর্ম্ম, except প্রারব্ধ; it is a step preliminary to Release [53] ব্রাহ্মভূয়ায় কল্পতে = Fit to be in ব্রহ্মণ; to set the mind always on ব্রহ্মণ (after reaching অপর ব্রহ্ম, he comes to possess a serenc mind. Attains the highest devotion to Me. (55) When by such devotion, he duly understands Me with truth, how I am all pervading, what I am by name and substarce,—only after truly knowing Me, he enters into Me. [55] বুদ্ধিযোগ = the Yoga of বুদ্ধি the means of withdrawing thought from all other things. (61) The Supreme Ruler is seated in the heart of all beings, causing all beings that are mounted on wheels (bodies) to revolve by the power of His own will. (66)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

The first half of Sloka 65 means Saranagati (constant Remembrance 'I belong to Him etc'. As to sloka (66), Arjuna cannot be justly urged to fight on any other meaning of the sloka, except the following :—[1] Having abandoned the fruits of the duties performed, [2] having abandaned all the duties that are not meant for the delight of the Lord. (78) শ্রী =royal splendour (and the duty of confirming it on kings) ; ভূতি= weelth ; নীতি=course of justice.

রামকণ্ঠের গীতাভাষ্যের ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী কৃত অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত।

[১১] অধিষ্ঠান = শরীরাদি, কর্ম্মকৃত হয় ; কর্ত্তা দেহাদিতে দৃঢ় মূল অহং প্রত্যয় যুক্ত পুরুষ। করণ = হস্তাদি। শরীর নিষ্ক্রিয় প্রকৃতির ব্যাপার বা চেষ্টা বা প্রাক্তন কর্ম্ম। প্রাক্তন কর্ম্ম অনুকূল না হইলে কর্ম্ম বিফল হয়। [২৭] সমস্ত বস্তু জগতে যিনি আত্মময় তাঁহার চিত্তবৃত্তি বা ভাব দেহাদিতে অহং প্রত্যয় গ্রহণ করে না। ফলতঃ সংবিৎ বা বুদ্ধি তাহায় মায়োপহিত সমস্ত জীববৎ রাগ দ্বেষাদি মল দ্বারা কলুষাকৃত নহে। তিনি পরমেশ্বর ভাব সমাধিস্থ কর্ত্তা, যুদ্ধে সকল লোককে বধ করিয়াও নিজে সেই বধ ক্রিয়ার ফলে যুক্ত হল না। [২৮] সকল দেহীর জ্ঞান ও কর্ম্ম সবিস্তারে বলেছেন। কর্ম্ম শব্দে জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়ার জ্ঞপ্তি লক্ষণ ফল বলা হইয়াছে। সে ফলের বা জ্ঞানাত্মি বা ক্রিয়া ফলের প্রবর্ত্তয়িতাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রিবিধ ; সে গুলির দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান হয়, অবশ্য উপচার ক্রমে, যথা ইন্দ্রিয়াদি ; দ্বিতীয়তঃ বা সুখ দুঃখশীল শীতাদি বস্তু নিচয়। তৃতীয় পরিজ্ঞাতা যিনি নিশ্চয় করেন "আমি সুখ দুঃখ আদি জানিতেছি। ....যাহাদের দ্বারা কর্ম্ম এবং কর্ম্মফলে কার্য্য নিষ্পাদিত হয়, তাহাও ত্রিবিধ—করণ বা হস্তপদাদি ; কর্ম্ম বা ঘটাদি বিষয়ে চেষ্টা ; কর্ত্তা বা কর্ম্মাদি কার্য্যে ব্যাপৃত কুম্ভকার প্রভৃতি। [১৯] গুণ সংখ্যানে = গুণগুলির স্বরূপ ভেদ কথনে। যদিও ব্রহ্মৈকত্ব বিষয়ে কাপিলগণ বিরোধী, তথাপি গুণ এবং গৌণ ব্যাপারে তাহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ যোগ্য। [২০] দেশকাল আকার ভেদে পরস্পর পৃথকভাবে ব্যবস্থিত হইলেও যিনি অশেষ চেতনাচেতন ভূত বৃন্দের মধ্যে শুধু অভিন্ন স্বরূপ চিদাত্মক সত্ত্বই সন্দর্শন করেন, এমত বোধ যখন, তখন জ্ঞান সাত্ত্বিক। আত্মা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে বিশুদ্ধ চিন্মাত্র স্বভাব ; একই তত্ত্ব তাঁহা হইতে ব্যতিরিক্ত কোনও কিছু পদার্থ তত্ত্বতঃ থাকিতেই পারে না। কেবল তদীয় নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য দ্বারা উদ্ভাবিত মায়া মলে আকৃত জ্ঞানময় স্ব প্রকাশকে নানাত্বে প্রতিপন্নকরে। ক্ষেত্রজ্ঞগণের যখন পরমেশ্বরানুগ্রহ শক্তি শলাকা দ্বারা জ্ঞানচক্ষুর মল অপসারিত হয় নির্ম্মলত্ব প্রাপ্ত হয়, তখনই ইহা, ইহা, বলিয়া নির্দ্দিষ্ট যত কিছু সকলই একত্বেই যোগিগণ দর্শন করেন। রাজস জ্ঞান, সমস্ত মায়ায় প্রাণিবর্গের, মধ্যে বর্ত্তমান। যে জ্ঞান দ্বারা আত্ম ব্যতিরিক্ত অবস্থাতেই যাবতীয় বস্তু জাত বেদ্য হয় পরস্পর বিভিন্নরূপে নানা বিচিত্র আকারে। [২১] তামসিক জ্ঞান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অকৃস্নবিৎ। কোন বিষয় সাধনভূত একটি মাত্র কার্য্যে অদ্ভুত জ্ঞান প্রমত্ত বা উন্মত্ত ব্যক্তিদের জ্ঞান তামসিক। [২৩] ধৃতি, সাত্ত্বিকী, যোগী, মন প্রভৃতিকে ধারণ করেন পরমার্থ বিষয়ে সমাধি সহকারে। যে ব্যক্তিতে সংসারী ধর্ম্ম অর্থ কামকে (মোক্ষকে নহে), ধারণ করেন, তাহা রাজসী। তামসী = নিদ্রা ইত্যাদি। [৪৯] যখন সকল কর্ম্মেই সঙ্গদোষ রহিত মতি বর্ত্তমান থাকে; নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে অন্তঃকরণ নিগৃহীত হয়, স্বর্গ সুখাদির স্পৃহা থাকে না, তখনই ফলাভি সন্ধি ত্যাগে (এবং তাহাই প্রকৃত সন্ন্যাস, কর্ম্মত্যাগ সন্ন্যাস নহে) পরমা নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ এই অবস্থায় পরমাত্ম সমাপত্তি লক্ষণ সকল কর্ম্মত্যাগত্ব প্রাপ্ত হয়। (৫০ ৫৩), ব্রহ্ম প্রাপ্তির প্রকাশ বুঝাইতেছেন, (অষ্ট প্রকার ব্যাপার)। [৫৪] এই প্রকারে নির্ব্বিশেষ ভাবে ব্রহ্মৈকপরায়ণত্বে তদ্ভাবাপন্ন হইয় ....তাহার নিকট বিশ্ব সাত্মময়, কোনও পরিগ্রহের অপেক্ষা তাহার নাই, শোক বা হর্ষের কোনও কারণও নাই। মায়োপহতে দৃষ্টিতে ভাব ও অভাবের ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া হর্ষশোকাত্মবিকার উৎপাদন করে। ....তখনই জ্ঞানের নিরতিশয়া পরাকষ্ঠা চতুর্থী ভক্তির উদয় হয়। তাহাই জ্ঞান লক্ষণা মদ্ভক্তি বা মৎ স্বরূপের উপাসনা। পরমাদ্বৈত প্রতিপত্তিরূপ জ্ঞানের পরাকাষ্ঠাকে মদ্ভক্তি বলা হয়। [৫৫] ভক্তের দ্বারা অর্থাৎ পরমার্থতঃ তৎ অদ্বয় চিৎপ্রকাশ রূপ তত্ত্ব দ্বারা "আমি যেমন স্বরূপ" ....একত্বভাব প্রত্যবমর্থ স্বশক্তি বলে তাহার সহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিযুক্ত ভাবে স্থিত হই। যে অতত্ত্ববিৎগণ এরূপে আত্মবলে প্রত্যভিজ্ঞান করেন, তাহাদের মায়াবশে বিপর্যায় জ্ঞান। ....ভক্তি যুক্ত যোগিগণ, আমার সত্যরূপ জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞান করিয়াআমাতেই প্রবেশ করেন। উপাস্য উপাসক, উপাসনা বিকল্প ক্ষয়ে ব্রহ্ম হন ৫৯) সর্ব্ব কর্ত্তৃত্বে অহং প্রতিপত্তিতে অবলম্বন শুধু এক আমি অহং। সেই যোগী আমার প্রসাদে প্রত্যভিজ্ঞেয়তা প্রাপ্ত হইয়া, নিত্য অব্যয় অক্ষয় পরব্রহ্মরূপ স্থান (পদ) প্রাপ্ত হন, পরাসিদ্ধি লাভ করেন। (৫৭) সকল অবস্থাতেই মচ্চিত্ত হও। মদ্ ব্যতিরিক্ত অন্য পদার্থ সম্ভবই নহে যদিও সেগুলি ব্যবহার ভূমিতে ইদং ইদং বলিয়া প্রতিপন্ন হয় পর প্রকাশ চিৎস্বরূপতায় ভাবনা কর কিন্তু স্বকর্ম্মগুলি করিয়াও মনের দ্বারা, তৎফলে নিস্পৃহ হইয়া থাক ; আমাতে (পরমাত্মাতে) অভিমান শূন্য হইয়া সমর্পণ কর। আশ্রয় তোমার হইবে বুদ্ধিযোগ, জ্ঞানে বুৎথান রহিত সমাধি। ৫৮) মচ্চিত্ত বা মদেকালম্বন মানস হইলে আমারই অনুগ্রহে হর্ষ শোক মোহ জাত কারণগুলি উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবে ; অন্যথা এমন উপদেশ সত্ত্বে যদি শরীরাদিতে অহংপ্রত্যয় পরিহার না কর, স্বরূপ প্রতিপত্তিবিহীন বিনাশ ভাবই প্রাপ্ত হইবে। (প্রচলিত পাঠ আছে "শ্রোষ্যসি", যদি শ্রবণ না কর ; কাশ্মীরি পাঠ আছে মোক্ষ্যসি)। এবংবিধ অভিমানে অবশ্যকরণীয় "যুদ্ধ করিব না" যাহা মনে করিয়াছ, তাহা তোমার মিথ্যা বুদ্ধি, কারণ তোমার ক্ষত্রিয় প্রকৃতি তোমাকে বর্ণ স্বভাব কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবে। [৬১] অধিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথার কাজ কি? উপলব্ধি কর যে ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছেন (ইহা পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে গীতা গ্রন্থে)। সর্ব্বভূতের জ্ঞানাত্মক বা ক্রিয়াত্মক যাহা কিছু স্পন্দনে অভিব্যক্ত হয়। সে সকলই পরমার্থতঃ তিনি করেন, মায়াশক্তিতে অবভাসিত পরস্পর বিভিন্ন জীববৃন্দকে ব্যামোহিত করেন, তাহারা মিথ্যাভিনিবেশে মনে করে 'অহং করোমি' এই ভাবে মোহাচ্ছন্ন করান। যেমন সূত্রধার কর্ত্তৃক পুত্তলিকাদি, সূত্র সংযুক্ত কাষ্ঠাদি যন্ত্রে আরূঢ় হইয়া, ক্রীড়াহীন অচেতন, বিভিন্ন ক্রীড়ারূপ ক্রিয়া সম্পাদন করে, অচেতনে যেমন চেতন ক্রিয়াবেশ অভিব্যক্ত করান। নির্গলিতার্থ এই যে পরমেশ্বরই সর্ব্বকর্ত্তা, আর কেহই কর্ত্তৃত্ব সম্পন্ন নহে; বস্তুতঃ সেই একমাত্র ঈশ্বরেরই শরণ লও, অর্থাৎ আত্মাতে তাঁহার প্রতিপত্তি কর ····ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হইবে। (৬৮) কাশ্মীরি পাঠ দৃঢ়মতি। (৬৯) যখন তুমি একমাত্র পরমার্থ সৎ বস্তু আমাতেই তত্ত্বজ্ঞানে শরণ লইবে শুধুই পশ্যন্ শৃন্বন্ ইত্যাদির দ্বারা প্রতিপাদিতক্রমে নিবিড় ভাবে অবধানে লীন চিত্তে আমাতেই একমাত্র ভাবাপন্ন হইবে, তখন পুণ্য পাপ বিকল্পের উপদ্রব, সকল ক্রিয়ার সকল জ্ঞান সকল বচনে স্বতঃই বিগলিত হইবে।

পরি প্রশ্নমালা

১—১২। এ অধ্যায়ে যে ভাবে আরম্ভ হইয়াছে তাহা কেন হইয়াছে? অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিকট কি জানিতে চাহিলেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ন্যাস ও ত্যাগ, এ দুটি কথার তাৎপর্য্য কি ? কি ভাবে এ দুটি কথার ব্যবহার হওয়া উচিত ? যদি কর্ম্ম বন্ধনে না পড়িবার জন্য সকল কর্ম্মই ত্যক্ত হয়, তাহা হইলে যজ্ঞ, দান ও তপঃ কর্ম্মই বা ত্যজ্য না হইবে কেন ? ভগবান এ সম্বন্ধে কি বলিলেন ? পাবণানি মনীষিনাম, ইহার অর্থ কি ! ইহারা চিত্ত শুদ্ধিকর বটে, কিন্তু তথাপিও ভগবান এ গুলিকে কি ভাবে করিতে বলিলেন ? এখানে 'ত্যাগ' পারিভাষিক ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, কি সাধারণ ভাবে ? এই সাধারণ ভাবে ত্যাগ শব্দ লইলে, অর্থাৎ কর্ম্ম না করা অর্থ লইলে, কয় রকমের ত্যাগ হয়, বিস্তারিত ভাবে বল। রাজসিক ও তামসিক ত্যাগ কাহাকে বলে ? উপরিউক্ত সাধারণ অর্থের ভাবে লইলে, অর্থাৎ ছাড়িয়া দেওয়া ভাবে লইলে. সাত্ত্বিক ত্যাগ বলিয়া কোন কিছু হয় কি ? তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে সাত্ত্বিক ত্যাগ কি ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ? পারিভাষিক অর্থে যদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই পারিভাষিক অর্থ কি ? সাত্ত্বিক ত্যাগীর কি কি লক্ষণ দেখা যায় ? কিন্তু ত্যাগের অর্থ কর্ম্ম ছাড়িয়া দেওয়া লইয়া, সাত্ত্বিক ত্যাগীর অর্থ সম্পূর্ণ ভাবে কর্ম্মত্যাগী. কেন না লওয়া হয়, এ সম্বন্ধে ভগবান কি উত্তর দিলেন ? দেহধারী লোক সম্পূর্ণভাবে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না। সেইজন্য ত্যাগের পারিভাষিক অর্থ লওয়া হউক, ভগবান এই যাহা বলিলেন সেই পারিভাষিক অর্থ কি ?

১২। ত্যাগ ফল তিন রকমের, তাহারা কি কি ? তাহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থ কি ? ত্যাগের, সকল কর্ম ছাড়িয়া দেওয়া অর্থ লইলে, এ তিন ফল সন্ন্যাসীদের কেন হয় না ? অত্যাগীদের কেন হয় ? সন্ন্যাসী শব্দে কি উক্ত হইল ?

১৩—৪০। অষ্টাদশ অধ্যায় কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিতে আবার ফিরিয়া গিয়াছে ; প্রথমে সাধারণভাবে, সাধারণ অর্থাদি লইয়া ; কিরূপ, তাহা উদাহরণ দিয়া দেখাও। সকল কর্ম্মের পাঁচটি কারণ হয়, ইহার অর্থই বা কি, এবং সেই কারণগুলিই বা কি ব্যাখ্যা করিয়া বল। কোন্ শাস্ত্র ইহা বলিয়াছেন ? 'সাংখ্যে কৃতান্তে' ইহার অর্থ কি ? শাস্ত্রীয় অশাস্ত্রীয় কায়িক, বাচনিক, মানসিক, সকল কর্ম্মেই যদি ঐরূপ পাঁচটি কারণ থাকে, তাহা হইলে নিজেকেই যাহারা একমাত্র কারণ (অর্থাৎ কার্য্যকর্ত্তা) ভাবে, ভগবান তাহাদের কি বলিয়াছেন ? যাহার কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে না, সে নির্লিপ্ত ভাবে কর্ম্ম করে, সে হত্যা করিলেও তাহার হত্যা করা হয় না, ইহার অর্থ কি ?

কর্ম্মচোদনা ও কর্ম্ম সংগ্রহ ইহাদের অর্থ কি ? কর্ম্মের প্রবর্ত্তক কি কি ! কর্মের আশ্রয়ই বা কি কি ? ব্যাখ্যা করিয়া বল। এখানে জ্ঞানের কি অর্থ লইলে ভাল হয় ? সেই অর্থে জ্ঞানের ত্রিবিধ ভেদ, এবং উপরিউক্ত কর্ম্ম ও কর্ত্তার ত্রিবিধ ভেদ কোন্ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ? জ্ঞানের ত্রিবিধ ভেদ কি কি; বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বল, এবং সেইরূপভাবে কর্ত্তার ত্রিবিধ ও কর্ম্মের ত্রিবিধ ভেদ ব্যাখ্যা কর।

বুদ্ধি কাহাকে বলে ? ধৃতি কাহাকে বলে ? ইহারা প্রত্যেকটিই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রিবিধ—কিরূপে তাহা দেখাও। কর্ম্ম সম্পাদনে যে সুখ হয় তাহাও ত্রিবিধ—কিরূপ তাহা দেখাও। এই যে এতগুলির কথা বলা হইল, ইহারা সকলে ত্রিবিধ কেন?

৪১—৪৮। প্রকৃতি জাত এই ত্রিগুণে মানুষের স্বভাব ও কর্ম্ম সমূহ হয়। ইহার উপর বর্ণ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া বল। সমাজ প্রতিষ্ঠার সহিত এই প্রকরণ সংযুক্ত বলিয়া ইহার বিশেষ গুরুত্ব, তাহা দেখাও। ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যের ও শূদ্রের যথাক্রমে ইহাদের স্বাভাবিক কর্ম্ম কি, বিবৃত কর।

৪৯—৫৫। কর্ম্ম মহত্ত্ব পূর্ণ; মানুষ যদি নিজের নিজের নিয়ন্ত্রিত কর্ম্মে থাকে, তাহা হইলে তাহা ভগবানের অর্চ্চনা হয়, তাহাতে সিদ্ধি আসে, ভগবান ইহা যে ভাবে বলিলেন তাহা বল। পরধর্ম্মে না যাওয়া এবং স্বধর্ম্মে থাকার বিষয়ে ভগবান কি বলিলেন?

নিষ্কাম জিতাত্মা ও বিগরস্পৃহভাবে স্বধর্ম্ম পালন করিতে থাকিলে নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি আসে, এবং তাহা ব্রহ্মভাব আনে—ইহা কি ভাবে বলা হইয়াছে? কি ভাবে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে রাখিলে "নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা" প্রাপ্তি হয়, এবং ইহার অর্থ-ই বা কি? ব্রহ্মভাব যাহার উপলব্ধি হইয়াছে, শোক, দুঃখ বিষয়ে যে কি রকম থাকে? তাহার ভগবানের প্রতি পরাভক্তি লাভ হয়, ইহার অর্থ কি?

৫৬—৬৬। এইবার আবার নূতন প্রকরণ, শরণাগতি; কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভবে ইহা আরম্ভ হইয়াছে? ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কর্মসমূহ করিলে কি হয়? অব্যয় পদ কাহাকে বলে? কি ভাবে সকল কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করিতে পারা যায়! কি তাহার ফল হয়? যদি না করা হয়, তাহা হইলেই বা কি হয়? ভগবান অর্জ্জুনকে এ সম্বন্ধে কি বলিলেন? ঈশ্বর অন্তর্যামীভাবে আমাদের ভিতর কোথায় থাকেন; এবং আমাদের কি ভাবে মায়ার দ্বারা ভ্রামিত করান? ঐ শ্লোকটির পরিষ্কার করিয়া ব্যাখ্যা কর। এই ভাবে আমরা ভ্রামিত হইতেছি, ইহাই যদি হয়, ভগবান এ বিষয়ে অর্জ্জুনকে (এবং সকলকে) কি উপদেশ দিলেন? "এই সব দেখিয়া শুনিয়া, তুমি যাহা ইচ্ছা হয় তাহা কর", এ কথা কেন বলিলেন? ইহার পর, গুহ্যতর জ্ঞান হইতে গুহ্যতম জ্ঞানে উঠিলেন—তাহা কি? "মন্মনা ভব ইত্যাদি" এই শ্লোকটির নানা দিক দিয়া ব্যাখ্যা কর; অন্য কোথাও এই ভাবের শ্লোক আসিয়াছে কি? ইহার পরের শ্লোক "সর্ব্ব ধর্ম্মান্" ইহার বিশদ ব্যাখ্যা কর, ব্যাখ্যায় ইহার চমৎকারিত্ব পরিস্ফুট কর। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ইহার অর্থ কি? এ শ্লোকটিকে নানা দিক দিয়া আলোচনা কর। শরণাগতি কি ভাবে ফুঠিয়াছে দেখাও।

৬৭—৭১। গীতা কাহাকে শুনাইবে না। গীতা কীর্ত্তনের ফল কি? ৭২, ৭৩। গীতা শুনাইয়া ভগবান অর্জ্জুনকে কি জিজ্ঞাসা করিলেন! মোহ, স্মৃতি, সন্দেহ, ইহাদের অর্থ কি? অর্জ্জুন কি উত্তর দিলেন?

৭৪—৭৮। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে উপসংহারে কি বলিলেন! শেষ শ্লোকটির অর্থ কি? মোক্ষ সন্ন্যাসের অর্থ কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যামুন মুনি কৃত ষটক ও অধ্যায়ের মর্ম্ম (দামোদর) :—

অধ্যায় ১৩। দেহের স্বরূপ, আত্ম প্রাপ্তির হেতু আত্ম বিশোধন, বন্ধ হেতুর বিবেক।

১৪। বন্ধনের হেতুভূত বলিয়াই গুণ সমূহের কর্ত্তৃত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। তাহাদিগকে নিবৃত্তি করিতে পারিলে গতিত্রয় সহ স্বকীয় মুলেরও নিবৃত্তি হয়।

১৫। জড় চৈতন্য ও বিশুদ্ধ চৈতন্য এতদুভয় হইতে, সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে সর্ব্বব্যাপকত্ব হেতু, এবং সর্ব্বস্বামীত্ব হেতু পুরুষোত্তম স্বতন্ত্র।

১৬। দৈব এবং আসুর সম্পৎ বিভাগের দ্বারা শাস্ত্র বশ্যতা এবং তদুপদেশ সমূহের বিধান।

১৭। আসুর ভাব সকলই শাস্ত্র বিরহিত :—শাস্ত্রসিদ্ধ অনুষ্ঠানের তিন প্রকার লক্ষণ।

১৮। অষ্টাদশ অধ্যায়ে, ঈশ্বরে কর্ত্তৃত্ব অর্পণ স্বরূপ বুদ্ধি, সত্ত্বগুণের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক জ্ঞান এবং হিতাহিত সকলই স্বকীয় কর্ম্মের পরিণাম স্বরূপ, ইহাই সমগ্র গীতা শাস্ত্রের সারার্থ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তপশ্চর্য্যা তীর্থাটন, দান এবং যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানই কর্ম্মযোগ। স্বকীয় অন্তঃকরণের দ্বারা আয়ত্তীকৃত পরিশুদ্ধ আত্মায় অবস্থানই জ্ঞানযোগ। সকলের প্রতি একান্ত প্রীতিযুক্ত হইয়া ধ্যানাদিতে নিরত থাকাই ভক্তিযোগ। উল্লিখিত, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, এ তিনের সমবায়ে, অপিচ পরব্র-হ্মার আরাধনারূপ নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের পরিপাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধকগণ যোগরূপ দ্বার দ্বারা আত্মদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া থাকেন। তখন পরমাত্মা অনুগত অর্থাৎ পরমাত্মবিষয়ক বোধ সম্পন্ন আত্ম জ্ঞানলাভ করিয়া তাহাদিগের নিখিল অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া থাকে। তদনন্তর পরাভক্তি লাভ করিয়া পরমেশ্বরের অনুগ্রহে সাধুগণ পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সাধকগণ যদি কেবল তদর্থী অর্থাৎ তৎপদপ্রাপ্তির অভিলাষী হন, তাহা হইলে ভক্তি যোগ সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির সাধনরূপ হইবে। আর যদি তিনি আত্মার্থী অর্থাৎ আত্মার বোধের কামনাযুক্ত হন, তাহা কর্মযোগ ভক্তি যোগ ও জ্ঞানযোগ, এই তিনই তাঁহার কৈবল্য সাধনের সহায় হইবে। উল্লিখিত রূপ অধিকাধিদিগের পক্ষে প্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত ভগবানে সমান নিষ্ঠার প্রয়োজন। যদি সাধক পরার্থী হন. তাহা হইলে তাঁহার অত্যন্ত তন্নিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু জ্ঞানিগণ পরম ঐকান্তী, কারণ তাহাদিগের জীবন তদায়ত্ত, তাহার সংশ্লেষ ও বিয়োগ দ্বারা জ্ঞানিগণ সুখ দুঃখ বিষয়ে সমান বুদ্ধি সম্পন্ন। শ্রীভগবানের ধ্যান যোগ, বন্দন স্তুতি এবং কীর্ত্তন দ্বারা তাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদিগের প্রাণ, মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমূহ তদ্গত হইয়া থাকে। যাহারা ভগবৎপ্রীতি কামনা করিবেন, তাঁহারা নিত্যকর্ম্মাদি অত্যন্ত ভক্তি সহকারে অনুষ্ঠান করিবেন। কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া অবিকৃত চিত্তে তাঁহারই শরণাগত হওয়া আবশ্যক। শ্রীভগবানের একান্ত এবং অত্যন্ত দাসত্বে রতি হইলেই তৎপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সেই ভক্তি তত্ত্ব প্রধানতঃ এই গীতাশাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে। ইহাই গীতার্থ সংবাদ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে রাখিবার মত শ্লোক—২, ১৪, ১৭, ১৮, ২০, ৪১, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯,৬১, ৬২, ৬৫ ৬৬, ৭৩, ৭৮।

জ্ঞান সম্বন্ধীয় শ্লোক—২, ৩, ৫, ৬, ১০—৫০, ৫৩,—৫৬, ৬০, ৬৬, ৬৫, ৭৩, ৭৮।

কর্ম্ম সম্বন্ধীয় শ্লোক—৭, ৮, ৯, ৫১, ৫৩, ৫৬, ৫৭, ৫৮—৬০, ৬৭।

ভক্তি সম্বন্ধীয় শ্লোক—৫৪—৫৮, ৬৮—৭১।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi